



ରତ୍ନାକର

(ଶ୍ରୀଶ୍ରୀନିତାଇଗୋରରାଧାକୃଷ୍ଣ-ଲୀଳାବିଷୟକ ପଦାବଳୀ ଓ ବିବିଧକାବ୍ୟ ଶ୍ରାବଣୀ)

ରଞ୍ଜୟାଶ୍ରମ ଶ୍ରୀକାଳୀହରଦାସ ଭକ୍ତିସାଗର-ବିଦ୍ୟାବିନୋଦ
ବିରଚିତ ।

ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ

୧୭୫୨ ସମ୍ବ ।



ଫେଣୀ ରାମେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀମେ—

ପ୍ରିଣ୍ଟର୍—ଶ୍ରୀମତେନ୍ଦ୍ରମୋହନ ମହାପାତ୍ର, କଟକ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ।

উপহার-পত্র ।

বন্দাবনে গোপীনাথ, বিষ্ণুপ্রিয়াপ্রিয়নাথ, যে লুক'ল জগন্নাথ-অঙ্গে ।
সেই শ্রীজগদ্রক্ষ, দয়ার দধিসিদ্ধ, তথাপিহ খেলা করে বঙ্গে ॥

শ্রী শ্রীচরিতপুস্তকমাশ্রিত সততপূজিতস্বরিত শ্রী শ্রীনিহাশ্যনন্দভাবাবিস্ট “জয়নিতাই”-পদ-প্রস্তুত
শ্রীচরিতমোক্ষোত্তমদত্তবন্দেব (জয়নিতাইপ্রভু) পূণ্যচরিত শ্রীশ্রীযুগ দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
শ্রীগৌড়েশ্বরগৌরভক্তরাজ-করকমলশিখরে এই “ব্রতাকর”-তরঙ্গশীকর-শিখরিণী নৃত্য করুক ।

জনগণভূতা চরিততুষ্টি-চিহ্ন শমনশঙ্কিত পতিতাপম জয়শ্রীপূণ্যনৈপুণ্য-শৃণু অথবা কলিত
কালীচৈরান্ন মায়াযুক্ত-বিষয়বিধানলবিদগ্ন-প্রাণোপিতা গিহা নির্দিষ্টা প্রার্থনা ।

শ্রী শ্রীগৌরগোবিন্দো জয়তি ।



ব্রতাকর !

১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড ।

বসুভাষ্য শ্রী কালীহরদাস
ভক্তিসাগর বিদ্যাবিনোদ
বিরচিত ।

প্রকাশক—

শ্রীইন্দুভূষণ চৌধুরী সি, এ, ও শ্রীমহেন্দ্রকুমার গজুমদার, নোয়াখালী ।
সর্বদা স্বতঃসংরক্ষিত] শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপুর্ণিমা, ১৩৪২ সন । [গ্রন্থভিক্ষা ২৬ দুই টাকা মাত্র ।

ভূমিকা ।



“শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা,” “অবদূত নিভানন্দ,” “জ্ঞান,” “মহাবক্ত,” “প্রেমভক্ত সমন্বয়” “শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা,” “ভক্তিসূত্র-দীপিকা,” “ভক্তিসূত্র-দীপিকা,” “গান্ধীমাঠায়া” ও “মা-চণ্ডী” গ্রন্থ প্রণেতা ও বাবতীয় শ্রী বৈষ্ণব পত্রিকার লক্ষ্যপ্রার্থ লেখক ভক্তপ্রবর বৈষ্ণবকবি শ্রীযুত কালীচর ভক্তিসাগর বিরচিত এই “রত্নাকর” গ্রন্থ প্রকাশিত হইলেন।

তাঁহার সংস্কৃত-ভাষায় লিখিত “শ্রী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও প্রভুদেবের জীবনী” কবিতাংশ “সংস্কৃতসাধিতাপরিষদে” ক্রমশঃ এবং “Gita and Bible” সম্পূর্ণ এবং “Sree Sree Rash Leela” প্রথমাংশ “Sree Sree Vishnupriya-Gouranagar” নামক ইংরেজী দাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিলেন।

১২০৫ সন অবধি ১২৯৮ সন পর্যন্ত যে সকল কবিতাপদ ভক্তিসাগর মহাশয় রচনা করেন সে সকল এবং পরবর্ত্তী কালে তাঁহার রচিত অসংখ্য বহু কবিতা ‘কবিতাকদম্বক’ গ্রন্থের উপাদান। এই কবিতাগ্রন্থ স্পষ্টতঃ তাই অদ্যাপি অপ্ৰকাশিত। আগড়তলা, লাউতা এবং আড়কান্দা বাসকালে প্রভুকারী এই সব কবিতা এবং “জ্ঞান” নামক পুস্তিকা লিখেন। অমুখ্য ১২৮৭ সন অবধি ১১ বৎসর মধ্যে তিনি লাউতায় নিবর্ত্তন পাতাড়ে বসিয়া “বিরচিত চাক্ষুসিকা” “সুদয়াকাব্য,” “সৌরবিরচ” এবং “ব্রজলালাকমল” লিখেন। তখন তিনি অত্যন্ত কৃষ্ণপ্রেমে নৃত্যপন।

অমুখ্য ১৩০৫ সনে তিনি কালকটকার ভক্তগণ সঙ্গে আনন্দে ডুবিয়া শ্রীগৌরলীলারসাত্ত্বক পদাবলী লিপিবদ্ধ করেন। অপর সমুদয় লীলা কাব্য ও পদাবলী ভাগ্যকুলের পদ্যকূলে বসিয়া এবং বিলনীয়ার পার্বত্য শোভার অকূলে মজিয়া রচনা করেন। তদ্যবধি “শ্রীযুগল মাদুরী” ভক্তপ্রাণের একটা বিশেষ আশ্বাসনের বস্তু।

ভাগ্যকুল, বিলনীয়া, হলদিয়া ও দাঁসাড়া (অনুভূমি) বাসকালে এই সব বাবতীয় বৈষ্ণব পত্রিকায়, ত্রিশতাধিক গদ্যানিবন্ধ ও পদ্য লিখেন। সমুদয়ই দার্শনিক সিদ্ধান্তগর্ভ। তাঁহার লিখিত “শ্রীপ্রেমাবতার” “কালীচরীর নিবেদন” অভিধ্যায় “শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গোরাঙ্গ” পত্রিকায় ক্রমশঃ ৩য় বৎসরে ও শেষ হয় নাই। তাঁহার ঐ গদ্যানিবন্ধ সকল বাবতীয় বৈষ্ণব পত্রিকায় সাদরে প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভাগ্যকুলের প্রথম ১৪ বৎসর লইয়া তাঁহার ৩৮ বৎসর বয়স অবধি ২৫ বৎসর অর্থাৎ ৬৩ বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি যৌবন ত্রৈলোক্য ভোগ সহ আবেগভাবায় “পদামৃত” “বিষামৃত গোরাপ্রেম” প্রভৃতি পদাবলী গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। “পদামৃত” প্রথমতঃ পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হন। “বিষামৃত গোরাপ্রেম” “আনন্দ বাজার ও শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া” পত্রিকায় প্রকাশিত হন।

“শ্রীযুগলমাদুরী,” “কবিতামৃত” ও “পদপুস্পাঞ্জলী” প্রভৃতি “নিবেদন,” “ভক্তি,” “শ্রীবৈষ্ণবসঙ্গিনী” “শ্রীগোরাঙ্গ” “পল্লবাসী” ও “শ্রীগোরাঙ্গসেবক” পত্রিকায় প্রকাশিত হন।

ভক্তিসাগরজা লিখিত “বিষামৃত গোরাপ্রেম” ও “মহাবক্ত” এই দুইই নদীয়া নাগরীর বিরহ দশার উদ্‌ঘাটন—উদ্‌ঘাটনের ভাব ভাষা রস সবই এক নূতন সৃষ্টি।

ভক্তিসাগরের রচিত ইংরেজী কবিতা বৈষ্ণব কবি রসিক লাল দে সাদরে প্রাকুড়ানপণে প্রকাশিত করিয়া ছিলেন। একটা মধ্যমী ইংরেজী কবিতা “শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গোরাঙ্গ” ইংরেজী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভক্তিসাগরের “জ্ঞান” লীকর এই “রত্নাকর” গ্রন্থাবলীতে স্থান পাইল না।

“শ্রীগোরাঙ্গ” পত্রিকায় গ্রন্থকারের “মায়ের আলীকাদ না দেববাণী” শীর্ষক তাঁহার নিজ জীবনী (auto-biography) প্রথমার্ধ প্রকাশ হইয়াছিল। তাহাতে কাব্যরসের ধারাময় প্রেমগাহীত্ব। তাঁহার লিখিত “সংক্ষিপ্ত রাজস্থান” মধুর অথচ বীরবসের চাক্ষুসিক। ইহার প্রথমার্ধ “সেবার” ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভক্তিসাগরজী নিম্নলিখিত পত্রিকা সকলের নিয়মিত লেখক ছিলেন।

১। শ্রীহট্টগ্রহ ২। নিবেদন ৩। ভক্তি ৪। আনন্দবাজার ও শ্রীশ্রীবিক্রমপ্রিয়া ৫। শ্রীশ্রীবৈষ্ণব সঙ্কীর্ণী ৬। পরীবাসী ৭। ঢাকাপ্রকাশ ৮। শান্তিকণা ৯। শ্রীগোরাঙ্গ ১০। শ্রীগোরাঙ্গ সেবক ১১। শ্রীনিত্যানন্দ সেবক ১২। সেবা ১৩। সাধক ১৪। আনন্দ ১৫। প্রেমপুষ্প ১৬। শ্রীশ্রীবিক্রমপ্রিয়া গোরাঙ্গ (Bi-lingual) ১৭। মহা-উদ্ধারণ ১৮। আশ্রিতা, ১৯। রবি ২০। সংস্কৃতসাহিত্যপরিষদ।

গ্রন্থকার মহোদয়ের গ্রন্থাদি সম্বন্ধে বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর ও শ্রীবৈষ্ণব পত্রিকার সম্পাদকগণের প্রদত্ত প্রশংসাপত্রাবলী মধ্যে কয়েকখানির সংক্ষেপ নকল ভক্ত পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতেছি। উদ্ধারাই তাঁহার তাঁহার উচ্চ রসময়ী সাহিত্যিকতার সুন্দর পরিচয় পাইবেন। শ্রীশ্রীগোরাঙ্গোবিন্দলীলা-সমুদ্ভূতিনি যে বিপুল এক অভিনব তরঙ্গের আন্দোলন তুলিয়া দিয়াছেন, তাহা পাঠকভক্তগণ স্বীকার করিবেন। তিনি নিম্নিত্ত বৈষ্ণব সমাজের চক্ষের ঘুম ভাঙাইতে শ্বলেখনীর খোঁচায় বেশ সাহায্য করিয়াছেন। তিনি নবীন লেখক নহেন।

আমাদের অনুরোধ ভক্তিসাগরোক্ত তরঙ্গরসে ডুবিয়া শিক্ষিত ব্যক্তিগণ উপদেশসাররত্নগুলি গ্রহণ করুন। আনন্দ আনন্দ!

এই "রত্নাকর" তিন খণ্ড একত্র লইয়া প্রকাশিত হইলেন। ইহার চতুর্থ খণ্ড অমৃতের অমৃত স্বরূপ ব্রজরসচিত্র নব নব রসের ফোয়ারা লইয়া পৃথক্ প্রকাশিত হইবেন। গ্রন্থকারজী সারাজীবন চাক্স বা পাখিব ছঃখসাগরে ডুবিয়াও শুধু হরিপাদপদ্যরূপ উপাধান আশ্রয় করিয়া প্রকৃষ্টরূপে ভাসিয়া আছেন। অর্থাভাবে ৪র্থ খণ্ড সম্প্রতি গুপ্ত থাকিলেন। ৪র্থ খণ্ডে রাধাকৃষ্ণের পূর্বরাগ এক নতুন ধারার উজ্জলরসে বিচিত্রিত। পূর্ব মহাভজনগণের কৃপায় ইহা পূর্বরাগপরিণীত। শ্রীশ্রীনিতাই চাঁদ ভক্তিসাগরের বক্ষ জুড়িয়া আছেন। তাই নতুন নতুন কুমুদকল্লার সকল ফুটিয়াছেন।

পুণ্যপাদ অনুরেবল জগদীশ শ্রীযুক্ত মন্থনাথ মুখার্জী মহোদয়ের, কলিকাতা ইউনিভার্সিটি কলেজের প্রফেসর রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র নাথ মিত্র বাগাভূরের, কুচবিহার মহারাজ-কলেজের ভূতপূর্ব প্রিন্সিপাল বৈষ্ণবসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নারায়ণ সিংহ মহোদয়ের, ভাগ্যকুলের ভূমিদার শ্রীযুক্ত ননীলাল রায় চৌধুরী এটর্নি মহোদয়ের এবং হাঁসোড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিমোহন ভৌমিক মহোদয়ের প্রদত্ত রূপাসাহায্যে এবং উৎসাহে এই "রত্নাকর" শ্রীগ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি পাইল। গ্রন্থকারের কৃতজ্ঞতাহেতু পত্র "রত্নাকর" ৪র্থ খণ্ডে প্রকাশিত হইবে।

ভক্তিমান্ শ্রীযুক্ত ব্যবু নক্ষত্রকুমার মজুমদার, মোক্তার (ফেলী) এই গ্রন্থখানির মুদ্রণব্যাপারে বহু ও পরিশ্রম সহকারে বহু সেবা করিয়াছেন। এজন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদার্থ। ইতি—

গ্রন্থকারের স্বয়ং প্রুফ দেখিবার সুবিধা না হওয়ায় গ্রন্থে বহু বর্ণাশুদ্ধি এবং প্রেস বিপর্যয়ে নিয়মিত ফাইনেল প্রুফ দেখিতে না পারায় কতক বিশৃঙ্খলা রহিয়া গিয়াছে। পাঠক ভক্তগণ স্বগুণে মার্জনা করিবেন।

প্রকাশকদ্বয়।

(1)

King-Emperor's Camp.

3rd. January, 1912.

Dear Sir,

I am commanded to thank you for the song, you have been good enough to send for His Imperial Majesty's acceptance.

To

Babu Kalihar Bosu.

Yours faithfully,

(Sd) Illegible

For Private Secretary.

(2)

Ashutosh Building, Calcutta

Dec. 20, 34.

Babu Kalihor Bosu Vidyabenode, Bhaktisagar was a teacher all through his life He has written several books including "Mahajajua", a life of Sree-Chaitanya, a Philosophical exposition of 'Ras-Lila' in English, Prabhlutrayam or lives of Sree-Chaitanya, Nityanada and Adwaitacharjya, in Sanskrit and Padabalis in Bengali. These being his own composition, I have been very favourably impressed, both by his Scholarship and by his poetic talent, Pundit Kalihar Bosu is a devout Vaishnaba and is burning with a desire to disseminate his best and his noblest elements in the Philosophy of Vaishnabism and in the teachings of the Vaishnab Saints. It is my considered opinion that he deserves every assistance and that his works, when printed, will certainly add to the stock of our knowledge in Vaishnaba Literature.

(Sd) Khagendranath Mitra Rai-Bahadur

Professor, Calcutta University.

(3) I have gone through about all the principal parts of the manuscripts, English and Bengali, written by Srinat Kalihor Das Bosu Bhaktisagar with intense delight. He is a veteran author of several works on Vaishnabism as propounded by Sree Sree Krishna Chaitanya Mahaprobhu, the Avatar of Nadia.^a His style is lucid, sweet and forceful. His method of deliberation is graphic, expressive and charmingly beautiful, all through. With rare genius of wit these works play a most important figure in our Vaishvaba Literature. These manuscripts, if published, are sure to attract the attention of the Vaishnaba public. They will, I think, appear to be interesting not only to the Vaishnava readers but even the general readers of our literature will be much delighted and benefitted by their perusal.

(Sd) Rasik Mohan Sharma, Vidyabhushan.

I fully agree with the Vidyabhushan Mahashoy.

(Sd) Mrinalkanti Ghosh.

(4) My dear Sir, I am happy to be able to say that the pains you have taken to bring out the truth in the different scriptures have been crowned with success. I have not the least doubt that your publications have opened the eyes of the sleepy. etc.

(Sd) Nandalal Pal.

Translator into English of "পাণ্ডবদর্শন," Chinsura.

(5) My friend, & relative Babu Kalihor Bosu, Bhaktisagar, is a renowned writer of Vaisnava Literature His "Premtatva Samanvaya" and his essays published in several journals prove his literary talent & knowledge..... etc.

(Sd) Rajani K Mozumder

Rai Bahadur

(6) পরমসিদ্ধ বৈষ্ণব ভক্তিনিভাহী শ্রীশ্রীদেবেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী পুণ্ড্রপাদ মহাশয় লিখিয়াছেন—

"শ্রীমান্ কালীহর দাসবসু বিরচিত "শ্রীভক্তলীলা" কাব্য পাঠ ও প্রবণ কারলাম। আমি অধর্মের মতে এমন মধুর প্রেমাবেশের রচনা অতি বিরল এবং কৃপাশক্তিশালী শ্রী-নিভাহীগোরাঙ্গের পার্শ্বভক্তের রচনা হইতে কোন অংশে নীচস বলিয়া বোধ হয় না।"

(7) শ্রীশ্রীগোবিন্দ ভাগবত স্বামিতো মহারাজ বলিয়াছেন— "কালীহর বাবু, আপনার "রত্নাকর" পাঠ করলাম। উহা অতি চমৎকার! চমৎকার! ভাবামাধুর্য ও ভাবগান্ধার্য অতি চমৎকার।"

(8) ঢাকা কলেজের স.স্বতঃস্ফূর্ত শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ গোস্বামী এম্. এ, মহোদয় লিখিয়াছেন— "শ্রীযুক্ত কালীহর বাবু প্রণীত "পদামৃত" ও "শ্রীচৈতন্য চরিত" পাঠ করিয়া সর্বশেষ প্রীতি লাভ করলাম। "পদামৃত" পাঠ করিতে করিতে হয় কোন প্রাচীন বৈষ্ণব কবির পদাবলী পাঠ করিতেছি। "শ্রীচৈতন্য চরিতে" কালীহরবাবু গভীর গবেষণা পর্যালোচনা-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন।"

(9) রায় রসময় মিত্র বাহাদুর লিখিয়াছেন— "কালীহর বাবু, সার্বভৌম বৈষ্ণব পত্রিকা আপনার মধুময়ী লেখনী বীণাকন্ঠিত উনিয়া কর্ণমণ তৃপ্ত করিয়া থাকি। আপনাকে দেগিয়া অবশ্য আমার মন আপনাতে অমুগাণী হইয়াছে।"

(10) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রায়তনুল্লাহ্‌জী-অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ষগেন্দ্র নাথ মিত্র রায়বাহাদুর লিখিয়াছেন— "পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত কালীহর বসু ভক্তিসাগর রচিত "রত্নাকর" (পদাবলী) নামক কবিতা পুস্তকের কিয়দংশ আমি পাঠ করিয়াছি। কবিতাগুলি আমার ভাল লাগিয়াছে। কারণ প্রধানতঃ লেখকের উচ্চ ভক্তিভাব। তাহার অনেকগুলি কবিতা হৃদয়কে আলোড়ন করিয়া স্বর্গীয় ভাবে অমুপ্রাণিত করে।"

(11) কলিকাতা 'সুখভাঙ্গা' হইতে শ্রীযুক্ত অজিত মোহন ভক্তিবাসুপতি এম্. এ, মহোদয় লিখিয়াছেন— "শ্রীকালীহর ভক্তিসাগর মহাশয়ের প্রণীত "রত্নাকর" (শ্রীশ্রীগান্ধক ও শ্রীগোবিন্দ মহাপ্রভুর রসাত্ত্বক পদসমূহ) গ্রন্থখানির পাঠে বিশেষ প্রীতি লাভ করলাম।"

(12) "Babu Kalihor Basu, a venerable old gentleman, is a highly cultured author of many voluminous works of vaishnavism, I have read them, specially his "Shri-prematvatara". তিনি এক সিদ্ধ মহাত্মা, তাঁহার 'শ্রীপ্রেমাবতার' পাঠানি পাঠে চমৎকৃত হইয়াছি। তৎস্বজ ভজনলীল মহামুগ্ধব ব্যক্তি এ গ্রন্থের তৎস্ববিচার দোষবিচার বিস্মৃত হইবেন। ভক্তিসাগর মহাশয় প্রেমাবতার লিখিয়া "সিদ্ধাসাগর" আখ্যা পাণ্ডুর সঙ্গী অধিকারী। 'রত্নাকর' গ্রন্থের পদাবলী সব আমি পাঠে মুগ্ধ হইয়াছি।"

(সঃ) শ্রীরাধাবল্লভ চৌধুরী রায়বাহাদুর জমিদার, শেরপুর।

(১৩) 'অশেষ সময় পুরঃসর নিবেদন— 'আপনার "ভক্তিসুত্রদীপিকা" ব্যাখ্যা অতি সুন্দর। "শ্রীনিত্যানীলা-মঞ্জল" অজ্ঞের মধ্যে নদীয়া ও ব্রহ্মলীলা সুদৃষ্ট বর্ণিত হইয়াছে। —(স্বা:) শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দাস এম্ এ, Principal, Krishuanath College, Berhampur.

(১৪) সম্মান নিবেদন—আপনার "শ্রীম্বরণমঞ্জল" অতি উপদেশ ও আশ্বাস হইয়াছে। শ্রীঅচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি, শ্রীচট্ট।

(১৫) বিচিত্র সম্মান পূর্বক সানন্দ নিবেদন — ———

"আপনার লিখিত বাংলা ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষার বৈক্য-সিদ্ধান্তপূর্ণ অনেক সম্ভর্ড পাঠ করিয়াছি।" আপনার লেখার একটি নতুন ভাবধারা দেখা যায়।" —(স্বা:) শ্রীশৈকুণ্ঠনাথ বেনাধ্যাপকসম্পাদিত, ভাগবত পাঠক, কাশিযজ্ঞার রায়।

(১৬) পরম ভক্তিতাজনে—আপনার "Gita & Bible" অংশ পাড়িয়াছি। আপনার সকল প্রবন্ধই পাঠ করিতাম এবং লুপ্ত পাইতাম। (স্বা:) শ্রীউপেন্দ্র নারায়ণ সিংহ এম এ, Rtd Principal, Maharaj college, Coochbehar.

(১৭) শ্রীযুক্ত কালীচরণ ভক্তিসাগর মহাশয় একজন সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার। সাময়িক পত্রাদিতেও তাঁহার প্রকাশিত স্থানগত ও সুচিহ্নিত প্রবন্ধাবলী বৈক্য সমাজে সুপরিচিত। (স্বা:) শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য অধ্যাপক রাজসাহী গবর্ণমেন্ট কলেজ, এবং সম্পাদক 'রাজসাহীবৈক্যসংগ্রহ'।

(১৮) শ্রীকালীচরণ বহু ভক্তিসাগর প্রণীত "মহাযজ্ঞ"। ইহাতে ভক্তির সবই পাঠ্যেন। এই গ্রন্থ সকলের কাছেই আদরপ্রিয় হইবে। প্রবন্ধের লেখা এমন একটি ভক্তির সৃষ্টি করিয়াছে, যাঁহা পড়িলে স্বতঃই ভক্তির উদয় হয়। —"শঙ্কর"।

(১৯) তমলুক সামুলিয়া চাত্তানিগড় গোস্থায়ীপাড়া হইতে বক্তব্য শ্রীশ্রীভারনামপ্রচারিণী সভার সম্পাদক পুণ্ড্রপাদ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচরণ ভক্তিরঞ্জন বিদ্যাবিনোদ দেবগোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন—"ভক্তিসাগর মহাশয়, আপনার প্রেরিত "শ্রীশ্রীমহাযজ্ঞ" "শ্রীশ্রীচৈতন্য-চারিত" ও "শ্রীশ্রীপদ্যুত" প্রভৃতি গ্রন্থ পবনপ্রবাহের সহিত অতীববেগে আদ্য পাঠ করিয়া ত্রুৎ এক বিপুল আনন্দ সাগরে নিমজ্জিত হইলাম, তাহা বর্ণনাভীত। আপনি এই অপূর্ণ গ্রন্থ অগণন দ্বারা এই অগভাসাদিককে চিত্তকৃতপ্রভা পাশে বদ্ধ করিলেন। আপনার প্রদর্শিতে বিপুল সং-হিত-শিক্ষাময় ও ভাব-ভাবানি-পাণ্ডিত্য পরিপূর্ণ চত্যানি।"

(২০) "ভক্তিসাগর মহাশয়, আপনার পদস্ত উপহার—"মহাযজ্ঞ," "শ্রীচৈতন্য-চারিত" ও "পদ্যুত" আদ্য পাঠ করিয়া পরম পারভূপ্ত হইয়াছি।" — — — শ্রীশ্রীবাসুদেব লাটবেলী, কুতুলপুর, ষাঁকুড়া।

(২১) "শ্রীযুক্ত কালীচরণ বাবুর বিরচিত "পদ্যুত" প্রাচীন পদাবলীর ধরণে লিখিত। কবিতা সকলই মধুর ও হৃদয়গ্রাহী।" ——— ঢাকা প্রকাশ।

(২২) "আনন্দ" পত্রিকার সিংভূম হইতে শ্রীযুক্ত মঙ্গলাপ্রসাদ ভট্টপাত্র ভক্তিতত্ত্ববিশারদ লিখিয়াছেন।— "শ্রীযুক্ত কালীচরণ বহু ভক্তিসাগর বৈক্যবজ্রগতে সুপরিচিত স্থানলবক। তিনি তাঁহার "মহাযজ্ঞ" গ্রন্থ নদীয়ানাগরের সংকীর্ণ রাসমঞ্জের এক উৎকট প্রেম্যানন্দরসের ধারা বহাইয়াছেন। তিনি যেন প্রকৃতই নদীয়ানাগরী। তাঁহার গ্রন্থের পক্ষে পক্ষে ছত্তে ছত্তে আনন্দধারা ঝর ঝর বারিতোছে। ইত্যাদি।

(২৩) আগড়তলা উমাকান্ত এ্যাকাডেমীর হেডমাস্টার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চক্রবর্তী বিদ্যানিধি এম, এ প্রবোধ লিখিয়াছেন—"প্রজ্ঞাপদেবু, আপনার গ্রন্থাকলের স্থানে স্থানে পাঠ করিয়া পরমশ্রীত হইলাম। এই সকলে আপনার ভক্তির গভীরতা ও যুক্তির সারবস্তুর যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা প্রশংসনীয়।"

(২৪) অনবদ্য গুণিস্থ শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বোস মহোদয় লিখিয়াছেন—"আপনার 'শ্রীচৈতন্য-চারিত,' 'অবদ্য নিত্যানন্দ' ও 'প্রেমতত্ত্ব সম্বন্ধ' গ্রন্থের বিশেষ জ্ঞানপ্রদ ও অতিশয় পারিপাট্যের সহিত লিখিত।"

(২৪) “শ্রীকালীচরদাস বসু ভক্তিসাগর রচিত “মহাযজ্ঞ” মেলৌ ভাষাতে বহিও লিখিত হইয়াছে তথাপি বিষয়টি অতি উপাদেয় এবং গুরুগম্ভীর।” ——— শ্রীশ্রীগোরাঙ্গ সেবক।

(২৬) বৈষ্ণবসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অম্বিকচরণব্রহ্মচারী ভক্তিরঞ্জন মহোদয় লিখিয়াছেন—

“বন্ধু! আপনার পুস্তক সফলের ভাব অতি উচ্চ, ভাষাও ভাবের অনুরূপ। আপনি বৈষ্ণব সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখক”।

(২৭) শ্রীযুক্ত কানকীনাথ শাস্ত্রী বি, এল মহোদয় লিখিয়াছেন—“প্রিয় কালীচর বাবু, আপনি আমার বাল্যবন্ধু। আমি সম্প্রতি বড়দর্শন ও বৈষ্ণবদর্শন লিখিতেছি। আমার আশা আছে আপনার পুস্তক আমার লিপিকার্য্যে বহু উপকারে আদিয়ে।

(২৮) একট্রা এসিটেণ্ট কমিশনার শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় মহোদয় লিখিয়াছেন—কালীচর বাবু, অধুনাতন গ্রামা দেশে নিয়ন্ত্রণীর লোকদের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্মের বেকপ অধঃপতন দৃষ্ট হয়, তাহাতে আপনার প্রণীত পুস্তকাদির জ্বায় পুস্তকসকল সাধারণে প্রচলিত ও শুধা গাঁহনীয়।

(২৯) উনাও জ্বানের আবেগে ডাকিয়া বলিতেছি, বঙ্গবাসী বঙ্গভাষী বালক-যুবক বৃদ্ধ-বসিতা যে কেহ ওও একবার ভক্তিসাগরের “মহাযজ্ঞ” পাঠ করিয়া দত্ত ওও। উহা অক্ষরে অক্ষরে অনুগাহা—গৌরঙ্গপের বিত্তরী ছটা, কত না নয়ন বাধা ইত্যাদি।” ——— এঃগোড়ভূমি

(৩০) নদীনা নাগকর যুগে জ্বানের আবেগবশ উচ্ছ্বাস “মহাযজ্ঞ” গ্রন্থের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তরুতরু বেগে প্রবাহিত। ভক্তিসাগর মহাশয়ের “পদানুত” পাঠে মহাজ্ঞানী পদের রসাবাদ হয়। ——— “নাকুডা দর্শন”

(৩১) “শ্রীযুক্ত কালীচর দাস বসু মহাশয় একজন প্রতিভাশালী লেখক।”—শ্রীপ্রদেবচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, যুনেস্ক—শ্রীমুকুন্দ বিত্তারী বন্দোপাধ্যায়, যুনেস্ক—শ্রীশশিভূষণ দত্ত, ডেঃ ম্যাজিস্ট্রেট।

(৩২) “সভা শ্রীযুক্ত কালীচর বসু মহাশয় লেখনো দ্বারা বৈষ্ণবগণের আনন্দবিধান করিয়াছেন।”— শ্রীশ্রীনবদীপধাম প্রচারিণী সভা।

(৩৩) মহাশয়, আপনার “পদানুত” পাঠে নিতান্ত মীত হইলাম। আপনি যে কয়টি শ্রীঃগবল্লীলা বিষয় লিখিয়াছেন তাহা অতি সুন্দর হইয়াছে। ——— শ্রীঃরমোহননিরোমণি প্রভু।

(৩৪) “ভক্তিসাগর শ্রীযুক্ত কালীচরের গ্রন্থে সর্ব্বই ভাবের গাভীর্ষ্য, রচনাও সৌন্দর্য্য ও সিদ্ধান্তের উদার্য্য, কাব্য-কল্পনার লাবণ্য লীলায় পরিমূর্ত্তরূপে অভিযুক্ত হইয়াছে। শ্রীগোরাঙ্গ পত্রিকায় “শ্রীগোরাঙ্গোবিদ” প্রবন্ধটি তিনি ভাবের উচ্ছ্বাসে ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গুরুগবেষণায় যথু অধচ গম্ভীর করিয়া তত্ত্বপাঠকের মন্থবাদাই হইয়াছেন।” ———

আনন্দ পাঠ্য, ও শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া।

(৩৫) শ্রীকালীচরবসু প্রণীত “শ্রীচৈতন্য চরিত” অগাধ অনন্তমধুর শ্রীচৈতন্য-চরিত্রের একটি মিনিয়চার “miniature”। পুস্তক রচনা শ্রীগণী সুন্দর ও অভিনব। “পদানুত”—তিনি পদাবলী রচনাও সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তাহার এই পদাবলী প্রাচীন পদাবলীর পার্শ্বে স্থান পাইবার যোগ্য। “অবধূত নিত্যানন্দ”—কি লীলা বর্ণন, কি ভক্ত-সংস্থান সকল অংশেই গ্রন্থখানি সন্দোহকৃষ্ট হইয়াছে। ——— পল্লীবাগী।

(৩৬) “শ্রীগোরাঙ্গ” পত্রিকায় শ্রীযুক্ত কালীচর দাস বসু মহাশয়ের “মাথের আলীকাদ না দৈববাণী” পাঠে আমি এত দূর বিমুগ্ধ হইয়াছিলাম যে আমি তদবধি কালীচর বাবুকে দেখিবার জন্য বড়ই অধীর হইয়া পড়িয়াছিলাম। ——— “শ্রীললিত যোহন বন্দোপাধ্যায়, প্রধান মন্ত্রী, কাশিমবাজার-রাজ।

(৩৭) “কেবাপ্পর, অন্য “পদানুত” পাঠ করিয়া অতিশয় শ্রীতি লাভ করিলাম। অহো, আপনার জীবন যজ্ঞ হইয়াছে। যথু জীবনের যথার্থ প্রাপ্য বস্তু আপনি পাইয়াছেন। ——— শ্রীদীনবন্ধু বেদান্তবস্তু কাব্যভীর্ষ “ভক্তি” সম্পাদক।

(38) "Sree Sree Rashalila is a learned article in English by Sreejot Kalihara Das Basu Vaktisagar published in 'Sree Sree Vishnu priya gouranga', a bilingual journala."
—"Amricabazar"

(৩৯) "শ্রীধাক্ষের লীলা রসাত্মক 'পদমূর্ত্ত' আশ্বাদনে আমরা বাস্তবপক্ষে মহাজনী পদাবলী পাঠের সুখোপলব্ধি করিলাম।" — "শ্রীশ্রীবৈষ্ণবসঙ্গীত"

(৪০) শ্রীধাক্ষের লীলা কথার বাগদেব অল্পবয়সে আছে, তাঁহাদের নিকট "পদমূর্ত্ত" অমৃতকুণ্ড। এই পদগুলি পাঠ করিতে করিতে মহাজনী পদাবলী পাঠের সুখোপলব্ধি হয়। — শ্রীগোড়ত্মি।

(৪১) "দাদা! আপনার 'বাঙ্গালী অবতার' প্রবন্ধটি উদ্ধৃত হইয়া 'শ্রীবিষ্ণু প্রবাস' প্রকাশিত হইলে শ্রীপত্রিকার গোবৎস বুদ্ধি হইত এবং সমাজও উপকৃত হইত। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার আপনার 'বন্দনার' রসাহার করিলাম। 'শ্রীবৈষ্ণবসঙ্গীতে' আপনার 'শ্রীবংশী' ধ্বনিতে প্রাণ যোহিত হইয়াছে। আপনার 'নিগানন্দ' আমাকে পরমানন্দ দান করিয়াছেন। বৈষ্ণবমাত্রেরই আপনার নিকট রক্তক পাকা উচিত। আপনার 'শ্রীহানন্দামৃত' পদাবলী ওষু প্রেমরসময়।' — বৈষ্ণবকবি শ্রীসকল লাল দে, পোণামুণী।

(৪২) "আপনার 'অবশুত নিত্যানন্দ' বহু বয়ে বিবাজ করিলে বড়ই সুখের বিষয় হইত।" — ভক্তি।

(৪৩) কালীচর বারু, আপনার 'শ্রীভগবৎগীতা' কাব্য চিত্রনৈপুণ্য ও কাব্যপূর্ণ। কাব্যখানি সঙ্কতোক্তাবে নির্মল এবং বিমল দৃশ্যসম্পন্ন। এই কাব্য বাগকগণের পাঠ্য পুস্তক মধ্যেও গণ্য হইতে পারে। — শ্রীশশীভূষণ গোস্বামী, ভাগবতব্রত।

(৪৪) অম্বান্ কালীচর, আমার "ব্রহ্মবৃত্তান্ত" রূপ গ্রন্থের ভার তোমার উপর চাপাটিয়া তোমাকে কিছু কষ্টে কোলিয়াছি। 'ব্রহ্মবৃত্তান্ত' তোমার হাতে সুন্দর মুদ্রি ধারণ করিলে বলিয়া আমার বিশ্বাস। — ঠা. ধ. জয় দেববর্মা, প্রধান-মন্ত্রী, আগড়তলা, ত্রিপুরা হেট।

(৪৫) দাদা, বরেন্দপুর কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধু আছেন, তাঁহারা আপনার "অবশুতানিত্যানন্দ" ও ত্রিসম্বন্ধব্রহ্মবৃত্তান্ত" পাঠ করিয়া বড়ই তৃপ্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের বাদনা আপনাকে সম্বর্ধন করেন। তুমি যেন মনের মধ্যে ঢুকিয়া কপা কর। মহাপ্রভু চরিত-বহুস্তর অধিকারী তোমার। তোমার রূপাপুত্রক "প্রেমভবন" পাঠিয়াছি। গত আষাঢ়ের ঐশ্বর্য্যাকার প্রকাশিত শ্রীল শিশির বাবু বক্তৃতা পাঠে শ্রীধর ধর্ম্মের উপর কঠোর কষাঘাত দেখিয়া যন্ত্রাঙ্কিত হইয়াছিলাম। তাহার ঔষধ বথাসময় শ্রীভগবান্ পাঠাইয়া দিয়াছেন। তুমি ঈশ্বর জ্ঞানিত অঙ্গুষ্ঠিত পুণ্ড, তাই তোমার প্রতি আদেশ। তোমার পাণ্ডিত্য ও বিচারশক্তিকে নমস্কার। "ভক্তিসাগর" সঙ্গে সঙ্গে "সঙ্কাস্তসাগর" যুক্ত হওয়া উচিত। এমন গবেষণাপূর্ণ লেখা অতি বিরল। — বৈষ্ণবসঙ্গীতাক শ্রীমাচারণ বসু, সুপারিন্টেন্ডেন্ট কাশ্মীরবাজার-রাজ।

(৪৬) বুদ্ধাঙ্গিনের তুমি শুক কি সারিকা, যুগল ভজন গীতি গাহিতে নিপুণ।

হৃন্দরী নাগরী তুমি, গৌরান্দ গীতিকা, গানে দূর কর তপ্ত মনের আকন।

বৈষ্ণবকবি শ্রীসকল লাল দে, বাকুড়া

(৪৭) "পদামৃত" বাস্তবিকই অমৃতপূর্ণ। এই সকল পদপুস্তক সময়ে পদকল্পকের সৌন্দর্য্য বুদ্ধি করিবে। — বৈষ্ণবকবি শ্রীবিষ্ণু নারায়ণ আচায়া, মহম্মদসিহ।

(৪৮) হাঁসাড়া, ঢাকা, নিবাসী শ্রীকালীচর দাস বহু ভক্তিসাগর প্রণীত 'প্রেমভবন সম্বন্ধ'। গীতা প্রভৃতি হিন্দু-শাস্ত্রের ও বাইবেলের ধর্ম্মতত্ত্ব বা "একসম্বন্ধসৌন্দর্য্যাদৃশ্য" গ্রন্থকার এই পুস্তকে নিবিষ্ট করিয়াছেন। উদ্দেশ্য মহৎ এবং চেষ্টারূপ সাকলাও লাভ করিয়াছেন। ভক্তিসাগর মহাশয় একনিকে গভীর ধর্ম্মালোচনা ও শাস্ত্রাত্ম্যের অপরাধকে চিত্তের উদারতা ও উচ্চশ্রেণীর ধর্ম্মচিত্তের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। থাক্ সহস্র নতভেদ অমৃতদৃষ্টিতে সর্ব্বধর্ম্মের বরণীয় নৃণামকো গম্য স্তুতি ইব।" — শান্তিকণা, ঢাকা।

সূচীপত্র ।

রাজ্যাকর -

১ম খণ্ড—

বিষয়	পৃষ্ঠা
বিষামৃত গোরাশ্রম	১—১২
শ্রীযুগল মাধুরী	১৩—২৬

(অভিসার অবধি শ্রীযুগলের নিকুঞ্জমিলন)

পদমুগ্ধমঞ্জরী	২৭—৫২
---------------	-------

পদামৃত (নন্দোৎসব, মাখনচোরলীলা,

ওলাহনলীলা, চোখবুজানলীলা, বংশীলীলা,

ঝুলনলীলা, হোরালীলা এবং রাসলীলা) ৫৩—৬২

কবিতামৃত (পদ)	৬৩—৮৪
---------------	-------

ব্রজমণ্ডল (সখা মধুর, বাৎসলা মধুর ও

কান্ত মধুর, বিবিধপদ) ৮৫—৯৩

জীবন বাক্য ও উৎসব প্রসঙ্গ ৯৪—১২৬

২য় খণ্ড—

শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত (কাব্য)

আত্ম-লীলা ১—১৬

মধ্য-লীলা ১৭—৫৬

অন্ত্য লীলাদি ৫৭—৬৮

৩য় খণ্ড—

ব্রজলীলা কমল (আদ্যন্ত ব্রজলীলা কাব্য) ১—৩৮

ব্রজে উদ্ধব (কাব্য) ৩৮—৪৬

সৌরবিরহ (নাটক কাব্য) ৪৭—৫৮

সুধদ্রা কাব্য ৫৯—৮৮

বিরহিণী চাকচন্দ্রিকা ৮৯—১২১

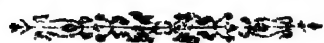
গ্রন্থ প্রাপ্তিস্থান—

“গ্রন্থকার”

গ্রাঃ ও পোঃ হাসান্‌ড়া,

জিং ঢাকা ।

বিষাঘত-গোলাপের



(বন্দনা)

ভৈরবী—একতালা

(১)

বন্দে শ্রীগুরু পদারবিন্দ !

জ্ঞান-রেণু রঞ্জিত

বহি ভক্তি মকরন্দ ॥

দলে দলে চাঁদ

ভরসিত সুধানন্দ ।

কলে তলে অরুণ

পত অমুবন্ধ ॥

পাপতাপ শীতল

বাক অমৃত-সম্বন্ধ ।

বন্দে শ্রীগুরু পদারবিন্দ ॥



(২) ভৈরবী — একতালা ।

বন্দে শ্রীঅম্বৈতচন্দ্র ।

জীব লাগি কাঁদিয়া

আকুল পরবশ ॥

কলি ধন্য কৈলা যে

যুচাইয়া ধন্য ।

দল-জল-ছড়ারে

আনিলা গৌরচন্দ্র ॥

গৌর আনা গোসাঞি

দয়াল সদানন্দ ।

বন্দে প্রভু শ্রীঅম্বৈতচন্দ্র ॥

— — —

(৩) ভৈরবী — একতালা

বন্দে শ্রীপ্রভু নিত্যানন্দ ।

প্রেম - কুমুদ - মৃদ

উল্লসন - চন্দ্র ॥

ভকত মনোমাদন

আনন্দ কন্দ ।

রসনা-রস-কন্দর

নামামৃত - স্যন্দ ॥

গৌর প্রাণ ভরপুর

লাবণ মকরন্দ ।

বন্দে শ্রীপ্রভু নিত্যানন্দ ।

(৪) গৌর - শব্দ-কমল) ।

বিভাস — ত্রিতালি ।

পলিত কাকনে

নবনীত ছানি

কমলে প্রলেশ করি ।

ভঙ্কিত ধরিয়া

তাহাতে অঙ্কিরা

বিশি সে রাখিল গড়ি ।

(কিবা) চরণযুগল

কুলশতদল

অমল কোমল বর ।

অরণ শীতলে

আছে তলে তলে

দলে দলে সুধাকর ॥

(সেই) চাঁদে চাঁদে ধরে

সুধা মলাকি

চকোরিণী কঁাকে উড়ে ।

কমল কোটরে

মকরন্দ গিহু

বিনু নাগি অলি বেড়ে ॥

সে মধুসিক্ত

সুহৃৎ তরঙ্গ

নরকত জ্বোত মাথা ।

মধুসিক্তরত্ন

প্রেমানন্দ-ছটা

কোঁটা কোঁটা চাঁদ রাখা ॥

ভামু দিভরাজ

কমল কুমুদ

একত্র হাসতি করে ।

কি সম্পদ ওতে

গোপত নিহিত

রক্ষে নাগনুপুর (১) বেড়ে ॥

গোরাগদ দূতি

কত সুশীতল

কিবা সে পরশ ওর ।

পরশ পরশ

দাস কালীহৈরা

মাগে নেত্র জল ভোর ॥

(১) নাগ যে নুপুর হইয়াছেন তাহা কোন প্রামাণিক আছে

নাওরা যায় না ।

(শ্রীমৌলানারূপ) ।

বিভাস—ত্রিতালি ।

‘বর্ণরত্না’ পরে কমলের ঝাড়
উলটি শোভিছে চার ।

উরুগুমল কটিল কোপা
সে কট পরম সুর ॥

তত্পর শোভে সুন্দর উদর
সুধার তরঙ্গভরা ।

তত্পর কিবা পুরিসর উর
নীলগীর - মনোহরা ॥

আভ্যন্তরীণ উদিক দুবাঁই
সপদ্য যুগল ফলে ।

লাবণ সমুদ্রে তসমানি কদু
তত্পর চাঁদ বলে ॥

চাঁদের উপরে বেড়ি দেহদল
কিবা অগুরুপ শোভা ।

চাঁদ মন সুধা স্তিতাধরবারা
নাথিয়া তড়িত প্রভা ॥

মেঘের তড়িত সুবাস্তুর সুধা
কিবা সে পিরিতি প্রভা ।

কি সুন্দর নামা স্বগচ্ছ বাড়া
পিরিতে অনিয় করা ॥

স্বগচ্ছ ভরে নাগনেত্র ছাটি
স্বিধামির - কুটিলে ।

সারীক দংশি গলাহিতে চার
এই যে অরুণ বিলে ॥ —

অরুণ অঙ্গে গঙ্গা উপবীজ
তরঙ্গিত সুধাময় ।

অনিত্য বেড়া লৌহিত অমরে
চুড়িত গলাধর ॥

পলে হস্তাহার মানসীর মালা
কপালে তিলক শোভা ।

প্রবেশ কুণ্ডল — ফল, মণিময়
কপোলে মধুর প্রভা ॥

সর্ব তরুণ মধুর চুরালি
কমলে স্নেহে ভাতি ।

সরস করিলে পরশ লাগিয়া
পরাণ ছুটিলে মাতি ॥

তরুণের প্রভা — কলিক লোলুপ
ভাবের গগনে চলে

তরুণ শৈত্যময় — ছটা নিরা টান
নিজ তরু পুই করে ॥

অরুণের গোভে গঙ্গা বহি বহ
নীতল মধুর ময়

বসন্তের গোরা রস পাগাবারি
মাধুর্য সুধার বিধু ॥ —

কপালিদি গোরা সৌন্দর্যের সার
পুরুষতনু ইহ

তড়িতের প্রাণ নরন স্নেহসি
হাসরে লুকাইল কই ॥

নেদীসানাগলীর রূপানুরূপ)

(১)

তুপালি—একতালি

করুণী ভরিতে নরন ভরিত
গোরাধর করলে ।

ঘটি পথ বাট হেরি গোরা ময়
আইলু ঘড়া ভেদে ॥

নেত্রমণি মেঘে বিহুং লাগিয়া
চমকি চমকি উঠে ।

শরমে বপলে গোৱাকৰুপখালি
বুকেতে পশিগা লুটে ॥
আনিগুঁ সই, সুধাৰও অনল মাখা !
সেৱণ অনলে খালা পাল্য প্ৰায়ে
(আমাৰ) দায় হলো বৰে খাৰা ॥
সৱব লুট নিল মোক গোৱা
গোৱা স'পিত, সুৰ ।
সখি, শোন শোন, আই-বেল জলি
(আমাৰ) মূৰ মূৰলয়

(২)

ললিত — আড়া ।

সখিলি মূলকৰ
অমৃতমুখ ভাওব
সখীত তৰঙ্গিনী
'গোৱাকৰু গোৱাদ' কামি
সখীত কৰাই, গোবানামকমল ।
উন্নত উগাৰি দেওয়ে বুকুই মো লাগল ॥
হৃৎকালিত কৰ্ম্ম অতৰ্কিহি লেশল ।
গোৱাকৰু চাপিতে খাঁখি পাখী উডল ॥
তব ধৰি ঘূৰি ঘাটে ছুত কৰি বাৰি আনা ।
কৰুখানি, ভয়হীনে উঠে নিবাসাৰ পানা ॥
কলসী ভাৱনা আশে সলিল ঢেউয়াই ।
বই বই চিত বোৰ কোন সুখে ঘবে যাই ॥
শ্লোক কথা "গোৱ" নাম শুনাইতে কুচি ।
গুণা গাইকু কুপাসে ভাগ্য হ'না শুচি ॥
স্বৰ বেৰ, ধেব স্বৰ বড়া নিধা কুলে ।
জুৰিওঁতে তা দেখিহু মন নাই কুলে ॥
তৰ্কিধি মুক্তি গোৱা— কপেৰ পাগলী ।
বে কপেৰ ভুলনাৰ গগনচাঁদ ছালি ॥
কৰুণকৰুণতালতকৈ মে'চে গোৱে সই ।

ভাৱেৰ মাহুৰ গোৱা বাব বুখি তই ॥
লুকা'য়ে ধৰেব কোণে চল, সখি, চব ।
দেখিগে সে কপসিদ্ধু কপসিদ্ধু টলমল ॥
জাগাবতী নাৱী কত নাহি গুৰু গৰনা ।
সাৰি দিৱা নিৰুখত, যোৱ তত্ৰ' অবাণা ॥
'হুৰী কামি'হেৰা ভনে জনগোঁ মো বচনা ॥
অমৃতাগ বাজাইতে বাণাবিধ পূজনা ॥

(৩)

পূৰবী — একতালি

গোৱা নামে গলে প্ৰাণ, বহে গোৱ কপ প'মে ।
কপসিদ্ধু সুখানব, তৰঙ্গিত সুখবনে ।
নাম রসায়ত গাত দিগন্ত চেপ্তায়ে যায় ।
পূক কন্য সুখা ছোৱা তত্ৰতে মখাৰ ॥
সমুখে নোকেব হিড় মখি, কাক দিয়া চা ।
অই বে নো, য'ম যায়, ঠিক ঠিক, হাঁ হাঁ হাঁ ॥
ভুবন আলো কৰি যায়, নোব প্ৰা নেচে যায় ।
দেখিগা দেখতে নাৱি, বেন ত'ডন লুকাৰ ॥
রসমণ্ড সুখপণ্ড বেন তাগে গড়াই ।
অই ডুব অই ভানে, কিংব পবাণ মজাৰ ॥
অইলো নোব সেই জন, মোৱে কি কহিৰে 'মোৱ' ॥
ভাৱেৰ মাহুৰ সেই নিম্ন ভ বাননে ভোৰ
ভাৱেৰ নয়ন ছটি, কাৰুৰূপে নিমগন ।
রমণী ভূষায়ে যাক, কে ভূগাৰ সে নয়ন ।
কিষ্কিন্দো খিলিমিলি চাঁদেকা খলক সে ॥
প্ৰাণ কেন কৈদে কেল, কহ সে বা মোৱ কে ॥
পিতে বা না পিতে, সখি, পুখাৰ কণিকা টুক ।
নীৰদে ডুবিয়া গেল, শীতল সে শীতল ॥
কথা বে বাড়ায়ে গেল, ছটীয়া ঘাইতে চাই ।
অইবে স'কতে ডাকে, হুহ মূল বাণাই ॥

চল, সখি, এগুয়াই,
ছাদের উপরে যাই,
সখি, মিটনা সাধ,
পা ফেলি শক্তি নাই,
সব্ সন্ সন্ সখি,
ধব্ ধব্ বা বাঁসী,
ধরিত সন্নিয়া যাব্,
ওর কিবা সুখ তাতে,
পরশ পিরাস সখি,
পিপাসা ঘুচে না কভু
ধূপী বালাইরা ভনে,
তার গোরা কত দূর,
ভর কেউ মেখে পাছে ।
এখনো নিকটে আছে ॥
তরুক্ষপ এগিল্ল ।
মন বড় বিলাবুল ॥
এই যে গরিয়া খাড়া ।
শক্তি দিয়ে ব'ধ গোরা ॥
কাকি দিচ্চা ফিরে মের ।
নারী যদি প'ড়ে রোর ॥
বাড়র বাড়র শব্দ ।
স্বপনে পিহরা মধু ॥
যার স্বপনেও গোরা ।
অন্তরে বাহিরে খাড়া ॥

(৪)

ভৈরবী—একতাল

সিনান করিতে এহু,
সখি অই কি সেই?—
ইন্দ্রনীল মেখে অই
খেলে কিবা গঙ্গারকে
প্রমত্ত কন্যা কিবা
অধর পলশ বে'য়ে
গাঙ্গার পীরে জলে
কি ভাবিয়া ডুব দিল,
না—এই যে এদিক
অই যে বামনজী গায়ে
ঠাকুরের রাগ দেখে
কত রক্ত ভসী, মরি,
কিবা সে কোমল কীতি
আনন্দ অমৃত তহু
গগনে উদিলে চাঁদ
মুখ আঁখ লাখ লোক
জাহবীর ঘাটে ।
থাক থাক, বটে ॥
সোনার তড়িত ।
প্রকট বিদ্যিত ॥
ভ্রমরা চুষিত ।
মধু নিগ্যদিত ॥
মাখন খণ্ড কি ?
আর উঠেনা, সখি ॥
খাই পেয়ে দাঁড়াল ।
বারি ফিকে মারল ॥
ডুব দিয়ে বাঁচল ।
মাধুরী উছল ॥
মনে বাসি ভর ।
জলে মিশে রয় ॥
কর জনে চায় ।
গোরায়ে তাকায় ॥

কত শুধা ওর অঙ্গে
এত চকোরের মুখে
ব্রহ্মাণ্ডের রূপ মখি
রূপ-সুধা-সার গোরা
দেখি তার তার নাই
ধরিবার তার নাই
যার পদে বিকাইল
জানিলে অধীনা পানে
কালীহর নান বলে
দাদার মরন রে'নে
আমের অনন্ত ।
তবু অকুরন্ত ॥
তুলেছে বুঝি বিধি ।
লাবণ্য নীরখি ॥
যে দেখেছে গোরা ।
যে ধরন্ত গোরা
সে কি মই তা জানে ?
চাহেওনা কেন ?
খেদ না জুড়ার ।
পিপাসা পূরণ ॥

(নহনে-নহনে)

জীবন সাফল্য কি সে

না হ'লে গোরা চরণ দাসী ।

মূলের কুলেতে বাজ

দেব পুত্রায় না লাগে খসি ॥

নারীর পরাণ বাটি

সখি, সেই গোরাটার গড়া ॥

দেখিলে এ গোরা রূপ

কেবা না হয় আস্থারান ॥

গোরা'র সমস্ত বিনা

নন্দনে নরক সব গসি ।

সুখ মাগে সুখ ভিক

পরশি গোরা-পদ, নখমণি ॥

ব্রহ্মাণ্ড এক মৌচাক

মকরন্দ খণ্ড গোরাটার ॥

তিন লোক হুলাইতে

কিবা অপকূপ রূপ ফাঁদ ॥

স্বর্গগিরি অবলম্বি

নেত্রায়তাসুখার বহু ।

অই যে স্তম্ভগা বস্ত

নত। শীকর-সিকিত্র। হর ॥

কণ্ঠভরা উৎকণ্ঠায়

সুকারে র'য়েছি দূরে সই ।

কটাক্ষ অমৃত দিয়া

আনারে বা গোরা সিকে কই ?

সরি, এই-মোর পানে—

হায়রে, আঁখি পড়ল লাজে ।

দরশ সুখ কুসুম

হানল চকিতে চিবা বাজে ॥

চাহিনা গোরা যে চায়

সে ন'নে বাঁধে মোর আঁখি ।

রূপমধু বাহু স্বাদি

সবি পূরা'ব গোপনে থাকি ॥

মোর-তো লো ঘন নর

তরল তরল মোরে ছার ।

অনর-রাগের-হুঁস

ভেদে মোর কপোল হুঁস ॥

অই যে লো-ফুলহার

হেলি হুঁসি জড়ি মোর-গলা ।

অই বাহু যুগল মূল

স্বক বেড়ি মাখে পড়ে বালিশ

এ কিম্বো বগন সুখ

কিবা হেল গোরা-দেহ-গুণ

জাগতে বিরশ করে

রূপান্তকে যুজি সে গুণ ॥

পদ্মে পড়ে পাড়া দিয়া

গতগতি গোরা যায় যায় ।

মজীর পছন বেড়ি

মধুর “কণু কণু” গায় ॥

নিজতায় রাইরা

অই পদে লোটায়েতে কর ।

কিবা ও চাচর কেশ

মন মন অনিলে ছলয় ॥

যেযবিদ্যুৎ চাঁদে খোলি

মনতোলা মোহিনী-ছায়া ॥

গোরা আঁখি নিয়া যায়—

যায় যায় — প্রাণ নিয়া যায় ॥

বরপদ যুগল বেড়া

রত্নখচিত মণি বলয় ॥

মুহূৰ্ত্ত ছলি কর

কিবা “আর আর” বলয় ॥

ভুগভুগম কিবা

প্রহর রণা নাড়ি নাড়ি ।

ছড়ায় বিরহ বিষ

সইলো জারিবান্নে নারী ॥

হা মোর পরাণ গোরা

দাস, রে ফেলি নুকা'লে কোথা ?

তু বিনে পরাণ নাথ

কে বুঝিবে অ'নির বাথা ?

কাশির দাস ভনে

দরশে যে দেগেল দুখ ।

এ দুপের ছুত করি

পরশ দিবে সে পর সুখ ॥

(বিরহ)

(১)

বাগশ্রী—একতারা

ধাক্কু ও কথা সই

কও কিছু গোরা'র শুনি ।

অবণ পিয়াস সুধা

সেই গোরা'র কাহিনী ॥

গোঁরাগ প্রসঙ্গ বর্ণা

অশেষ গুণগণা দেশ ।

অমিয়া প্রবাহ দিয়া

সিঞ্জে অজ অনঙ্গ দেশ ॥

অনন্ত রচি দুবর্ণ

গেঁ বগাধা শুধু ভোভা ।

গোঁর বিহু আন চর্চা

নৈরস দিকত ত্যজ্য ॥

অমিয়া নিলি মধুর

গোঁরামুখ-দুহাবাণী ।

আজু সে তরঙ্গ বহে

তরঙ্গ তরঙ্গিনী ॥

চূপ থাক, এনিতে দে

সে হীঃতঃ ২ টি ওচিৎসন ।

অমৃতের ধারা সাগর

বাণী সন্মোহের চুড়াগণি ॥

হুলবন দুঃখ ফলে

থরে থরে ভ্রমরার বুলি ।

এ নয় লো তা, সপি

কাণের তিরস বাসহুসী ॥

তাই বলি, এনিতে দে,

সে বাণী বীণা বাজনা ।

যাতে রসম্পদ বরুণ

গোঁরাগ জাগরণা ॥

গুনইতে সুখবাণী

কল্পরাজ অধর আগে ।

অধর আগিতে সবে

বদন ভায়ে চাঁদ রাগে ॥

বদনাবিধু বর্ণাকতে

কাচাতলু কাঞ্চন বসক ।

কিবা ভাবে মনে ছুবি

ছুলিয়া ছননন গলক ॥

কিছু হোঁ দগন এ বে

মণে ভেঙ্গে অতলে ডারে ॥

সত্যবৎ সুন্দর বটে

জাগরণে মিছা সারে ॥

আগনে ইন্ধন যোগ

এই দগননে বলি ।

অনো না অনো না আগে

টোটে মপ করি কলি ॥

নদীয়া হুদীপ গোঁরা

সবে হেন ভায়ে কই ।

অম্প দিতে কাঁছে গিয়া

আম দগধ অজ বহে ॥

আগনে পুড়িবে সাধ

কি সুখী অতলে আছে ।

বাহু তপত মধু

পুড়িবে গোঁরাগুণ মায়ে ॥

কিরায়ে আনিতে চিত

পার যদি কই আন করি ॥

মরমের হুত্রে হুত্রে

জড়িত সে গোঁরাগাথা ।

মরমে বসিয়া গিছে

গোঁরাগীপ গোড়া বাণ ।

কুল কলহিনী নাম

রীবে গোঁরা-অহুসান ॥

(২)

বাগম্ভী—একতাল

“বা, বা” নিরবধি হেন,

মরম না বৃষ্টি তেঁর সাধ

বৃক পশি পড়ে নে
 কিবা এ মোর অন্তরে গীথা ॥
 তব ধরি অকটি অয়ে
 উদাসিনী বসন ভূষণে ।
 অঠর অগিনি বৃক
 উঠেছেলো হেন লয় মনে ॥
 তাই সে বৃকের আলা
 জীর্ণ জীর্ণ আলা এতত্ব ।
 বিকল সে ধরা তা
 সখি, গোরা সখ সখ বিহু ॥
 গোরা— শীতাহীন
 পান ভোজন মোর, সখি ।
 ইথে যদি রহে তত্ব
 নতু যাহ'লে বা ক্ষতি কি ?
 অরপিত যারে তত্ব
 সইলো রাখিবে রাখিবে সে ।
 চাতকী কেবল বাঁচে
 গীতদের গীতধারা রসে ॥
 পানাপন তেজি পাখী
 “মেঘ কর মেঘ কর” বলে ।
 চাতকী পাড়ে কি বারি,
 বারিদ সদয় স্বয়ং গলে ॥
 গোরা অধা সিদ্ধ পানে
 এ পরাণ তরঙ্গিনী ধার ।
 ফুলফুল শীত শিলা
 হাঙ্গলো, তাহে বাধা পড়ি যায় ॥
 বিরহ বিরামি বিধ
 আশীবিধ বিধ হেন জারে ।
 গোরা, মিতা বট কার
 যাক এদাকন রোগ সারে ॥

কুপথের উপদেশ
 কেননা এত মোর মৌখিক ?
 পান্যার নির্মিতকার
 সে রূপ-মিস্রিলি আলোক ॥
 রসন!-তালবৃক্ষ
 বামন কয় গোয়া নাক ।
 তাপ শমিত হবে
 কথকিং পাইন আরাম ॥
 ছর-ভাষিত রূপ
 গোরা'র হিমে আর জাগে ।
 পান'শন ক্ষুঃ পিপাসা
 অরিত 'জাহি' অবশেষে ভাগে ॥
 (৫)
 ভৈরবী—একতাল
 নাম সে পুরান-এবে
 রূপে'ত অর'ম পাই ।
 দরশ মিটে কি আশা
 কেপে পরশ নাই ?
 অহির হুঁি সখি
 কেন আর পাইনি গলে ?
 গোরা'পন নম চাক্র
 গীথা-হারে হারে বলে ॥
 মৃণাল নিমিত্ত বাহ
 অরপে যদি গোরা কাঁখে ।
 ও বড় কঠিন হার
 কি জানি তত্বতে বিঁথে ॥
 ও ছার কখন যুগ
 করে দিতে নাহি স্নান ।
 এ কয় যুগল কবে
 সেবিবে শ্রীগোরা'পন ॥

পাখিপক্ষ চুপী আলি

উড়িয়া পড়িবে করে ।

রচিবে মনি করুণ

সমন স্বাক্ষর করে ॥

কপোলে কুহুদ রাগ

কোন সুখে মগ্নি মাথ ।

গোরাধর তাম্বুল রাগে

যদি না লাগবে খাঁক ॥

এ জীবন যাহিনী

গোরা অকলঙ্ক লী ।

এ জীবন যন যাহো

গোরা যন যন পি ॥

সে গোরা সঙ্গ তান

যন গোরা ভিঁরি গ্রাস ।

সুগন্ধ-যন গোরা

স্বাদাভ্যাস্ত নির্ধাস ॥

এ গোরা হারিয়ে মগ্নি

কোন সুখে বেঁচে রই ।

কোন আশা মোহে ভুলে

নিরর্থক এ মেহ বই ।

(৪)

ভৈরবী -- একতারা

আমার করিতে গোরা যদি নারি সই ।

বৃথা এ কপট মার

সাধনাস সিদ্ধি করে কই ?

ভালবাসা নয় অকল

যদি শুধু টলমল গছা ।

সিদ্ধ চেয়ে উল্লাসিনী

অহুগাণ্ড-তরল ভঙ্গা ॥

গোরা যদি মোরে চায়

হামারি লাগিয়া কামে ।

সেইসে পরম সই

পেরেছি যুগে গোরাটি'সে ॥

গোর সে পরম ধন

অমূল্য রতন সার ।

বড় দুঃখে মিলে গোরা

সর্বহারা ছারখার ॥

মিলন তাহারে কই

খেদাইলে না কার সে ।

প্রেমবস্ত গোরা'মণি

প্রেম মিলে কি হে'সে হে'সে ?

প্রেমশূন্য বুকে কেন

ফলিবে সে আশালতা ।

সর্বভাগী না হইলে

পরিধান বিফলতা ॥

ভিরাগের যেন নানী

তাই গোরা চেয়ে আছে ।

দুঃখান ভোগ নিলে

ভাইবে সে নে'ত নে'তে ॥

অরে মণি কাটে যাই

ভাবিয়ে দেই কুণ্ঠান ।

পতিপুত্রে চায় কি সে

হবে যার গোরা প্রাণ ॥

যে অবধি গোরা'চান

ভরিয়াছে হৃদাকাশ ।

একটা তারারও হান

নাহি, হয় পদকাশ ॥

অহুমনে (স্বরূপে) মজেনা সই

অহুগাণ্ডের পিপাসা ।

মারিবে (মশের) পানে তার
 সতত লাগিয়া দিয়া ॥
 বাহির রক্তন গোরা
 পেয়ে না পাইছু গই ।
 কখনো হই ফল
 হুধ টুকু হ'ল গই ॥
 পলাই ছুঁতে বস
 লজ্জা দিকা জীবনের ।
 উষা বিহীন রোগে
 নিশাতে দেখি ফের ॥
 প্রাণ মন চুরি করি
 লুক'য়ে সে আছে সুখে ।
 গুণটানা মাখি গোরা
 না (১) ডুবায় বসে থাকে
 ভায়ে কেন নিশি, কোটি
 ইন্দু নিলু চার চাঁদে ।
 অধন্য চকোঠী মুখ
 পাখা খুঁয়া কর্য দাঁত ॥
 ককশাবত সিকনে
 জনমে শো মই পাব ।
 কিকিহুগম নব
 তাও কুলসিন মায়া ॥
 খাড়া গিতে তার বাসি
 হু'ছে বে হু'ছে বে হু'ছে ।
 উজ্জ্বল বাহির তরা
 যখী মোর গৌরবিধু ॥
 কেনে: শুনের দাসী
 পৌরায় প্রত্যশা মিছা ।
 প্রগল লো আশা মোর

সোভের মলিল সোভা ॥
 বেগম্ ব্যাপিত তরু
 সখিরে অবশ— ।
 চেতন করায় কেন
 খেদালি সাধের গোরা ॥
 মুরছা-বামিনী নির্দে
 উষেছিল গৌরগণী ।
 না পূরা'তে চিত্ত সাধ
 পোহাল সুখের নিশি ॥
 মুরছা অতলে সখি
 রহে সে কমল্য মন ।
 ভুবিতে তুলিল কেন,
 হোরেলো বামিনী গণি ॥
 বিরহ সজিনী মুর্ছা
 পরম বদ্বিনী সে ॥
 মিত্র মিত্র মিত্র মিত্র
 গণি পানে হে'স হে'সে
 চিত্ত মিত্র মিত্র মিত্র
 মুরছা মিত্র মিত্র লো ॥
 মিত্র মিত্র মিত্র মিত্র
 প্রথমমে সে যেতে লো ॥
 মিত্র মিত্র মিত্র মিত্র
 গৌরমিত্র মিত্র কোরা ।
 মিত্র মিত্র মিত্র মিত্র
 মিত্র মিত্র মিত্র মিত্র
 মিত্র মিত্র মিত্র মিত্র
 মিত্র মিত্র মিত্র মিত্র
 মিত্র মিত্র মিত্র মিত্র
 মিত্র মিত্র মিত্র মিত্র
 মিত্র মিত্র মিত্র মিত্র
 মিত্র মিত্র মিত্র মিত্র
 মিত্র মিত্র মিত্র মিত্র
 মিত্র মিত্র মিত্র মিত্র
 মিত্র মিত্র মিত্র মিত্র
 মিত্র মিত্র মিত্র মিত্র
 মিত্র মিত্র মিত্র মিত্র
 মিত্র মিত্র মিত্র মিত্র
 মিত্র মিত্র মিত্র মিত্র
 মিত্র মিত্র মিত্র মিত্র
 মিত্র মিত্র মিত্র মিত্র
 মিত্র মিত্র মিত্র মিত্র
 মিত্র মিত্র মিত্র মিত্র
 মিত্র মিত্র মিত্র মিত্র
 মিত্র মিত্র মিত্র মিত্র
 মিত্র মিত্র মিত্র মিত্র
 মিত্র মিত্র মিত্র মিত্র
 মিত্র মিত্র মিত্র মিত্র
 মিত্র মিত্র মিত্র মিত্র
 মিত্র মিত্র মিত্র মিত্র
 মিত্র মিত্র মিত্র মিত্র
 মিত্র মিত্র মিত্র মিত্র
 মিত্র মিত্র মিত্র মিত্র
 মিত্র মিত্র মিত্র মিত্র
 মিত্র মিত্র মিত্র মিত্র
 মিত্র মিত্র মিত্র মিত্র
 মিত্র মিত্র মিত্র মিত্র
 মিত্র মিত্র মিত্র মিত্র
 মিত্র মিত্র মিত্র মিত্র
 রক্ত কুরা অসদত ॥

কি উবর আঁছে আর

খোলে অনে দুর্ভা কর ।

ইজ্জতাদি ধরিপুল

তারে ঘেরি গায়ে অর ॥

অমন কৃষ্ণের নখি

সে খপন সত্যকর ।

এখানে সে অশ্রুধু

তব বর নৃত্য কর ॥

অ্যা— কি দেখা'লি নাথ

গমন করিয়া আড় ?

অ্যা— এবে বপনের সেই,

সখি, করহ সংকর ॥

(মিলন)

(১)

বেগারা—সুর কাক

অন নি না ন এ গেদা দুর্ভবন এ কপে গাশ ।

রাগবন্দনবিত্ত আগত এত উতলা ॥

কোন এপ' বাখা ইয়েছে সংস কাটা ।

বেগ'স' কাঙতহু ১। নয় নাপাররা ॥

ছারে দাঁড়ারে নাথ, সুরে আ'ন বসা খাটে ।

চানর এজন কথ, মালাচন্দন আই টাটে ।

পোড়া ম'রে ঘিরেছিহু গন্তগারে ফুলম'লা ।

হুথ হু'লে চা'রি ম', সে অর্জনা সকলা ॥

পাথ বেগা . চান্দ চাহিল মো অধানেয়ে ।

বলভেব শুভেদয় মং'তর কপা'য়'য় ॥

(২)

বাগার—অং

আঁখাখেল স্ববে ট দেব উপর

ওহার অলস খনি ।

কিন্তর কুক

দীপক মোহুলা

গোবা দিতবামহি ॥

বিরহ সিদ্ধু'ত

এ ইন্দু বসতি

সুখিহু বিবহ গল ।

সুত'বন বাণ

কিন্ত অধ'বাখা

ধরয়ে বিরহ হুণ ॥

বিবহ নাগেব

কপার উপরে

এ নিধি অমৃত্যু মনি ।

বিরহ অকাব

প্রহ'ন সুবর্ণ

গোব'জ হতনে বি ॥

বিরহ দহ'ন

প্রেম পক্ষিপাংক

প্রো'মতে নাথেন দহ' ।

প্রেম কি জানিনা

চাঁড'ল' তায়

তায় কাগি খী'ল' কান্না ॥

সে হু'খের সীমা

মোহ'চক্রে'ল'ল'

অখা'ব সিকি'ল'ল' ।

অকা'ব এ'ল'ল'

পু'দ'ব রসাল

বা'ল' ক'ল' গদগ'ল' ॥

বিব' তারা হার

অ'ম'ল' ব'হ'ড়া

লভি'ল' এ'ল'ল' ক'বে ।

কি করি কি কবি

ক'ল'ল' বিহু'চ

বা'ল' বা'ল' ক'ল'ল' ক'রে ॥

মাবে কোথা নাথ,

মাসী'ল' ম'ল'ল'ল'

স'ত'ত বস'তি ক'ব ।

সেবি'ল' চরণ

ম'ত'ল' ক'ল'ল'ল'

অ'ল'ল'ল' না'হি ধ'র ॥

সেবা'বো'গা নর

এ'ল'ল'ল'ল' দে'ল'

ক'ল'ল'ল' ক'ল'ল'ল' ব'ড ।

এ'ল'ল'ল' করি

ও'প'দ' শর'ল'

ল'ল'ল'ল'ল' ক'ল'ল'ল'ল' ॥

শ্রীকৃষ্ণানন্দ বাসুদেবী :

(প্রথম অঙ্ক)

(১)

বিভাগ—এক ভাণী

দিক দোহাশরী প্রদীপ বোম্বাই

করতছি বজ্রদাস ।

উত্তর মধুর রাধাকৃষ্ণদাসী

হেবইতে চিতে অশ ।

মাধ বা পুরিবে ববে ।—

ক'ব শ্রামিক মানন্দক নিমি

গোবিন্দকট হবে ।

দিকিধোম জলে সশোক যুগলে

খুঁটল কমল কলি ।

ববজের বজ্রে রক্তে মধুরা

গুণল — মানন্দ যনি ॥

চন্দ্রাবলী বলি (১) দিবা প্রদীপদাসী—

ভোনে কথ বিজয়া

গোতে না পুরল পুরাণের সখ

কাকুল মণিতে বা অ ॥

(২)

ভূপালি—

কৃষ্ণের লাবণ্যমত রাধার মধুরা

কহিতে মনেধিকিবে গাথ ।

রাধার কণের কথা রাধার গুণের পাই

কণোদিয়ে কর আশ্রয় ॥

কহিতে মনোদা কানে পুণিল কান্নের কানে

অবুতে জারিল জীবন ॥

বলুক ধুব পূর প্রদীপদাসী কণকট

কাকুলিক লল কলি, কলি ॥

(১) উপসর্গ

বাণিতে বাণিতে গোঁড় উল্লসাক্ষর কোত

কলি নিবধবে হেন চান ॥

হেন প্রদীপ দিকিবে কি, কেমনে যু তাঁরে লবি

লাগিয়া পৌরগদাসী কণকট

যেস সে কিছু না জানে অকিঞ্চিৎ কথাতনে

মনে মনে উল্লসিত আঁতি ॥

দিকিবে কাকুল নব মানন্দ আদতি লব

উলটিব সে ধুব মতি ॥

প্রতি নিমিষে নিমিষে মনচিহ্ন একে একে

চিন্মে চিতে রাধার কথা ।

মুগ্ধ সুখের টেউ মৃত ধুব বহে সেও

মধুর মধুর সুখের বাধা ॥

(৩)

ক্রেদার—সুরকাক

আয়ানের ঘরে কুলবধ রাধা

প্রকাশ করল সন্ধি ।

রূপ নিত্যপ্রিয়া ছায়ায় এয়ে

প্রেম রটাইতে বনী ॥

শাগল করিতে রাধার ধবিতা

রূপনাম লগ্নু পাছে ।

প্রাণে মবমে অন্তর্কর্ষি বেড়ি

ও ন'ম লগ্নিয়া আছে ॥

নামের জালায় পাবে না থাকিতে

টানিয়া কবরে বাঁধ ॥

কহিতে বাধা মবমে পুণ্ডিয়া

অবুত জীবন তার ॥

“কক” হু’আবড় প্রাণে অধীর

কি বা সে নামের মধু ।

কক দিকি ধরে ককই অখড়

আকুল কুলের বধ ॥

কক দিকি ধরে প্রাণিত অবরে

ককই কক প্রেমের অখড় ।

কক দিকি ধরে গাভী বাঁধি

অবুত জীবন তার ॥

দিন দিন দিন পাগলিনী পাগা

স্বাধার কি দশা হল ।

পৌর্ণমাসীকল সফল হয়ল

আশাফুল ফলমল ॥

(৪)

লগ্নী—একতালা

রাধাবিনোদিনী রমণীর মণি
ভাব আবেশিনী মন অমরাগিণী ভামিনী রে ।
ধামবিলাসিনী শ্যামপিয়াসিনী
কুলকল্লোলিনী ফুলতরু মোহন মোহিনীরে ॥
মোতি চাঁদ লাবণী অমিয়া উগারিণী
কনক দামিনী উজল ফলমল ভাতিনীরে ।
সিন্দুর বিন্দু মণি শোভিত ইন্দু বদনী
কম কমল খনি গলদক মধুনিখরিণীরে ।
ফুল ধরু ধরু জিনি ভ্রমুগ ভঙ্গিনী
কুবলয় শ্রবণী খঞ্জনিবি গঞ্জন নয়নীরে ।
চাঁদ গ্রাসিনী ফণিনী বেণী শোভিনী
সুখ সৌভিনী বিশ্বাসর অরণ্য রাগিণীরে ॥
মুখ ভরাজী ভাব বিভাবিনী
অরুণ উজ্জলনী লতা বিতান অবগুপ্তিনীরে ।
সুগন্ধ অমিয় সত্যত পির পিয়
রাধার মরনে ধনি ফুরত না বাণী তাপিনীরে ॥
মুখলিতা পুরটতলত
কলিতা লাবণ্য তরঙ্গিণী অজিগীরে ।
সুখ উজ্জলী তাতে জ্বরমাধুরী
সুখরা মরি মরি রাধা রঞ্জিণীরে ॥
সুখে বিহ্বল করল নীরদ চ্যুত
সুখ সুখিত বিজলী জলদ বিহারিণীরে ।
নারদ কোরে কিবে চপলা চমকিবে
হুই তরু মাথিবে মাতিবে জ্বাল সজ্জিনীরে ॥

(৫)

বসন্ত বাহার—জং

ধেয় নিয়ে কাচ বসন্ত বিহরে

মুকুলিত তরু কাচ বসন্ত বিহরে ॥

দুলিত ব্রততী মন্দ সমীরণ ভরে ।

ফুল বন ফুল কুল আকুল থরে থরে ॥

মধু মুগ্ধ মধুণ গুন গুন গুজরে ।

কালপিক 'কুহ কুহ' মুহ মুহ থকায়ে ॥

কালিন্দী কলনার লহরে লহরে ।

মাতল মাধব প্রেমাদ মনভরে ॥

ঘন ঘন মুরলী অধরে ফুকায়ে ।

চরাচর মখিত অমৃত উগারে ॥

চকিতে চুত এক অচ্যুত হেরে ।

মাধবী মাধুরী জড়া অপরূপরে ॥

জাগল রাধাসুতি মাধব অন্তরে ।

আলোময় মাণিক ডুবল আঁধারে ॥

বিষবিন্দু জগু সুধাইন্দু জারে ।

ফুলমুখে মধুধারা আর নাহি করে ॥

অলিকুল শুধু শর না করে ।

মুকুলে পিক মুক আর না কহে ॥

শিখ বায়ু, আবু হান পশ্চিম হাড়ে ।

"রাধা রাধা" কান্দে কাণ্ড কাহব অন্তরে ॥

রাধা বিনে চাকরন মনবৎ হেরে ।

সখা পূজাছুলে রাধা এল বনান্তরে ॥

ললিতা বিশাখা আদি সখী সঙ্গে করে ।

যোগমায়া সঙ্গে ৩ মিলে ৩ প্যামেরে ॥

(৬)

টোরা—একতালা

মুরলী কাকলী কল ছাইল রাধার কাণ ।

একে বৃন্দাবন মধু রসায়ন

সুখা উজ্জল ভরি রাধা প্রাণ ॥

রাধা সাঁধু সিদ্ধ পূর্ণ ইন্দু কোটি

চূর্ণ বিগলিত লাবণ্য নীরে ।

বলী দণ্ড দিয়া মথিয়া মাধব

ভাব অমিয়া তুলিলা অচিরে ॥

জলস নাগের বিন বিন্দু বিন্দু

আনন্দ উদ্ভাসদ ॥

নবরাগে রাধা আধা চাপা লাজে
 তরঙ্গ তরুণ গদ ॥
 অস্তর উদ্দেশ সখর বাহির
 ছল ছল কমল আঁখি ।
 বসন ফুটিয়া পুলক বের'তে
 বসনে রাখয়ে ঢাকি ॥
 বেগধু প্রবাহে রহে শুষ্ক ধরি
 মাধুরী টলমলরে ।
 মূল্যের পাকে ধুপিতা স্রীনাথ
 চিনলা সে মুরলীয়ে ॥
 মার অপরাধর সুধার লহরে
 হেন মাধু্য রসের ধারা ।
 কেমন সে নিদি বিধি কি দেখা'গে
 তাবি রাধা 'মায়াহার' ॥

(৭)

দেশ — ত্রি গালি

অকসে ঢাকা হাঁকা চিত্রপট
 গুলল বিলাপা লগা ।
 পুরিত ত'ঙ্গ চকিতে বাঁধল
 ধীর প্রাণ মন আঁখি ॥
 'দক্ষ অচ্যুত আকুল ধির
 মুগ্ধ রহল বসি ।
 অশ্রু অশ্রু বিদু হৃৎকটি
 অভিষেক করিছে সসি ।
 প্রাণ হারে চার পুরুষ রতন
 পুটে সে লম্পটে সুখে ।
 পেগে পেগে পেগে পিয়াস নিঃসীনা
 পিয়াস পিয়াস বৃকে ॥
 অন্দের অর্চাম শ্যাম নবধন
 চাঁদপুর মাধুরীমাখা ।
 মার চুরমার কটাক্ষে যার
 কিবা সে নয়ন বাঁকা ॥
 সে কান্ত মুরতি আলিঙ্গিতে বৃকে
 পশল বৃকের মাছ ।

আনন্দ উন্মাদ মূৰ্ছিত রাধা
 পড়ল ধরণী দেহে ॥
 ক'র তার করি ললিতা বিশাখা
 সাগতি ধরল কোরে ॥
 'হতে বিপরীত চিত্রিত এপটে
 বিসর্জন বৃথি রাধারে ॥

৮ । ভূপালি—জং

ইন্দুমণি নীল নীল উতপল
 তমাল জলদ কাঁতিবে ।
 লাবণ জড়িত দলিত সুমার
 কিবে মারকতী ভাতিবে ॥
 বাঁধিবে নিজরী পীতবাস হাসি
 গলে বনমাল আলরে ।
 'দক্ষ গোপিত চর চূড়া শিশে
 'হা'হে নেড়া কুসুম মালরে ॥
 'দক্ষ অলক চাঁদ মেঘভালে
 সুনন্দ নন্দনরে ।
 'অ'জাত হুভুজে তা'কে 'অঙ্গ' রঙ্গদ (১)
 করে মণি কঙ্কণ চক্রে (২) ॥
 'হান'বনী হারা ধারা রাগবরী (৩)
 নাল গগন বুক রেহারে ।
 কল রাতাপদে পদ্মমাল আদি
 আঁকুলে গোপা চাঁদেব দেহারে ৭
 বাঁমবস্ত্র উক বা স্থলস্থগাল
 শিন কটি তটিনী কিস্কিনীয়ে ।
 অরুণ কোমল চাক চরণ ছুটি
 কমলে লুটি নুপুর নাগিনীয়ে ॥
 ননী অকোমল পদ্ম দলাকুল
 নুখে মণি চাঁদের হাসিরে ।
 কোটি চাঁদ পদে গড়া কৃষ্ণ চাঁদ
 বাঁকুলী অধরে মুরলীয়ে ॥

(১) শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গদেজ নাম রঙ্গদ (২) কঙ্কণের নাম চক্রে

(৩) হারের নাম রাগবরী ।

ফুলনা হানি স্বধেনু আননে
শ্রিত বাহু মুখা উৎসবনে ।

চিত্র পটে ঝাঁক। ঝাঁক সে ত্রিভঙ্গ
স্বয়ং মাধুঘ্য জহু মাধবনে ॥

৯। ভূপালি—একতালি

১৩তম ববিয়া যত সখীগণ
চেতন করা'তে রাইয়ে ।

বাহিরের গতি অন্ধরের দিকে
নিরিবিবলি দেহে'জ্বরে ॥

উঠিতে বসিয়া অগোমুখী এই
কিবা নখে লিপে ধবা ।

কিবা ময় চিত্তে অতঙ্গ সুন্দর
খ'সে পড়ে যেন ভোবা ॥

বা বুকে সহে কহে না তা মুখে
তাই সে বাধান তার ।

গুরু চাপ করে সহসা ফুটল
আধস্বর তর তার ॥

কি কহব সখি ব'য়ে নে তোরা ।

কৃষ্ণ নাম ধনি পুন মূল্যী গীত
চিত্রপট পুন চিত্ত ভোড়া ॥

কিবা রূপ ভজিয়া অরিয়া সুধার
চিত্তচোর সে রূপছার ।

রসের সাগর নাগর মুরতি
বাড়ব অগিনি তার ॥

মো'হি পরবেশী মোরে পরাগিল
কি কব মাধুরী জালা ।

তাড়াহুতে চাহি জড়ায়—
কি দারে— ॥

১০। মূলতানি—আড়া ।

মূর্ত্তি বাখে বেতসী কুঞ্জে ।

সাক্ষ অঙ্গন কাল রঞ্জন খালা
উৎকলে তরঙ্গ পুঞ্জে ॥

খেলে প্রলপ্তি খেলে নৌন মোহ
ধাবলি খেলে কার লালি ।

শিশির বিন তরু জন উপত্য বিনে
নাসা সত্যত ননত নান্দী ॥

অঙ্গ দহনে অঙ্গদ বলর
বসত বিগলিত প্রায় ।

দারুণ সোয়াশে কেশ মেঘনাম
উদাম উড় ডাড়া ধায় ॥

নভগাস বাণী নতপানে চাহনী
উদাসিনী একটি বরসে ।

যেবর ধরিলে পারিষ উপশম
অন্তলে মানিক বসে ॥

চকিতে নান্দীমুখী নিরখি রাধিকা
ঝটিকা সখর কৈল ।

সুখত তরঙ্গ অঙ্গ সিদ্ধমর
কমপপুলক প্রকট রেল ॥

১১। খাম্বাজ—ঠুংরি ।

চতুরা নান্দী চিত্ত আনন্দ
সামালি রাখাবে কর ।

একি পেখি রাখে কোন সাখে কাদ
কিবা দুঃখ ঘরে রয় ॥

অহুতুল পতি সতীর পিয়ার
শাশভী ননদী মিঠে ।

বধু বধু করি কত না ফতন
রতন অ'চর গাঁটে ॥

সুখে গড়ে কেন ডেকে আন দুখ
অব্ব অবলা তুহ ॥

ঘরে নাহি দ্বিটি এ কচি বরসে
যা কর সমাঝ বহ ॥

রূপে গোঁরী করি গড়িল কি বিধি
কপালে খুইয়া কাল ।

নতু কেন সুখে অশ্রুধারা ঢাল
কাঁদিতে লাগে কি ভাল ॥

কোন অলঙ্কার ফ'লে যদি যার
কাঁদিয়া জনম যাবে ।

কুড়াক ডেকোনা। ঘর কন্না কর
কুল বধু ধরম হবে ॥
সুঁখি থাকিতে কাঁখে চাপে ভুত
গুরুজনে কর হেলা ।
তুমি যে এমন করিবে ভাবি নি
ভামিনী, কুলের আলা ॥
ধরম ছাড়িয়া করম করা যে
দে বড় বুকের পাটা ।
শাশড়ী ননদী পড়শী নীরসী
সকলি সাজিবে নাটা ॥
কালীহর ভণে আশিষ করহ
তর বেসনা বিন্দু ।
জীবের কপাল খুলিবে এ তংতে
বাঁধিতে কে পারে সিন্ধু ॥

১২। সারঙ্গ—ঠুংরি

রোগ চিনি দেবী পুছিতে মুখরা
কহল মুখরা তারে ।
কি রোগ, কেমনে কহব তা মুখি
কেন বা এমন করে ॥
কি রোগ, রাখার আধার হেরত
ইতি উত্তি চাহে ধার ।
শিখি পুছ হেরি বেকত বেষণ,
কণ্টক ফুটে গায় ॥
গুজার দরশে খসে অশ্র ধারা
প্রলাপ উদগার মুখে ।
দুই গ্রহ বৃষ্টি রাখারে পাইল
কিবা শেলচাপা বৃকে ॥
ননীর পুতুলী সোণার কমল
স্বভাব অমিরামাধা ।
সুতার হেন দশা অসহন বড়
কিতার কপাল লেখা ॥
যদি কোন রোগ ভোগ কত কাল
ঔষধ নাই কি দেশে ।

ভাল বৈদ্য আনি কর প্রতীকার
রাজার ঝিয়ারি সে ॥
কালীহর ভণে ঔষধ নিকটে
ঔষধে জন্মার রোগ ।
মরিলে এ রোগ সারে কি না সারে
কপাল গুণে এভোগ ॥

১৩। ঝিঝিট—একতাল।

অটলারে ক'তে চলল মুখরা
না বৃষ্টি কথার ভাণ ।
দেবী মনে মনে ভাবি ভাল হ'ল
পাগলী করেছে কান ॥
অমুকুর হাদি রাগরাগে রঞ্জি
কহল প্রতিকূল বাণী ।
শুনি রাধা বৃক উছলি উঠল
ফুটল প্রলাপ ধনি ॥
সে স্মৃতি ঘুচেনা স্মৃতিতে প্রকট
স্মৃতি চিরপট বৃকে ।
স্মৃতি টলমলে কনলের কেলি
মধুঢালা—বিঁধা কণ্টকে ॥
স্মৃতিরে ভুলিতে কত বা যতন
ধরম ভুলেনা সে ।
স্মৃতি পেদাইতে তরজন করি
বধির সে মোর বাকে ॥
স্মৃতির কপাট রোধিবারে নারি
মুক্ত হয়ার সদা ।
স্মৃতিহি সে জন হুগ্গেছে হামার
ভুলেও না যায় কথা ॥
পলাইতে চাহি পথ আটকার
প্রতিকার কার সাধ্য ।
আন জনে ডাকি, মুখ চাপি ধরে,
সে যে দাক্ষ অবাধ্য ॥
কালীহর ভণে রোধ রাখি কর
রাখার কি দোষ বল ।

বিক্র শেল হেন কেন হান ঘা
সব যে তোমারি ছল ॥

১৪। খান্ধাজ——জং ।

পোখরাসী বাণী শুনি অভিমানিনী
শিখামে সউবি কহে ।
ধাবাব উপরে নয়নের ধাবা
অরিবল বিরলে বহে ॥

শ্যাম হে !

ওজগ উড়ুপে চাক পটাকিত
কুঞ্জে নয়ান দিহ ।

অপনে আগরে তুঁহাবি কপ
বিবামির ফাঁদ জহ ॥

না সমঝি নিজে সখী কথায়
অকবে লাগাত্ত গলে ।

হবেব বাহিব করইতে মো
সতত টানরে বনে ॥

জানিলে কে পবে দঃখেব কাস ।

ভনইতে কৃষ্ণ নাম, ব'শীকনি
ব'ধিতাম কাণে বাস ॥

কালারূপ আলা এত জালামব
জানিশে নয়ন ঢাকি ।

ফেলিতাম ছিঁড়ে দহ করে ধবি
বিশাখা যাহা দিল আঁকি ॥

দগধ চিত মখু পবিহবি ভবি
হানাজবে কব রুমা ।

সে নবনীবদে নিজে না আগুন
তাগ ভয়ে বরি মানা ॥

নীকদে বিজুবী অথব মাধুবী
আহবে মাধিত্ত বৃকে ।

মাধিতে বজর গুপত যা ছিল
বি'বিন্না পাইহু দুখে ॥

অখে থাক, থাক নিজ নিজ ঠাই
বিদায় অমীনি জনে ।

কালীহর ভণে আন নাই ঠাই
কিবা জীরনে মরণে ॥

১৫। ভূপালি—একডালা ।

যব শুনহু যুবলী ধনি
তোজহু বাহিবে যা

যব পেখহু রূপ মাধুরী
সঁপিহু অস্তবে যা ॥

মোব বলিতে বহল বা কি
শুধু দবশ ভব ।

পিয়াস কোরে বসতি গুপ
ইহু তপত ভূপ ॥

হুত লাগারে বড়শী বি'ধি
দুরহি রহি টানে ।

হুঠিতে ব্যথা বুথা গো জন্ননা
বিশেষে কর মানো ॥

এ শেখ লয়ে যা সখি দ্ববা
যাহা ব'ধুরা রহে ।

গ্রামশুকর দবশ লাগি
চিত দাকণ দহে ॥

হাম পাগলী আগলি যাহ
আইবে গুণনিধি ।

অমুরাগিনী ভদীনী লাগি
মোব মত গো যদি ॥

ভগতি হব না চিত্ত বাণে
তুঁহারি ফাদে কালা ।

তুঁহারি মত কেদে বাদে না
তুঁবে বরণ কালা ॥

১৬। কানোংড়া—ঠুংরি ।

নীপ কুতে দশা হের ভাসে ।

ব'শী বাধা দ্বাধা গায় বিজুবীর বজ্র পাঙ্ক
মধুর মধুর মেঘলামে ॥

কিবা ভাবে ভোর ভাস শুনই রাধার নাথ
ভূমডল বৈঠল কাহ্নে ।

বাস করে খাপি গও অরণে করুণ চন্দ
 পাণ্ডুর আনন চিত্ত অরে ॥
 কুক সুধাকর সুধা পিতে রাধামুখ সুধা
 "কিমার্চবাং" বলিহারি যাই ।
 কিবা সে দংশিল নাগে কণা ধরি নাসা আগে
 খিলিমিলি রূপের মেলাই ॥
 রাধা নাম কাণে বাজে রাধারূপ নেত্রে রাজে
 কাপর বামর শ্রামরায়ে ।
 কম্পিত বিবশ তরু হস্ত প্রস্তু হলো বেণু
 কাছ বেণু কাছরে মাতারে ॥
 রাধা বিনে রাধাময় আধ আধ ত্রাসি হয়
 লাজ দিয়া অশ্র জল মুছে ।
 রাধার খবর কেহ যদি পার এনে দেহ
 চরাচরে মনে মনে পুছে ॥
 সখা সঙ্গে সদা মুক কিবা ভাবে অধোমুগ
 বেরাধি সমাধি কিবা শ্রামে ।
 রাধার রূপ গুণ ধ্যানে নিমগন অহঙ্কণে
 সুধা শুষ্ঠ জহু হিমধামে ॥
 শিলাতল সমাশ্রয় রংধা জল চিতে বয়
 স্রবলের বোলে নাহি কুচি ।
 লাস কালীর ভণ মধুব লীলা পুরুন
 শুনা বলা সব গিছে গুচি ॥

১৭। বীরোরা—ঠংরি ।

নীরদ শাড়ী বেড়া সে বিজয়ী
 ঝলক লাগল দিঠে ।
 দংশিল মরমে সুবেণী নাগিনী
 লঙ্ঘিত জ্বলিত পিঠে ॥
 নেত্র নলদল রচিত ফুৎ শর
 চকিতে হানিল গ্রাণে ।
 গিরি শৃঙ্গ যুগ মেঘ আধ চুঁহিত
 বিঁধিল মরম স্থানে ॥
 শরদের চাঁদ আধ দেখা দিয়ে
 ডুবল দুইটা মেঘে ।

ফুটন্ত করুণ আধ ভাসা ভাসা
 ডুবল সলিল বেগে ॥
 রূপ সুমধুরী কিবা সে রাধার
 তরঙ্গ লাগল আঁখে ।
 সো তরঙ্গ মরু নেত্রযুগ আরি
 খেলত হি অশ্র মে'খে ॥
 আধ শ্রিতাধর বিক্রমহ্যতি
 পশি রহলহি হিরে ।
 তুলিতে না পারি সে স্বাদ মাদুরী
 অবহ' উথলে ধেরে ॥
 সুকঙ্কণ কণ মধুর মধুর
 প্রতিধ্বনি খুল কাণে ।
 কর নল নাল দলে দলে চাঁদ
 ত্রিয়ার টানিয়া আনে ॥
 রাধার কপোল চাঁদ রাজা মুরুর
 মুখ চাপি কৈল মুক ।
 চুমই চুনই স্বপনক ঘোরে
 জাগরে দারণ দুখ ॥
 অঙ্গুলি চম্পকে চিদুল টেলই
 বন্দন দেখা'ল রাধা ।
 প্রাণ চবি করি লুপাঘে সে গেল
 লাগারে গলায় ফাঁদা ॥
 তব ধরি কুরি করি "রাধা রাধা"
 বাধা সে জীবন মোর ।
 দুখের পিয়াস সলিলে মিঠাই
 চম্পক কৈতক ভোর ॥
 পদকাব কহে কাঁদিও না শ্রাম
 তকতে দিও না দুখ ।
 স্তব যুগোদয়ে মিলিবে স্ত্রীরাধা
 বাঁধিয়া রাখহ বুক ॥

১৮। পিলু—আড়া

রাধার চিকুর করেছি বরণ
 রাধার বরণ বাস ।

সিন্ধুরে মাজা রাধা গগন গনি
 মোর অপর বিকাশ ॥
 রাধার মধুর স্মিতাঙ্গর ছাতি
 হামরি নয়ন জোত ॥
 রাধার রূপের তড়িত ঝলক
 হামরি হৃদয় সোত ॥
 রাধার নয়ন অপাক্ষ দিষ্ট
 হামরি বুকের দাহ ॥
 “রাধা, রাধা, রাধা” বেগতে ফুকারি
 অই অপ মানা চিত্ত মাহ ॥
 নীরদে জড়িত তড়িত ললিতা
 কিবা সে মুরতি খানি ॥
 চাঁদে চাঁদে চাঁদে কিবা সে গাঁগনী
 কমলে কমলে ছানি ॥
 স্নেহ তরঙ্গ অমিয়া সাগরে
 চাঁদের জোসনা তার ॥
 প্রবালে খচিত শুকতি ফাটরা
 দশন মুকুতা ভায় ॥
 বস্ত্রকল্লুরনি— পিক জিনি বাণী
 এ কিবা অজুত বটে ॥
 অমিয়া শিশির টুপ্ টুপ্ টুপ্
 এখনো লালসা রটে ॥
 তড়িতে ইন্দ্রধনু কিবা গলহার
 স্নেহের পবন ছলি ॥
 পরাণে মাথিয়া রহল সে শোভা
 লোভ উপজল বলি ॥
 অংশ রূপগানি নয়নে পেগড়
 নগনে রহল ধাঁদা ॥
 ভরম শুচিলে ইতি উতি চাই
 অই কি আইল রাধা ॥
 কালীহর ভণে সবুরে সে মেওয়া
 ফলিবে সত্য কানাই ॥
 তোমারি লাগিয়া তোমারি মতন
 হুগেছে মোদের রাই ॥

১৯। ভৈরবী—একতালা

কানাই কেন ডাকিলে শুননা কাণে ।
 কেন বদন নলিন হেরি আজি বিমলিন
 কান খেয়ে আছ কি ধোয়ানে ॥
 বনমাল নাহি গলে তাই খুজি অলিন্দে
 গুন গুন কয়ল কি কালা ?
 না, নয়ন তারা ছুটি থির উরধে উঠি
 কিবা নাগিনী দংশল কালা !!
 চুড়পরে শিপি পুচ্ছ তারে কেন এত তুচ্ছ
 ভুমে পড়ি গড়াগড়ি যায় ॥
 অগ্নিরে ইক্ষুবৎ কাছ চুষিতে সরা যে বেণু
 তার মিষ্ট ফুরাল কি, হয় ॥
 রাধানেত্র ভ্রমর ভ্রমণ ভঙ্গিমপর
 করল বিহবল ছেন মান ॥
 কি হবে নোঙালে মাথা বুঝেছি সকল কথা
 রাধাক্রপে গরাসিল প্রাণ ॥
 কতই স্নন্দরী নারী রাজে বরষ উজারি
 তাহে কেন চিত্ত নাহি যায় ॥
 কি মোহিনী জানে ছোড়ী তোমারে এমনি করি
 করবেণু থোয়াল ধরায় ॥
 কালীহর দাসে কর অহুরাগে সব লয়
 রহে শুধু পিপাসার জ্বালা ॥
 তবু যার যথা ভাব অবশেষ তথা লাভ
 তাই বলি ঝুরিওনা কালা ॥

২০। বিঝিট—একতালা

শুন মধুমঙ্গল শুন মোর বাণী ।
 রাধাক্রপচ্ছটা লাথ লাথ বাণ
 তরঙ্গ কামকামানী ॥
 বিধই মরম জর জর করল
 কিবা মুখ অমৃত ছানি ॥
 তড়িত লতাছি চাঁদ কুসুম
 অধরে ঝরে মধুখনি ॥
 রাধার মাধুরী সউরিতে চিত্তে
 রসনা লালসে লেহে ॥

পেশিতে বদন মধুরিম চাক
 মধু নেত্রধারা বহে ॥
 রাধার অমিয় তথর বাণী
 শুনি শুনি করণ খাড়া ।
 কোটীন্দ শীতল তহু নবনীত
 পরশ আশে তহু জারা ॥
 হামান্নি এদশা করে পরচার
 রাধা গুণ পরিমাণ ।
 রাধিকাব রূপ মাধুর্যের তুলা
 আছে কি এ ব্রজধাম ॥
 বুক ধুকধুকী "রাধা রাধা" বাজে
 শোণাসে উছলে "রাধা" ।
 কালীহর ভণে ভাল কাঁদে পড়েছ
 অমনি থাকহ বাঁধা ॥

২১ । বিখিট—এক তাল

রাধার প্রেরিতা ললিতা বিশাখা
 শ্রামের উদ্দেশে ঘুরি ।
 শ্রাম সকাশে এসে উপনীত
 সাদর সম্ভাষে হরি ॥
 শ্রামে অরণ চাঁদ বেড়া করে
 অর্পিতা ললিতা সখী ।
 পুষ্প গুচ্ছ সঙ্গে অনঙ্গ লেপ
 রাধা যা দিছিল লিখি ॥
 কর কম্প ভর স্বর গদ গদ
 কি জানি কি চিতে গনি ।
 লিখন পঠনে বুঝি অহুকুল
 আকুল গোকুল মনি ॥
 প্রেম পরশিতে উপেণি রাধাব
 কহিল নিরুর ভাষ ।
 রাধিকা মিলন বৃকের ধ্যান
 মুখে কৈলা পরিহাস ॥
 তা শুনি ললিতা কুপিতা বিশাখা
 থিক মানি রাধার সাধা ।

অন্তর কি দহে এ সন্দেহে পুনঃ
 দেখাইলা মরযদা ॥
 দেখ দেখ শ্রাম অহুগাম কিবা
 মজুল গুজা মালা ।
 তব কর্তৃ ভূষা যোগ্যতা প্রচাব
 কালায় করিবে আলা ॥
 রাধাক পরনী মালার পরশে
 শ্রামের জুড়াল তাপ ।
 আনন্দ বিহবল ঢল ঢল ধ্যানি
 অঙ্গে পুলক কাঁপ ॥
 কপট করিয়া শ্রাম গুণমনি
 রাধারে না চিনি ভাণে
 পদকর কহে দুঃখে সখীগণ
 চল রাধিকা স্থানে ॥

২২ । বিখিট—এক তাল

আরে মধু মজল কিসে কি করিহু ।
 বিধি মিলায়ল যদি জারাহসো সাধা নিধি
 সাধ করি গরল ভবিহু ॥
 ডালা ভরি উপহার চাঁদ গদ্য গাঁথা হার
 আনি দিল গলায় পরায়ে ।
 দুরমতি পরবশে ছিঁড়িহু তা উপহাসে
 না দেখিহু পরিণাম চেয়ে ॥
 যার লাগি জীবন নয়নে করে জীবন
 নিলাজ আঁখি উপেখিহু তারে
 মানিনীর অপমান মানী জনে অবিধান
 ধরম খোয়াহু একবারে ॥
 মোক পিরিতি বাঁধা পীড়িতা যদি রাধা
 তেজিষ প্রাণ অধস্ত মানি ।
 এ মোর প্রত্যাখ্য'ন মিষ্টর অপ্রণিধান
 ছুহ পক্ষে মরণ বা মানি ॥
 মরম না বুঝি কাজ অহুয়োগে পড়ে বাজ
 মৃত্যু মুক্তি পরণে নাহি ।

যেবা ঘটে প্রেমবন্ধ লোকতঃ ধর্মতঃ মন্দ
সেহি পথে রসিকের গতি ॥
ললিতা বিশাখা সখী গালি দিতে নাই বাকী
পোড়া মুখ নীরস ভাবিয়া ।
রাধায় যে প্রেমাকুর হবে নিরমূল চুর
এহি মোর চরিত লাগিয়া ॥
মোরে রাধা বিসজ্জিবে নে'য়ে ধু'য়ে ঘরে যাবে
মোর নামে আবরিবে কাণ ।
তখন কি হবে গতি বুঝিবে অবদূতি
শুভ্র হেরি বৃন্দাঘন স্থান ॥
রাধিকা প্রবোধ পায় কর তার সতুপায়
চল যাই অই দিক মোরা ।
পদকার কহে, যাও, মুখে না করিও রাও
বিদ্র থাকে অহুরাগ জোড়া ॥

২৩। বীরোরা—ঠুংরি

প্রাণবল্লভ বুঝি এলো অই!—কৈ?—
কেনগো বিশাখা একা ব্রান মুখী?—
বৈলনা, বুঝেছি সহ!—
যাক লাগিয়া গো গুরু গল্প গজ্জ
সহিছ পাতিয়া বুক ।
যাক লাগিয়াগো কুলবতী কুল
তেয়াগি রাখিনি মুখ ॥
যাক লাগিয়াগো সতীত্ব ধরম
তুণ হেন মনে গুণি ।
যাক লাগিয়াগো কলঙ্কের ডালি
করিলুঁ মাথার ঝনি ॥
যাক লাগিয়া গো বুক হি অনল
সুখেই না মানি মুখ ।
যাক লাগিয়া গো উদাসিনী বনে
পাওলি তোরাও হুখ ॥
সোহি শ্রাম যদি উপেনিল মোরে
কেমনে ধরই প্রাণ ।

দেব প্রতি কুল অকুল সায়রে
ধরিতে নারই যান ॥
তু কাহে রোরসি বিরসিত মুহ
বিপরীত লেহা ভালে ।
এ তহু বর্জন মজ্জন সলিলে
ইদানীং সমঝি ভালে ॥
এক উপরোধ ইহ বৃন্দাবনে
যব উপেখব দেহ ।
কাল তমালে বাঁধই রাখবি
কৃষ্ণ নাম করি লেহ ॥
যব শ্রাম বন্ধ নয়ন অমুতে
চাহিবে এ তহু পানে ।
তবহি জানবি রাধা জীউ সফল
কালীহর প্রীত গানে ॥

২৪। ভূপালি—ধুন

নয়ন পঙ্কজ টল মল জলে
থর থর কাঁপয়ে দে ।
সায়ের আঁধারে কমলিনী অঙ্ক
ঢলিয়া পড়ল তে ॥
আশার মুরতি বিশাখা যতনে
চেতন করল ধরি ।
মধুর মধুর শ্রাম নাম খানি
আয় সে মুরলী স্মরি ॥
পেখি পেখি কিবা বাক্য রূপ ঠাম
আশার জোয়ারে ভরি ।
বিরহিণী রাধা আধা বাচা মরা—
আবার বাঁচল মরি ॥
জলদের শিরে চাঁদ কলমলি
মালতী তারায় বেড়া ।
লতার আঁড়ালে শ্রাম গুণমণি
কৌতুকে র'লে কি খাড়া ॥
সাজাও বাজাও পুন সো মুরলী
তুনিতে তুনিতে মরি ।

দুয়াশার এবে আদর বাড়ারে
 বিফল জীবন ধরি ॥
 নগ্না সকল পিরিত্তি খেয়ালে
 উপেখিত ইন্ শেবে ।
 দড়াইছ সার মরণ মঙ্গল
 কালিন্দী সলিলে প'শে ॥
 তবে কি হবে না, ভাবনা ভক্তের,
 মধুর বিলাস ত্রজে ।
 তাই বলি মরা অহুচিত তব
 শ্রাম যে নকট সোঁজে ॥

২৫। ভূপালি—ধুন

রাধা প্রেম-রত্নাকর তরঙ্গ তুঙ্গ প্রথর
 শ্রান চাঁদ ভঙ্গ ভঙ্গ তায় ।
 রাধাক প্রেমমহিমা শ্রামহ'না পায় সীমা
 কিবা রূপ শ্রাম মোহ যায় ॥
 রাধাপ্রেম স্নানির্মল দেখি কৃষ্ণ ঢল ঢল
 টলমল আনন্দ উথাল ।
 অকপট রাধাপ্রেম লাখ বাণ স্নিনি হেম
 অহুরাগ রঞ্জিত উজাল ॥
 সখা হে! রাধা বৃন্দাবন সার ।
 আজিরে সে রাধাপ্রমে যিকাইছ অল্পপমে
 যে লাগি জীবন মানে ছার ॥
 মুক্তি অপরাধী রড় নিঠুর কঠোর জড়
 উপেখিয়া দিছ ঘোর দুখ ।
 রাধার বিলাপ বাণী পরাণ বিদরে শুনি
 কেমনে বা দেখায়ব মুখ ॥
 রাধাপ্রেম বাতায় পুলক পুরিত কায়
 জাহ্নু ভঙ্গ অঙ্গ টলমল ।
 কিবা হেম ব্রততী অহুরাগ মৃতিমতী
 দেখি প্রাণ থির বা চকল ॥
 চিত্ত কি বসিয়া কান্ধ, সফল সে ধরা বেণু
 বিলম্ব বিড়ম্বনা সার ।

ওরূপ মাধুরী দানে বাঁচাও রাধারে প্রাণে
 এ মিনতি গাহে পদকার ॥

২৬। বেহাগ—আড়া

দেখ দেখ সখি! — কৈ কৈ, সখি?
 অইসে কালিয়া খাড়া ।
 চাঁদের ঝাড় কমল তার
 কিবা মেঘতরু জোড়া ॥
 কুসুমে বেড়া মোহন চূড়া
 লমর গুন গুন গায় ।
 সুধা অধরে মুরলী করে
 “কুণ কুণ” নূপুর পায় ॥
 ত্রিভঙ্গ অঙ্গ লাবণ ভঙ্গ
 অমিয়া তরঙ্গ খেলা ।
 বক্ষ প্রসর কামের আসর
 মালার মাধুরী মেলা ॥
 কিবা পীতপট বিজরী লট লট
 বিক্কা জড়িত শোহে ।
 নয়ন পাশ চাহন বিলাস
 কোটি কাম জহু মোহে ॥
 থির নয়নে নিরখি নব ঘনে
 সুন্দরী আনন্দে ভোরা ।
 নয়নে নয়নে সরস মিলনে
 হৃদয়ে হৃদয়ে জোড়া ॥
 লজ্জা চমক দেয়ল ধমক
 হেনই সুখের মাঝে ।
 অতৃপ্ত নয়ন ছুহু পতন
 পদকার হৃদে বাজে ॥

২৭। বেহাগ—এক তাল

চাঁদে চাঁদে চাহত লেহ দেত সুধা
 চকোরে চকোরে কোল ।
 উঠত পড়ত শিবত লসত
 লাজ মাঝ মাঝ গোল ॥

এ হেন সময় আসিয়া জটিল
 ফকরল "বধু বধু"
 সুখ ভোর নিশি ভোর ভই গেল
 শুকাল মিলন মধু ॥
 জটিল কহিছে এখানে ও ছোড়া
 গোকুলের চোরা পুনি ।
 বধুরে লইয়া ঠেকেছি যে দাঙ্গ,—
 বিদায় হও কালমণি ॥
 ভুবন মোহিনী হামার এ বধু
 চটুল দিঠ তুহারি ।
 শ্রাম কহিছে শুনগো জটিলে
 নধু তব মালা হামারি ॥
 জটিল আদেশে চলে সগী সনে
 চলে কি না চলে প্যারী ।
 হার ছিড়ি পথে কুড়ায়ে কুড়ায়ে
 ছল করি হেরে হরি ॥
 দীঘল হইত এই পথ খানি
 ছহ চিতে বাঁধা বড়ি ।
 চেয়ে চেয়ে দোহে দোহারে হারাল
 পদকার রৈল পড়ি ॥

২৮। বেহাগ—কাওয়ালি

কাহ্ন অমুরাগিনী বিনোদিনী রাগা
 বিরহ-বড়ব বৃকে ।
 বিশাখার গলা ধরই তোরত
 প্রলাপ বিলাপ মুখে ॥
 জাব উনমত খসত ঘন ঘন
 খব থর কাপ অঙ্গে ।
 ঢুক ঢুক হিয়া মুর মুর জালা
 ঢল ঢল ঢল অনঙ্গে ॥
 কদম্বের পানে চাহে বার বার
 কিবা সে মনে নানে ।
 গভনে পশিয়া তমাল পরশে
 তবু তাপ বিশ্বনে ॥

সোয়াস্তি কারণে কহিছে ললিতা
 কেনে হেন মত বাড়ি ।
 শ্রামতো তুহারি তুহ লাগি তুরে
 ইহ বনে দিশ হারা ।
 ক্ষুধিত, কহেনা, অন্তরে সে যাচে
 ইজিতে পাতরে কর ।
 সগীর সাক্ষতে সাহস বাঁধি বকে
 মিলিবে রাগের ভর ॥
 বাঁধা করী পরা কিবা সে কঠিন
 পোমর নিগড়ে আঁটা ।
 চাঁদ বহু ঘুরি কুমুদিনী পেপে
 স্বকর টানি ঘূর্ণা ॥
 তুহ শ্রাম চিতে অবিরত জাগা
 স্রব ধোয়ানে তুঁহ ।
 বিশ্বাস থাপহ হামার বচনে
 তুহারি ভাগ্য বহ ॥
 কৃষ্ণ অনইতে গিয়াছে বিশাখা
 কি জানি বিরহে মরে ।
 মবা গাঙ্গে ধারা অমনি বহন
 আশা পহু পদ কারে ॥

২৯। বেহাগ—

বৃকভান নন্দিনী কনকলতা ।
 হনাল বাউনী বঞ্চিতা লুপ্ততা
 কেমনে বাঁচিবে তা ॥
 বাঁশরী ফকারি বাউরী বানারে
 যতক কুলের বি ।
 কঠিন পরাণ, দয়া ধর্ম শূন
 বিরহে ঢালিছে বি ॥
 পর বধু বধে সাধ বড় চিতে
 নারীর মরণে রক্ত ।
 নারী আকর্ষিতা ফির পাড়া পাড়া
 কার হাতে ঠেকে জিতল ॥

এ বস্তাব তেজি শর্ম্ম শিক্ষা লব
নচেৎ ম্বলী ছাড়।
যদি চন্দ্রা ভয়ে উপেখ ধরম
তবে কি পুরুষক'র ॥
আজি রাধা কুণ্ডে যাবে কি না যাবে
খুলে বল গোঁকুলচন্দ্র।
তুহ' বিনে রাধা জীবনে কি ফল
তহি মরণ অমৃতক ॥
যা কর সময়ে অসময়ে দুপ
কাঁদিতে যে হবে শেষে।
রাধা বেঁচে কিনা যাই ভরা মুণ্ডিত
কর যা উচিত বিশেষে ॥
বিশাখার বাণী শুনি শ্রাম রায়
বাধিকা মিলিতে মতি।
সখী সঙ্গে সঙ্গে পদকার ধায়
কহিতে দাবা প্রতি ॥

৩০। ভূপালি—ঠাংরি

আইবেন বনমালী শুনিয়া যতক আলী
সযতনে রাধারে সাজায় ॥
বাসিত যমুনা জলে মাজি তহু স্নোমলে
নিজাঞ্চলে স্নমদু মুছায় ॥
পরায় সুনীল শাড়ী গহনা পরায় দবি
কনকাজে মণি রত্ন মালা।
বেণীভাস পরিপাটি ফণী যেন পড়ে দুটি
মুঠি মুঠি গুচ্ছ ফুল মালা ॥
গলে গজমুক্তাহার করণে কুমুদ ব'ড়
দন্তকৌমুদী ঝলক ছানা।
চঞ্চল দুগঞ্চল অভ্যাসিতে উত্তরোল
কামকামান কমলহানা ॥
কুসুম কলিত তল্ল দল কম্প বায়ে অল্ল
রেণুরঞ্জিত ভ্রমরা বলে।
পয়ট সম্পট পুর তাহুল পুর কর্পুর
মণি দীপ সধুম গুণ-গুণে ॥

গাথা ফুলে চন্দ্রাতপ কুঞ্জ ফোরি চন্দ্রাতপ
সুধা সধু করে একতাম।
এই বৃষ্টি এল বধু উদ্বেল উৎকণ্ঠা সিদ্ধ
না, না,—চন্দ্রা খাটকিল শ্রাম ॥
আশা ভোর নিশা ভোর নিরাশা যেতল ঘোর
অভিমান ছিঁড়ে রাধা মালা।
বিসর্জ্জবে সজ্জা জলে উপনীত হেনকালে
ভীত ভীত চিকণিয়া কাল ॥
রতি চিহ্ন দেখি রাখে ঘটানা মান পরমাধে
সাধে শ্রাম চুড় ফেলি প দ।
“মানমগ্নি মগ্নি মানং গুণ সদমননিদানং
মদনানলে দহতি হৃদে ॥”
তবু না রাধা মানে তেলি শ্রামে চায় মুখ তুলি
মান অচ্ছ মান পে'ল ভারী।
মান হারা বনমাণী তেজল সে কুণ্ডলী
রাধা কুণ্ডে গতি ধীরি ধীরি ॥
রাধা দাক প্রণামান তপ জপ রাধা নাম
রাধা তার উপেখিল মানে।
কি ফল রাখিয়া তহু চিহ্নে চিত্তাধি কাহু
ভয় হলো পদকার মনে ॥

৩১। গৌরী - একতারা

এত করি পাড়িত আকাশক চান।
তারে তু গৌরী তিলেকে দিলি ডারি
আজীবন কুরি কাদ ॥
মানে রহ চলি মে'বা যাই চলি
করিলু মোদের যা ঘটে।
তু রাজ কুণ্ডারী কান্ধালী দো নারী
সে জানে যতন বটে ॥
অশ পুষ্পাঞ্জলি তুরা পদে ঢালি
কত না মিনতি কৈল।
তুরা অমরাগী দয়া ভিখ, মাপি
ভুমহি লুপ্তিত হৈল ॥

তব তু বিজ্ঞানী নতুন, কঠোরী
 হানিলি বজর মান ।
 কিবে ফিরি ফিরি যদি তু ক্ষমসি
 সো পোণি পেখি পন্নান ॥
 শ্রামক সে: মুখ শ্রীর ফাটে বুক
 দে বিদায় চ'লে যাই ।
 বা বল মোদেয়ে খুজে আনি তারে
 বুঝিবা শ্রাম বেঁচে নাই ॥
 যদি মো ভাবয় মাধবমানয়
 পরাভব খেনে মানে ।
 যব রাধা কহল বুলা সে খাওল
 অখৌ পদকার গানে ॥

৩২ । বাহার— একতারা

বুলাবনে বনে শ্রাম অধেষণে
 যব রাধা কুণ্ড তীরে ।
 তমালের ডালে চুড় বঁশি বঁশি
 দেখি কর হানে শিরে ॥

চুড় বঁশি আছে কাছে নাই শ্রাম
 বুঝি রাধাকুণ্ডে মৈল ।
 বিরহিনী বুলা নিরে চুড় বঁশি
 রাধারে তা দিয়ে কৈল ॥
 লাগা সাজ করি গিয়াছেন হরি
 উপেখি জনম শোধ ।
 ভূম পাড় ধনী "হাহা কৃষ্ণ" রোর
 পদকার কণ্ঠ রোধ ॥

৩৩ । বিকিট— একতারা

বিদেশিনী বেশে কুঞ্জ পরবেশে
 শ্রামা সাজই হরি ।
 অদ্বৈত পরশে প্রেমরসোন্নাসে
 বিরহে বঁচল পারী ॥
 আজু কুঞ্জমে মিলন রাধা শ্রাম
 সখিয়ন দেয়ত হলু ।
 চল চল শাতল দুহ তহু মাখল
 কালীহর কণ্ঠ কুলু কুলু ॥

শ্রীযুগলমাধুরী সমাপ্ত ।

পদপুষ্প মঞ্জরী

১। বিভাগ—একতালা।

মধু প্রাণধন নিত্যানন্দ রাগ।
 সুখা সরোবর বরতরু অরু
 তীরথির চাঁদ মন্দির মুখ ভার ॥
 সম্মল খিদল ইন্দীবর শোভে
 ইন্দুপর যুগল স্বাথ।
 অধরে কোকনদ সম্পদসিঞ্চন
 যুগধ অলক অলি লাগ ॥
 তরু লাবণ সিক্ত উদিত মুখ চাঁদ
 সিক্ত বারি স্নেদ বিকৃত মাগ।
 অমু হৈতে কধু আধ লুটি চাঁদে
 বঁধল ধরি অমুরাগ ॥
 পুলক তরঙ্গ অঙ্গ সিক্ত কেলি
 ভাবক বাতাসে ফুলে ॥
 সুধাকর ভোর ঢালিত সুখা ধারা
 নিরবধি অমুখি জলে ॥
 ঢল ঢল শলী সরসী উল নল
 যুগল ছুবার ভার।
 গহুম পঞ্চ দল গলদরগ মধু
 করণ কিরণ ছার ॥
 ভরুক তরঙ্গহি কোটি কোটি ভায়
 দৈন্ত ফলিত ধন মান।
 খুলি ধুমরাশি আবরিত শোভে
 খসায় ছাপে কি ভান ॥
 জলনিধি তলে মহাপন্ন নিমি
 শ্রীপদ পঙ্কজ ছুটি।
 শশি নিশ্চয় নখনি কোলে
 শীতল হইতে লুটি ॥
 সো পদ কমল শীতল সরস
 পরল পরল রাগে।
 দাস কালীধর পামর বামর
 কাঁপিতে কাঁপিতে রাগে ॥

২। বিভাগ—একতালা।

কিবা প্রসাদ বিলাসে বার।
 কমল মণ্ডিত বদন বিধু
 সুখা নিখর হরিনাম ॥
 বুঝে চন্দান বদান বাহি
 দ্বিগদমদ-নন্দক ধারা।
 পদ পদ উনমত চাহত ইত উত
 বাঁক পার, করে গলার হারা ॥
 আলিদই ঘনে মিনাডাই দেব
 প্রেমক তপত সুখা
 দুহাত তুলই গা গায়াত "হরি হরি"
 তুলারে পরশে সুখা ॥
 নদ অবদ্যত ভাবদ্যত তরু
 পুলক ফুল পুল পরাগে।
 স্তবনাথ অরু তরু ভক্ত লাগ
 গলদর দল লম নাগে ॥
 "বোল বোল" হকার "বোম বোম" শুনারে
 "চুল চুল" কমল স্বাধি।
 মূহ মূহ হাসি রাশি রাশি সুখা
 চোভিতে জীব চকোর পারী ॥
 কেনে গজগতি মতি ঘেঁষায়ে
 খেনে গজঅগ্নি গরজন ॥
 উলফন সম্পন কম্পন কলি কলিজা
 মাইত মাইত তকতে ভণ ॥
 অকণ নয়ন করুণা-অমির
 পাথারে পাথর গলা।
 গোলোক গোপত বেকত করাই
 বিতরে হরেনাম পাগলা ॥
 দয়াল নিতাই রসাল নামে
 ভাসা'লা ভারত ঠাই।
 ছোট বড় সম কি মাথানে প্রেম
 ছুই না পায় খাই ॥

গাওত "হরি হরি" নাচত লহরী

মরি মরি উজ্জ্বল ভরা ।

অনন্দ উদ্গার রসাতল কিবা

পাপ তাপহি তাপ হারা ॥

ধন্য হৈলু বলি কলি ন চত

লুইত নিতাই পদে ।

কোটি চাঁদ শীতল রাতুল কমল

হাট মিলানি চাঁদে চাঁদে ॥

গৌরাঙ্গ পিরিতি খটক নিতাই

খটক রক্তিলু মুক্তি ।

বাঁধা কালীহরে নিতাই সংহতি

ঐশ্বর্য ব্যতিক্রম ভট ॥

৩। বিভাস—একতালা ।

ভাবের বাতাস বয়ে যায় ।

দয়ার গলিত ধারার বানি

ভাসিল ধরা প্রেমবরিনায় ॥

চাতক ডাকে না অযাচিত পার

কে নিবি. নে, মেঘ ডেকে যায় ।

কে যায় কোণার পাগল করিয়া

দয়াল নিত্যানন্দ রায় ॥

পরম অনন্দ কারণা নিধি ।

চাঁদ বদনে অধর কমল

মধু ঢালা সুধা অমৃতি ॥

অমৃতের অমৃত নামামৃত রস

উদ্দেশ্য তরঙ্গ তহি ।

হৃদয় লাবণ্য হরি নামামৃত

পুলক ছটায় বহি ॥

অমৃত চাহনী অমৃত হাসনী

নিঃসন্দ্বিগ্ন নাম অমিয় ।

নয়ন কমলতা রসনার রস

কল্প কুসুম মধু গের ॥

পির পির পির তাধিয় তাধিয়

পদে পদে অনন্দ মেলা ॥

নিত্যানন্দ লীলা

কালীর দেশ

চিন্ময় ধূলি খেলা ।

কবে নিত্যানন্দ

করণা করিবে

বিকার ও রাজ্য পদে ॥

কালীহর সাধ—

বাদ বিদ্বাদ

নিতাই নিবে কি নদে !!

গোরা রূপ

৪। ভৈরবী—একতালা

জয় গোব নবদীপ চন্দ ।

কান্তি দীপত

নিমি কলদোত

হেম কমল কন্দ ॥

অনন অমৃত

অধর বিশ্বকল

সুন্দর কমল আশি ।

কলি চিকুর

মুদিল মাধুরী

পুরণ চাঁদ আগ ঢাকি ॥

নগভী মালে

অড়িত কুমল

তিলক তারা চাঁদহি রজা ।

বক্ষ পরিদর

বেড়া বনমালে

পৈত। স্নেহহি গঙ্গা ॥

কবিত অধর

বয় কনক ভূব

আজাহু মৃণাল বাহ ।

অরুণ পঙ্কজ

কর যুগ শোহে

মনি দরপণ নখ ॥

করলী নিলক

ফুল মৃণালক

বর উর যুগ নাট ।

হেমাঙ্গ পদে

কোকনর মাখা

দলে দলে বিধুক হাট ॥

রাতুল চরণ

মঞ্জীর বিলাস

মধু রূপ রূপ রূপ ।

নূপুর ভুলই

মাজই সো পদ

কর কালীহর মন ॥

৫। ললিত—আড়া

জয় জয় শচী দুয়ার ।

ভক্তকত মানস সর্বোজ সার ।

নব নাগরী চিত্রক চারু ফল ।

অভিনব সুন্দর প্রেমরস কন্দ ।

হেম বিজুরী তরুরকু কচির ।

লোল হিমোল লাবণী ক্ষীর ।

সুখ সুশীতল চন্দন চর্চ ।

কুহুম দামে সুর নর অর্চ ।

নব নব ভাব পরব গুত ।

অথব অমৃতে হবিনাম পূহ ।

দীঘল নয়নে কোটি কাম ক্ষিত ।

পুরুষ নারী প্রাণ-নন দ্রুত ।

নীরজ ইন্দু বিমণ্ডিত বপু ।

মায়াছাদনী কালীহর বিপু ॥

তত্ত্বকেনি

৬। বিভাস—একতালা

জয় জয় সগবন্দন গোরা ।

বাল অরুণ নিন্দ কলেবর

মধু রক্তন ভাবভোগা ॥

পূর্ণামক শশী সুন্দর মুখ

সুপ সুধাসার সুন্দ ।

মধুর দিঠে পীঠ অমিথ বর

অনুকম্প রসকন্দ ॥

রূপ দ্যুতি দীপ লাবণী ছলী

কিবা তরুণ ঠাম ।

শক্তি যুগলে কুণ্ডল ধলমল

আপ আঁবরি কুচল দাম ॥

শরিসর ভাল তিলক মণি ভোক্ত

সুভগ গঙ্গক ভাতি ।

দৈব কুজমাণ দীপ দ্বিজরাজ

বিরাজিত গোড় সমিতি ॥

নিত্যানন্দ প্রেম চিত্তামনি সার

ছলাদোলাস মাধুরী সমর ।

দীন দয়াল রসিক রসাল

ভক্তকত মন অলি পদ্ম ॥

অদ্বৈত দৈবত দৈবত বর

দ্বন্দ্ব মরণ ইন্দু ।

গদাধর কোর এলাহিত তত্ত্ব

চন্দ্রক রুচি রস সিদ্ধ ॥

মুরারি তারী শ্রীনিবাস বাহা

কলপ পাদপদর ।

নাম অবতার তারক বরহম

গনদ্রষ্ট করণাপর ॥

তাণ্ডব কুশল মঙ্গল মুরতি

বিদগদ কলানিধি

অমুগ গুণ পরম নিরুণ

নির্মজিত বাদ্য অমুখি ॥

বরদ রসবন তরল রটন

প্রেম ধবমক গুণ ।

দেহি প্রভু দীন কালী হর মাণে

অধর প্রাণ দ চন্দ ॥

ভাব কেনি

৭। সারঙ্গ—ত্রিতাল

আরে মোর কিবা মোর গৌরঙ্গ শশী ।

পরাণ তুল্যে যাও হসি হসি ॥

সুখ ডু! নয়ান আনন্দ নীরে ।

গদগদ আদ্য নারী ভাবক ভোরে ॥

পুরুষ যুল সুধীপত কীতি ।

অক্ষয় স্বৈরবন্দ মুক্ত ভাতি ॥

দর দর মধুরতা লাগে ভঙ্গে ।

অলস অবশ ছাড় পিরিতি রঙ্গে ॥

মধুর মন্দ মন্দ দ্বিরদ গতি ।

সোই চরণে রহ কালীহর মতি ॥

রূপের ফাঁদ

৮। খাম্বাজ—একতালা

নবচন্দ্র গৌরা থোরা মুখ হাসি
ভকত চকোর নয়নানন্দ।
মোহনিয়া রূপ উড়ুপ নিন্দন
পরম সুখ অমুবন্ধ।
তাকণ্য অমৃত মাধুর্য্য মুরক্তি
পিরিতি রসের কুপ।
আলস ঢর ঢর গড় গড় ভাবহি
কামিনী কলন যুপ।
কাচা কাঞ্চন চিকণ বরণ
তড়িত বলমলি তহি।
হেরিতে চকিতে কালীহর চিতে
কি সুখ দেহল বহি।

নৃত্য-কেলি

৯। বাহার—আড়া

রস শচীনন্দন নাচে কিবা ভোরা।
শ্রীবাস অঙ্গন রঙ্গক চুড়
ভকত দল দল কমল বেড়া।
তারাদল মাছে পূর্ণানক চাঁদে
ভাব পুলক সুধাক ছটা।
চাঁদ সৌ কা কণা, তানকো তরঙ্গ
কমল পলাশ পত্রক ঘটা।
অঙ্গণ গগন হি কনক মেঘ
তড়িত ঝিলি-ঝিলি অঙ্গে।
ভাববাণ অধির ইতি উতি দাবত
নাচত প্রেমকেলি রঙ্গে।
বাজত মৃদঙ্গ সঙ্গ হি করতাল
মণ্ডিত মুকুন্দ গীত।
সাগর আলোড় সুধারস মিষ্টি
উঁধেল ভেল তরঙ্গ শ্রীত

উরুধ বাহ

রাহক মানি

রাভা কমল মৃণালহি ধরা।
চাঁদ সরোবরে তিরোয় ললাল
নেত্র নীরজে নীরক ধারা।
কুন্দল সহিত কুণ্ডল তুল
বনমালা চাক বিহুতরঙ্গ।
নৃত্যতি নৃত্যতি স্থ্যতি তরঙ্গে
পিঁধন পাট লোল তল্ল সঙ্গ।
অদরে সুধানরা অরু কর ভাতি
কুন্দনিম্ন দন্তক জোত।
অমির রূপহি ভাব মধু যোগ
ঘাম বিন্দু বিন্দু বিন্দু মুকুত।
কণ কণ কলয়তি কনক ভসা
কণু কণু নুপুর পদে।
চরণ র'কুল তালে তালে চঞ্চল
ঝিলি মিলি নথ চাঁদে চাঁদে।
কমলো চাঁদ মেলা দরশহি আনন্দ
ভক্তি পূন নষ্টন যোগ।
টুকো রূপাসে দরশ মিলায়ে
মাখ ভেল কালীহর রোগ।

১০। বেহাগ—একতালা

গলিত প্রেম হেম কমল
নৃত্যতি মধুর গোরা।
অঙ্গর সর অঙ্গে লাগিবে
গৌরাক ভাব ভোরা।
দিও না মই, দিও না বাধা
ভাদবে গোরা সুখ।
দুরহি রহি অঙ্গরান মাছে
নিরখ চাঁদ মুখ।
কাঁছে লুটিত ডায়া দাঁড়াহ
গোরাপদ ঠেকিবে অঙ্গে।
সুকোমল গোরা প'ড়ে বাধা পাবে
আরো প্রেম সুখ ভঙ্গে।

দূর রহি রহি রসসিন্ধু তেউ

সুখে নিশ্ব অঙ্গে লহ ।

কিছু সুখে সুখ, নিত্য সুখ তাই,

নৃত্য সুখে ডুবি রহ ॥

প্রভু প্রেমমত্ত্য ক্ষুরতি যো চিতে

অতুলন ভাগ্য তব ॥

তাক পদরজঃ গরাস করিমু

তোক হরে বাঞ্ছা সার

নিদ্রা কেলি

১১। বিভাস—আড়া

দিব্য পালকে গোরা শুয়ে নিদ্রা বায়,

না ভাগাও সখি না কহিও বাণী

যহ ব্যজন কর বায় ॥

নিদ্র সময় দরশতি সুখ

নিরপ বয়ান পরাণ ভরি ॥

পির মুগ ছেরি পির তা না আনে

সখিরে এ বড় সুখের দুরি ॥

ওদে না মশকে দংশে ভ্রমরায

খেলারে দাও আঁচর নাড়ি ।

সোণার চাঁদ নবনীত পত্র

উনায়ে ঝরিছে সুধা বারি ॥

মুদিত নয়ানে পরাণ কাড়িছে

চাহিলে হয় কি না জানি ।

কালীহর ভণে খুম নয়, সকান,

জোড়া বাণ হানিবে এগনি ॥

স্নান কেলি

১২। ভৈরবী—আড়া

গন্ধোদকে নাহে গৌরমনি ।

ধবল কিরণ সুধা ধারা মাহে

হিম কিরণ সুধা গনি ॥

রজত ধারায় সোণার কমল

টল মল তাওব কেলি ।

প্রেম মকরন্দ উচ্ছলন অতি

লাবণ দারা ধারাহি গলি ॥

গগনক চাঁদ কিবা বিধিত জলে

না—তা নয়—তা না সাইজ ।

ইন্দু নিন্দি ইন্দু গঙ্গাপরঃ ধনি

দাক পদনপেন্ধুহি রাঙ্গে ॥

দিইতে সঁতার মেঘে ছাঁদে পশী

রক্তোৎপল যুগল বুটে ।

তাক তাড়নে নীরশীকর রাজী

মকরন্দ বিন্দু বিন্দু ছিটে ॥

পরম পাবন দু'এক ফোটা

চবণামৃত সুধাকণ ।

উড়ি উড়ি বায়ে লাগিবে কি অঙ্গে

বাঁকিয়ে কালীহর নন ॥

তরুমূলে গোরা ।

১৩। ভৈরবী—একতালা

তরুমূলে আসীন গোরা ।

মুগে নীল চকল চাঁহনা

বিপুল পুণক ভোরা ॥

নিশ্ব কব ঘেরি "হা হা হা" বোলত

অধরে কুমুত ঝরা ।

চকোর চবণী উড়ি উড়ি ঘেরি

কর নাড়ি মুহু তাড়ি ॥

শয়ন পুণ্ডিত চাহত চিত উড়

সাদকে কছু বা হারা ।

অগস্ত্য নব ভাব হুকুমিত

"রাবা" গদগদ কণ্ঠস্বরা ॥

মুকুটভে মাধ বাধ গুড়ি গেল

যব সুরঙ্গী অধর ছাড়া ।

কালীহর ভণে কাহে শূজ বাঁশী

রাধা তব তরু খোড়া ॥

কেনে খুজ বাঁশী ?

১২। বাহ্যাজ—ঠুংরি।

গোরা তুমি কেনে খুজ বাঁশী ?

শব্দে লুপ্তে সব হারিয়েছ

হৃদয়ের পাঁচের কি বসি বসি ?

কেনে কেনে ছিন্ন হব ঘর

প্রেম বিলাপ রাশি রাশি।

তবে তোমায় মগাজন য়

দরা ক'রে দিবে কানাসা ॥

পলক মুখলী কি হবে তব

কেনে করে ধরিলে বাঁশী ?

কখন সে বাধার — বাঁধা কবে কবে

রাগাতো সরব গ্রাসী ॥

বাধার ফটিকে খটিক রয়েছ

আঁখি বিরকী দিয়া চাহসি।

বাধার অগ্নিতে মুরগি বাজাবে

কেনে খুজ প্রত্যাশী ॥

বৃন্দাবন বনে বাজিয়েছ বাঁশী

আড়ে আড়ে মূর্তি হাসি।

নদীর নগরে সে কাজ সাজে কি

সাঁজ গোবে কি গঙ্গার পানি ॥

কাল ধরে কাল কলঙ্ক ছাপিত

গঙ্গায় সে দাগ ফুটেবে হাসি।

"বাঁশী বাঁশী" আর না কহিও গোপন

অক্রমে বড় ভয় বাসি ॥

আঁখিতে যদি থাকে চিরদুঃখ

আনন্দে যেন সন্তত গাসি।

অমনি লুপ্তে প্রকট থাকে

কাঁদে যদি সরসি ॥

রস চাতুরী (পিরিতি মহিমা)।

১৫। বাহ্যাজ—আড়া।

গোরা হে তুমি ব্রজবাসী।

বসি না কেনে সোজা হ'য়ে গিছে

তোমার সে ত্রিভঙ্গ তনু ॥

রাধা প্রেম চাপে, ধর ধর কাঁপে,

বিরহ তাপে কিবা জ্বল ॥

রাধার শাসনে সোজা হয়ে চল

বণ করেছে এতদ ॥

রাধা ভাব কুসুম কুণ্ডে খটিক

না যাও চরাতে দেখ ॥

রাধা প্রেম ভোরে নাচিতে গাহিতে

ভুলেছ বাদন বেণু ॥

বতক হ'লোও প্রেমতজ বশ

এ নয় মুক্তি বুঝিছ ॥

কালীর শিরে অরণ সঙ্কপ

অই রাধা পদ রেণু ॥

১৬। বাহ্যাজ—আড়া।

গোরা তুমি কোন্ রসে ভোর ॥

পূর্ণ সুখের সাগর তুমি

রাধার সুখে না পাও ওর ॥

রাধার মর্মে জান হে তুমি

চুড়া হারানে মাথা ঝোর ॥

গলার মালা, ছিন্ন ভিন্ন

সোনার ভুজ ধুলার ঘোর ॥

আড় নয়ন, উরখে উঠা,

অবিরল করে নয়ন লোর ॥

তড়িত কোরি, বেথ বরিষণ,

ঘরম করে দর দর ॥

ভাবাযুগি, ব্যাধি যুগি,

তনু কলে অর অর ॥

গৌর তনু, কলে কাল

ভাগ্যে কালার গোরা কোর ॥

তবু তুমি, সুখ সিদ্ধ হে

রাধার প্রেমে না পাও ওর ॥

রাখার গুল,
জিনেছে তোমা
কি বুঝিবে কালাহর ॥

অভেদ-পরতন্ত্র । (লীলা নিগূঢ়তা)

১৭। পরজ———ঠুংরি।

নবদীপে যবে গোরা হ'লে,
তখন ব্রজে কি, কৃষ্ণ, ছিলে না ?
শ্রীদাম শ্রীনিত্যানন্দ
ব্রজধামে তোমা পেল না ॥
ব্রজ নদীয়ার নিত্য লীলা ছুট
কেমনে সম্ভব, তা বুঝি না ।
কৃষ্ণ তুমি প্রকাশে বহু হয়েছ
রাধা তো কতু দুই হ'লো না ॥
সমকালে হু মধুর লীলা
গোকুলে চর, গোড় চাখ না ।
লীলা বুঝা ভার তোর
ঠাকুর ব'লে তোর মানি না ॥
তোর রূপের ঠামে প্রাণ ভুলে যার,
কে করে বসে এত ভাবনা ।
ভুই জানি কে মোর প্রিয়জন
তোর কারা হেরি মর্ম বেদনা ॥
কে'নু বা সিন্ধু তোব ভিতরে,
নখন বেয়ে তা খুরায় না
কম্প পূরক তবঙ্গ ভরা,
কোনু বাতাসে এ ঘটনা ॥
নিতাই চাঁদ সেচন করে,
এক বিস্মু তার কমে না ।
তোব সুরের এ ছরদশা,
দেখে তো আশা ঝিটে না ॥
বিষায়ুতের এক যোগ
ব্রজাঙে নাই তুই বিনা ।
এ 'আগুণে পু'ড়ে মরি,
কালাহরের বড় বাননা ॥

ইন্দ্রিয় সাফল্য ।

১৮। বেহাগ———ঠুংরি।

কিবা সে গোরা'র রূপের ম'ধুবা
হেরি নখন সফল রে !
কিবা সে গোরা'র অমৃত বাণী,
শুনি শ্রবণ সফল রে !
কিবা সে গোরা'র শ্রীঅঙ্গ গন্ধ,
সম্বন্ধে নাশা সফল রে !
কিবা সে গোরা'র অধর সুরা
প্রসাদে রসনা সফল রে !
কিবা সে গোরা'র শীতল তন্তু,
পাশি তন্তু সফল রে !
ভকতের ভাগ্য ভাবিয়া দাস,
এ কালাহর লুপ্তরে ।

গোরা মুখের হাসি ।

১৯। পিলু———ঠুংরি।

গোরা মুখের রাসা হাসি ।
অরণ খুলিছে অধার ঝরা
আনন্দে চাঁদে বসি ॥
কমল কণিতা স্নানত পরাপ,
রঞ্জিত মধুর হাসি ।
আনন্দ সারিত প্রবাহ কোলি,
গৈরিক পথে পাশি ॥
অমৃত কিরণে, অমৃত ঘোরা'র,
প্রাবিত করয়ে দিশি ।
বিদ্যুৎ জাড়ত, কনক মেঘ,
কিবা অমির বরষা ॥
দশন পাতি, চাঁদ হালার
কৌমুদী ঝরয়ে খসি ।
গুণ মুকুরে, তরুণ অদ্বৈত,
রক্তিমাতা গেলে বসি ॥

হুন্নেন্দীবর, বরনত্র ধুগ,
ছড়ায় করুণারশ্মি ।
কমল কিঞ্জর, অরক ছানা,
অধর দ্বারে কত শশী ॥
পর্যণে ঢালত, আনন্দের পারা
গোবা বদন হাসি ।
কালীহর ভণে, সে বিঙ্গলী ঝরা
দেখিতে ভালবাসি ॥

মালতীর মালা ।

২০। ভূপালি——একতালা ।
গোরার মাথার, মালতীর মালা,
অপরূপ শোভা মরিরে ।
মুহু মন্দানিল, দুর্লভালক দল,
আকুল ভ্রমরা ভ্রমরীরে ॥
চন্দ্রাতপ তলে, বদন চন্দ্রমা,
চুম্বিছে গণ্ড কুণ্ডল অমরীরে ।
সে শোভার প্রভা, পলকে হারানু,
মরি গুমরি গুমরিরে
সখি, মুক ভ্রমবা, বুক ভরা সুখ,
চাঁদে উঠি মধুস্বাদনীরে ।
মালতীর মালা, টপ্ টপ্ ঝরা,
বাডা চাঁদমুখ মাধুরীরে ॥
চাকু বিরচিত, তিলক বিন্দু,
কুচির কচি চাঁদ মীলনীরে ।
মকম্ মকম্, হাস কালীহর,
নিয়া সে রূপ নিছনীরে ॥

রূপ বিভোরতা ।

২১। আলয়া——একতালা ।
কিবা পুরট সুন্দর গোরাভূষণা !
মহু অহুরাগে, শোণ বসন,
কটি বেড়ি অল্পপমা ॥

মহু রসনা, গোরাপদ মঞ্জীর,
রহু রহু গুণ গানা ।
মহু কর্ণযুগ, গোরা শ্রবণ কুণ্ডল,
গোবাধর বাণী শ্রবণা ॥
মহু নেত্রযুগ, গোরা কুণ্ডলে বসি,
মুখ মধু চূষন পরা ।
মহু নাসা গোবা, গল মাল কুমুম,
স্বসত জ্বাণি তলুবরা ॥
মহু তহু গোবা— পদ দলিত ধূলি,
পদ্ম পবাগ আকাবা ।
মহু মন তহি, কমলাকণ ভ্রাতি,
কালীহর আনন্দ পাবা ॥

ভাব-বেচিত্ত্য ।

২২। বিভাস——আড়া ।
নিজ ভূজ দিয়া, নিজ বর তলু,
জড়ায়ে ধরত গোবা ।
কারে জানি লভি, সুখে চিত ভাব,
ভাষি যুগ জল ভরা ॥
কেন বা সে বন্দে, চাঁদের নিছনি,
হাসিয়া বিহ্বল পুন ।
নিজ বুকে ছানি, কারে জানি মাখে,
ক্ষণে ভাষ ক্ষণে মৌন ॥
কিবা ভাব সিদ্ধ, মথি ভূজনাগে,
সিদ্ধাডি লালস দণ্ডে ।
তুলিছে অমিা, পিতে প্রীত ননে,
আনন্দ প্রবাহ গণ্ডে ॥
অশেষিয়া বহু, আজ গোরাচাঁদ,
পাইল রাধারে বৃকে ।
কালীহর ভণে, মথিত সুখা,
বিতরিবে জীবে সুখে ॥

শ্রীগৌরগদাধর ।

২৩। বেহাগ———আড়া।

গৌর রাঘে গদাধর
 দাঁড়ায়ল মন তোলা
 পেগি পেগি, কিবে পেগি,
 একি তুরিত তড়িত বলা ॥
 হেম তরু, তেজি, খসি,
 বাপয়ল গদাধরে ।
 পুন পেগি, কিবা রূপ.
 রাধাআম ষুগলরে ॥
 আম আভা, থলে জলে,
 আরুবি নয়, এ যমুনা ।
 তরু তরু, তমাল ভায়ে
 নয়ন জলে কাল প্রতিমা ॥
) যেদিক চাহি, কাল কাল,
 ভাবি নর মেঘ উদিল কি ?
 মধুর মধুর, মহু মুদির,
 নৃত্যতি চারু পরাণ শিশী ॥
 চাঁদে চাঁদ, মিলয়ে পুন
 ফিরে সব সোনালা শুধু ।
 কালীহর, বিভোর তহি,
 সুধা পিষ্টক বিধু বিধু ॥

উদ্ধ-নয়ন গোরা ।

২৪। জয়ন্তী—ঠ:রি।

উরধ নয়ন কেন গোরা ?
বাঁকা অ্যাপি দে'খে ধরে ফেলে কে
“এই যে সে ভ্রমের চোরা ।”—
ভয়ে নুকোচুরি থোরি থোরি চাহনী
এ কেমন তুমা রীত ।
জাটলা কুটিল। বাদ পটায়সী
না দেখি নদীয়া ভিত্ত ।

শকা তেজি তাই ডকা মে'রে কর
 প্রেমলীলা পরচার ।
 তোরে সমঝায় এ কেবল তোর
 চহুরভঙ্গী লীলার ॥
 তোরেও সুধাই তা ভাবিয়া তোর
 উপজয়ে সুধাসুখ ।
 তোর সুখে সুখ এ ভাবিয়া পুছি
 সাহসে ফুলায়ে বৃক ॥
 বরষি নয়ান- বাণ বড়শী
 পরাণ কাড়িয়া লহ ।
 অমিয়া সাগর যদি কিছু থাকে
 তা তুষা পিরিতি দহ ॥
 ডাঙ্গার এ নীন অঙ্গার তু বিন
 কেমনে পরাণ ধরে ।
 মনচোর কপ সুপহি ডারি
 জীয়ায়ে রাখহ হরে ॥

দরশ-পিয়াসা ।

২৫। খাম্বাজ—পোস্ত।

কব গোঁরাশনি নিরমলপ্রভ,
(হামার) হৃদয়-আকরে ভাতিবে ।
কব গোঁরাশনী স্নেহ স্নহীতল
(হামার) হৃদয় আকাশে উদিবে ॥
কব গোঁরা কমল হেমপরাগময়
(হামার) হৃদয় সরসি ফুটিবে ।
কব গোঁরাপ্রেম, অমিয়া অমুখি
(হামার) হৃদি মাঝে উথলিবে ॥
রূপ কলানিধি দীধিতিকলা নিয়া
কব মো নন্দান শীতলিবে ।
কব মো কপোলে পুলক বিধারি
কর খাপি চুমইবে ॥
কব মো আঁচর নিজ করে ধরে
ঘন জোরে টানইবে ।

কব মো শ্রীমতমূলে আমূল রসনা বরা
 সুধাবর্ণী সুধাইবে ॥
 কব মো শিরসি নিম্নার্ণ্য মানভী
 বেণী সনে জড়াইবে ॥
 কব মো হারে মণি বক্স হান
 টুহ টুহ কণ বাদইবে ॥
 শ্রীপদ পল্লবে নখমণি মণি হি
 কব মোক মুখ ফলইবে ॥
 কব ভ্রমরাবলী শ্রীপদ পরাঞ্চে মাখি
 মো কুচবুগে পুন লুটিবে ॥
 কব নেত্র বাসি মান লভইতে
 গঙ্গা জনম পদে ধাইবে ॥
 কব নাগরী কুপার পরাণ ম'পই
 কালীহর জিউ সফলিবে ॥

শ্রীপদাক্সগতি ।

২৬ । ঝাঁঝিট—পোস্ত ।

তুয়া সনে কেননে চলন ।
 ধীরে যদি নার চলইতে পথ—
 বহি কহা কমণ্ডলু ॥
 তুয়া পদ অঙ্ক পতাকাদি যুত
 আগে আগে অই অই ।
 তা লজি কেননে হাঁটিব মাটিতে
 ভাগ্য মানি লুজিত রই ॥
 তাই পাছে পাছে এগুইতে নারি
 ভুমাই গড়ায়ে চলি ॥
 শ্রীপদাক্সরজ অঙ্কে মাখি মাখি
 প্রেমানন্দে তালে দলি ॥
 তাই সকাতেবে দাসের মিনতি
 ধীরে প্রভু কর গতি ।
 নলে কি উপায় করব বা যুক্তি
 পাড়িরা রহব পথি ॥

ডাকি প্রভু বলে শ্রীমুখে হাসিরা
 “আও ভূত নৃত্য করি ।
 মোর সেবা লাগি পদাক্স লজনে
 অপরাধ নাহি ধরি ॥”
 আশ্বাসে উজ্জ্বলে চলল সেবক
 পদচিহ্ন পেখি পেখি ।
 কাল হর বাজে সে দাসের দাম
 দাসদাস হয়ে থাকি ॥

গোরা সর্বস্ব ।

২৭ । জয়ন্তী—পোস্ত ।

গোরা মো পরাণ, গোরা মো নন্দান,
 গোরা মো ক্ষয় রতন গো ।
 গোবা মো বসন, গোরা মো ভূষণ,
 গোরা মো রূপের ঘোবন গো ॥
 গোরা মো জীবন, সরসী কমল,
 গোরা মো আকাশের চাঁদ গো ।
 গোবা মো আধার, মাণিকের থনি
 গোরা সুখের তারা গো ॥
 গোরা মো বসন্ত, এ তরু কাননে,
 ফুলন্ত পুলক ফুল গো ।
 গোরা মো নঠন, গোরা মো কীঠন,
 গোরা মো অধর হাসি গো ॥
 গোরা মো ভকতি, পীযুষ মাখন,
 গোরা মো তিলক ভালে গো ।
 গোরা মো চেতন, গোরা মো স্বপন,
 গোরা মো জলপ প্রলাপ গো ॥
 গোরা মো সুখের, অমরা সাগর,
 গোরা মো রসের তরঙ্গ গো ।
 সে সীমু তরঙ্গ, গদা ডুব থাকি,
 কালীহরে বড় বাহা গো ॥

কটু ভাষা শোর শ্রুতিমূল সেক
 ঐটি কাজর নেত্র।
 এত সহি তার, না পাঠিল দেখা,
 বুঝা তার তাক চরিত্রে ॥
 নিষ্ঠুর সে গোর', পোড়াইতে দঢ়,
 কাদান কিবা সে রঙ্গ ।
 কেঁদে নিজ হারা, কালীহৈরা যবে,
 (আশা) মিলিবে বা তাক সঙ্গ ॥

চরণ-পাছুকা ।

২৯ । ভৈরবী ঠাঁরি ।

গোরা ! তোর চরণের চমকিত ।
 যতনে আবরি সম্বর রেখেছে,
 ন'লে শ্রীপদে ঘটত বাধা ।
 মাখন হ'লেও নদীয়ার মাটি,
 বি'দাইত যে পদে দুখ ।
 সে রা'তুল পদ, অতুল কোমল,
 চুমিছে চনা আটিয়ে মুখ ॥
 কেন বা না তুল, ও পদের জুত,
 থাকিতাম শ্রীপদে লাগি ।
 কোন্ বা চামার, ছেন ভাগ্যবন্ত,
 পে'ল এ উত্তম সেবা মাগি ॥
 শ্রীপদের সুগ, সাধিল সে ভাল,
 বনায়ে দিয়ে সুন্দর জুত ।
 খুঁজে পে'লে তারে সে বিখ্য শিখিয়া,
 বেচিলাম তার পদে মাথা ॥
 হ'ল না হবে না, করি নাই তপ,
 তুলি প্রভু সপদ জুত ।
 গুরিবে সে সাধ, বাধ নাহি হয়,
 রূকাও কপালে মোর গুত ॥
 প্রভু গুন গুন, আর এক কথা,
 আর এক দুঃখ বলি ।

পাছুকা গিলেছে, পদ পল্লবের,
 হিমকর পুষ্পাবলী ॥
 না, না, বেশ করেছে, আশ্রয়স্থী মুখি
 সুখ বাঞ্ছা তব সুখ ভঞ্জে ।
 পদের পাছুকা, আদিনার থরে
 বসিবে যবে ভোজন-রঞ্জে ॥
 কুকুরের মত, বাহির বসিয়া—,
 নিরখব রাঙ্গা-পদতল ।
 পাছুকা ধরিয়া, কপালে রূকাব,
 লেহিব দিয়া রসনা লোল ॥
 এক কালে হবে, উভ বাঞ্ছা পুর,
 রাঙ্গা পা দরশ পরশ জুত ।
 আঁড় চোখে চেয়ে, মুচকি হাসিবে,
 ভোজন মন্দিরে তুঙ্গি প্রীত ॥
 ভোজনান্তে প্রভু, বাম করে ঝাড়ি
 ডান করে প্রসাদ মুষ্টি ।
 বাহিরি ডাকিবে, "আমাতু, আমাতু"
 কালী হৈরার পরম দিষ্ট ॥

পরশোত্তরীয় ।

৩০ । কানোড়া—আড়া ।

রূপ সিদ্ধ গোবা আনন্দ ঢল ঢল
 তরঙ্গ তর তর বহে ।
 অধর প্রবাল কোরি টাঁদ কিরণ
 মো পানে অপাঙ্গে চাহে ॥
 স্নেহক অঙ্গে গঙ্গাধারা জড়
 মজ্জা স্নত মূহু ছলে ।
 উত্তর কাঁধে উত্তরীর চাক
 রক্তিম মেঘ জন্ম বলে ॥
 দূরত পেথি রূপক মাদুরী
 থোরি থোরি সঙ্গে চলি ।
 হেনই সময় মধু ভাগ্যরূপ
 বহল সমীর বলী ॥

উত্তরীয় খানি আওল উড়িয়া
পড়ল হামারি মাথে ।
অন্ধ গন্ধ সজ নাসিকে পশল
প্রাণ মন গেল মেরেতে ।
পরশ সংঘোপে পুলকিত তরু
হইলু পাগল পারা ।
গোরাচাঁদ হাসি শ্রীহস্ত বাড়ায়
দিব না দিব দিশে হারা ॥
চাহি পলাইতে উত্তরীয় নিয়া
পরশ ধন কেন ছাড়ি ।
কিবা ভঙ্গী করি মাগল শ্রীগোরা
চিত বিনোদন করী ॥
না দিয়া নারিছ মজিছ কত সুখে
শতগুণ সফল মানি ।
কালী হৈরা ভণে অই গেল ছলি
দিয়া বিরহ আগুনি ॥

কোথা প্রেম, কোথা কাম ।

৩১। ভূপালি—একতানা ।
শ্রোমের পিরিতি, কামের আরতি,
কতু নয় এ দুই একরে ।
কাম আধার, পিরিতি আলো,
দিবস রাতি ভেদ রে ॥
কাম গরল, পিরিতি অমিষ্টা,
বজ্র বিজুরি প্রায় রে ।
কাম মাকাল পিরিতি রসাল,
তিকত মধুর ভেনরে ॥
কাম ভসম, পিরিতি চন্দন
মাণিক উপল প্রায় রে ।
কাম কুপ, পিরিতি সিদ্ধ,
আকাশ পাতাল ভেদ রে ॥
কাম কাঁটা, পিরিতি কমল,
কঙ্কনুক আর চাঁদ রে ।

কাম সুরা পিরিতি হি গন্ধ।
নরক নন্দন ভো রে ॥
কাম চনা, পিরিতি পীযুষ,
উষর উর্বর তুল রে ।
কাম ক্ষয়, পিরিতি সো জয়
শঙ্কিত চিত কালীহরে ॥

কৃষ্ণ বদন ।

৩২। ভৈরবী—ঠংরি ।
ইন্দীবর মাজা, ইন্দুবর চাক
কেশ কুঞ্চিত মন দাম রে ।
বদন চাঁদ' পরে, গোবোচনা তিলক
চাঁদ রক্ষ রোহিণী ধামরে ॥
গিদিনি আনন্দে, চাঁদে লুচায়িত,
প্রবণ ঘৃণ পরকাশ রে ।
স্বগপতি তথি, নিদ সুপাশে,
নানায় চক্ষু পরকাশ রে ॥
অধর মিলনী, দ্বিদল কোকনদ,
সুখা, মধুমিত নিবর রে ।
প্রেম সিদ্ধ হ'তে, এ চাঁদ উজ্জিত,
অসুখানী কষু সহিত রে ॥
কাম কামান, জিনি ভাঁজ ভজিমা,
কমল নয়ন কোণ বাণ রে ।
পরান হানিতে, চাহনী কিবা সে
চুর মার মার মান রে ॥
গণ্ড মুকুরে, করণ কুণ্ডল,
ফলিত দ্বিগুণিত ভ্রাতি রে ॥
চন্দ্রক উপরে, চুড় চন্দ্রক বেড়ি
মালতী মুগধ ভ্রমর গীতি রে ॥
নীরদে কুমম, ভ্রমরার বাসা,
চকোরা উপরি উলটাবে ।
বিপরীত রীত, শোভার বাড়ানি,
অন্ধ হয়ে বুখা হাটাবে ।

যুগল-কিশোর ।

৩৩। খান্সাজ—একতাল।

রাধা মাধব উৎসব যুগল ।

তমু যুগ কটি, কটির জড়িত,
মাধুর্য সাগরে ধ্রুমে ঢল ॥

শ্যাম গৌরী, যুগল মুরতি,
মদকত হেম ধামা ।

নবনী লাবণ, গিলনে হুতমু,
কঠিনে কঠিন উপমা ॥

তনয় তরুণ, কনক লতিকা,
হয় কি উপমা তার ?

তমালে কমল, চাঁদের পাখনি,
কে করে দেগেছে আর ॥

নয় ঘন কোলে, বিদ্যুৎ চমক,
ক্ষণেকে লুকায়ে যায় ।

খির বিজুগী, মাধুরী রাধার,
ঘনগান অমিয়ায় ॥

কদাচিৎ চাঁদ, মেঘে মেঘে থাকে,
দিসে তা মুদিয়া ।

পদ্ম মকবদ, পূর্ণেন্দুর অধা,
অই মাধুরী বিদু দিয়া ॥

সুখের তরঙ্গ, আনন্দের ধারা,
যুগল কপের ভাতি ।

ছায় ছটায়, অধা পারাবার,
রসের আবর্ত পাতি ॥

কিনা অশীতল, যুগল স্নেহ,
(কত) শীতলিতে শীতল লোটে ।

মলয় সমীর, ভরি ছয় ঋতু
ধনী হইবারে ছোটে ॥

রাধা কৃষ্ণ চন্দ্র, যুগল মাধুরী
ক্ষুরিলে বারেক নুকে ।

শত সূত শোক, উত্তাপ জুড়ায়
শিশির পরশ সুখে ॥

তারি বেড়া চাঁদে চাঁদে ঢলি,
বড় চাঁদে চাঁদ গিলে ।

বিপরীত লীলা, রসোজ্জল বাড়ি,
হেন রাহ আর কি নিলে ।

রাধা পাছপানি, চাঁদ দল বাসা,
ভক্তদল বাধা সার ।

নিখিল আনন্দ, সুখরস খনি
মহাপ্রভু পারাবার ॥

সিকি শিরোমণি, সম্পদ পদ,
পেঙিত নৃপুং নাগে ।

বিষ ঢালে ওই, কহে কালীহর
রুণু রণু অতরাগে ॥

৩৪। খান্সাজ—একতাল।

সুনীল গগন উষার কিরণ
ধেমতি সোণায় নাখে ।

নবীন নেখের মধুর তরুতে
ধেমতি বিজুরী থাকে ॥

অবুঝ তরঙ্গ অরণের বিধ
ধেমতি ছলিরা গেলে ।

মৃদু চন্দ্রক সোণালে প্রভাট
ধেমতি গলিরা গেলে ॥

তমালে ভড়িত কনক লতিকা
ধেমতি মাখিয়া থাকে ।

মদকত সনে কাঞ্চনের যোগ
যে শোভা পবাণে থাকে ॥

নয়ন হেরবে অই
রসবৃন্দাবনে তেমতি শোভাবে

যুগল মাধুরী ময়ী
আনন্দ বিশোর সুগন্ধীর সর

রসেতে ঢলিয়া পড়ে ।
কমল স্তবক নধুময়ী রাধা

গলিরা গলিরা জড়ে ॥

পরান জুড়ান ফুলে গড়া তরু
 কিশোরী চন্দনে মাগে ।
 মুক্কা মধুকরী অনিন্দে মগন
 বেড়িয়াছে কাঁকে কাঁকে ॥
 তোর দেখিবিতো আর ।
 দোহাকার লাগি টানের মিলন
 অনিন্দে ছোয়ার ভার ॥
 করে কর দিয়া কণ্ঠে কমল
 কিশোর কিশোরী নাচে ।
 পদে কত টান বন্য মানিয়া
 অরণ্যে লোটায় আছে ॥
 আরগো সকলে স্বপ্ন ।
 ডালাভরা ফুল ছিটাগো সকলে
 জয় হলু দিয়া তোর ॥
 মধুময় রস যুগল মিলন
 সুখ নীলপীত সিক্ত ।
 নাচেরে তরঙ্গে বঙ্গাইয়া রঙ্গে
 ছুটিছে শীকর বিন্দু ॥
 রবি শশী তারা দুলালক ভুলোক
 সে ছিটা প্রশ্ন পেয়ে ।
 উল্লাসে গাহিছে জয়জয় কার
 অনিন্দে অনন্ত হেঁটে ॥
 কৃষ্ণ মধুময় রাধা মধুময়ী
 কিবা সে ভঙ্গিমা রে ।
 তরুর চান্দনে চেউয়ায় কারুণ্য
 ডুবালা ডুবান বে ॥
 আরগো আরগো বালি
 তালে তালে পদ উড়াইছে রজঃ
 লাগালো অঙ্গে সে ধূলি ।
 কিবা পদাঙ্কিত আই ব্রজরঞ্জে
 দাঁও সবে গড়া গড়ি ।
 আর কি বাসনা থাকে কালীহরে
 তাহলে বাঁচি বা মরি ॥

ভজন ।

৩৫। স্বথারাগ (১)

বন্দে শ্রীরাধা ব্রজইন্দু ॥

শুণ গাণ যার অতীব অপার

বেদখণ্ড বুঝি বিন্দু ॥

অনন্ত মহিমা অনন্ত না জানে

অগাধ প্রেমের সিক্ত ॥

৩৬ স্বথারাগ (২)

ভজন মন শ্রীরাধা গোপাল ॥

গোল কপোল অধর বিধকল

লোচন পরম বিশাল ॥

শুকনাসা শোভে বদন চান্দ

তিলকে উজ্জ্বর ভাল ॥

মুকুট চন্দ্রকে শশীর ঝলক

পুষ্পুরে কটি আল ॥

রতন কুণ্ডল ছলিছে করণে

গলে চাঁক মোতি মাল ॥

কতন বয়ে মরি কি শোভিত

করপদ্ম মৃণাল ॥

মনি মঞ্জীর বাজত পদে

রুণ রুণু রমাল ॥

মুহুর মধুব সুমুখের বাণী

গতি মরালী মরাল ॥

কুঞ্জ ভবনমে বৈঠে দুহ জনা

গাওত সুন্দর খ্যাল

কাঞ্চাল মাগয়ে যুগল মো ছবি

হোক নিয়ত নেহাল ॥

শ্রীকৃষ্ণ-পদকমল ।

৩৭। বাহার — একতারা (১)

কিবা মধু ভরা কিবা মধুময়

চরণ রাজীব রাঞ্জে ।

মঞ্জীর আকার নাগ দোহাকার
গরজন ছলে বাজে ॥
অরুণ শীতলে আছে তলে তলে,
দলে দলে সুধাকব ।
যা ব্রজ বধুবা, মাধুর্য্য মধুরা,
ভাবে অরপিতে কর ॥
নাহি যার সম, তাপ উপশম,
এ হেন কমল ছুটি ।
সৌরভে মগন, মধুকরীগণ
ঝাঁকে ছাঁকে আসে ছুটি ॥
শ্রীকালীহরের, বাসনা শ্রীব্রজে,
রাখে যদি বাধাবানী
ও কমল রজে, গড়া গড়ি দিয়া,
জনম সফল মানি ॥

৩৮। বাহার—একতালী (২)

কি দেগিয়া কেবা, গড়াইল মরি
শ্রীকৃষ্ণ পদ কমল ।
কার এ কল্পনা, কেমনে উদিল,
পূরবে ছিল কি বল ॥
শশধর ধরে, সুধা সরোবর
তাঁহে কি ফুটিল তাবা ।
কোন্ প্রাণে কেবা, ছিঁড়িয়া আনিল,
তপত মধুব ভরা ॥
সুধা সরোবরে, যে কমল হয়,
তার মধু কিবা মিঠা ।
যার তুলনায়, অলজ কমল,
দেখিতে চাখিতে চিটা ॥
কিন্তু না সম্ভবে, চন্দ্র সূর্য্য নারে,
ফলাতে এ হেন পদ্ম ।
নিলাড়িলে কোটি, হয় কি এ হেন,
শীতল মাধুর্য্য সঙ্গ ॥

কোন্ বা ধামের, কোন্ বা মানসে,
ঘুটেছিল মাত্র কটি ।
ইন্দীবব তলে, রক্ত কোকনদ,
লেগে মরি ছুটি ছুটি ॥
চাক দলে দলে, অঙ্গুলি নির্মিত,
কি শোভা তাদের পরে ।
মুকুতার চাঁদ, মধুর লালসে,
কত যে চুম্বিছে প'ড়ে ॥
মাধুর্য্য মধুব, সুধামৃত মধু,
বাটরা ছাকিয়া পদ ।
যে পদ কমল, গঠিত মরিরে,
পবাণে ঢালিছে মদ ॥
কোটি কোটি চাঁদ, মন্দার কুসুম,
বিবিধ কমল বাজী ।
ক্ষীরোদেব নীব, আব ক্ষীর ননী,
চুত নজরীর সাজি ॥
শিরীষ কুসুম শৈবাল কোমল,
আব মৃণালের মূল ।
নীবদ দামিন উপরি উপরি,
মৃগমর গুগ্‌ গুল ॥
এদেব নির্যাতন, গঠিত শ্রীপদ
কুলনা নাগিক যাব ।
কিবা তাব শে ভা, কোমল অতুল,
কিবা তাব গন্ধ সার ॥
তরল চবণ তত না যমুনা,
কিবা কননীয় মরি ।
তুলসী পড়িলে, হয় তরঙ্গিত,
তুলসী কতই ভারী ॥
পুষ্প পদ দিলে, কেটে যেন দায়,
শ্রীপদ ব্যথাব ভয় ।
কালিন্দীর নীব, ধুইতে শ্রীপদ,
ধুইতে প্রাণে না সয় ॥

জলে গ'লে যায়, মধু ধূয়ে যায়,
পরাণে সতত ডর ।

এ রাজা চরণ, দুইতে কি আছে,
তরল কোমল তর ॥

সে পদ মাজিতে, কি আছে কোমল,
মাজিবে তা দিয়া সুখে ।

সে পদ সেবিত্তে, সুকোমল কর,
 , মিলে কি জগত বন্ধে ॥

নয়নে রাখিব, নয়ন কঠিন,
হৃদয় পাষণ্ড অতি ।

থল নাহি দেখি, শ্রীপদের পীঠ,
মাত্র থাকে যদি রতি ॥

যে রক্তির গুণে, গোপীকার স্তন,
সে পদের যোগ্যামন ।

রাজা নবী পদ, আনন্দের খনি.
প্রেমরস নিগান্দন ॥

জীবের সৌভাগ্য, সে পদের মধু,
আশ্রয় জীবের গতি ।

যে পদ লাগিয়া, ভ্রমে লালসিত,
 ব্রহ্মা, রুদ্র, পশুপতি ॥

শ্রীকৃষ্ণ পদাঙ্ক, প্রাণের আরাগম,
পরম পরশ মণি ।

ଅଥ ମାର ନିଧି, ଅଧା ମାରାଧାର,
 ଯନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲି ॥

কুবের ভাণ্ডার, রত্নাকর, ফণী,
কিবা সে নাপিত রাগে ?

কৃষ্ণ পাদপদ্ম, দীপ্ত পদ্ম নিধি,
যে ধনে সকল থাকে ॥

হুপূরের ছলে, বেড়িরাছে •নাগ,
সে কমল পদ্ম নিধি ।

বিষ জ্বালা যেন, জুড়াতে জ'ড়েছে,
পদ অমৃত উদধি ॥

শ্রীগদ কমলে,মধু : মন্দাকিনী,
 অধর অধর বহে ।

অমর বাঙ্কিত, অফুরন্ত ধন,
সুখ অমরত্ব বহে ॥

শ্রীরাধিকা রাণী, করুণা কটাক্ষে,
রাখিলে ব্রজের কোণে ।

হেরিব নিম্নত,
পরম সুখিত মনে ॥

যুগল চরণ,

বঁধুয়া লাগিয়া ।

৩৯। বিবিট ————— বুনী।

বাঁধুমা লাগিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
জীয়েনে মরিয়া আছিগো ।

লোকনিন্দ গজ, বঁধু লাগি সহি
বঁধিয়া ধৈরজ কাছি গো ॥

মাসিক কুটুম, চষ বা দংশন,
 সকলি সমান হোর গো ।

বিষ কি অমিয়া, নাহি মন্দামন্দ,
নির্দ্বন্দ্ব হামারি সব গো ॥

কিছু নাহি রুচে, ঘুচেনাক তাপ,
সাপ জন্ম দংশে বকে গো ।

কালার বিরহে,দহে সদা প্রাণ;
এ জ্বালা বিরাম নাহি গো ॥

মরিলে হি বাঁচা, সাচা বলে মানি,
মরিলে কি তারে পাব গো ।

পিরিত্তি সরিতে, বিষ জল কেলি,
ঢোকে ঢোকে তা গিলিগু গো ॥

পিরিতের রথে, চড়িতে চাহিলু,
পড়িলু চাকার তলে গো ।

পিরিত্তি সাগরে, ভাসিতে ভাসিতে,
ঠেকিছু বালুর চড়ে গো ॥

যাহা নাহি চাহি, তাতে ধায় মন,
পিরিতের এমতি টানা গো ।
পিরিতি বাগানে, ফুল তুলইতে
কণ্টক জ্বালা বিষম গো ॥

প্রেমের সাজা ।

৪০। ভূপালি — একতানা

ক্ষীরোদ সিদ্ধু, মছন করিতে,
উঠল গরল ফেনা ।
(সখি অমৃত ছাইয়া)
চন্দন খণ্ড, ঘসিতে ঘসিতে,
উঠল আগুন কণা ॥
(আমার কপাল দোষে)
চাঁদ বাটিতে কলঙ্কের আঁঠা
পাটায় আটল জ'ড়ে ।
(হামারি হিয়ার গো)
কমল ছানিতে মৃণালের কাঁটা,
বিধল দারুণ করে ॥
(বিধির কলম গো)
মাণিক তুলিতে, খনিক ভিতর ।
ছো যে মারিল সাপে ।
(বিষের জ্বালা গো)
তারি গণিতে, গরতে পড়িছ ।
পদে পদে প্রাণ কাপে ॥
(পিরিতের সুখ গো)
কালিয়া পিরিতি, তপত ইক্ষু
তবু তো চিবাও রাধে ।
(কতু তো ছাড়িতে নার)

কালী হৈরা ভণে রাখ মোর বাণী ।
আর দিস না পাসে কাঁদে ॥
(শোন শোন রাধে)

শ্রীরাধা ।

৪১। শিলু — আড়া ।

রাধা মোর বুদ্ধি, শুদ্ধি সিদ্ধি ঋদ্ধি
রাধা মো পরাণ মণি ।
রাধা মোর বিদ্যা আন্যা সাধ্যরাধ্যা ।
রাধা ধনে হাম ধনী ॥
রাধা প্রেম ভোর না পাই তার ওর
সায়রে সাতার জহু ।
রাধা মোর ধ্যান জ্ঞান মান স্নান ।
শূন মন রাধা বিহু ॥
রাধা আলো দিয়া, নয়নে নিরখি,
রাধা যত্নে তরে হাঁটি ।
রাধা মোর জন রাধা মোর পণ ।
রাধা মোব নন্দন বাটা ॥
বাঁচি রাধা হ'লে মরি রাধা ন'লে
তন মন রাধা মাথা ।
রাধা শিবচূড়া রাধা মালা বেড়া
দিশি দিশি রাধা আঁকা ॥
রাধা অঙ্গ শোভা অধর হাসি বিভা
রাধা মো অঙ্গের গন্ধ ।
রাধা মোর রূপ লাবণ্যের সুপ
রাধা সুপ মকরন্দ ॥
রাধা মোর বংশী রাধা গুণ শংসী
সতত অধরে লেহি ।
কালী হর ভণ, নিয়ে রাধা হেন,
দরশন গেরে দেহি ॥

যুগল মাধুরী ।

৪২। স্বাধীনতা ।

কিবে যুগল মাধুরী !

শ্রাম মেঘ নব মধুময়
রাধা সুধা বিছুরী ॥
শ্রাম তমাল রাধা সোণালতা
তিরসি সুখে বুরি ।
আধ হেম আধ মণি ।
দ্বিদল নীল গোঁরী ॥
চুড়ে চুড়ে ঠেকা ঠেকি ।
এক মৃণাল গড়ি ।
হেম হেম নীল নীল
চারি করে ধরা বাঁশরী ॥
রাধা গায় “কৃষ্ণ” কৃষ্ণ গায় “রাধা”
বাঁশী সাধা শিখে প্যারী ।
চাঁদ জুহু রাত্ৰ গ্রাসিতে ।
রাধা কৃষ্ণ মধুহারী ॥
বলে জুহু রাধা সুন্দরী
বাঁশীটি লইবে কাড়ি ।
যত অবলার জ্বালা ঘুচাইতে
ফন্দী করেছে কিশোরী ॥
নারীর পাকে পড়িরা শ্রাম
ইপ ছাড়িতে নারি ।
কালীহর তণে দায়ে পড়ি কালা ।
বহে “শিশু শিশু প্যারী ॥

কৃষ্ণ ভোগ ।

৪৩। ভূপালী — শুন ।

কৃষ্ণাধর যুগল, কনকদল কোমল,
লুচি কর্ত্তী তাহে লাগে ।
ভর বাসি দিতেতা, কঠিন কঠিন যা,
বাছি দাঁও ননী মোহনভোগে ॥

সন্দেশে ও আছে ভয়, যদি ছানা কম হয়,
সুখির পায়স ভাল জানি ।
তগুল গোবিন্দভোগ, তাতে যে মিষ্টার ভোগ,
কোমলাধর যোগ্য মানি ॥
ধরিতে খসিয়া পড়ে, হেন বরপী দাঁও অধরে,
নহিলে আননে পাবে ব্যথা ।
ধিচুরী না হয় লেই, কেমনে শ্রীমুখে দেই,
সাবধান ধর মোর কথা ॥
ননী সুকোমল মুগে, ননী দেই মনো সুখে
অন্ত ভোগ তুলে দিতে ডর ।
তাই দিদি কৃষ্ণসেবা, অনধিকারিণী মো সবা
সুখ ভঙ্গ ভয়ে থর হয় ॥
পরবোধে কালীহর কেন মন এত ডর,
সখীর পাছে থাক কিছুদিন ।
কৃষ্ণ স্নানজরে পৈলে, সব হব কোমলে
কোমলে কোমলে না রবে ভিন ॥

বেণীর অভিষেক

৪৪। শাস্ত্রাজ্ঞ — একতাল ।

পদ্মবনে ফণী, বেণী রাধাশিরে,
ছত্র তাক শিখণ্ডি পুচ্ছ ।
মধুকরবৃন্দ, বন্দী যত বেড়ি,
শ্রাম শির চিকুর গুচ্ছ ॥
শ্রামাধরে বংশী, প্রাশংসি বাদন,
তা তনি ফণীর নৃত্য ।
শ্রামচূড়মাল, মালতী কুমুম
ঝর ঝর অভিষেক কৃত্য ॥
রত্নঘট তেলি শিতাশ্রুতধারা,
ঢালত শ্রাম বামগণ্ডে ।
ভিলক দীধিত দীপ উজ্জ্বল
ধূপ যুগমদ যজ্ঞে ॥

ভাগ্য বলিহারি, বলিহারি শোভা,
মরি মরি বেণীক লাভ ।
টপ টপ অমিয়া, বেণী পুচ্ছে ঝরা,
হবে পিয়াস পাতই আশ্রয় ॥

— — —

প্রেমসিকু—মহন (অষ্ট সাধিক) ।

৪৫। শাস্ত্রাজ—একতাল।

রাধা প্রেম সিকু, অগাধ অন্তল,
বিমল পীতৃষ বারি ।
কর নাগ রজ্জু; অড়ি মুরলী দণ্ডে,
মখে নাগর মুরারি ॥
মখন আলোড়, ঘোর তরঙ্গ তুহি
অকম থাবর স্তম্ভ ।

অধর ফুৎকারে মধুর মানন,
স্বপ্নভঙ্গ অঙ্গকম্প ॥

ক্ষিপত নীকর, স্পন্দ বিন্দু বিন্দু,
উদ্বিগ্ন বিথারি লোল ।
তরঙ্গক শিরে, ভঙ্গ বীচিমালা,
পুলক কণ্টক ফোর ॥

বিমল পিয়াসা, বাসা বিচ্ছেদের,
বৈবর্ণ্য ফেণার ঘট ।

উকাম উদাস, ভাবিত তত্ত্বাবে
প্রলম্ব আকার রটা ॥

প্রেমাসুত বহ, বিরহ ধ্বস্তরি,
সুখ চক্ৰমা উদয় ।

কালী হর ভণে, প্রেমানন্দে সবে,
গাও রাধা কৃষ্ণ জয় ॥

আশাপক্কে মীন ।

৪৬। ভূপাল—একতাল।

শ্রামল সুন্দর রসিক নাগর,
দাঁড়ারে কদম্ব মূলে ।

ঝিলি মিলি রূপ, মাদুরী ছটায়
পর্যণ কাড়িয়া নিলে ॥

(এ মোর কপাল দোষে)

চকিতে লুকাল সব আঁধার হল,
ভইল পাগল পাড়া ।

তব কান্না বিহু, অল্প মীন থলে,
এ কহু শুক সারা ॥

কব পুন সোচি, মধুর মুবতি
পেলিম পবাণ ভ'রে ।

হেন আশা পক্ষে এখনো জীইয়া,
না মরে কালীহর ম'রে ।

কুকুম ।

৪৭। বি'বিট—পোস্ত ।

তুয়া ভ'গ্য মানিরে কুকুম ।

ব্রজের বন্যবী সোণার বন্যবী
কায় বুচ যমজ কুমুম ॥

হার রূপ লাগি মধুপ মাধব
সে ফুলে পরগে তুই ।

পরশে পরশে উরসে মাখিয়া
শ্র ম আঁরাম বহ ॥

গোপিকার কুচ উচ গিরি ।

যা নয় পাখাণ, —মাথনে গড়া,
সে গিরিক মাটি তোমা ধরি ॥

রতি রাতাপ্রভ জন মনোজ বায়ে
কিবা সে মকেত বাণী ।

শ্রাম আগমনী মদল ঘটে
আলিপণা চিত্রখানি ॥

কাশীর কুসুম পদ্মগন্ধ সার,
 আরক্ত বরণ চার ।
 সাধ করি গোপী রেখে দিল বৃকে
 বনা'লরে কোন্ বা কার ।
 তু'হ কৃষ্ণ কর পরশ পিয়াস
 প্রকট উদাস প্রায় ।
 প্রেমের তরঙ্গ বৃকে ছুটি কুচ
 তু'হ সে উচ্ছ্বাস তায় ॥
 কৃষ্ণ করাকণ পরশ বেকত
 তুহারি বরণে ভেল ।
 অব্যক্ত পীষু শীতল পরশে
 হয়েছে শীতল ভাল ॥
 হায়রে আমিরা নয় বিা ছাড়া ।
 ভণে বিদ্যাপতি কুচে "শত্ন" তাই
 অমৃতে থাকি বিব জারা ॥
 পোড়া না সহিলে সুবর্ণ কি ?
 প্রেম রত্ন হারে মধ্য মণি গনি ।
 অই সে বিরহটি ॥
 কি কব, তবু সে শীতল কত !
 জুড়া'তে বিব পদ অরবিন্দ
 হলো তুয়া পরে অর'পত ॥
 গোপী অরুপদে অলঙ্কর পোছ
 কিবা সে রুচির শে ভা !
 কালীহর ভণে যাবক হলেও
 পাবক হইত নিভ ॥

নিত্যধাম ।

৪৮। বিভাস—আড়া (১)

কেলি বৃন্দাবনে রাজত কল্পতরু
 উপবন ঘন ঘন ;
 চিত্তামণি ময়ী ভূমি সুদীপত
 চরিত কামধেনুগণ ॥

নানামণি ফুল চিত্র সূচিকৃত
 লসত রাস রস থল ।
 য'হি ঝল কত গোপীভূত কাহুক
 অরুণ পদ কমল ॥
 বিলাস মন্দির মন্দার ছায়াযুত
 রতন প্রাচীরে বেড়া ।
 রতন ছান তাঁহি অনন্ত ধনা শোভা
 ব্রহ্ম যাক দ্যুতিধারা ॥
 ক্রীড়া বিহঙ্গম বৃন্দা আঙ্কাকারী
 ঝাঁকে ঝাঁকে লাখে উড়ে ।
 ছেনই বৈভব ধামক দরশ
 কব'মিলবে কালীহরে ॥

৪৯। খান্নাজ—একতাল

কিবে যোগপীঠ দিঠ ঝলসয়ে
 অষ্টদল কোণ যুত ।
 করণিকা মাছে বিরাজত বর
 রতন আসন পুত ॥
 তাঁহি ঝল কত মরকত ছেম
 রাধা কাহু ছুত জন ।
 নীল পীত অম্বরে ঘন বিজয়ী কেলি
 তারা বিধু মালা ভূষণ ॥
 ত্রিভঙ্গ ভঙ্গ শ্রামাঙ্গ ললিত
 লাবণ তরঙ্গ লোল ।
 সোণার তরঙ্গ তাঁহি তাঁহি রঙ্গিম
 রস মধুরী কল্লোল ॥
 অষ্ট দলে শোহে অষ্ট সিংহাসন
 অষ্টালী আসীন তায় ।
 অষ্ট রত্ন বীপে বীপ মন্দির জহু
 বাঁধে রসোর্মি মালায় ॥
 উঁক প্রতি অঙ্গ পুঙ্ক অঙ্কিত
 কাহু মুখ পেখি পেখি ।

স্বাধাঙ্গ বিকৃতি ভাগ্যবতী সবে
গৌরবিনী স্বাধাক সখি ॥
পূরতঃ অগণ্যা গোপ কণ্ঠা বধু
কৃষ্ণ অরপিত চিত ।
কব হাম হেরব শ্রাম সেবা নীত,
কালীহর অলপিত ॥

৫০। ভৈরবী—আড়া। (৩)

বৃন্দাবন অতি মনোহারী !
কল্প পাদপ অপক্লপ শোহে
শাখ যোজন বিখারী ॥
সুরভি কুসুম ফুটন্ত থরে থরে
কোরে কোরে পল্লব কচি ।
মত্ত অলিবুন্দ বীণা নিলি গুঞ্জত
চুষত মকরন্দ কচি ॥
পরম আনন্দ রসক আশ্রয়
সোহি সুর তরুণর ।
তাক তলহি সিদ্ধ কেশ পীঠ
অতি শ্রুতি অগোচর ॥
তঁহি বিরাজয়ে মণিময় মন্দির
যোগ পীঠ যাক মাহে ।
বহ বরণক মণিক মণ্ডিত
হেম সিংহাসন তাহে ॥
গোপ বধু প্রিয় বনভ মাধব
হসি হসি রাজত তঁহি ।
কালীহর আশ সো ব্রজ ভূমক
রজঃ রাজী নিত লেহি ॥

৫১। ভৈরবী—আড়া। (৪)

বৃন্দাবন কি শোভা বলিহারি খাই ?
সকল ঋতুক সকল কুসুম
সতত ফুটন্ত ঠাই ঠাই ॥

কুঞ্জে কুঞ্জে গুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে অলি
ভুঞ্জি ভুঞ্জি প্রস্থন মধু ।
কল কাকলী ললিত লহর
তুলি গায়ে শিক কোক বধু ॥
কালিন্দীর নীর কমল সিকতে
শীতল সমীর বহে ।
ব্রততী বিতান জড়িত তরুণ
পদ্মবন সৌরভে মোহে ॥
চন্দ্রভাগ্য সদা সমান উদিত
মণি কিরণায়ত ভায় ।
কমল উতপল কল্লার পরাগে
দিশি দিশি রঞ্জন তায় ॥
মকরন্দ ক্ষর শীকর বিন্দু বিন্দু
শিশির মুকুতা সম ।
ফুলফল পল্লব বিহঙ্গ ক গায়ে
তরু অঙ্গে ধারা মনোরম ॥
মধুমাখা মণি তঁহি চন্দ্রকর
কি মিঠে বৃন্দাবন ধাম ।
কালীহর পিবে কব তা ফলিবে
যাক কণা অতিরাম ॥

ভক্তিমাধুরী ।

৫২। জংলাট—ইংলি ।

চলন নাচা কহন গান
চাঁদের অমিয়া হাসি ।
নেত্রাশ্রমে করে অমৃতাসুধারা
মাখামাখি মেঘশলী ॥
তরুভঙ্গ জম্বু তরঙ্গে যুগল
ভাব লাবণে ছলে ।
খেনে মিলানিধি খেনে যেন হারা
সুখখনি পরাগ মূলে ॥

ফুলানন্দ রসে আকুলের ঢেউ
ঢল ঢল রূপগানি ।
দয়শে পরাণ কে'ড়ে নিয়ে যার
অইছে কালীহর বাণী ॥

প্রয়োজন ।

৫০। পরজ—জং ।

অভক্তি সম্পদ উন্নত উজল
রসের নিদান যা ।
অরপিত নহি যুগ ভরি_যা
বিলা'তে কলিতে তা ॥
করুণাক নিধি করুণা করিয়া
ন'দে অবতীর্ণ হরি ।
পুরট সুন্দর দ্যুতি কদম্ব
যাক মো হৃদয় ভরি ॥

প্রাণের কথা ।

৫৪। কালেন্ডা—ইংলি ।

কেবা কার বাক্য প্রাণ ধব এক মাধব
যাক লাগি গুরুরে নন্দন ।
অস্তরঙ্গ সুখী দুখী আছে যত প্রাণ সখী
তারি জানে জীবা'তে সন্ধান ॥
আর যত ভালবাসে সঙ্গে সঙ্গে কীদে হাসে
না সমঝি মরম বেদন ।
মনের মত তারি হ'ত আনন্দে জোয়ার ব'ত
নাচিভাম করিয়া ধারণ ॥
তুলিতে মাধব কথা জানে পারে আন কথা
এ ব্যথার ব্যথী আছে বা নাই ।
সমুদ্রী কালীহর, কেন এত দুঃখ কর,
সঙ্কের সখী যদি লাগ পাই ॥

সঙ্কীর্তন ।

৫৫। বিভাস—একতাল

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য—নাম, নিত্যানন্দ-করতাল,
শ্রীঅদ্বৈত মূখর মৃদঙ্গ ।
ভক্ত যত বেণু বীণা অমুকুল কল গাণা
অগতির উখলিল রঙ্গ ॥
আনন্দ ক্ষীরোদ সিদ্ধ, উগারিল প্রেম ইন্দু
অগতির সুধার তরঙ্গ ।
ইঞ্জিয়াদি সমুকুল, ফুটন্ত পরাণ ফুল
মধু ভরে কিবা অঙ্গ ভঙ্গ ॥
নাম করতাল খোল, এ তিন মিবন রোল,
মন্ত্র তন্ত্র নাহে যন্ত্র সঙ্গ ।
এক বিন্দু যার বটে, ডুবায় অগত তটে,
সঙ্গে ভক্ত অঙ্গ-উপ-অঙ্গ ॥
সুমনসল হরিনাম, ধাবর অঙ্গম গ্রাম,
বেড়ি তুলে অতি রঙ্গ ।
পেখি তার রস কেলি, ধুলে গড়ে বলী কলি
আকুলিত সে স্বয়ং অনঙ্গ ॥
মান গর্ব কত কীদে, প'ড়ে অনন্তের পদে
ধুলি হৈতে ভাগ্য প্রসঙ্গ ।
বাছা হরে সহজ, বৈষ্ণবের পদরঙ্গ:
সংকীর্তন অমুরাগি সঙ্গ ॥

পদ-পুষ্পমঞ্জরী সমাপ্ত ।

সদাশ্রিত

নন্দোৎসব ।

১। নোহিনী ।

যর দেউরি উৎসবময় ।

সুন্দর সুত ননের

আনন্দ চৌদিক বর ॥

ব্রহ্মোমতী ভাগ্য কহিব্যার নর

অকে চান উদয় ।

বৃদ্ধা বৎ এয়ো আসি যথাযোগ্য

কুলীরীতি সমাধর ॥

খেয় মণিমুক্ত বসন ভোজনে

পরিভূষ্ট বিশ্রয় ।

হুই হস্ত তুলি আলিষ করিয়া

গাহে নন্দমন্দন অয় ॥

হরিশ নরনী যত গোপবালা

সাজি অলঙ্কারে বৈঠয় ।

ধবজ পতাকায় তোরণ মালিকা

মাখি পোতয় ॥

নন্দব্রজে আছি কি আনন্দ মরি

আনন্দ নিধি উদয় ।

সুখ ব্রজবাসী—নিরুখি সে চান

কাজালে বাসনা হয় ॥

২। ধানশী ।

আচরজ কিবা চরিত ।

যিনি অগপাল হর্ভাক্ষী স্বামী

সে হ'ল ননের সুত ॥

৩। গাছার ।

চরণ প্রবণ নাসা কর দৃক

মেঘি নেতি প্রতি ভণিত ।

অনুলি চালায়ে সে প্রভু নাচায়

অঙ্গণে গাইয়া গীত ॥

অনন্ত অঙ্গন অগোচর জোতি

যে ব্রহ্ম বরশিত ।

সো শশিবদন সদন শোভাকো

রঙ্গি মাখন যাওয়াত ॥

যাক নাম শুনি কৃতান্ত করাল

সদা রূপে বিকল্পিত ।

সো আছু ধাবিত আই যে পলাইতে

যশোদা তাড়ন ভীত ॥

যার সউরঞ্জে ভবব্রহ্ম ছুটে

সো আই উথলে ধুত ॥

যো পূরণ কাম কীরসিদ্ধ পতি

সো মাগে ননী ক্ষুধিত ॥

ভক্তাধীন সদা কহে কালীহর

প্রেমলীলা প্রকটিত ।

প্রকটনা হলে প্রেম বলি কারে

প্রেমেন্তে মাহুয য়ীত ॥

মাখন চোর লীলা ।

১। কামোদ ।

যমুনা গিন্ধ চলে ব্রজগৌরী ।

শুভঘরে পণি কলস কানাই

করিছে মাখন চরি ॥

কিছু কিছু খায় কিছুবা বিছার

শিবার মটুকী ফোরি ।

যতেক নাগরী আইছে নাহিয়া

বুঝি সে পল্লীল দৌড়ি ॥

এক সখী ছিল সেওত গুহরা

করিবারে রাখোয়ারী।

দেখি গোরী ঘরে ভাঙ্গা সে মটুরী
জিজ্ঞাসে সখীরে ধরি ॥

রেখে গেহু তোর প্রহরী ঘরের
আনি মোর হিতকারী।

তাঁখে যে এমন কোন্ ভাবে ছিল
খেলো সব লুট করি ॥

কালীহর ভণে ক্রমে ভুলাইয়া
সরদ্ব লয় হরি।

হেন চোর ধরা সহজ ত নয়
ধরিলে ছাড়িতে নারি ॥

২। তিরোতা।

কেমন ক'রে চোর আইল ঘরে।

শুনি নাই পদধ্বনি নপুরের রণধ্বনি
কোন্ পথে খেলো মটুরী ফুরে ॥

দেখে দেখি নাই তারে সাগুন যে ছুরি করে
আনি এ বাণী খাইল চোরে।

মনোহুথ কর তাগ আবার পাইলে লাগ
রাখিব ধরি পাকরি করে ॥

সখীর প্রাণের টানে কানাই কেওয়ার কোণে
দেখি সখি ঝগড়িরা ধরে।

অঙ্গে ধরি শ্রীগোপাল লপকি লপকি ভাল
কহিছেন বহুত প্রকারে ॥

৩। কেদার।

বহুত অনীত হোনার বস্ত্রে।

ফল পাবে তার রাখিব আটকি

হেট কেন মুগ লাঞ্জে ॥

চঞ্চল চপল চৌর চুডামনি

কুচাল কি তব সাজে।

ছাড়িছ এবার আবার পাইলে

বলে দিব নন্দরাজে ॥

ওলাহনলীলা।

১ সুহই।

অই যায় ধনী চন্দ্রাননে।

কুহিতে তড়িত ভারতে যায়রে

আনিদে নন্দভবনে ॥

শ্রামযন্ত্রের বদন নিরবি

ফিরিলা মুদিত মনে।

সখীগণ সব: সমঝারে খেলি

হইসি এক কেনে ॥

২। সিন্ধুরা।

মন ব্যুধি সব: যায়রে ধাই।

নবপারীসনে নলের অঙ্গণে

ওলাহনছলে হেরিতে কানাই ॥

কছে গোপীগণ কপট করিয়া

শুনগো যশোদা মাই।

তোমার স্তনের দাক্ষণ উৎপাতে

চুড়া ব্রজ ছেড়ে যাই ॥

পণ নিরা যেতে কি দাক্ষণ জালা

রহে পথ আটকাই।

যমুনার যেতে জল আনিবাবে।

জলে ফেলে ঘড়া ছিনাই ॥

পাড়া হয়ে ঘাটে নাহিতে সলিলে

পা টানে ছোরা ডুবাট।

স্তরা কলশীটি মাথে ক'রে নিতে

ভিজায় সে ঝলকাই ॥

দধির পয়সারে সাজিয়া সো দানী

মুগ মুছে দধি ধাই।

ঘুমাতে অঙ্গণে ফুকরি আগার

সঙ্গে লাগা সব ঠাই ॥

বাতাস ভাটিতে ছাটিতে সে থাকে

উড়ণী উড়য়ে বায়।

ছত ধরি তবে টানে সা উড়াগী
যখন লাগয়ে গায়ে ॥

তোমার ছাওয়ালে ছাওয়াল কে কর
কহিতে সরম পাই ।

কালীহর ভণে তাই না দেখিলে
পরশে সোয়াস্তি নাই ॥

৩ তিরোতা ধানশী ।

নন্দুলার হাসি লগায়ে ।

আড় নেত্র পেতে যত গোয়ালিনী
চাঁদের সুখা পারে ॥

রাণী যশোমতী অস্তরেতে প্রীত
বিনয়ে বাণী কহয়ে ।

তরুণবরসী পড়সী তোমরা

বালক মোর কানায় ॥

তেবে ঘর লাল যারনি কখনো
খুঁট ওলাহন লায় ॥

মেরে মোহনকো এ চাঁদ বদন
হু অব দেখনে আয়ে ॥

কতু তালে তালে নরল গোপালে
করতালে নাচাওয়ে ।

কতু কিবা দোয়ে কোন বা স্মথেরে
নাহক চোর বনাওয়ে ॥

শোন বাছা লাল না কর কুচাল
যত সমঝায়ে ।

রাজপুত্র হয়ে ফের ঘর ঘর
চোর চোর বোলায়ে ॥

শুনি বাণী হাসি ভগ্নয়ে গোপাল
কেন যাও পরতরে ।

কালী বিদেহিনয়ে উকতে বসায়
অধরে মুখ চুময়ে ॥

আন কনা চোখে মুখি দিহবারে
বকে খেয়ে গেল দয়ে ।

কালীহর ভণে তবু নিতি নিতি
সরমের মাথা খেয়ে ॥

চোখবুজানিলীলা ।

১ বিভাস ।

গোবর্ধনে চল দাদা বলাই ।

আগে আগে দেখে যাক নেচে নেচে
পাছে পাছে মোরা বেণু বাজাই ॥

কদম্ব তমাল তাম্রাঙ্গী রাজে
নবশ্যাম্পন্ন তলে বিছাই ।

শিক শুক সারি থাকি কোলে কোলে
বরষিছে সুখা মধুর গাই ॥

পরম আনন্দে সবে মিলে তথা
বেণুর সঙ্কেতে দেখে চরাই ।

তরুণ কোমল সৈশবী খাইরা
দোনা ভরা ছাগ দিহবে গুাই ॥

তরু তলে তলে ঝাড়লে ঝাড়লে
লুকায়ে আগ বজানি খেলাই ।

চাঁদ মুখের সুখা ছড়াইরা
মধুর ভাব কহিলা কানাই ॥

২ গান্ধারী ।

ভালই কহে ভাই কানাই লাল ।

নিজ নিজ খেজ নিয়ে চল সবে
যাহা কহত গোপাল ॥

শুনিয়া সে বাণী অতি হরষিত
চলে যত রাখোয়াল ।

কুমু ওণ গীত অদরে অদরে
তালে তালে তহুচাল ॥

মেঘদল গতি বক্রিম ভক্রিম

রক্রিম যত ছাওয়াল ।
কানাইর কাঁধে লক্ষ দিয়া কেহ
বাঁজায়ে করতাল ॥

গোয়ালের ছেলে মরমদা কি জানে
চিনে দুধ ছানা রসাল ।

কালীহর ভণে মরদ আনিলে
ঘুচে মরমদা জ্বাল ॥

৩ বরাড়ী ।

খেলে চোক বুজানি ।
গিরিবর কোলে কদম্বের মূলে
বসি কৃষ্ণ গুণমণি ॥
আব এক রাখাল পিছকে পাঁড়ায়
তাকি তাকে কর আনি ।

চাপে কৃষ্ণ আঁখি চাঁদের কলকে
কিবা কমল ঢাকনী ॥

লুকার যন্তক রাখাল সমাজ
তমাল তরু বাঁধনী ।

ইজিত পাইয়া সরাইছে কর
শুনিয়া কাকলী ধনি ॥

সকল পেয়েও আন দিক ধার
চতুরের চুড়াগণি ।

সখার মণ্ডলে পড়ে গেল সাড়া
গ্রাম পরাভব গণি ॥

গ্রামের আইল পালাবার পালা
কি তার ভকী বাঁখানি ।

তমালে জড়িত তমালে মিলল
চিন না মিলে সন্ধানি ॥

আকুল আইল সখাগণ চিতে
ভয়ে উড়িল পরাণি ।

ত্রাণ নিয়ে নিয়ে চিনিলেন রাম
গোপালের অঙ্গ খানি ॥

৪ কীরীগ ।

রক্ত পদ্ম দুটি ফুটেছে তমালে
পঞ্চ পঞ্চ চাঁদ রয়েছে ঘেরে ।

কর ধরি রাম টেনে নিল কক্ষে
জ্বর অর ধনি আনন্দ ঘোরে ॥

৫ ভূপালী ।

খেলে আনন্দে ব্রজচন্দ কাণ্ড ॥

শম্পদলে দলে পদাঙ্কের শোভা
বাঁজে নৃপুয়ের কণ্ঠ রূপ ॥

মুখ পর ধ্রাজে শ্রমবারি বিন্দু
চাঁদ স্নানিত সুখী অর্জু ।

কণ্ঠের ঘুঘুর মধুর বাঁজাঙ্কে
চরিতে স্নাতক দেখ ॥

জ্যাম প্রেমনিধি অঙ্গে লুপ্তি আজ
পুলকিত যিরিতহু ।

কালীহর দাসে বাঁজে সন্ধ্যাকাল
হই সে কেলি রঙ্গরেণু ॥

৬ ধানলী ।

রূপ রূপ নাচিয়ে মুরলী বাঁজায়ে
গোপাল ঘরে যায় ।

যত গোপবালা উজাসে উত্তলা
তরুর আঁড়ালে চায় ॥

মাতা যশোমতী পরাণ পাইয়া
গোপাল আনিতে যায় ॥

কোলে করি কাছ চাঁদ মুখ
মুখে ভরি চিত তাহা ॥

ভাষ্যতাপে কাছর শুক্লমুখ মুখ ।
মুখ ইন্দু পরে যুছি পোষক ॥

পাইলা রাণী পরাণে ॥

সুনীল মণির মুখ নবীনত
উনেছে সহিয়ে ভুক ।

নব নবনীত সঞ্চিত ঘরে
মায়ের ফাটিল বুক ॥

কৃষ্ণের বদন মলিন নেহারি
যার লাগয়ে দুখ ।

কালীহর ভণে ভাগ্য তার ভাল
সেইতো পরম সুখ ॥

৭ বেলোয়ার ।

সুগন্ধি সলিলে মাজি দিব্য তম্বু
সাজা'লা গোপালে মা ।

ধূপ দীপ জালি হাসি ভরা মুখে
তুলে দিলা ননীছানা ॥

গোপ বালাগণ বেড়িয়া আনন্দে
গিলি কৃষ্ণ করেন হা ।

মনের আনন্দে কহেন জননী
পেট ভরে বাছা থা ॥

চাঁদের অধরে কোমল মাখন
হাসির সুধায় মাথা ।

কালীহর ভণে সে মুখের শোভা
কল্পনায় যায় কি আঁকা ॥

বংশীলীলা ।

১ গান্ধার ।

যমুনাকূলে কদম্বকূলে
পদের উপরে পদ ।

নীল-মৃণালে কিবা ছুটি ঝলে
অধোমুখে কোকনদ ॥

নবধন রত্নিম ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম
তরঙ্গিম রূপ অমিয়া ।

তেরছে চাহনী চুড়ার টালনী
খাড়া নাগর কালিয়া ॥

চাঁদ খচিত অঙ্গুলি জড়িত
করে মোহনিগ্ধা বেণু ।

মুগ্ধকোলে রক্তাধর ফুলে
দ্বিলা তা আনন্দে কাহু ॥

২ বিভাস ।

কদম্ব নিকুঞ্জ নিবিড় অধরে
উদিত ব্রজচন্দ ।

লাবণ্য সুধা উথলিত জহু
তরঙ্গ অধরে মন্দ মন্দ ॥

দর মুকুলিত অধর চুম্বিত
মধুর মুরলীরে ।

স্বর স্মাদুরী মধুর লহরী
দিগন্তে ঢাললরে ॥

কৃষ্ণাধর সুধা বংশীছিদ্রে পশি
স্বজল সঙ্গীত নদী ।

গিরিরঞ্জে জহু জলের বরণা
বারিদ বরষে যদি ॥

বদন চাঁদের আনন্দ সুধা
পড়ত চিবুক বেয়ে ॥

পানমত্ত বত চকোর চকোরী
উড়ত উর ছেয়ে ॥

পদাঙ্ক বেণুে ভ্রমর ভ্রমরী
মঞ্জু মঞ্জু গুঞ্জরে ।

নবধন পেখি মধুর মধুরী
উল্লাসে নৃত্য করে ॥

৩ ললিত ।

আমের মুরলী বাজলরে ।
বসন্ত তরুর নতন ধরণে

ধৌবন জোয়ার খুললরে ॥

মনের করে শর বনাইতে
সাজী সাজী ফুল যোগালরে ।
সারী শুকপিক দয়েল পাণিয়া
মধু পেয়ে কণ্ঠ খুললরে ॥
শুনাইতে যদি পড়ে বাধা ।
চন্দন সুগন্ধ ভার সমীর
ধীর ধীর বহলরে ।
বল্লবী বল্লবী ফুল তহুতে
অতনু ফুল ফুটলরে ॥

৪ সুহিনী

শ্রামের বেগু খুলল স্বরজাল ।
যেন শরজাল ঘটাল সরজাল
কুলসরসী বেড়ল জাল ॥
লহরে লহরে লাহরে লাহরে
বিথার ঠৈগেল জাল ॥
ক্ষীণতনু ব্রজসীন কুলবধু
ধরাপড়ল ভেল বেহাল ॥

৫ সারঙ্গ ।

বাঁকা শ্রাম বাজালা বাঁশরী ।
কুরঙ্গনয়নী গোপাঙ্গনা কুল
আকুল ধাওল গেহ ছাড়ি ॥
হেরইতে শ্রাম বদনচাঁদে
পাগল প্রায় আপন পাসরি ।
কোই দেহ নিয়ে কোই দেহ থুয়ে
হেরল মো রূপ পরাণ তরি ॥
বংশীগীতায়তে অগিনী ধরম ।
ভ্রুখোসা ফেটে নিরমল লাজ
ফুটে ধায় যেমতি গরম ॥
শ্রেম পরতাপে পাশ বাস ভাজি
বেড়ল ব্রজবধু মরম ।
প্রাণ বঁধুয়ার দরশন পেল
পণদিয়া সরম ভরম ॥

৬ কেদার ।

কে বলে শ্রামের বংশী ।
বড়শী জহু পড়শী হিয়ে
বাজায় টানয়ে কসি ॥
কে বলে কাহু-বেগু-মাধুরী ।
ওযে আশীবিষ উগাড়ে বিষ
কাণ দিয়া দেয় মরমে পুরি ॥
হরে ভণে শুনে সব উজার ।
দেহগেহবাস গলফাস জহু লাগে
বনবাস ভেল সার ॥

বুলনলীলা ।

১ বরাড়ী ।

ব্রজমঞ্জুকুলতলাড়িলীলাল ।
চারনেত্র দলে দলে খুন্সুমত হোলে
হাসি অঙ্গুর অঙ্কিত অধর বিশাল ॥
শ্রামললিতালক বেড়া চুড়শিখণ্ডক
চুমত শ্রীজীর চিকুরজাল ।
ঘুমের মধুনিশাতে শ্রামবাম কাঁধেতে
কাঁপল কাঁপল গোঁরী দক্ষিণ গাল ॥
মালতীর মালিকায় অলিদল বোলি ছায়
জাগায়ে রাখে কিশোরী কিশোরলাল ।
দোলায় দোলার আলী নৃত্যগীত করতালি
শোভায় মাধুর্য্যে লোল তরঙ্গের জাল ॥
নীলঘনামুদ্রঙ্গনে সুধানিধি বিষচ্ছলে
তরঙ্গে তরঙ্গে রঙ্গে ছাইছে ভাল ।
দোলিতা চকিতা রাধা জহু শ্রামতনু আধা
বেড়ল সে তনু খুলি করমুগাল ॥
তমালে কনকলতিকা উজাল ।
তাতে বাড়ল শ্রামমুখ হাসিতে প্রাণিত মুখ
নীলসিদ্ধিতে উদয় দ্বীপ প্রবাল ॥

২ ষষ্ঠাঙ্গ ।

রতন দোলায় চড়ায়ে শ্রামগোরী ।
 দোলায় আনন্দে বেড়ি সখীগণ
 তালে তালে কঙ্কণ ঝঙ্কারি
 নোয়াই নোয়াই দোলে তরুড়াল
 অনিল মন্দ মন্দ সঞ্চারি ।
 শাখি শিরে পাখী লভই সো সাড়া
 উড়ত পড়ত সঙ্গীত করি ॥
 কৃষ্ণকুসুমরী রাধাপদ্মগন্ধ
 কুঞ্জকুসুম গন্ধে জড়ি ।
 মুগধ কয়ল গোপবধু প্রাণ
 উল্ দেয় তারা উল্লাসে ভরি ॥
 করপদ্মে ধরি ডালা ভরা ফুল
 বরষিছে ধরে যুগলতরু পরি ।
 রস ভগমগ রসবতী রাধা
 নিজকর পদ্মে ধরল বাঁশরী ॥
 চারি পদ্মে জড়ি রাধাকান্ত বেণু
 দোহে দিলা অধরে অধরে ধরি ।
 বংশী ভাগা বাড়া দুহ চাঁদ আজু
 পুরিয়া দিলা অধর সুখা মাধুরী ॥
 কিবা সে আনন্দ যাই বলিহারি ।
 রাধা গীত মধু কৃষ্ণ গীত মধু
 বহল উছলি এক ধারা ধরি ॥

৩ বেলোয়ার ।

সখীগণ বেড়ি তানপুর সেতারে
 তুলল মোহন গীত ।
 লহরে লহরে প্রেমায়ত সুখা
 ভরল দোহার চিত ॥
 আনন্দে এলায়ে রাধা বিনোদিনী
 বিভোর অবশ জহু ।
 ঢলিয়া পড়িতে ঢল ঢল অঙ্গ
 আঁটিয়া ধরল কাহ্ন ॥

সখীগণ চিতে বাড়ল হরষ
 আরতি উচ্ছ্বাস মধ ।
 ফুলহারি দিয়া বাঁধল দোহাবে
 কপট কোপ উদয় ॥
 লাবণ্যামৃতে না ভট্ট নাগর
 মূলত পরম সুখে ।
 চূড়ায় চঞ্চল সুরের
 বোলত অলি নাপে না ॥
 ভালে কপোলে হেনক
 মোছে দোহা দোহারে ।
 হাসি ঢল ঢল সখিয়ন পড়ে
 বদন ঝাপে আঁচরে ॥
 সে তরুয়া ভাগ্য তরুগণ চায়
 যাতে লটকাই দোলে ।
 থরে থরে ফুল বদন দোলাই হাতে
 হরে বাঁহা কুড়িয়ে তোলে ॥

৪ কামোদ ।

আইল সুখ সাওন মাস ।
 নবরঙ্গ ভরে নাগর নাগরী
 ধাওল কদম পাশ ॥
 লটকাই পীঠ রেশমের ডোরে
 বাঁধল কদম ডালে ।
 গরজত ঘন চমকে চপলা
 বায় শীতল সঞ্চরে ॥
 থলে নানা ফুল জলে পদ্মাসী
 আরতি অলি গুঞ্জার ।
 বিবিধ শিঙ্গার করি সখিয়ন
 বজায়ে গায়ে মল্লার ॥
 গগন বিতান বাবিলে
 বিন্দু বিন্দু বরিষণ ।
 রূপ উজাগরি নাগরীর
 সুখসিদ্ধ উছলন ॥

বোলত খগ মৃগগণ ধাওত
 স্নন্দর বন মাধুরী ।
 এহেন সময় বিপিন বিলাসে
 কেলি মগন শ্রামগোরী ॥
 ৫ মল্লার ।
 বৃকভাঙ্গু নন্দিনী বৈঠল পীঠে
 বুলায়ে কমল পদ ।
 দশদলে বলে মণিময় চাঁদ
 অধরে অমৃত নদ ॥
 সখীগণ বেড়ি দাঁড়াল আনন্দে
 যৈছন চাঁদের মালা ।
 রসিবেন্দ্র হরি নবভাবে ভোর
 পিছনে ধরল দোলা ॥
 প্রীতমে বুলায় সুন্দরীকে শ্রাম ।
 কদম্ব কুঞ্জে ধীর সমীর হিলোল,
 উজোর কয়ল বনতন্তু ধাম ॥
 ডালে ডালে বসি ময়ূর ময়ূরী,
 স্নখে অধোমুখে চায় ।
 কোকিল কাকলী মধুর মধুর কিবা
 গলিয়া গলিয়া ছায় ॥
 ঘন মস্ত্র ধ্বনি গগনক কোরে,
 কিবা হুন্ডুতি বাজায় ।
 বৃষ্টি বিন্দু বিন্দু বৃন্দারক বৃন্দ
 সিঞ্জে চন্দন ফোটায়ে ॥
 মেঘ ফোরি ফোরি সুন্দর চাক চাঁদ,
 পেখি পেখি লুকায়ে লাজে ।
 থেকে থেকে চমকে তড়িত দাম,
 মনোহুখে পশে জলদ মাঝে ॥
 কুঞ্জ গগনে দোলত বিজুরী ।
 চঞ্চল শ্রামল নব নীরদ পাশে
 কিবা বৃকভাঙ্গুর হুলায়ী ॥

খল খল হাসি বদন চাঁদে ।
 বিজুরী উগারে বিজুরী ফুল ।
 আনন্দে ভাঙল সখিয়ন চিত,
 কৃষ্ণ অলি উল্লাসে আকুল ॥
 কোরে করই শ্রাম চুমল সো মুখ,
 চড়ল মাধব পাশে ।
 সখী সবে স্নখে করে ধরি ডোরি,
 টানে ঘন ঘনোচ্ছ্বাসে
 রাধাকৃষ্ণ দোলে কদম্ব ডারে ।
 যুগল মাধুরী বাজে কালীহর
 সো ডোরি ধরইতে পারে ।

হোরীলীলা ।

১ ইমন ।

পিয় শিয়ারী হোরী খেলত
 যমুনা তরঙ্গিনী তীর ।
 যুথ যুথ সখা সখী মিলি
 আজুরে আনন্দ ভির ॥
 গোপ গোপী উল্লাস বিভোর ।
 চলত কুমকুমা রঙ্গ পিচকারী
 হাসি হাসি বদন উজোর ॥
 ঘন দামিনী দলে দলে ধাওত
 কঙ্কণ রুণু রুণু বাজে ।
 মূটক মূটকী রঙ্গগুলাল
 রঙ্গ ভেল ব্রজ সমাজে ॥

২ বসন্ত ।

সখীগণ পকরে নন্দলাল ।
 কোহঁ টানই চূড়া কোহঁ টান বাঁশী
 কোহঁ ঢালই অঙ্গে রঙ্গ গুলাল ॥

নন্দন গীত ধাবন লাজ ডরি ভাগল
 শ্বেদ আবির জলে তিতল বেশ ॥
 যুবক সেতার বীণ তাল তরঙ্গে
 সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত মধুর ।
 মুখরিত দিগঙ্গণ আনগোন দেবে
 মুগধ মন গোপ বধুর ॥
 আঁখে কুমকুম আঁকুটী লাগিয়া
 নমন মুদি কোই হাসে ।
 কোই বা মুছাই খেল দেত আঁখি
 টানই আপন বাসে ॥
 অতোধ পরমানন্দ অমিয়াক ধারা
 পড়ইছে যমুনাক সোতে ।
 সমীরণ কোরে সো ধারা খেলত
 উজোর বরজ হাসি জোতে ॥
 পঙ্কিল কুমকুম বরজ ধুলি
 গভীর অস্থিত চরণক ভরে
 জহু কমলক দল পরি কেলি ॥

৪ ইমন কল্যাণী ।

শ্রামক বামে পাড়ায়ল গোৱী ।

বেড়ি সখীগণ সুবাসিত রঙ্গে
 মারত কুমকুম পিচকারী ॥

নন্দলাল আঁখু গুলাল লাল
 পীত পাট লাল ভৈগেল ।

কিশোরী গোৱী লালবরণী
 অভিনব শোভা মরি ভেল ॥
 লাল চামর দোলিত দুধার ।

ভরুপজ লাল লাল লতা গুলম
 লাল যমুনার ধার ॥

অজয় বলয় লাল হার নুপুর
 কেশ বেশ ভূষণ লাল ।

আবির মেঘে আবরিত চিক
 সমীর গভীর লাল ॥

অচুরাগ মিষ্ট লাল সলিলে
 না হল ব্রজক সব ।
 সুখ তরঙ্গ পেলত অপার
 কোলাহল সঙ্গীত রব ॥
 শিখিকুল নাচত পিছপট গুলি ।
 শাখামুগ মুগ খেলত রঙ্গে
 খগকুল গাওত গুঞ্জরে অলি ॥
 ফুল ফুটাই হসত তরু
 ছলে ললিত লতা ।
 মঞ্জু কুঞ্জ ভরা আনন্দ আরতি
 মধুময় সরবথা ॥
 যুগল তনু বেয়ে নব নব ধারা
 অধরে অমিয়া খসে ।
 সে শোভা নিরখি বাসনা চিতে
 নমন হবে কি বেশে ॥
 বাঞ্ছে কাকাল কালীহরে ।
 কুমকুমে আঁকা বাকা পদ চিন
 তাহে গড়াগড়ি করে ।

রাসলীলা ।

১ কামোদ ।

পুরণ চাঁদ মধুময়ী যামিনী
 যমুনা চুখিত রসপুলকিত পুলিন
 কেলিকদম্ব কুঞ্জ মঞ্জু শোভাখনি ॥
 ফুল মধু মুগধ মধুপ গুঞ্জত পুঞ্জে ॥
 পিক 'কুহ' নিরু'র কিশলয়কোলে ।
 মাধুরী মুগধ মাধব বাজালা বেণু
 তড়িত মালা বেড়ল ঘন শ্রামলে ॥
 মদন রঞ্জই রূপক তরঙ্গ রঙ্গে
 নাচাওত নাগর নাগরী মণ্ডলে ।

উথলল রস স্রবা পারাবার
গোপীমন মগন রসকলি জলে ॥

২ কেদার ।

রাধা কাহ্ন কিবা উগারল রস ।
পুবখ নারী যুগল যুগল
নীলপীত-মণিহাবা সরস ॥
মালামণ্ডলে চাকুন্ত্য বিভোঁরা
বালা কিঙ্কণী নুপুর বোল ।
ফুল মালে মালে মকরন্দ নুদন
উড়ত আলি করত রোল ।
নেত্র পদ্মে পদ্মে কত মধুসারা ।
মুখ চাঁদে চাঁদে শীতল, স্নাত স্রবা
দিগন্ত ছাওল স্নেহের পারা ॥
হুঁক বন্ধন কর মৃগলে মৃগালে
কমলে কমলে মধু পরশ ।
কুচ তরঙ্গিত দোলিত কচনবরী
কাহ্ন পরশে গোপিকা অবশ ॥
চন্দনচান্দ বহু শ্রামক তিলকালক
মাখল গোপবধু অপরে ।
কুচকুঙ্গম লাগল শ্রানক উরে
নাচে রঙ্গিণী যত করে পরে ॥
গাওত অধর মধুর অধুণ গীত
পিক পাণ্ডিয়া উননত হয়
বৃন্দারক বৃন্দ ভরল বৃন্দাবন ভূম
বরষি বরষি বৃন্দারকচয় ॥

৩ কামোদ ।

মাখে বিরাজে নাগর বামে কিশোরী
মধুর মধুর ঢল ঢল রসে ।
রচল মণ্ডলী বরজরমণীগণ
সুগন রাধা কান ছটা পীযুষে ॥

মদন জাগল মজল গিরিতি স্নেহে
অলস অবশ সবকুত্তু ॥

শ্রামক সরস কমলকর পরশে
গোপী কুলাকুল মধুময়ী জহ্ন ॥
আনন্দ সিদ্ধকলি তরঙ্গ উঠল ।
চুষনালিঙ্গন অধরে তাষ্মলাপণ
গণ্ডমুকুরে মুখবিষ পড়ল ॥
কবরীনীবি নিতম্বিনী অঙ্গে
হীরহারাবলী খসল টুটল ।
নুপুর কঙ্কণ অনঙ্গ আরতি সনে
কণ কণ রূপ রূপ বাজল ॥
কপোল ভালে শ্বেদ বারি বিন্দু
মুকুরে মুকুতা দোহে দলল ।
নাচিতে নাচিতে কাল কালিন্দীনীয়ে
নাথর নাগরী নিয়ে বাঁপল ॥
থলে জলে গহনে শ্রামস্বন্দর কুঞ্জর
করিণী যুগ সহিত খেলল ।
পূরণকামা আজু গোপরামা যত
মাধুর্য্য সিদ্ধ মাঝ ডুবল ॥
রাসমণ্ডলে রাধাকাহ্ন লীলা
মধুর মধুর মধুর রে ।
সো কেলিরঙ্গ দুরলভ রজ
পরশ পরশ মাগে কালীহর ॥

পদান্বত সমাপ্ত ।

কবিতাসম্ভাষিত :

১। (বন্দনা)

স্বরূপ— একতালি

বন্দে শ্রীগৌর নিত্যানন্দ ।

মন্দান্দোল স্বপসিকু

যাক নর্তন ছন্দ ॥

মধুরম উজয় যাক পদারবিন্দ ।
নৃত্যতি দলে দলে কল্পণাকর চন্দ ॥
বরণে মন্দারক বন্দারক বৃন্দ ।
যাক শিরো'পর— মেঘ চূষিত চন্দ ॥
ত্রিভুবন ভরল ঢল ঢল আনন্দ ।
বন্দে শ্রীগৌর নিত্যানন্দ ॥
হ্যালোক ভুলোক প্রেমালোক স্তন ।
মন্দভাগা মুঞি কালীহইরা অক ॥

২। শ্রীগৌরনিত্যানন্দো ।

“গৌড়োদরে পুষ্পবস্ভো

চিত্রৌ শন্দো তমোহুদো । ”

গৌর নিত্যানন্দ ভাষু সঙ্গ ছন্দ
শোভা প্রভা অহুপম রে ।
ভাষু কিরণ শীতলি সুধাংশু
সুধা করি করে বিতরণ রে ॥
ভাষু কিরণ চাঁদ পরশনে
সুধা হয়, কবি কখনরে ।
অবিকর সিদ্ধ সিদ্ধি ঢাল চাঁদ
চাঁদের গৌরব কত নায়ে ॥

গৌর ভাষু প্রেমকরে তপ্ত বিষামৃত ধরে
উজ্জল দহ বিরহময় ।

নিত্যানন্দ সুধাকর নিজাঙ্গে ধরি সে কর
বিতরে শীতলি সর্বময় ॥

সুখ অর্ক একস্তরে ভাস'ল দেশ জোয়ারে
প্রেমবস্ত্রায় ধরা টলমল ।

অর্ক ইন্দু অমা সহ তারে অমাবস্তা কহ
কহ এবে পূর্ণিমা উজ্জল ॥

একদিকে রবি শশী থুলিয়া পূর্ণিমা নিশি
“কিমাশ্চর্য্যং” চিত্রৌ কিবা আর ।

অপূর্ব অমৃত আলা ঘুচা'ল কালির কালা
ভীম কলি কবল আধার ॥

বিষ্ণুপদে গজা হয় ব্রহ্মা কমণ্ডলে লয়
শিবশিরে ঢালে অতঃপর ।

তেমতি শ্রীনিত্যানন্দ পাতিয়া অঞ্জলি বন্ধ
ঢালি দিলা অদৈত উপর ॥

ছড়ায়ে সে প্রেমধারা লিখে জীব জগৎভরা
সুধা পেয়ে ক্ষুধা তুল সবো ।

ততোহুদৌ ভাই দুটি দিবা সঞ্জে নিশা দুটি
উদ্যানিল তরঙ্গি দীপে ॥

নাম দিয়া প্রেম দিয়া নাক'ইল শ্রীনদীয়া
নদী বহে নঃনে সবাব ।

“হা গোবাপ হা :নতাই, কবতালি 'তাই তাই'
আনন্দরোজ নাম গোলকার ॥

পাপী তাপী সুশীতল নামে আঁপি ছল ছল
পামাণ গলিয়া হলো পঙ্ক ।

ভক্তি পঙ্কজ তার ফুটয়া দুটিরা জায়
মদগর্ভ পলায় সমস্ত ॥

জগামাধা পর্য্যন্ত সান্নিধ্যদে পাপান্ত
গৌরনিতাই সম শব্দো কে ?

“হরিবোল, হরিবোল”- সর্কী যাবে দেয় কোল
গৌরনিতাই সম শব্দো কে ?

৩। বৈষ্ণবের হা'র মানা।

বৈষ্ণবের হা'র মানা !—

শুণের সমাজে রাজা বলি এই—
জয়াশা ?—না—না—না ॥
বিচারে জিনিয়া কিনিব সুনাম
তোমাতে করা'ব হেট ?
দয়ার উচ্ছলে ফেটে যায় প্রাণ
নয়নে অশ্রুর ভেট ॥
জীব দয়া যার হারাতে নারাজ
হারিয়ে আনন্দ তার ।
পরাত্তব করা পরে পীড়া দান
নিষ্ঠুরের অহঙ্কার ॥
দীন যে কাঙ্ক্ষাল জিনিতে নাচায়
নীরব বাদ্যল সম ।
অয় বাহু বেধা তারে দেয় অয়
এসে প্রেমের ধরম ॥
“হা গৌর” যে বলে ছলে বলে তারে
পরাত্তবি করে যে রক্ত ।
কপট প্রেমের ভীষণ মাছুষ
ছাড় তার পরসঙ্গ ॥
পরাত্তব দহে সহে যে শীতল
ধীর বীর বৈষ্ণব সে ।
কহে কালীহর হারিতে হারিতে
অয় হয় হরিপাশে ॥

৪। বৈষ্ণব না মুক্তি ভণ্ড ।

বৈষ্ণব হইতে মোর সাধ ।

মুখে যেন বাচস্পতি কলমেও গণপতি
“তৃণাদপি” শ্লোকে পরমাদ ॥
নামে কৃতি নাই গ্রাম্য কথা গাই
রসনা উদরে যোগ ।
সর্বজীবে দয়া বার্থে বড় মার
হারে, এ বড় রোগ ॥

সর্বভূতে সম জ্ঞান অল্পম
যদি করে অর খাই ।
সাধু গুরু ভক্ত সেবা অমূল্য
বেটা ছাড়া-কথা নাই ॥
এ মুখ কমলে মধু নাহি গলে
বিধাতার কিবা সৃষ্টি ।
প্রতিজ্ঞা সংকল্প এখনো অনল
যশে মানে লাগা দৃষ্টি ॥
সাহেবী বাবুনা ভদ্রী বোল আনা
“নিতাই গৌরান্দ” মুখে ।
আতর লাগাতে রুমাল বক্ষেতে
অশ্রু না মুছিতে হুখে ॥
তব্বের যে গোড় পেট ভরা মোর
অস্ত্রে সে অতত্ত্ব কর ।
পাণ্ডিত্যের তুলি ভক্তি ভক্তি বলি
বিচার ভক্তি যে নয় ॥
“জ্ঞান” শব্দ পেলে অজ যার জলে
জ্ঞানেই পচিয়া আছি ।
“গৌরান্দ দোহাই মুখে বলি তাই
কপট প্রেমের মাছি ॥
কামিনী কাঞ্ছনে মনে বনুঝনে
পমাটি বুকের রক্ত ।
বিষয়ই রোগ, বিষয়ের ভোগ
তিয়াগে বড়ই শক্ত ॥
ভাবুক ভকতে পাগল কহিতে
জিহ্বায় বাজেনা মাত্র ।
প্রশংসা শুনিতে মধু শ্রবণেতে
নিম্মার জলয়ে গাত্র ॥
আমিষের দারে পরেরে বুঝানে
খাইছে নিজের মাথা ।
প্রভু, আর কবে আমিষ ঘুজিবে
পরিব দীনতা কাথা ॥

বৈষ্ণব হইতে মোর সাথ ।

বৃক টানা মাথা খাড়া মুখে দণ্ডবৎ করা

“তুণাঙ্গি, মোকে পরমাদ ॥

বৈষ্ণব কিঙ্কর লিখি ।

দেখা শুমা চিনা হলে যাবে জানা

দেখিবে কহিবে সে “এ-কি ?”

পরম বৈষ্ণব শুক কি উদ্ধব

লগনী প্রবন্ধ ছন্দে ।

মূলে বিষ্ঠাকৃমি দুই কালনেমি

পরাজয় মানে নিন্দে ॥

হাস্তরে কুম্ভাণ্ড অসাড় প্রচণ্ড

বৈষ্ণব বোলায়ে কিরি ।

হার হার, কবে করুণা হইবে

কুমতি ঘুচিবে, হরি ॥

হিংসা দৈর্ঘ্য দ্বেষ হইলে নিঃশেষ

বৈষ্ণব সেবার রুচি ।

দূর হয় কাম সরস শ্রীনাথ

চিত্তের হয় যে শুচি ॥

প্রভু শুদ্ধ চিতে রাঙ্গাপদ দিতে

বাধ্য যে সতত শুনি ।

কবে শুদ্ধ মন হইবে তেমন

হেরিব রসের খনি ॥

“আর কবে নিতাই চাঁদ করুণা করিবে।”

পাপ দেহে যেয়ে হরে ভাব দেহ হবে ॥

৫। পুষ্পময় গোরা ।

শ্রীগোরাকো মুখ পদ্ম !

অধর দলে অরুণ ভাতি ।

দন্তরাজী কুমুম কুন্দ ॥

উহি চঞ্চল নীলনীলজ ।

নেত্রযুগ মনোহর ।

নাসা তিলক

গণ্ড গোলাপ

নাভী কমলবর ॥

করপদ পঙ্কজ

চাঁদ অরুণ ভাতি

সমুদ্র বিরাজে ।

ভাবকুমুদ

মুখ মণ্ডলে ।

ফুটন্ত স্তবক সাত্রে ॥

রোম কূপে কূপে

পুলক দল পুষ্প

থরে পরে তরু ছায় ।

সো পুষ্পময়

রূপ শুধুপানে

অলি কালীহেরা ধার ॥

৬। জাহ্নবী তীরে ।

গোরিয়া খাড়া

জাহ্নবী তীরে

গামছা ছলিত কাঁধে ।

হলুদিয়া অঙ্গে

সুগন্ধি তৈল

ঝলমল কিবা ছাঁদে ॥

ননীতরু ঝরা

শ্বেদ বিন্দু বিন্দু

তৈলনিপত হরিদ্রে ।

উনারে পড়ি'ছ

সুলাবণ সুখা

হৃৎকরে ডাকা'তে রৌদ্রে ॥

বিষছলে তাম্র

নাহি গঙ্গাজলে

না হ'ল নীতল কভু ।

তাই গোরা অঙ্গ—

লাবণে ঝাঁপল

উছলল শ্বেদ-অশ্রু ॥

কিবা পা পরশ

লভিতে বাসনা

বিষছলে ডুবি অলে ।

তরুদাহ দিয়া

নামাইতে চাহে ।

নিশ্চিত কোটীন্দ্র কলে ॥—

কারে বলে গোরা

করুণা-নাড়ি ।

“আর, ডুবডুব খেলি” ॥

কারে কিবা বলে

চাঁদ মুখ ঠারে

কে বুঝে সে ভাবকলি ॥

ভাব তরঙ্গে

রূপস্বধামিন্দু

পরান কাড়িয়া নিল।

কল্যাণ বসিয়া

গন্ধে সে সুখা।

কণাও না পিল ॥

৭। অপূর্ব চন্দ্র গ্রহণ

তড়িত গিলিল মেঘে।

সোহাগে গলিত

তপত কাকন

কিবা মরকত রাগে ॥

রাধা কৃষ্ণচাঁদে

পূরণ গ্রাসিল

বরণ ফিরিল চাঁদে।

এ চাঁদের গ্রাসে

বঁাদার না হয়

আলোক দ্বিগুণ হুঁদে ॥

* চিনার কি চিন্ খুল ?

ধরা যায় তারে

নয়নে নিশানা

চিনিতে আর কি র'ল ?

চাঁচর চিকুর শোভা !

বর্ণকচোরা চাঁদে

জড়িত জলদ

খুলিছে কতবা প্রভা !!

তা নয়, তা নয়, শুধু।—

অরুণ পদতলে

বজর কুন্তাদি

কমলদলায়ে বিধু ॥

চাঁদেরে ঢাকিয়া

চাঁদের তরঙ্গ

ছড়াল ভাবের তরু।

রাধা অঙ্গ মাপি

কৃষ্ণ গোরাহলো

কি কাজ ধরিয়া বেগু ॥

কালীহেরা কহে

বাক লাগি বাঁশী

সদা “রাধা রাধা” পায়।

জারে যদি মিলে

আর কেন বাঁশী

সিকিতে সাধন যায় ॥

৮। গোরার মুড়ি ভক্ষণ।

মুড়ি খান গোরা

পরম আনন্দে

বাম করে শোভে ডালা।

পদ্য হস্ত দিয়া

মুখে দেন মুড়ি

মুহু মুহু ধনি রসালো ॥

চাঁদ হি অরুণ

পদ্যক মিলন

থেকে থেকে কিবা শোভা।

অধর তরঙ্গে

কুল-দন্ত-ঝলা

ঢল ঢল সুধাক প্রভা ॥

“কা, কা” ডাকি

• কাকদল ঘেরি

তাকাইছে গোরামুখ।

“খা, খা” বলি

মুড়ি দেন গোরা

মধুর সে রসসুখ ॥

ন খারতি কোহি

মুখ পানে চাহত

“কাকা (খা খা) ভণয়তি ঘন।

পেখি শচী স্মৃতিত

কহল “খা খা”

রাখ পাগিয়ন ভণ—

কালীহর ভণে

সেবাবাদী জাত

ভাল মন্দ কেন মাপি।

গোরা প্রেমমুখ

বুঝে যে সে ধন্য

হোক সে পশু কিবা পান্থী ॥

৯। প্রাণগোর।

“প্রাণ-গোর” কহই পরাণ ভায়ে।

চাঁদ ফুটই জোয়ার লগায়ে ॥

“প্রাণ গোর” কহই তরু এলায়ে।

কো জল তরু ধরি বদন চুমারে।

প্রাণ-গোর কহই মন্দির উত্তরায়ে।

অমুপকুপনিধি নয়ন ছায়ে ॥

প্রাণ গৌর বুলি বুলি অমিরাক ।
 তহ্মন জারে রসে ।
 সরবস্ব হরে এ বুলির ঝড়ে
 দেহ বুদ্ধি যায় ধ'সে ॥
 "প্রাণগৌর" স্বপ্ন স্তনি চরাচর
 থর থর পুলকে কাঁপে ।
 ভয়ে ভব ভয় জড় মড় বড়
 রড়দি দিগন্তে ঝাঁপে ॥
 "প্রাণ গৌর" বুলি ওর নাহি স্মৃতে
 অউর যাহি তুলি ।
 "প্রাণগৌর" বুলি মখন রসসিদ্ধ
 ভেট অমৃত পুটলী ॥
 "প্রাণগৌর, বুলিতে কেঁদে দেয় প্রাণ
 আকুল উৎকর্ষা বয় ।
 "প্রাণগৌর" বাণী অস্তে কর্তরোধ
 বোধ বিচার পরাজয় ॥
 "প্রাণগৌর" কহই জালা কি মূরছা
 কব উপজবে মোর ।
 "প্রাণগৌর, গৌর" কব বা কহই
 কালীহৈরা হবে ভোর ॥

১০। কাঁহা নবদ্বীপ ।

মা গঙ্গে, দেবি ! ব'লেদে স্মৃতে ।
 কাঁহা নবদ্বীপ ভাসিত সোতে ॥
 ডুবায় রাখিলি, দেখা মা তু'লে ।
 কাঁহা নবদ্বীপ হাসিত হু'লে ॥
 এই কি নবদ্বীপ দীপত ধাম ?
 চিনারে কর মা সফল কাম ॥
 এই কি মাসে শ্রীবাস অঙ্গণ ।
 খোল করতাল ধ্বনিত সখন ।

মঙ্গল কীন্তন নামাঙ্কিত ।
 কাঁহা পকতলে তাণ্ডব-আঞ্জিত ॥
 কাঁহা মোর গৌরা পূর্ণাণ-নাথ ।
 কাঁহা নিত্যানন্দ নিতাই সাথ ॥
 কাঁহা শ্রীঅধৈত শান্তি পুণ্ড্রেশ্বর ।
 কাঁহা গৌরগত প্রাণ গদাধর ॥
 কাঁহা শ্রীনিবাস ভাগ্য মূর্তিমান ।
 কাঁহা ভকত স্বত গৌরাঙ্গ প্রাণ ॥
 কাঁহা পদরজ ধু'য়ে নিলি মা ।
 রজে মে'জে দে, পালে দে চুড়া ॥
 ডুব দে কালীহৈরা গঙ্গাজলে ।
 সে রজ: লাগিবে সিনান ছলে ॥

১১। গৌরাঙ্গ নামে শত শশী গলা ।

চিত-পুরণিমা সুখা উছলা ॥
 গৌরাঙ্গ নামে কোটি পদ্ম ছালা ।
 বরণে বরণে মকরন্দ মাখা ॥
 গৌরাঙ্গ নামে অমিষা নিরুয়া ।
 কল মন্দাকিনী রস প্রসরা ॥
 গৌরাঙ্গ নামে বঙ্গী গঙ্গা ।
 প্রেম কুতূহল তরঙ্গ ভঙ্গা ॥
 সিনান শীতল ত্রিতাপ মূর্তি ।
 আনন্দ সাদ্র উল্লাস পুষ্টি ॥
 গৌরাঙ্গ নামে নিখিল মঙ্গল ।
 বিমুক্ত সঙ্গ সুখ সুবিমল ।
 গৌরাঙ্গ নামে চিনময় ধারা ।
 উজল রস জ্ঞানযোগ হারা ॥
 গৌরাঙ্গ নামে তপত মদিবা ।
 কবিকা পানে মত্ত মাতোয়ারা ॥
 গৌরাঙ্গ নামে কলতা মূল ।
 সর্কসিদ্ধি দা অকুলের বুল ॥

গৌরাজ নামে সোণাল ছটা ।
 উহি অচুরাগ সিন্দুর ঘটা ॥
 গৌরাজ নামে খাম বুদ্ধাবন ।
 নবখনদামিনী বর স্বলকন ॥
 গৌরাজ নামে নিকাম সে কাম ।
 ভব রসায়ন প্রাণ আরাম ॥
 গৌরাজ নামে লহর মাধুরী ॥
 উবার বলক শিশির ভরি ॥
 গৌরাজ নামে ভ্রমরার গীত ।
 ধাবর জঙ্গম পুলক-প্রীত ॥
 গৌরাজ নামে শিক শিক লয় ।
 মাধুর্য্য কল্লোল দিগন্তময় ॥
 গৌরাজ নামে যুদ্ধ বোলে ।
 প্রেম আনন্দে প্রাণ মন গলে ।
 গৌরাজ নামে নেত্রে বহে নীর ।
 তরুণ পুলক কম্পশিশির ।
 গৌরাজ নামে ফুরে গৌরাজপ ।
 মাধুর্য্য মধুকেলি রসকূপ ॥
 গৌরাজ নামে কব হবে রুচি ।
 পামর হরে না হয়ল শুচি ॥

১২। সঁপেছি প্রাণ ।

প্রাণ সঁপেছি প্রাণ কান্ত
 লোটায়েছি তব পায় ।
 অয়ন জলে পাখালিছি
 যুগলপদ ভাবনার ॥
 ফুটবল করিয়ে মাথা—
 কে'লে দিছি তব পায় ।
 পদাযুত পরশে বা
 সকল জালা ঘু'চে যায় ॥
 প্রাণেরে চন্দন করি—
 মেখে দিচ্ছি রাঁ পায় ।

লো'খে রহ এ বাঁসনা—
 আশা নি পুরিয়ে যায় ॥
 মনেরে ভ্রমর করি
 উড়ায়েছি তব পায় ।
 পাদ-পদ্ম মধু পিয়ে
 ঘুচাবে সে পিপাসায় ॥
 আশা হেন গৌরহে
 তব প্রেম বসিবার ।
 ধর্ম্মেয়ে বিদায় করি
 "আমি" টি ধুইয়া যায় ॥

১৩। তুমি যদি হও আমার ।

গৌর হে তোমা বলি আমি
 তুমি যদি হও আমার ।
 জগৎ অসৎ উদয় হবে
 যাবে সদস্য বিচার ॥
 বিষয়, আশয়, সংশয় তবে
 ভবে হবে সব অসাড় ।
 গৌরব সৌরভ প্রচার আচার
 ধুয়ে হবে একাকার ॥
 স্মৃতি-কৃতি বিধি আদি—
 সমাধিতে নিরাকার ।
 বিরোধ নিরোধ, ভাল মন্দ
 দ্বন্দ্ব হবে ছারখার ॥
 জ্বরের ওষা ভগবান
 ঘুচে যাবে ভূত বিকার ।
 পঞ্চের মাথা পঞ্চ খাবে—
 ক্রিমের পঞ্চ কেবা কার ॥
 ভক্তি-পদে ভুক্তি মুক্তি
 দিবে আত্ম-উপহার ।
 স্বরূপের অধাকূপে
 হেব মূর্তি অধাসার ॥

১৪। প্রভু তুমি বিনে।

(ভাটের স্বর)

প্রভু, তুমি বিনে, এ সংসারে

সকলি আশুন!—প্রভু তুমি বিনে।

প্রভু, তুমি বিনে, প্রাণ জুড়ান।

আর কিবে ধন!—প্রভু তুমি বিনে।

প্রভু, তুমি বিনে, পরশ কিবে?

সকলি উপল!—প্রভু তুমি বিনে।

প্রভু তুমি বিনে, অমিরা কি?

সকলি গরল!—প্রভু তুমি বিনে।

প্রভু তুমি বিনে, আনন্দ কি?

নিবানন্দ ময়!—প্রভু তুমি বিনে।

প্রভু তুমি বিনে, জীবন বা কি?

সকলি মরণ!—প্রভু তুমি বিনে।

প্রভু, তুমি বিনে, আলো কিসে?

সকলি আঁধার!—প্রভু তুমি বিনে।

প্রভু, তুমি বিনে, কুসুম কিবে!

সকলি বন্টক!—প্রভু তুমি বিনে।

প্রভু, তুমি বিনে, চাঁদ কিবে!

কেবলি সে কঁাদ!—প্রভু তুমি বিনে।

প্রভু, তুমি বিনে, স্বর্গ বা কি?

সকলি নরক!—প্রভু তুমি বিনে।

প্রভু, তুমি বিনে, এ দাসের

ছগতি অপার!—প্রভু তুমি বিনে।

১৫। কাকালের গান।

একবার কাকাল ব'লে দরে কর এ দাসেরে।

আয়ত্নথের পানে না চাহিলু কিরি,

কেবল সাধ মনে ওরূপ নেহারি।

ও তোর প্রেমের লাগি অমরাগি,

কৈদে আকুল ধূলি পড়ে ॥

আশা বাসার দল দিগেছি খেদারে,

আমিবে ঘর দিগেছি ভাঙ্গরে,

তবে তুই যদি, প্রাণ অনধিষ্ঠান,

তারি ধরে আসবে কিরে ॥

নামের প্রাচীরে ঘিরেছি মন্দির,

খুঁটি নাটি গুলার ভেঙ্গে দিছি শির,

তবে আর কেন নাথ থাকবে বল,

ছেড়ে একমল কুটীর ॥

১৬। নিত্যানন্দ।

কাকণ্য বারিধি নিধি—

নিত্যানন্দ এলরে অই।

প্রেম, রুচি-কচি-পাতার

নামের হাতার, বিলা'ল অই ॥

সুগেরুর শূঙ্গ'পরে

সপ্তস্বর্গ বিরাজ করে।

কুণ্ডলিনী ধ'রে তারে

মূলশক্তি অনন্ত অই ॥

করষিয়া প্রকৃতিরে তুলে বসায় পুরুষ কোরে,

আনন্দ-মদন ভরে, সন্ধর্ষণ বামরে অই ॥

দ্বিদলে শিবজ ঘটে, নহন মুগ্ধরী-পটে,

রূপ নেহার মঠে মঠে, মুগ্ধরীর গুরুরে অই ॥

শক্তিশেল শক্তি যার, ঘৃষিল বিপুলাকার,

আরোগ্য বৈরাগ্য সার, সীতা শক্তি উদ্ধার অই ॥

যার শক্তি যোগমায়া, আচ্ছাদিয়া নিজকায়া,

রাধাকৃষ্ণ পট নিয়া, উড়াইলা সেই অই ॥

যুগল ছেলে গড়ে অই, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য লই,

“হরি হরি, হৈ হৈ”—ডাকিছে দয়াল অই ॥

অগংপ্রাণ নিত্যানন্দ, পদ্মাপদ্ম মকরন্দ,

দাসবসু সেবানন্দ, দাঁড়াল দাঁড়াল অই ॥

১৭। সখিভাবে নৃত্য।

সখা আমার গলে ধরে
নাচো, একবার দেখে লই
সঙ্গে সঙ্গে নাচবো আমি
তাখিং তাখিং ঘিয়া তই ॥
তমু তমু ছানাছানি
কুণু কুণু নুপুরই।
ভালে ভালে তাওবের
রসে নে'য়ে শীতল হই ॥
চিনুক লাগায়ে কর
মুখ তুলে দেখে লই।
শ্রিতমাখা শ্রীত শ্রুনি
ক'ণ পে'তে পে'তে রই ॥
ঘন ঘন দিগে কোল
ঘন হরিবোল আই।
অণে হে'লে পদ তুলে,
ব্রহ্মরত্ন: মে'খে লই ॥

১৮। ফটো।

গৌর তে'মারি ফটোখানি
তুলে নিছি অস্তরে।
পলে পলে চেয়ে চেয়ে
ভুবে যাই সুখ সাগর ॥
অমৃতের ধারা কর
কি মধুর মূর্তিরে।
চাঁদনিলি সুশান্তনী
মুখে মাখা হাসিরে ॥
তুমি আমার আমি তব
ভাবে ডগমগকে।
ছায়া বিয়া কারা ধরা
কুটনী দিয়া হাতীরে ॥

রাগের নিগড়ে বাঁধা

মজাইতে নারীরে।

যেতে চাও, যাঃ—নার,

কটো আছে অস্তরে ॥

১৯। মৃদঙ্গ।

বাজিল মৃদঙ্গ আই রসের নদীয়া পুরে।—
আগিল অগত আগিল ভকত
আগিল আনন্দ প্রতি ঘরে ঘরে।
আগিল অগাই আগিল মাধাই
ঠাই ঠাই জীব ধাইল দৌড়ে।
বাজিল মৃদঙ্গ আই নদীয়া অমিয়া পুরে!—
জগজীবকর্ণ অমিয়ায় পূর্ণ
অমৃতে পুরাণ গেল জ'ড়ে;
সুধার নিব'র মৃদ মধুস্বর
অনন্ত দিগন্ত গেল ভ'রে।
বাজিল মৃদঙ্গ আই নদীয়া অমিয়া পুরে!—
পাখিগণ উঠি শূন্তপথে লুটি
ধেয়ে গেয়ে গিয়ে সুধাস্বরে
বধিরের কাণ অন্ধের নয়ান—
ফুটিল প্রস্থন, রসের ভরে।
বাজিল মৃদঙ্গ আই নদীয়া অমিয়া ধামে!—
গঙ্গা কুল কুল বালাকুলকুল
জগৎ ফেলিল অবশ ক'রে।
কোটি পাঞ্চজন্য,— কোটি কোটি সৈন্ত,
মহারোল, গোল, মধুহরি নামে।
বাজিল মৃদঙ্গ আই নদীয়া অমিয়া পুরে!—
নাচিল নীরধি, নাচে হরবিধি
নাচি দেবকুল কুলকুট করে।
বাঁহের মাধুরী ঝাণ বৈকল চুপি
মজা'ল সকল আকুল ক'রে।

বাজিল মৃদঙ্গ আই নদীয়া অমিয়া পুরে !—

কুঞ্জে বঁশরী ছন্দবেশ ধরি

পলাইল ন'দে, স্বভাব কি ছাড়ে ?

স্বভাবের বেশ ভাব রসে রসে

ঘন ঘন বাজে মাতোয়ারা করে !

বাজিল মৃদঙ্গ আই নদীয়া অমিয়া পুরে !—

বাজে করতাল যেন চক্ৰজাল

চালে সুখাধারা গিষ্ট পরম্পরে ;

মধ্যে ত্রিচৈতন্য নামের বদান্য

দৈন্য কবে কত ভূমিতে প'ড়ে !

বাজিল মৃদঙ্গ আই রস নদীয়া নগরে !—

পাশে নিত্যানন্দ উন্নত মাতঙ্গ

কাপারে মেদিনী তাও বঁকরে ;

নাচে ভক্তদল তরঙ্গে কঁকল

নাচে ত্রিঅবৈত হস্তার ছেঁড়ে !

বাজিল মৃদঙ্গ আই নদীয়া অমিয়া ধামে !—

মুখে হরিনাম অশ্রু অবিরাম

অগত ভাসিয়া গেল হরিনামে !

ধরা টলমল পাবাণ কোমল

সকলি তরল নামে ও শ্রেমে !

বাজিল মৃদঙ্গ আই রস নদীয়া নগরে !—

হরি হরি বোল বাবির রোল

উদ্বেলি উদ্দাম গ্রাসিল সংসারে ;

শ্বেদ, অশ্রু, কম্প কত লক্ষ বাষ্প,

মস্তে দলে যত পাবতীরে !

বাজিল মৃদঙ্গ আই অমিয়া নদীয়া ধামে !—

জয় জয় জয় গৌরান্দ উদয়

বিকাইগে চরণে হরির নামে !!

২০। ধন্যরে নৃপুর !

ধন্যরে নৃপুর তুই !—

শ্রীগৌরান্দ পদে লাইয়া বাস !

পদের কিবা সে শোভা, অপরূপ মনোলোভা,

আর কিবে আছে তোর বাস !

ধন্যরে নৃপুর তুই !—

শ্রীগৌরান্দ পদে লভিলি স্থান !

কোকিন্দে মাখি তহু, সদা বোল “কণু কণু”

পদরেণু পরাগ মাখান !

ধন্যরে নৃপুর তুই !—

শ্রীগৌরান্দপদ বিভূষণ !

রতনের কান্ত কান্তি ভ্রমর মণ্ডল প্রাপ্তি

প্রাপ্তিহীন করিয়া গুজন !

ধন্যরে নৃপুর তুই !—

শ্রীগৌরান্দ-পদ-বিলুপ্তি !

গৌর তোরে করি কৃপে খুলান কোছার খোঁচ

মুছি তহু করে পরিকৃত !

ধন্যরে নৃপুর তুই !—

গৌরপদ পদ্মমধু শিখা !

আনন্দে হইয়া মত্ত লভিয়া চরণ স্বস্ত,

নিত্য “কণু কণু” তালিস অমিয়া !

ধন্যরে নৃপুর তুই—

এতভাগ্য হলো বা কি দিয়া !

দোহাই গৌরার লাগে, শুনি ধনি কালা ভা

আর ন'লে কি কল বাঁচিয়া !

২। নাচে শচীনন্দন ।

নাচে শচীনন্দন জয় জয় জয় !

মৃদঙ্গ বাদন সমুদ্র মহন

ঘন আলোড়নে অমৃত উদয় ।

বাজে করতাল, যেন চক্ৰজা

যুগ্ম আলিঙ্গনে সুখাধারা বহ ;

নাচে শচীনন্দন জয় জয় জয় !

নাচে শচীনন্দন রসের মুরতি !

যুগাক বদন, গজজ নয়ন,
 ভালে যুগমদ তিলকের ভাতি ;
 প্রেম অক্ষ শুধু সুখা কিসা মধু
 স্বর্ণ তনু বে'য়ে তিতাইছে ক্রিতি ;
 রস শচীনন্দন রসের মুরতি !
 মাচে শচীনন্দন কাঞ্চনের গিরি !
 ভালে ভালে পদ ছুটি কোকনর
 উঠি, লুটি, যুছ কেলি করে ধীরি,
 সে যুগলপদে তকত সম্পদে,
 বাজেরে নৃপুংর রণু রণু করি ।
 মাচে শচীনন্দন কাঞ্চনের গিরি ।
 নাচে শচীনন্দন নদীয়ার শশী ।
 কত রজতঙ্গ, গ'লে পড়ে অঙ্গ
 বড়ে জ্যোতির্ময়ী ভক্তি সুখা রাশি ।
 মঙ্গল নর্দন, রসেতে মগন,
 ভাবসিদ্ধুনীরে স্নান করে পশি,
 মাচে শচীনন্দন নদীয়ার শশী ।

২২। কলি উদ্ধার ।

চেয়ে দেখ গোরাপদে, রক্তপদে—কোকনদে,—
 'দে সরসী সম্পদে, নাহের তরঙ্গ নাহে,
 গয়াকুল পড়ি কাঁদে ভীম ছুর্ণিবার কলি ।
 কাঁদিছে ধরিত্রী পদ, ছুনয়নে বহে নদ,
 পাদপরাগে মাখি, পাদপদ্ম মধু চাখি,
 লুটিছে যেমতি অলি ।
 অমা ভিক্ষা চাহে মুখে পদযুগ হেরে সুখে ;
 লতি পদপরাগন, কলির পবিত্র মন ;
 ছুটের সুমতি হলো ।
 লঙ্ঘের জন্মিল স্বত, রজতমঃ মদমত্ত ।
 পলায়ে পলায়ে ফিরে, এই নাম যুগ তোরে,—
 সাতাশুগ বুঝি এলো

কলির উদ্ধার হলো, ছুট কলি শিষ্ট হলো ।
 চেয়ে দেখ গোরাপদে, বিগলিত কেঁদে কেঁদে ।
 আবুল পরাণে লোটে, নাম মধুমাখা টোটে ;
 ধন্য ধন্য কলি, গোরাপদ অলি ।
 জীবের মঙ্গল বটে !

২৩। দে'খে এনু ।

দে'খে এনু সই
 গজাজলে ভাস্তে এক অপক্লপ চাঁদ ;
 সে চাঁদে কলঙ্ক ছুটি আখি ।
 পরাণে দেয়ল মাখি !
 (লাগা) চকোর চকোরী পাখী ।
 সে ভাব কারে বা কই !
 নয়ন তুলিয়া চাহু গগনের পানে ;
 না হেরিছ গগনেতে বিধু
 এ নয় বিধিত বিধু !
 বুঝিছ বুঝিছ সই,
 জলে বুঝি ফোটে চাঁদ কমলের মত ;
 মধু পায়ী মধুপের দল
 বিধুর সুখাও পে'ল !
 কেমনে বা সই
 মনে হলো কাঁপ দিয়া ধরি সেই চাঁদে,
 খেদায়ে দেই ভ্রমরের দল,
 চাঁদেদে দংশিছে খল !
 গজাজল দই,
 ঘন সে নবনীচাঁদ তরঙ্গে চঞ্চল,
 কে মাখি তুলিল তারে বল !—
 কীরোদ অবনীতল ।

আমার আমি যে নই,
 বন্ধে আসি গজা কিলো ছিল গর্ভবতী ?—
 প্রসবিল মেঘমাখা শশী,
 কুঁদয়ে রহল পুশি !

২৪। আমার ভয়।

আমার অন্তরে ভয়—

গঙ্গাজলে স্নান করে গোরা
নবনীত-ছানা কান্ত তরু থানা
গঙ্গায় মিশিয়ে গেলে না লাগিবে ঘোড়া !

আমার অন্তরে ভয়—

গঙ্গাজলে স্নান করে গোরা,
কাঁচা সে কাঞ্চন তরুর বরণ
ধূঁয়া গেলে সে বরণ কোথা পাব মোরা !

আমার অন্তরে ভয়—

গঙ্গাজলে স্নান করে গোরা,
ডুব দিয়া হাথ, দেশান্তরে যায়,
নদীয়ার ঘাটে মোরা সব পোড়া পোড়া !

তোঁরলো বুথা সে ভয়—

গঙ্গাজলে স্নান করে গোরা,
যদি গঙ্গাজলে গোঁর তরু গলে
এক ভেঙ্গে ছই তরু নেহারিব মোরা !

তোঁরলো বুথা সে ভয়—

গঙ্গাজলে স্নান করে গোরা,
যদি গঙ্গা তোঁয়ে বর্ণ যায় ধূঁয়ে
ধরা প'ড়ে লজ্জা পাবে ব্রজের সে চোরা !

তোঁরলো বুথা সে ভয়—

গঙ্গাজলে স্নান করে গোরা,
ডুব দিয়া এসে, ডুব দিয়া শেবে
যায় যাবে ক্ষতি নাই, ব্রজে পড়া চূড়া !

২৫। সোণার গিরি।

গোঁরা সে সোণার গিরি ! —

নয়ন নিখর ছুটি, প্রেমবারি বহে ছুটি,
শুগল স্ববাহু ছুটি কনকের চূড়া
কারে যেন ধর্তে চায় উর্ধ্ব পানে খাড়া,

অবর পন্নব নায়ে

রাঙ্গাফুল জিত রাজে

"কহ কহ, কহ কহ" গাহে জায়ে মর !

সে ভাবের অঁপি হেরি,

সে বিভোর ছুটি অঁপি পান কৈল মোর অঁপি
পরানে রহল অঁকি, ভুলিতে না পারি ;
শুধুই নয়ন ছুটি, রূপ নাহি হেরি ;

খেদা'লেও নাহি যায়, প্রাণ নিয়া যেতে চায়,
রাখিতেও প্রাণে চায় বল গো কি করি ?

গোঁরা কি পোড়াত্তে এল ন'দে ? —

নয়নে নয়ন প'ল অমনি তাহার ক'ল
দারুণ আগ্নেয় শৈল জ্বলিলরে হৃদ !

এদেশ ছাড়িবে সে অবলাকুল ব'ধে ।

সোনার সে তরুথানা, ভাববের সামুতে ছানা,
তথাপি বিষের বাণে পরানে সে বিধে !

যায় যাবে পোড়া প্রাণ ! —

গোঁরার তরুর ঝুচি পরম সুন্দর কচি
তুল'ত অমিয়া শুচি, অগিনি সমান ;
মাধুরীর এত জ্বালা, দিব তব স্থান ।

অন্তরে সেবিব তারে, চিত্তে আলিঙ্গিব ধ'রে
পরশিব এ জ্বালায় আছে কি নির্কায় !

২৬। কারে জানি চায়।

কারে জানি প্রাণ মোর চায় ! —

নয়নে সলিল ঝরে, প্রাণ জানি চায় কারে,
পিঞ্জিরার প্রাণপানী উড়ে যে'তে চায়,
কে যেন দেখা দিয়ে তড়িতের প্রায়,

লুকাল'রে আগরণ গায় !

অপন মায়া'র কোলে নবীন উজার

চাক "ফটো" রূপ কিবা অপরূপ

লাগিয়া রহিল প্রাণে কায়াছায়া তার ।

অগ্নিময়ী স্মৃতি নিভতে পোড়ায়,

কারে জানি প্রাণ মোর চায় !

চিনিয়া চিনিতে নারি. কিবা নাম কোথা বাড়ী,
 ঝিকি মিকি দেখা দিয়ে চিনিতে না দিল;
 মাঝার অতীত বলি চৈতন্ত-উদিল
 পরখিয়া ছায়
 তারে যেন প্রাণ মোর চায়!
 পটে চেয়ে রা পদ, টেনে লই কোকনদ,
 হৃদয়ে ছোঁয়াই বলি প্রাণ নাহি যায়;
 নোচেৎ এদেহে আজ কে দেখিত তার?
 শ্রীপদ পরশ লে'গে, আগুণে অমৃত-যোগে
 মোহ দেয় পরাণে ঢালিয়া,
 বুঝিতে না পারি আছি বেঁচে কি মরিয়া!
 শূন্যমাত্র আছে কায়. স্বরূপ জাগিয়া তার
 থু'জে নিশিদিন প্রাণে মোর চায়;
 কে পারে করিতে চিন বিষ অমিয়ায়?
 হেন বস্তু হায় হায়! —
 তারে কেন প্রাণ মোর চায়?

২৭। কদমতলে গোরা-শশী।

দে'খে এলেন কদমতলে ব'সে গোরা-শশী! —
 ব'সে গোরাশশী, মুখে মুহু হাসি,
 চাঁদের গায়ে পুষ্পকলি অধর বিকাশি।
 একাধারে সুধামধুবাশি!
 কিন্তু সই মোর বলতে দুখে উঠে হাসি—
 অগ্নি হুখ মাখা, মধু নন্ম ছাকা,
 কদমতলে গোরাশশী, নিরঞ্জে বসি,
 অধরেও গলে সুধারাশি;
 কিন্তু লো সই, মধুর অধরে নাই বাশী!
 সে সুধা বিকলে, তুমে পড়ে গ'লে,
 বাশী হ'লে মজাত অবলার কাণে পশি,—
 কুলমান নাশি বাশী!
 চুকা নাই, খড়া নাই, তবু তালবাসি;

কদমের মূলে গোরাশশী বলে
 অধরে মুচকি হাসি, না ধরে সে বাশী,
 কোন্ড গেল হৃদে পশি!
 শুনলো সখি, অন্তর বুঝি গোরাশশী
 ব্রজলীলা স্মরি দশাকূলে ঘুড়ি
 অধরে ধরিয়া আঁহা, বাজাইল বাশী,
 সখি, সুখে গেছ ভাসি!

২৮। গোরাচাঁদে দে'খে।

গোরাচাঁদে দে'খে কেন ব্রজ মনে হয়?
 ব্রজের এজন কে? — ন'দে এল কি দুখে?
 কি অসুখে, কার দুখে, নেত্রে বারি'বয়? —
 রস শচীনন্দন জয় জয় জয়!
 গোরাচাঁদে দে'খে যেন ব্রজ মনে হয়! —
 ব্রজের কি ভাব নিয়ে, উপনীত এ নদীরে,
 কিবা রোগে, কিবা শোকে, ধূলার লোটার?
 রস শচীনন্দন জয়-জয় জয়!
 গোরাচাঁদে দে'খে কেন ব্রজ মনে হয়? —
 ব্রজের বাধুর্বা ভায়, কারে যেন পেতে চায়,
 এই হাসে, এই কাঁদে—ভাবে মত্ত রয়!
 রস শচীনন্দন জয় জয় জয়!
 গোরাচাঁদে দে'খে কেন ব্রজ মনে হয়? —
 ব্রজের মঞ্জরী ভাবে,— মায়াতীত সে বৈতবে
 উদাস ঢালিছে প্রাণে তপ্ত মধুময়! —
 রস শচীনন্দন জয় জয় জয়!
 গোরাচাঁদে দে'খে কেন ব্রজ মনে হয়? —
 ব্রজের বৃগলরূপ সদানন্দ রসরূপ
 হৃদয়ে ফুটিয়া প্রেমে প্রাণ কাড়ি লয়! —
 রস শচীনন্দন জয় জয় জয়!
 গোরাচাঁদে দে'খে কেন ব্রজ ভাব হয়? —
 ব্রজের মাধুর্ঘ্য সিদ্ধ সারকৃত সুধা ইন্দু

রাধাসীঁধু অঙ্গে মাখি হইলা উদয় !—
রস শটীনন্দন জয় জয় জয় ।

২৯। ভাব প্রকৃতি।

রাধাভাব অঙ্গে ভেসে বর্ণ হয়েছে।—
সে যে পুরুষ-রতন গোরা নন্দের নন্দন
প্রকৃতির ভাব শুধু অঙ্গে মে'খেছে।
সখি ! দেখালো সে জন মোর পরাণ চেয়েছে।
দে'খেছি দে'খেছি মনে আগে যেন কণে কণে
সে যদি, এই হর, ভাল সে'জ্ঞেছে।
তারে পেয়ে নদীয়া সে ব্রজে জিনেছে।
ধন্য মোরা ন'দে'নারী কক্ষেরে রাধায় আড়ি
চুহন্তু এক করি বিধি গ'ড়েছে।
কালিন্দীব কাল হওয়া গৌরব গিয়েছে ;
তমালের কাল হ'য়ে সে গৌরব গিছে ধূ'রে
কোকিল নুকায়ে তরুণকণ্ঠে ব'সেছে।
স্বর্ণ নীলমণির গৌরব লুটেছে।

৩০। অষ্টদল।

রমণ ভাঙ্গি গৌরভাহু হৃদে উ'ঠয়েছে।—
অষ্টদল পদ্ম ফুটেছে।
ভেঙেছে গুণ্ডণ তার ছুটিছে মধুর ধার,
সখীরাণী বে'গে উঠেছে।
অপরাধ পদ্ম ফুটেছে।
সমরী হইয়া সখী পরাগেতে তরু মাখি
স্বখে মধু পান করিছে।
রক্তদল পদ্ম ফুটেছে ॥
পদ্মদীপ্তি গৌরদীপ্তি দুই মিলেছে,
রক্তপীতে মাখামাখি,
মধ্যে অলি থাকি থাকি
নৃত্যকেন্সি রসে ঢলেছে।
হেলাপদ্ম সোজা হয়েছে।

প্রাণ যেন কোন কলে প্রাণ পেয়েছে।
মেঘ ভাঙ্গি গৌর ভাহু হৃদে উঠেছে।

দীর্ঘ কো'লে কলি ফুটেছে।
আলোক আনন্দময়, ননোল্পর্শ সুখময়,
শুধু মধুসুধামৃত মে'খেছে।
মধুভরা পদ্ম ফুটেছে !
একি শশী সুধাসদ্ব— একি সরসীর পদ্ম !
তা নয় সে, ভুল হয়েছে,
ছদ্মিমধ্যে পদ্ম ফুটেছে।
এ যে স্বীরোদ কমল, তাহু জিনি তার দল,
চন্দ্র বাটি তার মণাল হয়েছে।
অমৃত ছাকিয়া মধু হয়েছে।
গৌরভাহু হৃদে উঠেছে।
অষ্টদল পদ্ম ফুটেছে।
অষ্টসখী দলে খুলেছে।

৩১। রসরাজ মহাভাব।

ভাবিতে ভাবিতে গৌর উঠিল আগিয়া ! —
দেখিতে দেখিতে মূর্তি—অপরাধ গৌরমূর্তি,
হায় কি তামাসা গেল তা ফাটিয়া
ফাটিয়া রহিল কি ? —বাহিরিল কি ? —
একট পুরাণ মূর্তি—জলধর কাল মূর্তি ;
অহো কি সকলি সে—শুধু বর্ণে ফাকী !
খোশার কি দশা হলো ? —খোশা রসময়ী ;
গলিয়া ধরল পুত্তি—কনকবালায় মূর্তি—
নিজ কেলি আরি হাসিলা দুই।

এমন যুগল রূপ ! —

চকিতে কনক মূর্তি গিলিল সুনীল মূর্তি
আবার নবীন সেই পুরুষ নিরখি।
অপন ভাবিতে গৌর থাকিল সুকিয়া ;
এমন অপন কেহে কি কল আগিয়া।

৩২। ভক্ত চূড়ামণি।

ভক্তচূড়ামণি হ'লা শিখি চূড়ামণি—

যিনি পূর্ণ ভগবান!—

ভক্তি মে'থে গৌরতম্ গোবিন্দের শ্রাম কাছ
গোপী জন প্রাণ।

কালিন্দীর নীরে নে'য়ে কাল হ'য়ে ছিল;

গঙ্গানীরে ডুব দিয়ে গৌরা হয়ে গেল।

আইয়া মোদের মাঝে অপরূপ ভক্ত সে'জ
নবভক্তি শিখাইলা নবীন কীর্তন;

অশ্রুবারি ছলে দিলা ভক্তি রসধন।

নিজ কাস্তি গালাইয়া রস নদে ভাসাইয়া
নিত্যানন্দ সনে ক'লা জীবের মঙ্গল;
মাতাইলা খু'লে অহো প্রেমের পটল।

যনিষ্ট কুটুম্ব হ'য়ে আমার আমার কয়ে

নে'চে গেয়ে চিত্ত হরি লুকা'ল এখন!

কোথা গেলারে গৌরা শচীর নন্দন!

কোথা প্রাণধন পদ্মার নন্দন!

হেন ধন ছে'ড়ে দিয়ে অঙ্ককারে এ নদীয়ে

নয়ন মুদিয়ে কুঁদিয়ে মরে;

যে চাঁদ গিয়েছে সে কোল ছে'ড়ে!—

রে'খেছ হে লীলাচিহ্ন কবির অঙ্কিত;

তাইতো মঙ্গল নতু শোক না নিভিত।

৩৩। মাখিব পরাণ।

গৌরা দিয়া মাখিব পরাণ!—

গৌরাচাঁদ সুধা চন্দনের পঙ্কে

মাখিব তরু; মাখিব পরাণ!

প্রকৃতির বনাইব বিমল সরসী;

নেহালিব গৌরাচাঁদে বিধিত সে অমৃত

লতায় লতায় পাতায় পাতায়;

ফুলে ফুলে দলে দলে রবি সুধাকর কোলে

ভূধর কন্দরে, সাগরের নীরে
দিবানিদি দিশি দিশি

তরঙ্গে তরঙ্গে,

দেখিব খেলিতে এক জীগৌরাক্ষ সখি
হেন দিন কবে হবে!—

ময়ন দর্পণে সতত ভাসিবে

গৌরাক্ষ মুরতি বিদ্যাদ্রুমহাতি

শুধু নয় মুখে লোমকূপ কূপে

সুধাময় করে যার অপূর্ণ মুরতি তার

নেহালিব ভাগ্যে হেন দিন হবে!—

নতু কালীছইয়া মরিয়া যাইবে।

৩৪। সখী প্রতি নদীয়া গাগরীর উক্তি।

মরম বুঝিয়া যা বলিলে সখী

তা বুঝি রসিকা (১) সখী।

“রাক্ষা পা ছুখানি” খাপিল মো বুকে

সুগন্ধি চন্দন মাখি ॥

তুচ্ছ ধরি কাণে পুরে দিলি নাম

করিলি বিধের শুদ্ধি।

হোরা লো হামার বিপদ সম্বল

বিরহ ব্যাধির বৈদ্যি ॥

তোদের হাতে সে বিহিত ঔষধ

জীয়া'তে পারিস্ মড়া।

তোদের রসনা রসচূর চুমি

সদা সুধানাম ঝরা ॥

হউক শ্রাম নাম স্বতঃ স্বাহ মধুর

তব জীত পরশ ধারা।

বেঁচে থাকি নামে সব বেঁচে যাহা

কি ফল যব গৌরহারা ॥

(১) “রাক্ষাপদ ছুখানি” প্রণেতা শ্রীমান ভক্তকবি রসিকলাদে।

গৌর সুধানিধি যদি না মিলেও
কদিন রাখিবি জোরে ।
বিরহ নিশার নিরাশা জোরে
কমল কুমুদ জোরে ॥

৩৫। নির্বেদ ।

অমিয়া ভাবিয়া সংসারে যাঁপিছ
সে যে শুধু বিকপারা গো ।
যার লাগি কাঁদি, মো লাগি না কাঁদে
এ বিবে মরম পোড়া গো ॥
অমিয়া গণ্ডবে বিষবিন্দু যোগ
আপন জনার এ কাষ গো ।
যহি মনু সুখ তাঁহি সো নারাজ
আপন সুখের এ হাট গো ॥
মরম সমঝি করম সাধিবে
হেন জন মিলা তার গো ।
হিত করি লাভ নিন্দা পরিবাদ,
পর আত্ম, আত্ম পর গো ॥
এহি হেন মেলে তিষ্ঠা হল দায়
নির্বেদ হিরে জাগলো গো ।
ছুনিয়া বাগিয়া বুঝিলাম সার
আপন বলিতে শুধু এক গো ॥
মনে প্রাণে আন তেয়াগি এবার
সার করিছ গোরাপদ গো ।
সংসার মাথালে আর না তুলিব
ভবিষ্য অমৃত ফল গো ॥
স্বরণে না চাহি নরকে না ডরি
চাওয়া চাই কিছু নাই গো ।
যা করেন গোরা যে ভাবে বা রাখে
তাই সে মোর মজল গো ॥
কঁটার পদে প'ড়ে মরণহিভাল
সংসারে বাঁচন চেয়ে গো ।

জীবন মরণ সমান ভেবেছি
আর কি এ পদ তেজি গো ॥
নেত্রবারি দিয়া পাখালি চরণ
কহব মরম দুঃখ গো ।
মুখা সেহি জন নয়ন মুছাবে
শীতল হবে কালীহারা গো ॥

৩৬। বাঙাসার ।

এ মোর পরাণ ঘৃষিত চন্দন
ও পদে প্রলেপ মাখিব গো ॥
এ মোর মনালি জপঝকারে
ও পদ পদ্মাসব পিড়িবে গো ॥
এ মোর করযুগ, অঞ্জলি নাগছত্র
শ্রীমন্তকপরে রহিবে গো ।
এ মোর কেশ পাশ, সূচাক চাকর
শ্রীঅঙ্গ মৃদু মৃদু ব্যজিবে গো ॥
এ মোর বাঁশ তরু কুকা নোড়াইরে
শ্রীপদে নৃপুত্র লাগিবে গো ।
সখির এ দয়া সাগরে নিমজ্জি
কালীহর তারে সেবিবে গো ॥

৩৭। শ্রীতুলসী ।

মুখ বলে তোমা বন্ধ: কাটে শুদি
পরতেক করি যা ।
মুখ, তাও কল— কল অনবর
শান্তরেও দেখি তা ॥
যব চাহই ওই তুলসী পানে ।
চিনময় চিন, কৃষ্ণ তরু ঝলক
পেখি কোমল লাবণে ।
কতমা শীতল পরাণে বহে
সমুদ্র ভরল কেহি ।

অনিদে পুলক ক্লান্ত চিত্ত
 "বৃক্ষ" এ তুলি সে বেলি ॥
 ত্রীতুলসী তত্ত্ব ত্রীকৃষ্ণ নিকের,
 সঙ্কেতে প্রকট কহে ।
 তুলসী সাপন ভক্তিবীজসেক
 শুচি রুচি বৈভব বহে ॥
 মঞ্জরী শিখায়, জড়ি প্রাণ মন
 ধনে উপহার ডালা ।
 কৃষ্ণপদ যুগে যোগে লভি রত্ন
 হোক এ জীউ সফলা ॥
 কৃষ্ণের ভোগ্য তুলসীর যোগে
 বাসিত স্নান মাদুবী ।
 গোবিন্দে আনন্দ প্রসাদ মকরন্দ
 ভোরা তরু ব্রহ্মা ॥
 তুলসী অগ্নিকে গোবিন্দ প্রবেশ
 তত্ত্ব নাগারক, মিথ্যা ।
 পুলকান পঞ্চ ভূতেন্দ্র প্রাণে
 সুখিঁ সঁতারে দিয়া ॥
 তুলসী কানন তরু বৃন্দাবন
 রাধাকান্ত লোকোকেলি ।
 লুকাই ধরয়ে মঞ্জরী জড়িত
 কালীচর বাঙ্গা ভেলি ।

৩৮। ত্রীবংশী ।

শ্রাম হে ! আমি আনি বাঁশের বাঁশী
 তাতো মিঠে নয়, হবে আখ-দণ্ড
 গণ্ডে রসধারা রাশি ॥
 তাই চুখি ভোর ছাড়িতে না পার,
 মিঠার আঁঠায় লাগা ।
 অফুরন্ত রস— তাও দণ্ডখানি
 তোমা দিরাছিল কাগা ?

নীলমণি চাঁদ অরুণ অধর,
 একেতো সুধার কুপ ।
 তঁহি ইন্দ্রযোগ সন্তোষ সন্তোর,
 অধর বেড়ি মধুপ ॥
 এ রসের নাম, নাম "রাধা রাধা"
 সাধ না পুরষ চাখি ।
 এ রস নামোৎস— তব হিয়া খানি,
 ভাসায় অধর আঁগি ॥
 জয় শ্রীময়ুরলী রাধা রস আঁখি
 রাধানাম পদ্ম মণিলা ।
 শ্রীম বদন চাঁদ সবসী সজাত
 সুধাসার মধু ঢালা ॥
 বংশী 'দম' কল লাগায় মাধব
 বিথারের 'রাধা' মধু ।
 ব্রজ ঘর ঘর নিকর দিনান
 পাগলী ব্রজের বধু ॥
 বংশীগুণ জানে বাধা ।
 বংশী বিনা ব্রজ লীলা অসম্ভব
 রাধাকৃষ্ণের এ স্পর্শা ॥
 বনে বনে শ্রাম বাজান বাঁশরী
 দূরহি অধর ধারা ।
 বাজে কালীচর লেহি রেণু রেণু
 ব্রজ পিপীলিকা কারা ॥

৩৯। ত্রীত্রীরাধা—নবস্তোত্র ।

দয়া কর গো—
 জয় রাধে, জয় রাধে, জয় জয় রাধে,
 জয় রাধে প্রেমসিদ্ধ, যাতে কৃষ্ণ রস-ইন্দ্র
 বিধিত তরঙ্গিত মনোদাধে ॥ ১
 দয়া কর গো—
 জয় জয় জয় রাধে, তব প্রেমবৃক্ষে
 কৃষ্ণচন্দ্রামৃত ফল ফ'লে করে ঝলমল
 মন মুখ শিবব্রজ দেবদক্ষে ॥ ২

দয়া করগো, জয় জয় রাধে !

তব প্রেমাকাশে ।

কৃষ্ণ পূর্ণ সুধাশলী রস কৌমুদীতে ভাসি

ভকত চকোর পানে করুণা প্রকাশে ॥ ৩

দয়া করগো, জয় রাধে !

তব প্রেম হেম কমলে,

মধুমত কৃষ্ণ অলি রঙ্গে ভঙ্গে ঢলি ঢলি

গুন গুন গুঞ্জরে গুণ গীতিচ্ছলে ॥ ৪

দয়া করগো, জয় রাধে !

তব প্রেমামৃত মাখা 'রাধা' নামে

রঞ্জিত শ্রীকৃষ্ণধর অধরামৃত সঞ্চার

বংশীরঞ্জে, বঞ্জে, যবে অবিশ্রামে ॥ ৫

দয়া করগো, জয় রাধে

তব প্রেম হেম স্নেহের শৃঙ্গে !

কৃষ্ণ নীলকান্ত মণি অনন্ত প্রভার থনি

ঝলসিছে মাখি হেমত্যাতি সঙ্গে ॥ ৬

দয়া করগো, জয় রাধে !

তব প্রেমহেম শশীর বঞ্জে ।

সুধালু কৃষ্ণ সত্যত সত্য

কলঙ্করূপে লাগি মাগিছে ভিকে ॥ ৭

দয়া করগো, জয় জয় রাধে !

তব উপেক্ষিত যবে,

ভোজ্য শ্রাম রাসস্থলী বসে বনে সে কাঙ্গালী

প্রাণ দিতে গেল রাধাকুণ্ডে ডুবে ॥ ৮

দয়াময়ি জয় রাধে !

তোমার শ্রাম তোমার হলো,—

চুড়াটি বেগিতে বাঁধা পীত নীলপট বাঁধা

রাধাকৃষ্ণ আধা আধা—রূপের আলো ॥ ৯

৪০। রে নয়ন !

“বংশীগানামৃত ধাম লাবণ্যামৃত জন্মান”

কমল খচিত চন্দ্রখানি ।

চিকুর জলদ তলে অশ্রু তিলকা খেলে

অপিত চাঁদে বিজলী ছানি ॥

হাসির অমৃত জ্যোতিঃ মধুর মধুর মতি

সুগন্ধুর মাগিয়া সে শশী ।

অকলঙ্ক সুবন্ধিম মদনধনু ভঙ্গিম

আছে লাগি সে চাঁদে পশি ॥

হেন কৃষ্ণচন্দ্রানন দেখিলিনা রে নয়ন

কিবা ফল তোর এ জনমে ।

অন্ধ থাকি ছিল ভাল বেড়িতনা পাপজাল

আপনে ডুবি ডুবালি অধমে ॥

দেখিবার বস্তু যাঁহা দেখিলি না তুই তাঁহা

অমৃতের পনি যে বয়ান ।

মাটি চাড়া দে'খে রুচি ত্যজিহিনা জন্মান্তি

মণি নয়, তোর মরুস্থান ॥

কি ফল স্বচ্ছতা দিয়া দিব্যতন্ত্রে না মাজিয়া

না ধরিয়া কৃষ্ণমুখবিশ্ব ।

মুখবিশ্ব সুধাজলে পুণ্যান্নান না করিলে

থ'সে যাকু পাণরের ডিহ ॥

কোমল কমল মুখ 'ক্ষ'রে যায় সর্বস্ব

আনন্দ মধুর আবে সদা ।

সে সীধু পান না করি নিম্বরসে পেট ভরি

তুচ্ছ রসে হলি তুই ছাঁদা ॥

কবে যাবে এ স্বভাব হবে তোর জলস্রাব

শ্রামের বদন চাঁদ দেখি ।

পাখালিবি ধারা ঢালি তপস্বী হৃদয় স্থলী

হইবে বড় শীতল স্থখী ॥

কালীহর দাসে ভণে কাতর দোহাই মে'নে

দে'খে লও সে সুন্দর চাঁদ ।

যার সে আলোক স্থধা,— পুরাইবে সর্বস্বধা—

আকর্ষিতে অলৌকিক ফাঁদ ॥

৪১। রে শ্রবণ !

"কৃষ্ণের মধুর বাণী অমৃতের তরঙ্গিণী"—

চারণ চন্দ্রানন-সুধাধারা ।

শিকধ্বনি লাগে কিসে মেঘমস্ত গণি বিধে

গোপীজন প্রাণ মনোহরী ॥

অম্বর পীযুষ স্রোত বর্ষসর-অভ্রস্রোত

ভাবের শর্করা তাহে গুড়া ।

অমধুর শিগরিণী প্রাণ রসায়ন বাণী

বাণীর সমাজে যাহা চূড়া ॥

রচন অমৃতধারা অধর অমৃতে বাড়ি

পুন তার হাসির মাধুরী ।

রে শ্রবণ ! হেন বাণী ত্রিগুণ অমৃত খনি

অনিলি না, কি দুর্ভাগা মনে ॥

বধির হইতে যদি, না জুটত এত বাদী

ঝালাপালা করিত না বিধে ।

মা শুনিতে জনমিলি না শুনি কেমন হলি

সার ছাড়ি অসাড়েতে দিশে ॥

কৃষ্ণের মধুর বাণী কারুণ্য অমৃতে ছানি

রসপুর প্রাণেব আরাধন ।

প্রবাল অধর তটে তরঙ্গে যা নাচি উঠে

বিধুরও বাঞ্ছিত সুধাধাম ॥

কুহর গহ্বর তোর অমৃত নিবন্ধ ভোর

না হলো হইল খলিতরা ।

শব্দের অভূত বাহু জড়িত কুটিল দেহ

পাইলিনা সে সুধার সাড়া ॥

তোর রে যে নৈপুণ্য সব হলো অধস্ত

কৃষ্ণের বাণী সত্বক বিনে ।

সে না হয়ে, হায় ডুংখল নীরসতায়

অধমও রাজিল তোর সনে ॥

কুণ্ডলির মলে মিশে আচ্ছন্ন বিকারবিধে

ভাষ্যরসে হইল বঞ্চিত ।

কাব্যায়ত সারবাণী প্রেমায়ত সফারিণী

মা হঠলি সে রসে সিক্ত ॥

কালীহর দাসে বলে শ্রুতিগেল বিফলে

বুঝা'লে কাণেরে বুঝে না সে ।

কৃষ্ণচন্দ্র দয়া বিনে বুঝালে বুঝিবে কেনে

ভাগ্যবানের সকলি বশে ॥

৪২। রে নাসা !

"মৃগমদনীলোৎপল মিলনে যে পরিমল

যেই হরে তার গর্ভমান ।

হেন কৃষ্ণ অঙ্গগন্ধ তোর নাই সে সম্বন্ধ

নাসা তুই তহার সমান ॥"—

কৃষ্ণতরু নীলপদ্ম পরম সুগন্ধ সঙ্গ

খুন যার মৃগমদযোগ ।

তবু হয় কি তুলনা ? অগতে তা মিলে না,

সে গন্ধের হলোনা সন্তোগ ॥

করপদ সুকোমল নেত্রমুগ নীলোৎপল

কমলে কমলে যা গড়া ।

এত কমলের গন্ধ যে গন্ধের সম্বন্ধ

মুগচন্দ্র সুধাকপূরা ॥

তাতে পুন বনমালা দস্তে দস্তে কুন্দমালা

সুগন্ধের অভূত মিলন ।

মরি মরি তার সঙ্গ তু'সীর মালা রঙ্গে

যার গন্ধে সমীর মগন ॥

হেন রসোচ্ছল গন্ধ লভিলি না হ'য়ে অন্ধ

বন্ধ সঙ্গ রহিলিরে ক্রোড়ে ।

সংসারের পুতিগন্ধে কুহক গোলাপ গন্ধে

মরিতে হইবে শেষে খেদে ॥

দীর্ঘশ্বাসে দগ্ধ হলি তবুও না সার শিথিলি

শীতলিতে ইচ্ছা যদি থাকে ।

কৃষ্ণ অঙ্গ গন্ধ লহ পরাণ কোটরে বহু

সুখী হব তোর স্বপ্নে সুখে ॥

৪৩। রে রসনা!

“কৃষ্ণের অধরামৃত, কৃষ্ণগুণ চরিত
সুখাসার স্বাদ বিনন্দন।
তার স্বাদ যে না জানে, অগ্নিরা না মৈল কেনে
সে রসনা ভেক জিহ্বা সম ॥”
তাই বলি রসনারে গাও।
কৃষ্ণলীলা চরিত স্বাহ্নাম সুধামৃত
অমৃতের তরঙ্গেতে ভাও ॥
পরিনন্দা কুণ্ডলায় হারা ওনা সে সুধায়
সংঘমের পুণ্যত্রত ফলে।
চতুর্বিধ রসাস্বাদে নিবৃত্ত গুরুশ্রাসাদে
গাও জপ “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” বলে ॥
কৃষ্ণনাম মনাকিনী প্রেমবারি প্রবাহিনী
পুলকাক্ষ স্বদাদি তরঙ্গ।
কৃষ্ণলীলা চরিত পীযুষরস পুরিত
শিক্ত যেন গুণরত্ন সজ ॥
সে রসে বঞ্চিত হ'লে রসনা তোমা কে বলে?
জপরে মধুর হরিনাম।
আত্মরস কৃষ্ণ রসে মিলায়ে প্রাণ আবেশে
গাও সদা হরেকৃষ্ণ রাম ॥
ধন্য হওগো রসনা, পূবাণ মোর বাসনা
কালীহেরা দুই মাগে ডিক্কা।
নাথের মাহাত্ম্য বড় কৃষ্ণগুণ রসসার
নিতাইগৌর চাঁদের শিফা ॥

৪৪। * রে অঙ্গ (স্পর্শজিহ্বা)!

“কৃষ্ণকর পদতলে একাটি প্রেম সুশীতল
তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি।”
দূরে থাকি বসি রত্না সর্বাঙ্গ শীতল অশি
তার স্পর্শ কিরী সুখধনি ॥

সে চন্দ্রের এক কোটি শীতল কি তত দৃষ্টি
যতটুকু কৃষ্ণ করপদ।
মৃণালে চন্দন মাখি উষার অনিলে রাখি
তব তার বহুদূরে পদ ॥
তুলনায় বুঝাভার পরশ হইলে যার
সে সবে আশ্রণ হেন মানি।
যার হেন, ধন্য তারে বিধিত গও মুকুরে
কৃষ্ণকর পদাদল মাগি ॥
এত বড় আশা করা বামনের চাঁদ ধরা
শুধু চাহি ওপদ পরশ ॥
যে পদ মধুর পারা গুপ্ত প্রেমানন্দ ভরা
শ্রীধরিতে পরম পরশ ॥
রে কর, কি কর বসি শীতল পদ পরশি
সফল (১) সেবি সে পদ।
মাজিয়া নয়ন জলে পাখালতা কুহুহলে
পির সজল রজঃ সম্পদ ॥
রে মস্তক, কিবা কর রাজাপদে ফেলে ধর
সর্ব্বঅঙ্গ তরে মধুময় ॥
রে বক্ষ, ধর শ্রীপদে অশ্রুস্রব্দ গদ গদে
আর কি প্রাণের জ্বালা রয় ॥
কালীহর দাসে ভণে কৃষ্ণের পরশ বিনে
বিরহ যে গণি ততক্ষণে।
শুনা চেয়ে দেখা বড় তা হৈতে পরশ বড়
পরশে রসের উদ্দীপন ॥

৪৫। পরম প্রার্থনা।

আর কোন চাইনা হে নাথ,
এ ডিক্কা চরণে মাগি।
মোর প্রাণ চন্দন মন তুলসী
পাদপদ্মে রহি লাগি ॥

মোর হৃদয় হোক কমলতলা
 ত্রিত জ দাঁড়াও হরি ।
 নয়ন ভ'রে দেখে লই আশ
 তব ও রূপ মাধুরী ॥
 মোর অশ্রু হোক শ্রীধননা
 পাখালি চরণ ছুটি ।
 পলক পুষ্পমালা উপহার
 পাখি দেই পরিপাটি ॥
 মোর ক্রটি হোক কুলবধু
 সনে মজুক বংশীধ্বনি ।
 আকুল প্রাণে কুল তেজিয়া
 "বেরমু" মুগের বাণী ॥
 মোর মেঘ হোক ত্রাজব পূলে
 পদাঙ্কে আকৃত থাকি ॥
 মোর মরম হোক রাশিহীনী
 ফেলি রক্ত সদা দেখি ॥
 মোর নয়ন হোক রূপ মঞ্জরী
 ওরূপে মজিয়া রহি ।
 কাম হোক অনঙ্গমঞ্জরী—
 কৃষ্ণ লাগি সদা দহি ॥
 মোর নাসা হোক কস্তুরিকা
 মুগমল পঙ্কে মাতা ।
 মোর কণ্ঠ হোক মত্তশালী
 গাহি কৃষ্ণগুণ পাখা ॥
 মোর রসনা হোক রসমঞ্জরী
 আশ্বাসিতে নামামির ।
 মোর মতি হোক রতিমঞ্জরী
 মধুর গিরিতি প্রিয় ॥

৪৬। শ্যাম পাখী ।

শ্যাম পাখী !
 তোরে কে শিখাল রাধানাম ?

কুঞ্জে কুঞ্জে ঘুরি উড়ি উড়ি উড়ি
 গেয়ে গেয়ে কি তোর আশ্রয় ।
 কে শিখাল তোরে হেন মন বলি
 কণ্ঠমুখে দিল পুরি ।
 প্রকটু ক্ষীরোধে অমৃত সন্তার
 রসের তরঙ্গ অড়ি ॥
 কিবা কণ্ঠধরঃ কুটিল কমলে
 "রাধা রাধা" মধুধারা ।
 কিবা কণ্ঠধর অমির লহরী
 মধু নিব্বার করা ॥
 কিবা কণ্ঠগুহা নন্দন ফুলমধু
 বহি মন্দাকিনী ছুটে ।
 রাধা রাধা রাধা ধারা ধারা ধারা
 প্রাণ কোলে কুলে লোটে ॥
 চাঁদ ফাঁদ পাতি অই সুখা দিয়া
 নাম করে অধাকর ।
 কুঞ্জে কুঞ্জে কুঞ্জে পত্র ফুল কুলে
 চুমে সখীর তরুর ॥
 একে কণ্ঠধর অর জর হর
 তাথে রাধানাম যোগ ।
 এ গীত শ্রবন তম্ব তব দব
 নব অপূর্ব ভোগ ॥
 অইরে সজীত ধারার চুবনে
 কুঞ্জে কুঞ্জে ফুটে কুল ।
 অলি আলী মত্ত মুখর প্রেথর
 কুল কুলে কুল কুল ॥
 পল্লব মঞ্জরী রসে ডগমগি
 উকি মারে তর কোলে ।
 হাটিতে বনবী শাটী আলু থালু
 হিম্মোলে বনরী দোলে ॥
 উচ্চ পুঙ্খ করি ধরি চাক তবী
 উছলিছে গাভী কুল ।
 রাধা নাম কুটি গুটি কুটি কপাল
 লকল পুলকাকুল ॥

রাধা নামধ্বজ মান বরষা কুবে
চিদানন্দ তরঙ্গ খেলে ।

ধাবির জলম স্তম্ভি দলে দলে
শ্রেয় যুক্তাকল বলে ॥

ভ্রামপাখী, তোর পড়া রাধা নাম,—
দাখা সুধা রাধা নাম ।

কে শিখাল তোরে কিবা সুখে গেরে
মাতোয়ারা অবিরাম ॥

ওরে ভ্রামপাখী ! রাধা নাম সুধা
অক্ষর উৎসটা ভুট ।

এত ঢালি ঢালি ফুল অক্ষর
তাই সে তোরে পুছই ॥

“রাধা” হু আখড়ে এক কি মহিমা,
এতই মাধুরী পায়া ।

কিবা শুধু তোর কর্তৃগুণারোপ
কর তা ভ্রমি প্রচারি ॥

যদি কর্তৃ গুণ তবে কেন ভোরা
“রাধা রাধা” নাম গানি ।

ভ্রাম পাখী তুই কাল নীরদ “জহ্ন
“রাধা রাধা” গরজন ॥

রাধা নামামির পীযুষ বারি
বরষণ বরষা ভরি ।

ডাক ভ্রাম পাখী কোন কুঞ্জে কত
এই-অই-গাই চরি ॥

মূলী স্রব্ধ উদগারিত নাম
কল লহর বিধারি ।

পরামে মিশিরা বিবাহিত আরা
জ্বরে পুরুষ নারী ॥—

কিবা রাধা নাম অমিত্রা মাধুরী
নিরবল রসায়ন ।

ভ্রামি ভ্রাম পাখী সৌর হ'রে গেলে
রাধারল বিষণ্ণ ॥

কি কথা আনে ওরে ভ্রাম পাখী
জগত মাতা'নে নাম ।
গাও “রাধা রাধা” পরাম শিখরে,
কালীচৈত্রা প্রানারাম ॥

৪৭। দুঃখ বল কারে ?

দুঃখ বল কারে,—আকাশের মেঘ
সুখের বিজলী কোলে থাকে ।

দুঃখ বল কারে,—অগ্নির শিখা
সুখের ঘোছনা দিয়া মাখে ॥

দুঃখ বল কারে,—দিক্‌ঘর তরঙ্গ
সুখের রতন রাজী কোলে ।

দুঃখ বল কারে,—গুহার তিমির
সুখের মাদিক কত খলে ।

দুঃখ বল কারে,—বনের কণ্টক
সুখের কুসুম দাম হাসে ।

দুঃখ বল কারে,—ব্যাল সমাজ
সুখচাক চন্দন নিবাসে ॥

দুঃখ বল কারে,—অঁধার রজনী
সুখের তারকারাজী কোটে ।

দুঃখ বল কারে,—কঠোর তির্যগ
সুখের বৈরাগ্য নিধি সোটে ॥

দুঃখ শিরোমণি—ভ্রাম বিরহ—
আশীষ বিবহি যোগ ।

সখীক কুপার,— দুঃখী কালীচরে
কবে উপজিবে হেন যোগ ॥

৪৮। দুঃখের মহিমা।

দুঃখে ঘোরে বানান্নেছে ঘোড়া।
 নিরত সে পিঠে বেজোঁঘাতে পিষ্ট
 সতত থাকে চড়া ॥
 পিঠে এ যাতনা যুঁকেতে সাধনা
 তক্তগণ আলিঙ্গন।
 তদুপর গৌর— চাঁদ-চাঁদ মুখ
 চাঁদ অথবা চন্দন ॥
 এই আনন্দের মধুর আলোকে
 ফুলে যাই সব দুঃখ।
 দুঃখ-মূলধনে বানিজ্য করিলে
 অমল লাভ হয় সুখ ॥
 ইহা সার বুঝি নাচি কত রঙ্গে
 কলী ধরি মুক্তি ঘোড়া।
 কদমে কদমে দমে দমে দমে
 অপি গাহি নাম “গৌরা” ॥

৪৯। দুঃখের রাজা।

এ দুঃখ, ও দুঃখ, কেউ মর দুঃখ
 এ দুঃখে কি করে সই।
 দুঃখের যে রাজা তাঁর আশা পথে
 সব দুঃখ সুখে সই ॥
 কৃষ্ণের বিরহে রহে যার প্রাণ
 মরিয়া বঁচিয়া থাকে।
 “হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ” বুকে মুখে সদা
 আলাস অলিয়া ডাকে ॥
 সে জানে দুঃখের প্রকৃত মরম
 আশুনে অমৃত পায়।
 দুঃখ বজাওনে বান্দী আহতি
 স্রাব্য চকু উঠে তার ॥

সে চকু খাটিলে গর্ভে পশে রাম
 প্রেমানন্দ স্তব্ধ বল।
 দুঃখ নাগবেড়া স্থপ-পদ্ম নিধি
 দুঃখ বুকুে স্থখ-কল ॥
 দুঃখের সমাজে নিরুচি রাজা
 নির্মল সুখের গোড়া।
 সে দুঃখে ভজিব কালীহরে আশা
 পুরাও আশা মো গৌরা ॥

৫০। নিতাই ছাড়া দেশ।

যে দেশে নাই নিতাই সে দেশে পড়ুক ছাই
 সে দেশ ছাড়িলে হয় ভাল।
 যে দেশে উঠে চাঁদ আঁধা না রয় সে দেশে
 সর্বত্র ভরিয়া যায় আল ॥
 যে দেশে না বলে নিতাই সে দেশে থাকিতে নাই
 মড়া গণি সে দেশের লোক।
 যে দেশে নাই গৌর কথা ঘুচ না সে দেশে ব্যথা
 লোক যারা দেশ হয়ে পোকা ॥
 যে দেশে নাচে না গৌর নিতাই নিয়া সুখভোর
 সে দেশের আঁধার ভুতের বাসা।
 যে দেশে বাজে খোল করতাল, সেই দেশ ভাট লাগে ভাল,
 গলাগলি নাচে বামনচাঁদ ॥
 যে দেশে নাই হরিনাম, রাজকা পেয়ে মত্ত কাম,
 রাসাতলে বাউক সেই দেশ।
 অই যে আমার নিতাই এল, তক্ত সন্ধে গৌর এল,
 দধি কলির সোনার বেশ ॥

ব্রজমণ্ডল ।

(সখ্যমধুর)

(ক) মধুর শ্রীবৃন্দাবনে গোপহৃতবৃন্দ সনে
বেণু করে ধেমু রাখে হরি ।
চপল চঞ্চল যুগি, সহজ কুটুম্ব ক্ষুদ্রি,
আগ্নি বাস্তী আনন্দেতে ভরি ॥
“তুই তুই” সঙ্ঘোষন, বুকমাথা আলিঙ্গন,
কাঁধে চড়া, পদে ধরা, খেলা ।
উচ্ছিষ্টে পিরিত ভারী সদা করে কাড়াকাড়ি
নৃত্য গীত হাসি কান্না মেলা ॥
বনমালা বিনিময়, পুষ্পরত্ন অঙ্গময়,
সাজাইয়া সাজে প্রেমসুখে ।
অমুপম সখ্যব্রত সমপ্রাণ সখা মত
এক বৃন্তে ফুলবৃন্দ থাকে ॥

(খ) একদা মুকুন্দ ব্রজেন্দ্রে হৃত
কমলজ আঁধি বনভোজ লাগি
উবাঁ সমাগমে উঠে বরিস্ত ॥

জাগায়ে ব্রজের বালকবৃন্দ
শিলা বাজাইয়া সঙ্গ বৎস নিয়া
সানন্দ অন্তরে চলে গোবিন্দ ॥

সহস্র সহস্র বৎস সংহতি
করে শিলাবেণু অমুসরি কানু
সহস্র শিশু চলে দ্রুতগতি ॥

কৃষ্ণ বেণু বুথে মিলায়ে ধেমু
রাখাল সকলে বাল্য কেলিচ্ছলে
করিছে বিহার বাজায়ে বেণু ॥

মণি কাকন মুকুতা ভূষণ—
অলঙ্কৃতবপুঃ, বনফুল তবু
তুলি পরে যত গোপালগণ ॥

ভূঙ্গ সনে রঙ্গ করিছে কেহ,
ঝঙ্কারি মধুর, শুন্ শুন্ শব্দ,
অধরে তুলি, পুলকিত দেহ ॥

ভাবেতে বিভোর মধুপচয়—
গোবিন্দ-লোলুপ খেলে যত গোপ
নন্দহুহু সনে লভি অময় ॥

যে নন্দহৃত জীবের নন্দন,
মায়িকের পক্ষে থাকিয়া অলক্ষ্যে
প্রতীত শুধু সামান্য সে জন ॥

জিতাস্ত্র বোণী জনমে জনমে,
কাহ্ন-স্থখে ঠেলি, বার পদধূলি
না লভি নারবে জলে মরমে ॥

হেন ভগবান্ যাদের সহ
নিত্য কোলাকোলি নানা রঙ্গ কেলি
করেন ব্রজে স্থখে অহরহ ॥

তাদের সমান ভাগ্যবান্ কে
জনম-মুক্ত নিরল-চরিত
ভকত-অগ্রনৌ আছে ত্রিলোকে ?

(গ) অর্জুন, উদ্ধব কাল, পরশিয়া কৃষ্ণ কাল,
হায়রে কৃষ্ণ পরশ মণি !
উদ্ধবে দেখিয়া ব্রজে গোপ গোপী হর্ষে ঝঞ্জে
কৃষ্ণ জানে “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” ধ্বনি ॥
সাক্ষাৎ প্রেমেতে সখ্য, সরূপতা-ফল মুখ্য,
বাল্য ভাব সে প্রেমের প্রাণ ।
লক্ষণ বুঝেনা মর্ষ, চণ্ডালের হেন কর্ষ,
সখ্যে তাঁর এত হলো মান !—

(ঘ) প্রকৃতি-সরসী-কোলে উপাঙ্গ দৃষ্টি বলে
 মুখে দাপ্তি অমর পুণিত ।
 মধু মন্ত অলি উড়ে পাখিকুল কলসরে
 বরে বরে স্তম্ভা বিস্মিত ॥
 উষা-কমলের দল পরশিল মৈত্রদল
 পলাই বলাই-নদী জাগি ।
 সজ্জা ক'রে শিস্রা-করে ডাকিল অধরে ধ'রে,
 কিবা ক'ল জানে অধুরাগী ॥
 মধু চক্রে ঘেন হানী, কেবা করে দেখ মানা
 দলে মিশে গোপ শিশু দল ।
 "ক্লষ্ণ" ধ্বনি, "হাস্যব" বাঁচিয়া উঠিল শব,
 কলরব উঠে নভস্তল ॥
 ত্রজাকালে গ্রহতারা, দীপ্তহাসি দাপ্তিহারা
 যতক্ষণ না উদিল চাঁদ ।
 যুগপতি রাম বাথী, বাজা'লা তুমুল, যথি
 শব্দগর্ভ, কথিবারে ফাদ ॥
 শিজা কৈল প্রাণে কিবা তুরায় বিদায় দিবা"
 আর কিবা ক'ল তাই শুনি ।—

"প্রাণে ভালবাসি, তাই নিতি আসি
 ডাকিতে ডাকিতে খন ।
 তবু তুই ঘুমে বেলা হলো ক্রমে
 এত কি খেয়েছি লুন ?
 তোর যেমন মা স্নেহেরও সে মা
 সাজায়ে পাঠায় গোষ্ঠে ।
 তুই মাতৃকোলে সোহাগেতে গ'লে
 এখনো ঘুমের মিঠে ॥
 তোরে ছেড়ে বেঁচে নাহি লয় চিতে
 তাণেই গুমান ভাগী ।
 কি মোহিলী তোব প্রাণ মন ভোর
 না দে'খে থাকিতে নারি ॥
 আইলে বামিনী বড় দুঃখ মানি
 বন্ধনে থাকি সে বরে ।
 হাল কি নিশি, স্বপ্নে কাঁদি হাসি,
 গোষ্ঠ আসে তজ্রা চিরে ॥

এত সহি ভাই, তবু তোর ঠাই
 না পাই দয়ার লেশ ।
 ক্ষণে বোধ কর তরা তেজ তর,
 আখরে রাঁচিয়া বেশ ॥
 চল গোদোহনে, বল, তোরে বিনে
 কেমনে বাইব গোষ্ঠে !
 তুই ধন, মান, রাখালের প্রাণ,
 মোদের সর্বস্ব বটে ॥
 নয়নের মাণ ফেলিয়া কখন
 চলিতে পারেনা কেহ ।
 ছাড়িয়া জীবন কেহও কখন
 রাখিতে পারে না দেহ ॥
 কেন ভালবাসি, বিচারে না আসি,
 স্বভাব ছাড়িতে নারি ।
 স্রিয়মান হ'য়ে তোর পথ চে'য়ে
 অই দেখু সারি সারি ॥
 না বাজিলে বেণু এই যত দেখু
 অধর চুষিত তোর ।
 না ফেলিবে পাণ্ড না চাটিবে গাণ্ড
 দুঃখের রবেনা গুর ॥
 তুই বটে কায়া, মোরা তোর ছায়া,
 সদা সুখী তোর সুখে ।
 অপরাধী যদি ক্ষম নিরবধি
 সেতো অলঙ্কার লেখে ॥
 কত মারি, ধরি, কত কাঁদে চড়ি,
 তুইতো তাতেই সুখী ।
 সেইতো সাহস, অঙ্গের পরশ,
 অমৃত নিদ্রাডি লই ।
 আর পদে পদে বিপদে, বিপদে
 রক্ষা করেছিল তুই ॥
 রাখাল রতন!— সখা প্রাণ ধন !
 কতই অস্তরে লয় ।
 তোরে পাছে ফে'লে পদ, নাহি চলে
 * কি জানি, কি বটে, তুই!—"

শুনিয়া সে ধ্বনি ব্রজশিশুধনি
উঠিয়া বসিল ত্বর।
মাতা যশোমতী অগত্যা সস্ত্রাতি
পরাইলা ধড়া চূড়া ॥

(বাৎসল্য চপ্পুর)

(ক) চুরি ক'রে দই খাও বাধিব তোমায়ে;—

শুনিয়া মাতার বাণী কহে কৃষ্ণ নীলমণি
বাধা দিয়া আছি যবে জন্ম নিছি যবে;
আর সে বন্ধন বেই যবে ডাকি “মা মা” ক'রে।
তোমাকে করেছি মা, এ বাধার কি শীমা!
আরো যদি বাধিবে গো যাব আমি দূরে।
তোমার বন্ধন কথা স্মরি জীব পাবে ব্যথা
বাৎসল্যে ডুবিয়া তারা হেরিবে আমারে।
যশোদা-নন্দন বাণী শুনিয়া যশোদা রাণী
চুমিয়া কপোল পুটে তুলে নিলা ক্রোড়ে;
কহিতে লাগিলা স্নতে বাতলতে জড়ে,—
এই হের যোর কাহ্ন, তোমার কোমল তম্বু
বাধিয়া রাখিছু কোলে নাহি দিব ছে'ড়ে,
কি কাজ যেয়েরে বাছা তোর ঘরে ঘরে!
নিজ ঘরে ননী আছে, যত ইচ্ছা খাও বে'ছে
নিতি নিতি চুরি কর কেন পরঘরে?
চাঁদ মুখে তবে হাসি, কহে নন্দ-ছাদি শশী
পর বা আপন জ্ঞান না লাগে অন্তরে,
নিজবস্ত্র ননী খাই পাই বেই ঘরে।
শুনিয়া জ্ঞানের কথা বিস্মিতা হইলা মাতা
এত জ্ঞান কেবা কোথা কবে দিল এরে;
ভাবিয়া জননী ভাসে আনন্দ সাগরে।
ধাতা রাণী যশোমতী শ্রী-নন্দ স্বরনী সতী
পুল্ল পালা ভাগ্যবতী গোবিন্দ চাঁদরে;
কি আর সাধন সিদ্ধে লাগে দেহান্তরে!

গোপালের ধূলখেলা শুনিয়া যশোদা গেলা
(খ) “ঘাট ঘাট বাছা” বলি আরিয়া অঞ্চলে,
কপোলে চুসন করি তুলি নিলা কোলে।
হেমে বাধে নীলমতা, নীলধনে হেমলতা,
কুর্কি বন্ধন, অতো, কড় নাহি টলে;
“কেন বাপু ধূল মাখ,” মাতায় ঈধালে;—
কমল নয়নে চেয়ে মধুর আধ হাসিয়ে
বলে বলে কাহ্ন, কিছ কিছু নাহি বলে,
স্তন টানে বামকর পদ্মদলান্ধলে।
স্তনেতে অধর মাখি রসালে কোকিল পাখী
পিয়ে পয়ঃ প্রিয়স্নত আনন্দের সার,
সাগরের কাল জলে পশে গঙ্গাধার!
রসাল মুকুল গেয়ে, স্বরের মাধুর্য্য লয়ে
কহিলা মধুর কণ্ঠে ব্রজের কোকিল,
আধ আধ তরঙ্গিত সুবাসী ছুটিল;—
“মাটি মাখি, মাটি খাই, মাখন যদি না পাই
কেন এত দুঃখ তাই কর গো জননি!”—
বাণী শুন জননীর ফাটিল পরাণি।
“আয়, বাছা নীলমণি, যত ইচ্ছা দির ননী,
কত ভূমি খেতে পার দেখিব বসিয়া;”
ঘরে নিয়া গেলা মাতা এতেক কহিয়া।
কৃষ্ণ শলী বসি বসি ননী খান হাসি হাসি
হাত ভরি রাশি রাশি যোগার জননী;
চারি দিক ঘেরে যত পাড়ার গৃহিনী।
গোবিন্দে আনন্দ বাড়ি, গোপীবৃন্দে মোহ ধরে,
কৃষ্ণের ভোজন হোর বিষয় সবার,
ধরে ঘরে মাগে মাতা ননী বার বার।
গোকুলে ফুরাল ননী, আকুল সে নন্দরাণী
হাত পাতি ডাকে কৃষ্ণ “ননীদে ননীদে”;
উথলিল ভাবসিদ্ধি যশোদার হৃদে।
দৌড়াদৌড়ি করে সবে আর ননী কোথা পাবে,
কাতরে সবাই কহে “কাস্ত হও বাছা!”—
জননী বুঝিলা বাক্য তনয়ের সাচা।
তনয় যাহুধ নয়, বুঝেও তা ভুল হয়,

গদগদচিতে স্নেহে তুলি নিলা কোলে,
 স্তন দুই যিশাইলা নয়নের জলে।
 কোমল পরশে মাতা হ'লা অতি বিগলিতা
 কৈদে কৈদে গোপীগণে কহিলা বচন,—
 “চুরি ক’রে ননী খায় বুঝিলে এখন।”
 বিশ্ব বার পেটে ধরে, সে পেট ভরিতে পারে,
 এমন আছে কি কেহ ভাগ্যশালী জন ?
 ভক্তির কণিকা দিয়া তার সম্ভরণ !

(গ) রতনের খালে, রতন পেয়ালে,
 কালিন্দীর জলে বিধৌত বাহা।
 মাতা যশোমতী সাধলা আরতি
 নানা দ্রব্য পাতি ভরিয়া তাতা ॥
 মনের আনন্দে বস'রা গোবিন্দে
 নিয়ে গোপীবন্দে লাগালা ভোগ।
 মধুর কদলী কীর ননী পুলী
 রসের পুঁটলী তুলসী যোগ ॥
 বিধু সম পুরী সুধারস পুরী
 স্নগন্ধি গিচুরী কর্পূর রস।
 কমলার মধু শকরা স্তম্ভ ॥
 ভরা বাতে সীধু আম্র পণম ॥
 দধি ওজ্বলানা চিনি দিয়া ছানা
 দিবা যিশীপানা জম্বুর রসে।
 সন্দেশ কোমল ছানায় তরল
 লাডু লুচি দল পায়সে বসে ॥—
 হাসিধা চাকিয় নাচিয়া হেলিয়া
 তাধিয়া তাধিয়া ভঞ্জন হরি।

(কান্ত-মধুর)

(ক) যা শুনিছ, তা পেছছ স্বপ্নের তলে।
 কি জানো কিছু না বুঝি, হারিয়ে আবার বুঝি
 মাঝে মাঝে কিবা শুনি কিবা বোল বোলে।

যা করিতে করিছে তা ব্রজের মাধব;
 ব্রজের কোণায় পড়ে — নয়ন কেনই কোরে ?
 যিটেছে সকল সাধ।— এক সেবা ভব !

দাসীরে দিবে কি হরি কুঞ্জরস সেবা ?—
 চামর হ্লাব হাতে, চাকু বেণী পুচ্ছ মাথে
 হৃন্দর হ্লাবে তাত্তে,—অমুগম শোভা !

হ্লাবে শ্রবণে চাকু মণির কুণ্ডল;
 শ্রীঅঙ্গের যুগ্মবাস, রাধা অঙ্গে নীলবাস
 হ্লাবে অনিল ভরে অতীব তরল।

মন্দানিলে নীলাঞ্চল ঈষৎ উড়িবে;
 পড়িবে তোমার অঙ্গে আশঙ্কায় টেনে রঙ্গে
 হাস্যে শ্রীমতী হাসি আঁটিয়া রাখিবে।

ঈষৎ হ্লাবে মালা গলে লক্ষ্যমান;
 মালামধুমুগ্ধ অলি বনমাল সহ হ্লালি
 ত্যক্ত হ'য়ে কোপভরে হবে কম্পমান।

মধুপের মুখমধু বরিয়া পড়িবে;
 সোণাল সে পীতধড়া চুঁষিয়া মধুর ধারা
 নীলাঙ্গের নীল আভা হৃন্দর রাখিবে।

দোহার বসনে হবে অপূর্ণ মিলন!—
 তোমার সোণার খটী, রাধার হুনীল শাটী
 দু'য়ের হইবে বিয়ে, দেখিবে নয়ন !

(খ) দিন তো ফুরায়ে গেল তোমারে চাহিয়া !
 ছায়া ছায়া কভু দেখি খুলে ফেলি যেই আঁখি
 ছায়ার (ও) ছায়াটি হায় বার হে সরিয়া
 শূন্য দেখ নিখা থাকি হে বসিয়া।

তলে কোকনদ ফোটে, চক্রবাকী লয় লুটে
 ইচ্ছা হয় তলে বাঁপি ধরি তারে বুকে,
 খেদাইয়া দেই ভাগ্যশালী কোকে।

ভাবি পুনঃ বসবস, কোকননে কুঞ্জ কর
 উজ্জ্বল লক্ষ্য দেখে যেখানে ধরিতে,
 পোড়ানো পলাশের ফের না উঠিতে।
 পুঙ্খ ভিড়ি আনিয়াই ধরে বাই ময়ূরে
 ধরিতে না পেয়ে তাবে তুচ্ছ লোচাই,
 কোন্ কুঞ্জে বসে জাম কোকিলে পুছাই।
 তোমার শিখান পাখী, কথাটি অন্তরে রাপি,
 ভেঁনে শুনে থাক করে "কঁহ কঁহ কঁহ"।
 কাল জাতে পবাণেতে দেয় "উজ উজ"।
 যুগ্ম দিতে চাহি পিকে, তবু সে তোমার দিকে,
 কিবা মন্ত্রে কোকিলারে বধ বনা'য়েছে।
 বাজারে বিয়ের তানে আশুন ঢালিছ।
 নূক হোক পিক্ জাত, জাগাইল দিন রাত,
 অকৃত্রিম কোই থেকে "কঁহ" করি উঠে।
 আশুন লাগিয়া বাক্ ও পোড়ার ঠোটে।—
 অস্তিম সময় এলো দেখা দাও তরি,
 কোথা এ সময় নাথ, দাসীবে পাসরি?

অশ্রুশ্রবণে

(গা) নয়নে দেখিব, প্রাণ, নয়নে দেখিব।—
 হেন দিন কবে হবে, নয়নে দেখিব!
 পদের উপরে পদ, চারু যুগ কোকনদ
 নুপুর রণিত পদ, নয়নে হোরব।
 কয়ের কঙ্কণ দিখে, নুপুরে বস্তাব গে'য়ে
 যমুনার জল দিয়ে চরণ মাজিব।
 মনোনিভ সুকোমল রাতুল পদ যুগল
 ধরি নিজ বস্ত্রাঞ্চল সুমুগ্ন মুছিব।
 জন্ম জন্ম গুণে, রাজপদ-মধুলোভে—
 ভ্রমর আইবে বরে, খেদাইয়া দিব।
 পদে পদে লয়ে, সুখে শিরে বুক দিবে,
 পদে পদে লয়ে গুলগলে কাঁদিব।
 কনিষ্ঠা নিভা করে, দাসীর চিবুকে ধরে,
 পদে পদে লয়ে পদে পদে

নুপুর প্রদোষ পেরে, অধিরা সাগরে ভেঁদে
 আঁকিয়ার চেউরে নে'কে পূরণ রসিবে।
 দাসীর চাপলা হেরি, কুক্কি, কাকিরা হেরি,
 গুণমুকুর ধরি অধর চুম্বিবে।
 স্রোতের অতুলধাম যুহুর্ন্তে লড়িবে,
 হেন দিন কবে হবে, নয়নে দেখিব?

নবীন কুঞ্জে

(ঘ) দাসীর নবীন কুঞ্জে কর আগমন।—
 গড়িয়াছি শ্রীমন্দির লতাকুঞ্জ প্রকটের,
 মন্দিরে ঘেরিয়া করে সীতল চুম্বন।
 র'চেছি তোরণদ্বারে, কুঞ্জলতা তারে জ'ড়ে,
 নানা ফুল ফুটাইয়া হাসিছে কেমন।
 দাসীর নবীন কুঞ্জে কর আগমন।
 পথে পথে সুকোমল বিছা'য়েছি ফুলদল
 কি জানি ব্যথিত হয় কোমল চরণ।
 ফুলে ফুলে দিয়া পদ— মধুভরা কোকনদ—
 নুপুরে ভ্রমরে করি একত্রে বাদন,
 দাসীর নবীনকুঞ্জে কর আগমন।
 অধরে না দিও বাঁশী রক্তমণি দীপ্তহাসি
 খুলে ধর আলোকিয়া কুঞ্জের ভবন।
 গলাব মালিকা হেরি তোরণ ধাক্কু মরি
 বাঁচারে চূড়ার পুচ্ছ আনত বদন,
 অধীনী-নবীনকুঞ্জে কর পদার্পণ।
 বেত্র গুল্ম দুই ধারে, ছুঁতে চায় পীতাম্বরে
 করে এঁটে এসো নাথ, বাঁচিবে বসন।
 কোন্ শত্রু লাগে পাছে কাটি নাই বেত্রশিখে
 বহুল বাক্স পথে না পাবে দর্শন,
 দাসীর নবীনকুঞ্জে কর আগমন।
 তামূল কর্পূর দিয়া রেখেছি হে সাজাইয়া
 তধু নয় পান খে'য়ে করহ গমন।
 রক্তাধরে পান জাগ, কেহ না পাইবে লাগ,
 নির্ভয় সঙ্গর হরি কর আগমন।
 পূর্ণ বসে বসিবে হে দাসী-আকির্কণ!

তব নিমন্ত্রণ ।

(ঙ) আজ তব নিমন্ত্রণ, কৃষ্ণ হে, এ দাসীর ঘরে ।—

তোমারে খাওয়াবে যে সর্ব্ববাস্ত হবে সে
 জে'নে শু'নে তাই খাওয়াইতে চাই
 কণিকাও যেন না থাকে পাতে,
 মাখা পাত, ধরি তব হাতে ।
 চাহিনা প্রসাদ, ফাকী, পরিতুষ্ট হও দেখি,
 করিলে যে অকুরাঙ্গ এ দাসীর গোলাভাও,
 এ হুংহে,—ক'মে না কমে ;
 বাস করে বসি যমে !
 বাসনা দাসীর—

সব খাওয়া খেয়ে, অচল হইখে
 শয়ন করিবে হরি,
 কেমনে হাটিবে বাইতে নারিবে
 সেবিব চরণ যুগ ধরি ।
 সে পদকমলে সে মধু বিগলে
 ভকতি যাহার নাম,
 রাখিব লুটিয়া ধরি সাপটিয়া
 হব তবে পূর্ণ কাম !
 তাই, হরি হে ।—
 আজ তব নিমন্ত্রণ এ দাসীর ঘরে ;
 বন্ধনে চলিছ সিনান ক'রে ।

মুকুট হেলাও ।

শ্রাম হে,

(চ) মুকুট হেলায়ে ধর শ্রীমতীর শিরে ।—

চূড়ার ময়ূর পাখা চক্রকে বিচিত্র আঁকা
 মাথুক শোভায় শোভা জড়িয়ে বেণীরে ।
 ময়ূরের পুচ্ছ দেখি, বেণী রহে অধোগুণী
 কি জানি ময়ূর বুঝি খুজিছে ফণীরে,
 পরশে পরশে তার ভয় যাবে দূরে ।

শ্রাম হে,

মুকুট হেলায়ে ধর শ্রীমতীর শিরে ।—

মুকুটে ডরায়ে বেণী, সতত বিধানে খোঁজি,

ভয়ের কুটীরে কহু প্রেম নাহি ভিরে ।

হৃকথা বুঝিয়ে শ্রাম বলহে বেণীরে ।

চূড়ার বেণীতে যদি শক্রবোধ নিরবধি

বজ্রাঘাত নিদারুণ ভক্তদল শিরে ।

চূড়া শোভে শিরে খাড়া, বেণী হলে পিঠাঘোড়া

জড়িয়ে বেণীরে তোলা পিচ্ছ শোভী চূড়ে ;

মুকুট হেলায়ে ধর শ্রীমতীর শিরে ।

শ্রাম হে,

তা নয়, আর এক কথা, যু'চে যাবে বেণী ব্যাথা,

ফেলে দাও যু'লে পাখা কালিন্দীর নীরে,

আনন্দে হ্রলিবে বেণী শ্রীপ্যারীর শিরে ;

বেণী চূড়ে মাখামাখি, পরস্পর হবে সখী,

ফেলে দাও যু'লে পাখা কালিন্দীর নীরে ;

মুকুট হেলায়ে ধর শ্রীমতী চিকুরে !

সুখের দিন ।

(ছ) আজ বড় সুখের দিন শ্রাম মোরে হাসে !

নয়ন কমলে চায়, কৃপার অমৃত ভায়

সিনান করিয়া তায়, তাপ গেল ভে'সে

আজ বড় সুখের দিন শ্রাম মোরে হাসে !

অধরে মুচু'ক হাসি, মণি খসে রাশি রাশি

দ্বিদল সে বাতাপদ্য কাটে মধু বশে ;

আজ বড় সুখের দিন শ্রাম মোরে হাসে !

বামেতে হেলায়ে মাখা শ্রীরাধারে বলে কথা,

“নূতন দাসীটি এই মোরে ভাল বাসে,

দাঁড়িয়ে আঁড়ালে চায় মঞ্জরীর পাশে ।”

আজ বড় সুখের দিন, শ্রাম মোরে হাসে !

শ্রামের ভাবটি বুঝি, রাধা কহে রসে মজি

“ভাল ভাল, পতিবাস, পূর তার বাসে ।”

আজ বড় সুখের দিন শ্রাম মোরে হাসে !

শ্রীমতীর হেরি দয়্য, কহে কৃষ্ণ হল পা'রা,

“তবে কেন মনি এত গেলে চন্দ্রাবাসে ?”

আজ বড় সুখের দিন শ্রাম মোরে হাসে !

“মোর বস্ত্র দেও আনে, জিজ্ঞাসা না কর কেনে ?
কে দিয়াছে এত স্বত্ব ?”—রাধা রাণী ভাবে ।
আজ কড় হুথের দিন শ্যাম মোরে হাসে !
শ্রীরাধার কৃপা হল, গ্রামনাথ ডেনে নিল,
সুখবসিসিদ্ধান্ত নীলহনু বেণে,
আজ বড় ভাণ্ডিন শ্যাম মোরে শাসে !

রূপ কান্ডিকা ।

(১)

কহেন শ্রীপতি শুনগো শ্রীমতি
“কাল কাল” যদি ভণ ।
নিকুঞ্জ ছাড়িয়া কৃপেতে ডুবিয়া
নিচয় তেজব প্রাণ ॥
সর্বত্র স্বরূপ কোথা পাবে কুপ
কহেন শ্রীরাধা তবে ।
ওনিয়া সে বাণী কহিলেন পুনি
মাধব মধুর রবে ।—
“এস, চন্দ্রমুখি, নিকটেতে থাকি
সে কুপ দোষিতে পাবে ।” —
এতেক কহিয়া বিবলে লইয়া
আলিঙ্গন দিল যবে ॥
রাধারস-কৃয়ে গোবিন্দ ডুবিযে
বাবাব কপেতে মাখি ।
হলদি-বরণ বিভোর নবন
মরে বাঁচে থাকি থাকি ॥
কৃষ্ণের চাতুরী বুঝিয়া কিশোরী
“কাল”ই কহিতে রূচি ।
খন ঘন ঘনে “কাল কাল” ভণে
কালাব চরিত্র বুঝি ॥

(২)

একদা শ্রীমতী বিবহে আকুল
কাদিয়া বিদ্বারে কয় ।—

যা বা দূতী বধা মোর পতি
পর্যাণে আর না ময় ॥
আনলো সত্তরে, বিনয়ে বা ধরে,
নজুবা তেজব প্রাণ ।—
বৃন্দা কহে শুনি চতুরা রমণী—
‘যবেই তোমার কান ॥
রয়েছে লুকায়ে, উদ্বারের ছায়ে,
কালাব ঢাকিতে কত ?
সহজেই ঢাকে, সহজে কে দেখে,
ভালাসে হও গো রত ॥’—
সে কথা বিশ্বাসি বস্ত্র অধেবি
না পায় সন্ধান পারী ।
হেসে ঢলে দূতী, কোপিতা শ্রীমতী,
রঙ্গ নিরাখিয়া ভারী ॥
দূতী তবে কয় কথা মিথ্যা নয়
যবেই লুকায়ে আছে ।
নয়ন বুজিয়া চাপগো খুজিয়া
মিলিবে সে শ্যাম কাছে ॥
নয়ন মুদিয়া প্রাণেশে পাইয়া
হাসিয়া শ্রীমতী কয় ।—
ভূমি যুক্তি দিয়া রেখেছ ছাপিয়া
বাহিরে আনিতে হয় ॥

(৩)

গোপী যবে পশি গোকুলের শশী
চুবি ক’রে থায় ননী ।
যুখে দিতে আসি জনৈক রূপসী
কসিয়া ধরিল পানি ॥
আধ ননী করে অর্ধেক অধরে
লাজের সফেদ চিন ।
লজ্জা পেয়ে হরি যুছিতে না পারি
ঠেকিয়া হইলা দীন ॥
দৈন্ত কেন হরি, নিতি কব চুরি
টাটকা ধরিয়া আজ ।

দেখি'ব খলে দেখাব সকলে
 মুখের অপূর্ণ সাজ ॥
 কালা মুখে ননী কালি চুন পানি
 আর না থাকেবে ননী ।
 ৩ লে ননী লাগ অন্নকালে দাগি
 গোয়ালী কহিলা বাণী ॥
 যতেক পড়নী, কি কি বলি, হাসি,
 আইয়া ঘেরিলা যেই ।
 কিসে বা কি রটে, অদৃষ্টের পটে,
 ভাবিয়া নাহিক থাই ॥
 মুখেতে মাখন না হেরে তখন
 সিন্দূরের পোচ শুধু ।
 করেতে কুম্ভুম পাইয়া সরম
 অধোমুখী গোপবধু ॥
 চিম্টি কাটিয়া কথাটি কহিয়া
 ঠারাঠারি করে সবে ।
 সে কালার লীলা সে নারী বুঝিলা
 গ্রেপ্তার করিলা সবে ॥

শ্রী শ্রীনবদ্বীপ-চিন্তামণি-ধাম ।

(১)

অনন্ত মৃগাল-নাগে কমলের ফণা,
 ক্ষীরোদপীযুষনিধি নিরমিলা স্নেহে বিধি
 প্রাপিলা মনের সাধে তাহে মণি-দানা ;
 কিবা মধু তার গর্ভে, ক্ষীরচানা চানা ॥

(২)

সে কালমাণিকচাঁদ, ক্ষীরোদনির্ধাস,
 শ্রীবিশু, কমলাপতি, স্তকোমল কাস্তদ্যুতি,
 শ্রীপদ পল্লবে বার চন্দ্রসুধাধাস ;
 সে সুধাধারার যোগে গঙ্গার উদ্ভাস ॥

(৩)

গঙ্গাহ্রদধারা-বন ঘন-আলোড়নে,
 নব নন্দীর চাকা, চন্দ্রকলা ঘন ছাকা,
 উঠিতে উঠিতে ভাসি ঠেকিল বধনে,
 বজবাসী স্নেহে তারে “নবদ্বীপ” ভণে ॥

(৪)

গঙ্গা হ্রদ, ননী চড়, বিস্তৃত কোমল,
 মরি কিবা নবদ্বীপ, চন্দ্রবিশ্ব লক্ষ দীপ
 সত্তত দোহুলামান করে টলমল ;
 শুদ্ধ ভক্তহৃদে গেলে যেমতি কমল ॥

(৫)

শ্রোতে থসে ননী-রেণু বিচিত্র সুধমা,
 জমি নব নব বিন্দু অহু অহু যেন ইন্দু
 গড়ি ঘপৌপুঞ্জ পুনঃ বাড়ায় মহিমা,
 যোগযোগলীলাচ্ছলে গরিমা লঘিমা ॥

(৬)

ফেননিভ ভাসে অই-জাহবোর বৃকে ;
 চাঁদি-রজত-চাঁদরে স্বর্ণচাঁদের রেখারে
 চাহিতেই আঁখি দুটি গ্রাস ক'রে রাখে,
 মন অমুগামী ভোলা, পড়ে তার পাকে ॥

(৭)

কল্লতরু বীজ, কল্ল লতিকার মূল,
 বাগ্মী করি ভে'সে ভে'সে, লাগিল সে ধামে এ'সে
 নবোদ্যান নবকুঞ্জ রচিত অতুল,
 সুসজ্জিত ফুলে ফলে মঞ্জরী মঞ্জুল ॥

(৮)

বাণীদেবী-বাণা প্রতি বাক্যারে বাক্যারে,
 প্রসরিয়া আলিঙ্গল, পাঠা'লা সে নবহুল,
 ভেটিবারে লুটি সেই ফুলের ভাণ্ডারে,
 শিখারে শুভ্ররধনি অপূর্ণপ্রকারে ॥

(৯)

নবকল্লমঞ্জরীর কিবা ইন্দুজাল!—
 গন্ধর্ব্ব কিম্বর যত হলো পিকে পরিণত
 পাখা লভি কলকণ্ঠে মেঘমুষ্টি কাল,
 বহি ধারা ছাইল সে কল্ল বৃক্ষ ডাল ॥

(১০)

মণিদীপ্ত ননীফুলে মধু-নাম-সুধা ;
 মঞ্জরীর কোঁলে কোলে, উৎস উৎস মধু গলে,
 পানমত্ত অলিগিক, তবু বাড়ে সুধা ।
 গুণ বেয়ে ধারা বয়ে সজীভের সুধা ॥

(১১)

রস প্রীতি দম্পতীর গাহ'য়া অদৃত ।
 স্বাস্থ্য জ্যোতিঃ ভ্রমসমেত স্বর্ষ মধু মনঃপ.য়া.
 তপোদানদয়া আদি ধন্য কর্ম্য তত ;
 গললয় শিশু আনন্দনামে স্তত ॥

(১২)

ধনধাত্ত বারি দেবী কমলা অঞ্চলে,
 কুপা-হলে চষে তথা, অন্ন ফলে গোলাজাতা
 সরসতা শিক্ধপীঠে করতরুতলে,
 বেদ অধ্যাপনা-রতা নিজে কুপাঙ্কলে ॥

(১৩)

পরায় প্রীণনৌচ্ছিকা ডাক্তার প্রেমে,
 ভাড়ায়া শ্রীকালীপূৰী, অত্মকুল শ্রোতে পাতি
 যোগমায়া সঙ্গে হ'লা শিব নবধামে,
 রচিলা শ্রীযোগপীঠে কল্পপুষ্পদামে ॥

(১৪)

অক্ষয়বটের মূলে সিদ্ধেশ্বরী মাতা,
 বিতরি পীষ্ম দৃষ্টি, পোষ্ট্রীকপে পাণে পট্ট,
 জাতিবাহিনীয়া স্থনা দিগ্ধ বর্জিতা ;
 মুগ্ধ আঁত ভোলানাথ সর্বাঙ্গিক দাতা ॥

(১৫)

পূর্ণানন্দ লুজ শিব যোগানন্দ ভবে
 যোগমায়াশক্তিবশে ক্ষুদ্র ক'লা অনঙ্কে সে,
 মাধুর্যের সিদ্ধু ত'তে কৃষ্ণ-প্রবাবরে,
 তুলিলেন প্রেমস্রবী কোমুদীতে জ'ড়ে ॥

(১৬)

বিস্মিত শ্রীব্রজধাম জাহ্নবীদর্পণে !
 লখা, লখী, শ্রীমঞ্জরী, ঐরসকর্ণিকা বেরি,
 কমলের দলবৎ মত্ত আলাপনে ;
 প্রেমের অনিল ভরে হলে যেন যেন ॥

(১৭)

নদীয়া মানসে, জীবসৌভাগ্য-মৃণালে,
 ফুটন্ত চারুকমল, পঞ্চতত্ত্ব পঞ্চদল
 ভক্ত ভক্তরাজী রঙ্গে প্রিয়ে কুতূহলে,
 প্রেম্যানন্দরসমধু ভবচক্রে ভুলে ॥

(১৮)

কি সাধা বলি শ্রীনবদীপের মহিমা ॥
 মুক্ত-জীব ভয়ে তথা, কর্তে শুক লীলা গাথা
 কোটিজন্মপুণো বাস, কিবা মধুরিমা !
 বারেক যে দেখে, কি তার সৌভাগ্য-সৌমা !

(১৯)

মায়াতাত মায়াপুর নবদীপ ধাম !
 বাঙ্কা প্রভু নিত্যানন্দ, মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র
 বক্তেতে লোটায়ে সদা গাহি হরিনাম,
 "জয়নিতাই চৈতন্ত্য হরেকৃষ্ণ রাম" ॥

দুকুল নষ্ট ।

গোরীয়া গোরীয়া ডাকিয়া ডাকিয়া
 হইল এ-তনু-সারা ।

অথেরে না সুখ দুখেরে না দুখ
 হইল ঐহিক হারা ॥

ষত লোক নিদে তিকিত নিসিন্দে
 গণিহু তা কত মিঠে ।

বেপারে ঘুরিণু লাভ না হইল
 ছঃখ-বোঝা নিঘে পিঠে ।

আশা যটি ভবে তৎখেতে বহিণু
 তঃখই হইল সার ।

দঃখের সাগরে দেহতরী বেয়ে
 না পা'হু কুলকিনার ॥

কটুভাষ মোর ক্রান্তমূলসেক
 জাকুটা কাঁজর নেড়ে ।

এত সহি তার না পাইহু দেখা
 বুঝা ভার তাক চরিত্রে ॥

নিঠুর সে গোরা পোড়াইতে দঢ়
 কাঁদান কিবা সে রঙ্গ !

কৈদে নিজ হারা কালীতৈরা হবে
 (আশা) মিলিবে বা তাক সঙ্গ ॥

জীবন-বার্তা

সঙ্গীত-নিবাস গান

(১)

আনন্দে গৌরাঙ্গ পণ্ডিত, মুখে হাসি লত লত
আজ্ঞা ক'ল মঙ্গল কর্তন ।
কালি হবে সঙ্কীর্তন কর তবে আয়োজন,
নির্মাল্য আন বৈষ্ণবগণ ॥
অস্ত তার আশ্রয়, মাজলিক মাল্য বাস
কবা গবা বতক সস্তার ।
মলোচন্দনাদি দিয়া বৈষ্ণবগণে সাজাইয়া
পূজ যথা ভক্তির আচার ॥
নিশান্তে তাদের নিয়া, আনন্দে বিভোর তৈয়া
কর কৃষ্ণ লীলা সঙ্কীর্তন ।
বিষয় তুলিয়া গাহ, প্রেমামুতে অবগাহ
জয় কলি-বজ্রের বিধান ॥
আজ্ঞা পাঞা শ্রীঅদ্বৈত সঙ্গে নিয়া অবশত
মহোৎসাহে কৈলা আয়োজন ।
সঙ্কীর্তনের উঠল চেউ, গৃহে না রহিল কেউ,
শান্তিপুত্র যেন বুদানন ॥

আলার ইনি কে?

(২)

রক্ত পীণবৎ সারাংশ নবনী
রক্তগোপমাণি কান্ন ।
তার সাবভূত পীত-বন দূত
গোরাচাঁদ অধাত্ত ॥
নীলাচল ধামে প্রেমোদ্গাদ মত্ত
সঙ্কীর্তনে লুকোচুরি ।
লীলা সংগোপনে শ্রীজগবন্ধুর
প্রভু বাড়াল মাধুরী ॥
সেই জগদ্ধাত্রী জীবের লাগিয়া
আবহুত গ্রুণি পুনি ।
ফরিদপুরের গোচম্পট গ্রামে
লম্পটের শিরোমাণি ॥

ভকতি ভগতে নব যুগে আনি
হরি নাম সুধারসে ।
তপত প্রাণীর প্রাণ জুড়াইলা,
ভক্ত সে হরি-পুরুষে ॥
লীলা সমাধান পরম সমাধি
উৎসব-সঙ্কীর্তনে ।
সত্তত বহিছে তরঙ্গ তুলিয়া
দেখ গিয়া শ্রীঅঙ্গনে ॥
ভকতি সাগরে সত্তরগ করি
তুলিয়াছে মহা চেউ ।
চিনি চিনি লাগে চিনিতেও নারি
এমোর তবেন কেউ ॥

স্বর্গসিঁদে শিন

(৩)

কালী যাও কেনরে ভাই
কালী যাও কেন ?
কালী যাও, কালী যাই,
মন্তে, পাই যেন ।
কালী ম'লে শিব হয়,
শাস্ত্রের বচন ।
এক কাল বাকী আছে
কালীতে গমন ॥
কালীর আশানে পু'ড়ে
দেহ হবে ছাই ।
মুক্ত হ'য়ে হবে শিব
আর লাঠা নাই ॥
হাহা ! এই ভাবি মনে,
তাই বটে বটে ।
হুখের আশানাগলে
হুখ-শিব উঠে !
কত যদি করণিকা-
আশার তরঙ্গ
কালীঠেহা পোড়া চিতে
করিতেছে রঙ্গ ॥

এই না সেই গঙ্গা !

(৮)

প্রীতি আসন্ন করি গ্রাম রক্ষ করি
 গৌর নিত্যানন্দ ভোরা ।
 এই না গঙ্গায় ভক্ত নিয়া কৰ্ত্ত
 এককলি মাঝেয়ারা ॥
 শ্রীপদ প্রণবে সলিলসীকর
 বরষিত জীবে কৃপা ।
 কোকনদ হেরি ফুটন্ত সলিলে
 বেড়িত গাতি মধুপা ॥
 চন্দ্রমার মেলা নৌকায় চড়িয়া
 বাতিত গাতিত সারি ।
 তকুলে দাঁড়ায়ে তারকার মালা
 নিরখিত সারি সারি ॥
 জাহ্নবির পদ, 'আনন্দবন্দর
 "সীতা", হরি হরি ।
 হাটের পতন রস-বিকি-কিনি
 জয় তলু দিক্ ভ'র ॥
 ধামদেখাতীর্থ দুমধাম সদা
 কেবল 'আনন্দ ধারা' ।
 পদরঞ্জ : স্পর্শে গঙ্গার ভক্তিমা
 তরঙ্গ কত না বাড়া !
 এই না সেই গঙ্গা গার ঘাটে বসি
 লক্ষ্মী আদি বালিকারা ।
 ব্রত ক'রেছিল, সাফল্য দিচ্ছিল,
 তক্ষীজলে হাসি গোরা ॥
 এই গঙ্গা ঘাটে লোকের সহিতে
 ডুব দিয়া গোরাশনি ।
 কুমীর হইয়া পা ধরি টানিত
 চুবায়ে খাওয়া'ত পানি ॥
 নদীয়ার মাটি গোরা পদ রেণু
 নিজাঙ্গে মাখিয়া গঙ্গা ।
 অমুরাগ ভরে গৈরিক ধারিণী
 কিবা স্নেহে লাগিয়া ।

প্রেমিক পতিত দগ্ধ করিবারে
 সে রেণু বহিয়া নিত ।
 হবি নাম ধ্বনি "কলু কলু" সনে
 মরি, কত না মিশিত ॥
 একে সেতো গঙ্গা পবিত্র কারতে
 তাথে হরিনাম যোগ ।
 এমন স্রবোগ হুতীর্থ কি আর
 খণ্ডাইতে ভবরোগ ॥
 বার ঘাটে বার জাতি লক্ষ লোক
 সিনান করিত দণ্ডে ।
 স্তোত্র সঙ্কীর্তন কমলস্তবক
 করিত তরঙ্গ মুণ্ডে ॥
 গঙ্গা কল কলে মৃদঙ্গের ধ্বনি
 কর্ণানন্দ স্রমধুর ।
 নানা জাতি ফুল তরঙ্গে নাচিত
 গুণ গৌরঙ্গ-বিধুব ॥
 এগন তার কি আছে বল বল ?
 সকলি গিয়েছে চলি ।
 পূরব উল্লাস প্রাণের প্রদীপ
 নিভিয়া গিয়েছে চলি ॥
 শোকের সঙ্গীত বহিছে এখন
 যেন সে সলিল ধারে ।
 আছে সে গগন নাই গ্রহ তারা
 দেখনা সেই চাঁদে ॥
 কেন, কিনা আছে ? সকলিতো আছে
 নদীয়ার মাটি সেই !
 অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গোরা
 রায়, শাস্ত্র সত্য এই ॥
 ত্রিবিগ্রহরূপে, ত্রীগৌরনিতাই
 সাক্ষাৎ কেবা না দেখে ?
 ভাগবত বচ বিরাজেন অই
 ভক্তরূপ প্রভু লেখে ॥
 কীর্তন 'আনন্দ উৎসবে সতত
 পূর্বের কিবা না আছে ?
 সেই ভাব প্রেম অটুতা, স্বকামি

এখনতো খেলিতেছে ।

নদীয়া পশিতে কে যেন কি ভাবে

মজাইয়া ফেলে তিত ।

কি অমৃত রসে প্রাণ ভরপুর

কালোইরা কি ব'কত ?

দুঃখের সাগরে

(৩)

ভুগ্নেয় সাগরে এ ভীবন তরী

ভরি করি, পারি না পাই ।

কেবল চুগনি ঢোকে ঢোকে পানি

জীয়ে আছি (৩) চরণ চাই ॥

লবণ পানির অঙ্গ কুটকুটি ।

ব'কবের কটু বিষ ।

সে বিষ উপর দেহ বাড়বাগি

আলাইছে অংশি ॥

ক্রোধের ফেনিল তরঙ্গ বিপুল

আজারে বিমানে হুলি ।

প্রাণ, যায়, যায় প্রায় মর মর

হরি নাম তবু না ভুলি ॥

অইটির জোরে মরি মরি পাঁচি

ভিঙা পোড়া এক যত ।

তাতে স্বার্থগ্রাহ গ্রাসিবারে আসে

লুকুটী কচ্ছপ শত ॥

আতঙ্কের কম্প সঙ্গট বিষম

নিস্তার প্রভু হে গোরে ।

দহে দহে দহে সহেনা সহেনা

রক্ষ হে এ বিপদ ঘোরে ॥

এ দুঃখতিমিরে উদয় করহে

শ্রীপদ-অরুণ ছটা ।

পথ দে'খে দে'খে পারি দিয়ে বাক

এ কালোইরা ল্যাংটা ॥

লাক্ষবহারা জনের উক্তি

(৬)

হরনাথ হরনাথ

"পাগল" তোমার নাম ।

ভালবে'সে এত ভাল !—

"হরে কৃষ্ণ হবে রাম" ॥

রাজ ভেড়ে কৃষ্ণচন্দ্র—

গেলেন সে মথুরায় ।

ফিলবার কথা বটে,

হরনাথে শোভা পায় ॥

প্রীতিলিত দাদা মোব

বড় মহাশয় মহী !

শ্রীবৈষ্ণবসম্মিলনী

জীৱনসঙ্গীত-যন্ত্রী ॥

করি যজ্ঞ আয়োজন

আগুনে না দিতে যি ।

কোথায় চলি গেলারে,

সে আগুনে প'ড়ি কি ॥

। শ্রীরাম প্রসন্ন ভায়া

— লেখনী সুধা সরিত ।

মুর্শিদাবাদ-মণি ॥

ষোড়শকুল সুপ্রদীপ

ব্রজরসতত্ত্ব-খনি ॥

"বিদগ্ধ গোপাল",

"শ্রীগৌরচন্দ্রোদয়" ।

"ললিত গোপাল" আর

প্রতিভার পরিচয় ॥

বৈষ্ণব সাহিত্য জগৎ

উজল করি যারে ।

আরো কত আশা ছিল

হায় ! অকালে ত্যজিলারে ॥

রসিকলাল দে ভায়া

সোণামুখী-মুখ্যমণি ।

কবির ভাবুকতার

গভীর উজল খনি ॥

“কানন”, “রাজা পাছুখানি”
 বাহার কুতিয় চিন।
 সে তুমি আর আমি
 পরাণে না ছিল ভিন ॥
 মরম-বুঝা আর কে
 ছিল তোমার যতন।
 হারা হয়ে মুগ্ধ
 আর নাই গো তেমন ॥
 বল বল কবে পাব
 পুন তব মধু-সঙ্গ।
 বসিববে তব পাশে
 করিব কোতুক রঙ্গ ॥
 অমুরাগের মিলন,
 এর বিচ্ছেদ কি আছে।
 গিয়েছ গিয়েছ ভাল,
 আসিতেছি তব পাছে ॥
 মজলা প্রসাদ দাদা
 গুরুপাত্র কবিবর।
 নৈসর্গ বিনয়খনি
 সিংভূম চৈবাঙা বর ॥
 “হরি-বোল” “ধর্মামৃত”
 অপূর্ণ গ্রন্থদ্বয়।
 সতত সুধা উগারি
 গাহিছে বাহার জয় ॥
 শোকে ডারি একে একে
 চলে গেলি তোরা ভাই।
 শূন্যপ্রাণে এ সংসারে
 কালীহরার স্মৃতি নাই ॥
 বামা, জলধর, তারা
 দ্বিজাসেনা চিনি বলে।
 বিজয়, মহেশ আদি
 ভাবি কবে বায় ছ’লে ॥
 রসিকমোহন আর
 হরিন্দাস ছ-আচার্য।

বৈষ্ণবসাহিত্য শাস্ত্রের
 সুপ্রচারক-বর্ষা— ॥
 তারাও যে ভালবাসে
 এ অমৃতে আঁচি বাঁচি।
 নচেৎ নির্বোধে মুগ্ধ
 গলে দিতাম কাঁচি ॥
 “বাবা বাবা” বলে কোথা গেলা চলি
 মহারাষ্ট্রী ভক্তমণি।
 নরোত্তম যেটা পীষ্ম আওটা
 গৌর-ভক্তি-রস-খনি ॥

না বাক্সসী

[১৩২৮।১০ চৈত্র তলদিয়া স্কুল গৃহ পোড়ার
 আমার শ্রীগ্রন্থ সকল ভক্ষিত হইয়াছিল।]

কৌতূহল জানন্দে আলিঙ্গন দিচ্ছ
 মা তোর ভকতে ধরি।
 মদ-গন্ধ মূপ ——— এই না সন্দেহে
 উপেখিত হুণা করি ॥
 কোপনা যা তুই ভক্ত প্রাণা অতি
 করিলি তাই অসম্ভব।
 আমারে কৃষিগা খালি জগৎ পতি
 এ কথা কারে বা কব ॥
 কোপে কোপে কোপে হইলি আগুন
 তার তিন বটা পর।
 পুড়িলি পুজার শ্রীগ্রন্থ যতেক
 বাবা কৃষ্ণকলেবর ॥
 পতি বুকে পদ ছড়াইয়া তাস
 তাথে নাহি লক্ষ্য ভয়।
 পতি পুড়ে ভেঁজে খাইবি বেঙ্গী কি
 তবু মা তোরির জয় ॥

মদ খেল ভক্ত তাবে বাড়াইচে
 “চৈতন্য চরিত” খালি ।
 এ তোর কেমন রাফদীর লীলা
 শাস্ত্র মর্ষ ক’লি ছালি ॥
 ভক্তের মর্যাদা বুঝাইল ভাল
 মোরে দিলি দণ্ড ভয় ।
 মদ খাইলেও সে তোমাব প্রিয়
 ভক্তি’র সতত জয় ॥

অরক্ষাবাদে মা-মুক্তি

নেত্রকোণার কতক পশ্চিমে
 অরক্ষাবাদ গ্রাম ।
 প্রেমিক এক বৈষ্ণবের আশ্রয়
 বাবা বামানন্দ নাম ॥
 বিজয়, গোবিন্দ, শ্রীমেব সঙ্গে
 গঙ্গা তাঁর নিমন্ত্রণে ।
 অতি বুদ্ধ নাবা স্তম্ভ অনলস
 নিরত হরিচিহ্নে ॥
 বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী বুটুখ তাঁহার
 সেবিল মোদেরে অতি ।
 বড় পরিচর্যা পরিপাটি বক্ত
 র’লু এক দিনবারিতি ॥
 মন্দিরে বিগ্রহ সেবা’তের সেবা
 শু’চ রুটি ভাল বটে ।
 মন্দিরে বাহিরে নানা শিলা মুক্তি
 তুলসীর দল ঘটে ঘটে ॥
 পবিত্র দর্শন যেন তপোবন
 দর্শনে উগ্রাস বড় ।
 শাস্ত্র কথা চর্চা শুনিতে উৎসুক
 সমবেত নারী নর ॥
 কণ্টকিত পদ্মে স্বাহ মধু বধা
 বাথার আরাম বটী ।

দেখিলাম এক কুৎসিতা রমণী
 প্রোটা দীনা স্থল-কটি ॥
 দরশে অবজ্ঞা এ পাণ্ডীর সনে
 অকস্মাৎ হলো কেন ?
 জহরা না মুঞি মাণিক চিনিব
 বাহুবেশে মোহ হেন ।
 এ রমণী নয় পরকীয়া নারী
 গৃহণী সে বাবাজীর ।
 সে মাণিকের ত্রাণ ক্রমে সে খুলিল
 মগন কুপের নীর ॥
 এ বৈষ্ণবী নয় সামান্য মানবী
 মেহ দয়ার আধার ।
 কিবা মধু বোলে গলে চাহনৌতে
 কত না স্বধার ধার ॥
 কত বা ধীরতা মমতা অশেষ
 এ দেবী সাক্ষাৎ মাতা ।
 মা যে মধুর সে সাক্ষাৎ ইনি
 এ বুঝিবা জগন্মাতা ॥
 মাতৃ ভক্তি চিতে সহজে উদিল
 গদ গদ হলো পাণ ।
 সে কুৎসিত মুখে কত বা সৌন্দর্য্য
 মা বস্ত্রব হলো জ্ঞান ॥
 সে বস্ত্র খানিব ব্যাখ্যা নাহি হয়
 দত্ত হুত্ব তারে দেখি ।
 পল্লব ভিত্তর কুৎসিত দেহে
 স্বর্গদেবী আছে ঢাকি ॥
 মাগের চিত্র উজ্জল সজীব
 বা থাকে প্রচ্ছন্ন মায়ে ।
 তার মুক্ত মুক্তি মৌলিক মধুর
 দেখিহু ইহার কায়ে ॥
 এখনো স্মৃতির মন্দির মাঝারে
 সে দেবীর পূজা হয় ।
 আগড়ায় যেয়ে পরম করুন
 কালোইছা সত্য কয় ॥

স্তন শিক্ষার যে চালচলন
 বিবিধানা কুর্করি ।
 ভাগ্যে তার নাই আরণ্য সে নারী
 নাহি শাঁখা শাড়ী চুরি ॥
 যুগীর বসন অঙ্গআবরণ
 ছাল কি সোডার ধোপ ।
 অসভ্যের মেয়ে মোটা ভাত খায়
 নাহি পায় তেল সোপ (সাবান) ॥
 শল্য গন্ধকে সান্নেয় বাতি জ্বলে
 মূপ দেয় ভক্তি ভরে ।
 অভাবে বিলাসে যত দ্রব্য স্তম্ভ
 কিছু না পরশে তাঁরে ॥
 চরিত্র চন্দ্রমা শুধা ভাসে দাসে
 বদন আকাশে তাঁর ।
 অতি অজ্ঞ, তবু বিনয় স্তম্ভাণী
 মূৰ্ত্তি সবচোরাণী ॥
 নাহি জানে কিছু স্তম্ভ ভালবাসে
 বাৎসল্যের পরাকর্ষা ।
 আদর্শ এ মেয়ে জগতের মাতা
 অতিথির সেবাশ্রী ॥
 সভাবের হাতে যা কিছু শিক্ষা
 না প'ড়ে যাতুখীন্দ্র ।
 যাও নরনারী গরব তেজিয়া
 করগে তাঁতার যত্ন ॥
 শিক্ষা ফল যত তাঁর মত হওয়া
 দরশেই মাতৃভাব ।
 এমনই এক দিবা দ্বাথে খেলে
 পবিত্র গীষ্মশ্রাব ॥
 জনমিয়া, বেলী জানি নাইক মা
 তপত হইলু আঁজি ।
 ভক্তগণ সঙ্গে পুনর্ষাত্রা ক'লু
 নিয়ে বস্ত্র পুঁথি পাঁজি ॥

দীক্ষা প্রক

বিদ্যাকূলে বড় শ্রীদেবেশ্বরনাথ
 চট্টোপাধ্যায় ব্যাতি ।
 নদীয়া নগরে চাঁদের মতন
 ফিরে সদা ইতি উতি ॥
 “জয় নিতাই” ধ্বনি সন্তত বদনে
 কত না অমিয়া করে ।
 তা শুনি উল্লাসে নদীয়ার লোক
 অতুল আনন্দ ভরে ॥
 একতানে তাঁনে উচ্চ করে গায়
 “জয় নিতাই জয় নিতাই” ।
 এহ'তে তাঁন নাম হলো “জয় নিতাই”
 সবে ডাকে জয় নিতাই ॥
 ভকত মণ্ডলে “জয় নিতাই” শুনি
 কে না পুলকিত হয় ।
 দরশনে তাঁর কে না ধস্ত হই
 শত করে জয় জয় ॥
 কি ক'ব তাঁর রূপের কথা!—
 চন্দ্র পাদপের প্রাতি মূলে ডালে
 এক এক কমল গাঁধা ॥
 কাঁচা কাকন শ্রীঅঙ্গের দ্ব্যতি
 তাথে সিঙ্গুরের আভা ।
 সিঙ্গুরের পোছ কপোলে কপালে
 কি ক'ব বদনপ্রভা ॥
 হাটিতে নৃত্য শ্রীঅঙ্গ উনার
 ভূমিতে মিশি ত মাথ ।
 মুর্ছিমানে দৈত্য বিনাশনা
 কঁাদ কঁাদ মুখ ॥
 সোণাল স্তম্ভ ধূম্র-মি শুভ
 যারে দেখি দণ্ডবৎ ।
 অভিমান শূন্য নিতাই ভবিতি
 যেথা সেথা ভিখারীবৎ ॥
 কি ক'ব তাঁর গুণের কথা!—

নিত্যানন্দ বিনে না জানে আন
 গৌর-গুণ কর্তে গাথা ॥
 গৌর-তব-রস পুঁটলী স্তন
 ভক্তসঙ্গসমাবেশ ।
 যৌবন জোয়ারে গৃহত্যাগী হয়ে
 মাতা'লা দেশবিদেশ ॥
 উচপদ ছাড়ি ভিখারী সাজিয়া
 ভাবের বৈরাগীবেশ ।
 শিক্তর মতন * আধ আধ বাণী ।
 স্তম্ভর মুণ্ডিত কেশ ॥
 নিদ্রাহার শূন্য তেজোময় বপুঃ
 নীরোগ দীর্ঘায়ুঃ স্বতী ।
 সদাচার বিবর না করে লজ্জন
 থাকিতেও বাগবাতি ॥
 পরসেবা লাগি সদা ভিক্ষা দার
 না বুঝেন আশ্রয়ত ।
 "নিতাই নিতাই" ডাকে না লোকে
 এই মাতৃ তাঁর তথ ॥—
 জয় নিতাই মোর দীক্ষা গুরু জন
 কুপায় দিচ্ছিল শক্তি ।
 কাক মুখে আশ্রয় যুবলেন মধু
 না হইল অনুরক্তি ॥
 লক্ষ্মিনিবি ভায় দুরভ্যাস অতি
 খোয়া'নু কোন বা শাপে ।
 এ কালীহৈরী দুরভাগা মন্দ
 পুড়িতেছে অনুতাপে ॥

দীক্ষামন্ত্র-কথা ।

চারিশত সাত চৈতন্য অবদে
 আবাড়ের রথযাত্রা ।
 ঢাকা দক্ষিণের মহাপ্রভু বাটী
 আনন্দের নাহি মাত্রা ॥

এপনো, পরাণ আবাড় আটলে
 উড়ে যায় তথা রথে ।
 পরিত মালায় সুবেষ্টিত ধাম
 কত শোভা পথে পথে ॥
 স্তম্ভর দেশের স্তম্ভর পাহাড়ে
 স্তম্ভর মন্দির বটে ।
 পূর্বব ক্ষেত্রের পৌত্রক ভিটায়
 বিরাজেন সেই মঠে ॥
 মোদের সে প্রভু রস শ্রীবিগ্রহ
 স্বয়ং শচার প্রলাল ।
 মিলিয়াছে মেলা পথে হাট ঘাট
 ভক্ত মিলনে উজাল ॥
 ভক্তগণ মাঝে অই নে'চে যায়
 পুণিয়ার চাঁদ খানি ।
 স্তম্ভা গল গল স্তম্ভ চল চল
 গলিত সোণাল ননী ॥
 সঙ্কীর্ণন রঙ্গে তালের তরঙ্গে
 কিবা সে মধুর নৃত্য ।
 প্রাণ কে'ড়ে নিল নিল নিল নিল
 হইগে উছার ভৃত্য ॥
 যৌবন জোয়ারে আর এক বস্ত্রা
 নৃতন দেশের ভাব ।
 শুধু টল মল নব রাগ ভ-র
 ইচ্ছা সেই দেশে যাব ॥
 এ মহা পুরুষ কোন্ দেশের চাঁদ
 কেইবা আনিল তেথা ।
 পিছে পিছে হাটি শুধু দেখি দেখি
 না দেখিলে বড় ব্যথা ॥
 সে দিনের দেখা সন্ধ্যায় ডুবিল
 আইল সঙ্গে নাচনা ।
 দিব্য নবভাবে তদবধি নাচি
 সাধু সঙ্গের মহিমা ॥
 পঞ্চ থণ্ড এক পরগণা তথা
 আছে বাসুদেববাটী ।

ওণ্টা রপোংসনে পাইল চরণ
মর্যাদাপ গুটি-গুটি ॥

টনি জয় নিতাই শ্রীদেবেন্দ্র নাগ
সাক্ষাৎ যেন নিতাইটি ।

কুমলীলা কথা তাঁর রূপফলে
কলমে উঠিল ফুটি ॥

চারিশত বোল চৈতন্য অবদে
গেলাম শ্রীনবদ্বীপে ।

কুমগড় ভ'তে স্বরূপগঙ্গা পাণে,
কাইল্য গৌর চিত্রপে ॥

আনন্দ-সুধায় হলো গঙ্গাস্নান
গৌর বিলি মিলি শুধু ।

আমিও অমৃত সে দেশ অমৃত
চিদ্রকাশে গৌরবিধু ॥

মধুর মধুর কেবল মধুর
মধুর তরঙ্গে লসি ।

গঙ্গা পুলিনে বাবলার শোভা
কেন এত ভালবাসি ॥

ললিত ভক করিতে কীর্তন
গোষ্ঠী শুখে দলে দলে ।

গৌরঙ্গ সোণার বিগলিত আভা
পুলিনে পুলিনে খেলে ॥

গঙ্গা তাঁরে আসি দেখি নবদ্বীপ
নবভাবে মুগ্ধ ভোগিণী

সে নয় মাটির, দ্বীপ দাঁড়াইয়া
পর পারে স্বয়ং গোরা ॥

এই পারে মুগ্ধ ওপারে গোরা
নয়নে নয়নে চাহা ।

আকুল করিল পরাণ যোর
ভাবের না যায় কথা ॥

খেয়া নৌকা চড়ি গঙ্গা মাগে নিয়া
চলিলা ধীরে ধীরে ।

নৌকার নাচনা বুকেক নাচনা
বাজনা বাজিছে তীরে ॥

লাগিলে তরী নদীয়ার ঘাটে
কি মধুর নদীয়া মাটি ।

ভক্তপদরঞ্জঃ মহাপ্রভু ধরে
তাই-সে সাক্ষি হুটি ॥

ভক্ত পদরেণু আর গঙ্গাজল
কিবা সে অমৃত যোগ ।

এমন এক স্বান জীবন করিনি
যুঁচে গেল ভবরোদ ॥

গরিমা গরব চূর্ণ ভ'য়ে গেল
মাটিতে পড়িয়া সোণা ।

পশিষ্ট নগরে শুধু বসে মাথা
যথা যথা আনাগোনা

নিহায়ে নন্দ পাড়া দা দ্বারকা নাথ
যিনি পূর্ববব চিন ।

অতিথি হইল তার ঘরে গিয়া
বহন করিল কিনা ॥

বহু যুঁজে পামু জয় নতায়েরে—
বাতুল চরণ গুটি ।

ভক্ত ভক্ত তাপ সপ্ন জুড়াইল
শ্রীপদপদরঞ্জ হুটি ॥

দয়াময় প্রভু তুলি দলা কোল
ধাতুরে ধাতুরে মুগ্ধ

পরামৃত সুধা ঢেউ উধলিল
অন্তর্কর্ষি যোরে ছাঁ ॥

সুধার আকাশে উড়িতে লাগিল
কি এক মুকত পাখী ।

“গৌঃ গৌর গৌর নি গাই নিতাই”
ডাক, নবফল চাপ ॥

কুশল পুছেন অবিয় ভাষায়
প্রেমভরে গদ গদ ।

প্রেমের পুতুল রসরসায়ন
যেন সে মূর্তি আনন্দ ॥

প্রভু জগবন্ধু সেব লে শক্ত
হিলেন তাঁর আত্মা ।

গোপত থাকিয়া লইতেন সেথা
বহু সাধু সঙ্গ তাঁথি ॥
বিহল জ্ঞানন্দে সতত! ডুবিয়া
মাধিলায়-মদ-ভিক্ষা ।
দয়াময় সেই প্রভু জ্ঞানিতাই
কর্ণে দিলা মন্ত্রলীকা ।
ধরি দিলা কোল নিতাই যেমন
আজ্ঞাসাং কৈলা যোরে ।
নব বলে বলী পেমানন্দে কাদি
আইসু ফিরিয়া ঘরে ॥
কহিলেন গুরু তোর দেহ দিয়া
হইবে অনেক কাজ ।
তাই কালীহর, আলিঙ্গন ভলে
শক্তি দিয়া দিহু আশ্রয় ॥

শিক্ষা গুরু

ব্রজবাসী এক বৈষ্ণব প্রধান
কেনীঘাটে সদাবাস ।
মৈথিলা ব্রাহ্মণ পূর্বব আশ্রমে
চিরকুমার কুমদাস ॥
রাধাকৃষ্ণ গোর লীলা সঙ্কীর্ণনে
ভগত নয়ন ধারা ।
গোপীভাব সাধা যেন রাধাসখী
নারীবোগ্য ভজীপারা ॥
কৃপা করি দিলা কোলে বসাইয়া
তিনটি চাপড় পিঠে ।
ব্রজকুঞ্জমেলা সুন্দর বুলিল
অস্তর নরন দিঠে ॥
বালিকা হইয়া নাচিতে থাকিছে
অপূর্ব রসরসে ।

শিক্ষা গুরু বলি অজুগতা হই
‘শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলীকণা’ সে ॥
শ্রীমদে নিরখি মাথা শ্রামভ্যাসি
কৌন্তভ মণির ভায় ।
কালিহর মাগে মঙ্গরীর ভাবে
যুগলসেবা যেন পায় ॥

উপালি লাভ :

(২৭শে ফাল্গুন ৪১২ শ্রীচৈতন্যাদ)

নবদ্বীপ ধাম— প্রচারিণী সভা
মায়াপুরের মন্দিবে ।
ত্রিপুরাধিপতি সভাপতি, কেনা
স্ববে শ্রীরাধাকিশোর ॥
দ্বার বন্দেখর দিনাজপুরেশ
নসীপুরমহারাজ ।
সারবাস্ত্রগর শ্রীরাধাবল্লভ
চৌধুরী ভকতরাজ ॥
বদেয় সুপুত্র সহস্র সহস্র
এই সভার স্বজন ।
ভকতিবিনোদ মূল প্রতিষ্ঠাতা
শ্রীবাস ঠাকুর যেন ॥
গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া যুগলবিগ্রহ
বিরাট মন্দিরে সেবা ।
বিলুপত তীর্থ উদ্ধার হইল
শচীমা-মন্দির বেবা ॥
বিগুড় বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার
এসভার কৃতিত্ব বটে ।
সভামুখ পত্র পত্র “নিবেদন”
মাণিকতলা হৈতে রটে ॥
সুজি ও লেখক এই পত্রিকার
পরিচয় নয় মন্দ ।

পুরস্কার পোড়ে তুমার সভায়
 গেহু লিখিয়া প্রবন্ধ ॥
 ভয়'নতাই পদ্য প্রথম গমন
 গুরুশিষ্যের বক্তৃতা ।
 বহু শ্রীপত্রিকা প্রবন্ধ লেখক
 সম্মিলনী আহ্বানদিতা ॥
 লেখনী সেবার তুই সভাভন
 পাপিষ্যও মুক্তি ধন্ত ।
 বৈষ্ণবের চন্ডা বস্ত্র দিল ঢালি
 কৃপাকুসুম অগণা ॥
 দিলেন উপাধি "শ্রীভক্তি সাগর"
 যন্তকে আশিস-মূল ।
 বহু বৈষ্ণবের মূল মাথে নিয়া
 গৈলাম গঙ্গারি কূল ॥
 তুই মাসোমাতা স্নেহবতী সঙ্গে
 আইলু শ্রীনবদ্বীপে ।
 জয় নিতাইর পদগুলি নিয়া
 জুড়িহিঁহু যৌব্রতাপে ॥

শৈচিত্র

দেহ যোর নিমতলা
 বুকভরা চিতা
 হুখ মড়া পোড়া হুখে—
 কহিতে বা কি তা ?
 সীতাকুণ্ডে যথা অগ্নি
 ধর্ম-অগ্নি নাম ।
 জলে নিভে পুন জ্বলি
 ধক্ ধক্ অবিরাম ॥
 হরিনাম অষ্ট এক
 বিন্দু বধে পড়ে ।
 নিভে সে দীপক বহি
 হুখ বাঁচে ম'রে ॥

আবার আশ্বিন উঠে
 হুখে পুড়িতে ।
 হুখ হুখে যোর বুক
 শান্তি সে অশ্রুতে ॥
 হুখের পরখ হুখে
 না পুড়িল সীতা ।
 হুখের পরাণ সোণা
 পুড়ি সমাদৃত ॥
 হুখ নয় চুঃখদাহ
 চুঃখ হৈতে হুখ ।
 চুঃখেরে ধ'রলে অগ্নি
 হুখটি আলোক ।
 চুঃখ এক বয় বহি
 হুখ তার চকু ।
 পেয়ে বজ্রগর্ভা সে
 বরি'গর্ভ মরু ॥
 শ্মশান অনলে যথা
 শিবের বসতি ।
 চুঃখবশতানে তথা হুখ-অবস্থিতি ॥
 এইতো বিচিত্র অতি অনলে অমৃত ।
 চুঃখ ফণী তাব মাথে হুখ মণি মৃত ॥
 বহুধা বাহুকি-ফণে চুঃখে হুখস্থিতি ।
 প্রাণঘাতী বজ্র রহে বৈদ্যাতিক বাতি ॥
 পাষণ কুটিরা যথা পুণ্য গঙ্গাবারি ।
 মধুচক্রে রন্ধে যথা মক্ষিকারা বেড়ি ॥
 হুখ চুঃখ ছুটি দল এক কমলের ।
 হুখ চুঃখ ছুই তহু এক পরাণের ॥
 বিরহ চুঃখের রাজা, প্রেমহুখমণি ।
 চুঃখের সর্বাংশ হুখ অনুরাগে গণি ॥
 "করি হরি" বলিতেই নেত্র বহে নীর ।
 হুখ চুঃখ এক সম, সে অমুরাগীর ॥
 হুখ চুঃখ ফুলদল দিয়া কৃষ্ণ পদে ।
 কালীচৈত্র্য ব'সে থাক্ আনন্দ সম্পদে ॥

শ্রীমুক্ত বিজয়নারায়ণ আচার্য
ভক্তনিধির মধুময়ী কবিতা লিপির
উত্তর—

শোনু দিদি শোনু ভাই নও বোনু
তবেই মিলনে মাথে ।
যে স্থখের কথা গেয়েছি তুই
মরম বুঝাব কাকে ?
তোর যেই রস কবিত্ব সংস—
ছেড়ে দেও “গুরু গুরু” ।
রসভঙ্গভঙ্গ এ শব্দ শুনি
প্রাণ কাঁপে দ্রুত দ্রুত ॥
সমানে সমান রসের প্রমাণ
শিক্ষা চলে পরম্পর ।
“তুমি কোন্ বড়” এট কর দঢ়
তবে সাম্য স্থখকর ॥
সখ্যটি রাখিও স্মৃতি-জলে জীও
বিরহে করিবে কি ?
বিরহ—এওতো পরম বাঞ্ছিত
প্রেমানন্দে ঢালে ঘি ॥
বিষের উপর মণির বসতি
আনন্দ আলোক তার ।
তপত তৈলে কি মুখরা জীয়ে নি ?
বিরহতো অলঙ্কার ॥
তোদের বিরহে মড়া মুঞি বাচা
মুঞি কি তোদেরে ছাড়ি ॥
এই যে দুহাত বাধা হোক পাখা
উড়ে যেতে খেন পারি ॥
মোর সুখ লাগি যখন কহবি
“না—না—না” ॥
তোর সুখ লাগি বাইব উড়িয়া
মানিব না “না—না” ॥
*প্রেম ভক্তি গুণ যে যতন জানে
সে শুধু তোমার শিক্ষা ॥

* তিনটি ভক্তা—প্রেমময়ী, ভক্তিময়ী ও গুণবতী ।

চোখে চোখে নীর যমুনার ধারা
এ শুধু তোমার দীক্ষা ॥
আচার্য-সুতার পিতা-গুরু তুই
উদ্ধার করিলি কত !
পদ সেবা দিয়া পতিত তারিলি
নিজে হলি রত্ন হত ।
আর না কাকেও পদধূলি দিবি
আবার সঞ্চয় কর ।
বিধিকিন্মা রূপে সদাচার লাগে
অবজ্ঞাটি দোষাকর ॥
ভাগবতরত্ন শ্রীম শ্রীমপ্রিয়া
সুযোগ্য দোহর তব ।
তারেও করি এই অহুরোপ
সদাচারে “রসোত্তম” ॥
গোপীর ভজন শুদ্ধ সদাচার
ভাবিও অন্তরে সদা ।
তিলক রচন তুলসী স্বপন
ডুলো না দিদিয়া কদা ॥
বাদাদাসীদাসী ভালবাসি বড়
এ দীনার সে ভাগ্য কৈ ?
গোদের সঙ্গ-গুণে সেজে বসি নারী
সঙ্গীতের মহিমা সৈ ॥
রোগ শোকে ভড়া আছ বাচা মড়া
নামমালা কর জপ ।
নীতল হইবে তপত পরাণ
মধুময় জপতপ ॥
খুলে দিবে মালা বুক মাঝে আলা
কালচাঁদের কিরণ ।
চিন্তা কিবা, চিন্তা চিতে চিন্তামণি
সুখে হবে নিমগন ॥
সোবিৎসঙ্গী-সঙ্গ করে প্রেম ভঙ্গ
গৌরান রঙ্গ না ভায় ।
এ পুরুষ আর এই বটে নারী
এ ভেদে বোধিৎ জড়ায় ॥

নিত্যানন্দ চাঁদ ব্রহ্মচর্যাগুরু
 নিতাই করুণা হ'লে ।
 পুংস্রী ভেদ ভুলি "হরি হরি" বলি
 যাও ব্রহ্মধামে চ'লে ॥
 বহিরঙ্গ জন নিয়া সঙ্গীতন
 যাহার কপট খেলা ।
 নোকায় নিবিড় আনন্দ পেয়েছ
 স্থলে কীটন সঙ্কেত ॥
 করি গোঁসা রাগ তবু ভায় রাগ
 পরাণে পরাণে বাঁধে ।
 তোদের লাগিয়া মুখ না ফুটায়ে
 নীরবে পরাণ কাঁদে ॥
 এ পর্য্যন্ত অজ্ঞ— সজ্ঞঃ সদা প্রীতি—
 পিরিতি পুরাণ নয় ।
 তাইসে কমলে বিরতিটি শুধু
 প্রাণে কি তা মানয় ?

মৃতন দিদির

(৪৩২ শ্রীচৈতন্য)

দাদা ছিলে দিদি হ'লে
 আবার কেন "দাদা" ।
 ভাবের মাধ্যম ভুল করিয়া
 মেরেছি স্নেহে দাদা ॥
 দাদা থাকেন মাঠে গোটে
 দিদি ব'সে কুঞ্জে ।
 যেখানে সে নাগর অলি
 বংশীস্বরে শুঞ্জে ॥
 পুরুষ হৈয়া নারী হৈলে
 এমনি গোরলীলা ।
 ভক্তির কি শক্তি বোন্
 লোহায় সোণা কৈলা ॥

তুমি আমার সোণা দিদি
 ব্রজের কোণে বাসা ।
 আবারে যে দিদি বলিস্
 বেড়ে গেল আশা ॥
 এত দিনের বিজয় দাদা
 ডাকব "সোণা দিদি" ।
 তুই দিদির একই গদী
 ভক্তি, ভক্তিনিধি ॥
 মেয়ে রাজ্যের মহিমাটি
 শোন্ দিদি শোন্ ।
 পিতা মাতা ছেলে মেয়ে
 সব দিদি বোন্ ॥
 প্রেম মূলুকের মাথুরা কি !—
 মেয়ে তার রাজা ।
 তুই মুহুঁ দিদি বোন্
 হবে তাঁর প্রজা ॥
 তোরা হবে রাধা রাণীর
 দাসীর দাসীর দাসা ।
 তাই তাদের প্রাণের চেয়ে
 বেশী ভালবাসি ॥
 তোদের মত ভাল বাসিতে
 শুধু নাহি জানি !
 কখন দিদি রাবার আধা
 করিস টানাটানি ॥
 প্রেম, ভক্তি দু'সখী করে
 ঘরে পাভা হুটী :
 ভালের পিঠা খাবে যেয়ে
 তোদের প্রাণ সহি ॥
 শ্রাম ঠাকুরের বেটারে তুই
 কোরেছি উদ্ধার ।
 পরাইতে হবে তারে
 ভক্তি রত্ন-হার ॥
 ভাদ্র মাসে মিলব দিদি
 পুকুরিয়া গ্রামে ।

দিদি বোন্ সব তারার মালা
 বেড় বো রাধাশ্রমে ॥
 চাটগাঁ আর নোয়াখালী
 খণ্ডলের মাঝে ।
 বহু বহু ভক্ত বৃন্দ
 তথায় বিরাজে ॥
 প্রেমডোরিতে টানে তাঁরা
 থাকিতে না পারি ।
 এবার আবার যে'তে হবে
 আখিনমাস ছাড়ি ॥
 বিপিনা সে ভক্তিরত্ন
 তাদের পরধান ।
 অশ্রু-বারি দিয়া লিখে
 পাঠায় আহ্বান ॥
 (তাই) ভাদর মাসে দেয় এটে করবো
 রসের নাচানাচি ।
 সুখে থাকু তোরা সবে
 এই ভিক্ষা বাচি ॥
 তোরাইতো বান্ধব যোর
 তোদেরে নিয়া সুখী ।
 তোদের ছেঁড়ে অঙ্গ সব
 কেবল মায়ার কঁাকী ॥
 তোদের পিরিতে একবারে
 ম'জে গিছি সই ।
 তোদের সে ডাকাডাকি
 কেমনে ঘরে রই ॥
 তোরা আমার বৃক্কর মাঝে
 মিলায়েছি হাট ।
 কত বৎসর বেচা কিনা
 কড় রত্ন নাট ॥
 কত মিঠা লাগে যোর
 বাজালার পথ ।

কত মিঠা লাগে যোর
 তোর ভাঙ্গা রথ ॥
 কত মিঠা লাগে যোর
 সহিল পুরের পানি ।
 কত মিঠা লাগে যোর
 শ্রামীর ঘর খানি ॥
 গোর নিতাইর চরণ তলে
 তোরা যত ফুল ।
 তোদের সে মধু গন্ধে
 হ'য়েছি আকুল ॥
 প্রেমময়ী বৈষ্ণবীর
 কত কব গুণ ।
 শুধিতে না পারবো কভু
 খেয়েছি তার লুণ ॥
 গোরার প্রেমে মাতোয়ারী
 আশ্রু সুখে ডালি ।
 যতন জানে মাণিক চিনে—
 কি লাগে কলম কালি ॥
 তোর ঘরের ভক্তি ময়ী
 স্নেহ দৈন্তে গলা ।
 বাৎসল্যের রসে মাখা
 দেবী বার তুলা ॥
 যতন করি এ অধমারে
 কত খাওয়াইল ।
 আসিবার কালে পথে
 কেঁদে কান্দাইল ॥
 তোদের সে প্রেমপরাগে
 যে'খে দিছি গা ।
 কালী হৈরা দীনা, তুই
 আর কিবা চা ॥

উৎসব-প্রসঙ্গ



শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্মিলনী

(কাসিমবাজার সৈদাবাদ রাজবাটি)
 পূর্ববঙ্গ হৈতে ঘোষ যোগেন্দ্রমোহন ।
 চন্দ্রনাথ, সেবানন্দ আর ভক্তগণ ।
 তেরশ ঘোল সন চৈত্রের প্রথম ।
 সৈদাবাদ কুঞ্জবাটা করিলা গমন ॥
 শ্রীমনীষ মহারাজ কাসিমবাজারে ।
 বাহার হাঁকিতে খাটে হাজার হাজার ॥
 বড় বিজ্ঞ তাঁর মস্তি ললিতমোচন ।
 চন্দ্ররাজ্য বৃষমন্ত্রী সৌভাগ্যে মিলন ॥
 দুই বিজ্ঞাবান সাধু দুইই ধার্মিক ।
 এক হৃদে গাথা যেন যুগলমাণিক ॥
 শ্রীশক্তিকা হুলেথক সুপ্রশুভে তাঁর ।
 শ্রীবামাচরণবনু জানি নাম ধার ॥
 বন্দ্য মন্ত্রী ল'লিতের যেন ছোট ভাই ।
 পাণ্ডিত্যসিদ্ধান্তে বার বলি হার যাই ॥
 অতি পূর্বে একদা শ্রীমন্ত একজন ।
 দানের আশ্রয়গৃহে কৈলা পদার্পণ ।
 ছদ্মবেশে সর্বিনয় দৈন্ত্য করি অতি ।
 দোনেরে বঞ্চিত করি কৈলা পুন গতি ॥
 "দাদা দাদা" যধু ডাকে পত্র এল ডাকে ।
 সেই সে বামাচরণ চিনিলাম তাঁকে ॥
 যোগেন্দ্র মোহনের প্রস্তাবসূত্র ধরে ।
 মহাপুণ্য ফাস্তনীর পুণিমা বাসরে ॥
 শুভ গৌর জন্মতীর্থ ভক্ত-সাম্মিলনী ।
 বাংলার কেন্দ্র হৈতে আনন্দের ধ্বনি ॥
 ললিতদ্বা বামাভাই কৈ'লা অমুরোধ ।
 "এস ভাই, এস, লড়িষ শত বাধা রোধ ॥
 নবদ্বীপ হৈতে আন জননিভায়েরে ।
 সফল সবল হব বাঁর পদ ধরে" ॥

আজ্ঞা শিরে ধরি মুঞি চলিলা শ্রীধাম ।
 এ যাত্রার হব একবারে পূর্ণকাম ॥
 জর নিতাইর আনন্দ পাইয়া দাসেরে ।
 দাসতত্ত্ব অলঙ্কৃত তাঁর মূলি প'রে ॥
 হেন কালে উপনীত শ্রীমান্ অনন্ত ।
 বামা ভায়া অমুগত অতি বড় শাস্ত ॥
 একাদশমুষ্টি ভক্ত, সৈদাবাদে গতি ।
 শত শত মহাভক্ত সমবেত্ত তথি ॥
 যুথসেনাপতি মহাবীর মহারথী ।
 যশসীকর কেন্দ্রমণি জননিভাই বতী ॥
 সর্ব ভক্ত নাচে গান তাঁর আজ্ঞাবহ ।
 আর এক মহারথী শিরোমণি সেহ ॥
 দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত পান্ডিত্য-সন্তান ।
 এ হরিমোহন ভক্তিসিদ্ধান্তনিধান ॥
 যথো হুঁহ নাচে যেন গৌরনিভাই ।
 যত ভক্তভাগ্যগণ বেড়ি দুই ভাই ॥
 স্মরণ সমুদ্রে উটলি তরঙ্গ কত ।
 নবামৃতস্নানকৈলি তিন দিন রাত ॥
 প্রহরে প্রহরে বিরাম প্রসাদ লাগি ।
 যত ভক্ত সমাগত সব অমুরাগী ॥
 পরানে পরানে মিশ নাহি ছিল ফাঁক ।
 পিককণ্ঠ সুগায়ক ছিল ঝাঁকে ঝাঁক ॥
 নাতি ছিল শ্রোতা সবে যতকর্তনীয় ।
 প্রেম্যানন্দ রসার্ণবে গিছিল ডুরিয়া ।
 কেহ গাহে কেহ নাহে কেহ নাচে রঙ্গে ।
 কে আনিল এই সুখ কোথা হৈতে বঙ্গে ॥
 রাজ সুখ বর্ষে বর্ষে মহাবজ্র হেন ।
 আর পরে হয় নাই, যেনে লম্ব যেন ॥
 এরে কহি গৌরনিভ্যানন্দ আগমন ।
 যা হছিল, কৈ কৈ, আর হলো না তেমন ॥
 সভা না হইল বটে তেমন বিরাট ।
 যাতে না কি লোকারণ্য ভরি হাট ঘাট ॥
 শিরোমণি আর মুঞি আদি প্রস্তাবক ।
 কেহ নহি যোরা মহারাজের স্তাবক ॥

শ্রীগোড় রাজর্ষি যোগ্য উপাধি প্রদান ।
 সে সভায় হয়েছিল মুখ্য অমুষ্ঠান ॥
 গুরু গম্ভীর স্বভাব লালিতমোহন !
 শ্রীললিতা দাদ যারে মোর সম্ভাষণ ॥
 গোরার মহিমাবাণী শ্রীজ্ঞানিতাই ।
 কহিতে পাগলপারা না পাইয়া খাই ॥
 সেবানন্দ, বহু, ঘোষ যোগেন্দ্র মোহন ।
 চন্দ্রনাথ আদি দাস বৈষ্ণব চরণ ॥
 অনঙ্গমোহনবহু রজনী যামিনী ।
 আর কত নাম কব ভক্তশিরোমণি ॥
 কি মিলন কি বিরহ তত্ত্বমধুপান ।
 কোনি মতে দেহ এল, খে'কে গেল প্রাণ ॥
 বৈষ্ণবের পদ রজঃ রসকেলি স্নান ।
 সঙ্গে এল ব্যাকুলতা যমুনা উজান ॥

খণ্ডলে হরিনাম

- (১) ত্রিপুরা-ঈশ্বর বীরেন্দ্রকিশোর
 উত্তার স্বাধীন রাজ্যে ।
 বিলম্বীয়া এক ডিভিশান বড়
 ভৈরব নয় ঐশ্বর্যে ॥
 তথা স্মৃশাসক অতীব চতুর
 কমলাপ্রসাদ দত্ত ।
 আছে তথা এক হাই ইং ফ্রি স্কুল
 উঃ ক্যাডেমী-বাক সত্য ॥
 প্রদান শিক্ষক হয়ে সেই স্কুলে
 গেল ভাগ্যকুল ছাড়ি ।
 তেরশ আঠার আগহণ মাসে
 কেন ঐ বুঝিতে নারি ।
 নাম যশঃ বড় প্রতিপত্তি লাভ
 প্রচুর সম্মান-সুখ ।

কিছু সঙ্গহীন নীরস ডাকায়
 সব গোর-বহির্গুণ ॥
 আত্মতা প্রাণ নিতাই বা যোরে
 কেনই আনিলা হেথা ।
 আনন্দের ধাম তেজিয়া আইল
 বাড়িল দারুণ ব্যথা ॥
 গোরাক্ষের রক্ত অসাধ্য বুঝন
 যকভূমে নদী বয় ।
 বহু মনোহন আর অবিনাশ
 হুতাই শিক্ষকদ্বয় ॥
 সুশীল গাথক হরিনামে ক্রটি
 শুনায় আমারে নাম ।
 অধমের বাসা সঙ্কীর্ণ কেন্দ্র
 হইল আনন্দধাম ॥
 মরতে এ উৎস প্রাবিল চৌদিক
 জুটিল ভকত বহু ।
 ভেবেছিল মুক্তি যাদেয়ে পায়ত্ত
 নাচে তারা তুলি বাহু ॥
 কি হল কদিনে যে গাঁয়ে ষাই
 “নিতাই গোরাক্ষ” রব ।
 অপরাধা মুক্ত দম যুচে গেল ।
 শুধু নামের উৎসব ॥
 শচী নাতদেব পাণ্ডিত গোপাল
 এ দোনের বাহু দুটি ।
 বহু স্নেহসেবা কৈল তারা মোর
 হরিনাম সঙ্গী জুটি ॥
 মাইল দক্ষিণে হুলাটাদ গ্রাম
 আশ্রয়তনের ঘরে ।
 সরস্বতী বসে ভাই কটা রক্ত
 গোরাক্ষ ছুইল তারে ॥
 গোরাক্ষ-করণে অশ্রু ভিক্ষা দিয়া
 মাহুষ সাজিল বত ।
 “হরেকৃষ্ণ হররাম নিতাইগোর রাধেশ্রাম”
 গাহে তারা অধিরত ॥

“শ্রীরামকানাই, চিন্তা করে, ভাই!

তুই ধন্য হরি দাস” ।

গৌর করে কাণা ভক্তে দেখ হান্য

তোর অঙ্গে সদা বাস ॥

আমাগো গৌরান্দ্র আমাগো নিতাই

খণ্ডলে করিবে খেলা ।

পরম দয়াল অবতান তারা

খুলিবে কীর্তন মেলা ॥

তোর দুখে দুখী ভক্তবৃন্দ সবে

গৌরান্দ্র করিবে দয়া ।

বদন উজল করিবেন তোর

চুখটি স্নেহের ছায়া ॥

(৩) শ্রীকান্ত মুনসী সেন বিশ্বনাথ

প্রধান কায়স্থ গ্রামে ।

অন্তরঙ্গ হরি অতি প্রতিপন্ন

মাতিলা গৌরান্দ্র নামে ॥

আবাল-বনিতা গৌরান্দ্রে ভজিলা

অপরে লাগিল ধন্দ ।

গৌরান্দ্রের গোষ্ঠী বন্ধিফু নিরখি

আলোচনা মন্দ মন্দ ॥

ভক্ত জগবন্ধু ভেঁটে পুটে লাগা

গৌরনাম পরচারে ।

মহাসঙ্কীর্তন আয়োজন কৈল

মুনসীদের ছয়ারে ॥

বংশী জগবন্ধু হুই মহোদর

জাফর নগর ঘর ।

গায়ন বাদনে আর সঙ্কীর্তনে

হুই অধিকারী বড় ॥

খণ্ডলের বহু বহু যাত্রা জন

ভক্ত কীর্তনীয়া যত ।

খোল কর তাল নিয়ে দলে দলে

কীর্তনান্ধনে সমবেত ॥

পূর্বরাতে কৈল বংশী অধিবাস

উদয়াস্ত গীত কর ।

প্রভুঘে উঠিল মৃদঙ্গের রব

নামের তুমুল জল ॥

“ভক্ত-নিতাই গৌর রাধে শ্রাম

হরে কৃষ্ণ হরে :রাম” ।

তাণ্ডব-লহরে হুমধুর নাম

পাড়িল গোলোকধাম ॥

অমৃতে ভরিল গৃহ-জল-স্থল

বহিল প্রেমের বজ্রা ।

শঙ্খ ঘণ্টা কঁাস আর হুন্সবনি

কতনাচে পুলকছা ॥

শুধু দশা—দশা, আর আলিঙ্গন

সমান হইল সব ।

নিম্নুক ব্রাহ্মণ মুগ্ধ চমকিত

লক্ষ্যে বাক্ষ্য করে রব ॥

কীর্তন একরূপ জানিত না তারা

ঘুচিল তাদের ভ্রম ।

অঙ্গ ঢেলে দিল কীর্তন সাগরে

ধন্যপূরে ন’ল যম ॥

যারা সে পাষণ্ড তার পুত্রে দশা

স্বপ্নে দেখে বিভীষিকা ।

কীর্তনের নিন্দা আর না করিমু

রক্ষা কর গো কালিকা ॥

উদয়াস্ত দিয়া ভকতে পূজিব

দয়া কর গৌরনিতাই ॥

প্রতি গ্রামে ঘরে উদয়াস্ত নাম

হরিনামে মর্ত্ত সবাই ॥

সমাজে ব্রাহ্মণ পরধান যারা

ভক্তে দিল নিমন্ত্রণ ।

বিরাট উৎসব সঙ্কীর্তন বজ্র

দশাশ্রিত কত ব্রাহ্মণ ॥

গৌর হে তোমার কি মহিমা রঙ্গ
এ যে ব্রাহ্মণেরা নাচে ।
ধূলা গায়ে মাখি "হা গৌরাজ" বলি
কিবা রে রঙ্গিম ছাচে ।
রাম কানায়েরে ভূষিতারে তারা
পাত পাতে তার ঘরে ।
কানাইর মুখ উজল হইল
সম্প্রীতি সমাজ ভ'রে ॥
গৌর নিতাইর মাহাত্ম্য মহিমা
ব্যাপিল থল ভরি ।
পাহাড় পর্বত সারং অরণ্যে
প্রতিধ্বনি "হরি হরি" ॥
ভৈরব দে এক ভকত প্রধান
ভকতে যতন বহু ।
অহরহ হয় উদয়ান্ত নাম
অধিষ্ঠান যেন পহু ॥

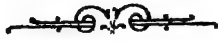
(৪) উত্তালতরঙ্গ তাল বাড়িয়ায়
ব্রাহ্মণ সমাজ বড় ।
ব্রাহ্মণপণ্ডিত জয়চন্দ্র নাম
উপাধি তালুকদার ॥
ঘোর সে শাক্ত অর্গসমর্থ
যাত্র প্রবীন সূক্ষ্মন ।
সুকৃতির ফলে গোয়ার স্তুতি
বৈষ্ণবোচিত ভূষণ ॥
শুদ্ধ শিষ্ট সোজা গৌর নামে মত্ত
সঙ্গীর্জন রসে ভোর ।
তাঁর অন্তরঙ্গ ব্রহ্মণ্য দেবতা
নাচে বহু নেত্রে লোরে ॥
বলী ঠাকুর স্মৃদীন কাঞ্চাল
নিরঞ্জে ভঞ্জে গোরা ।

এসবার প্রীতি অমিয়া-মাখান
বিরক্তে হইব মরা ॥
পুন সে দেশের ধূলায় লোটাব
সে সব বাহন ধরি ।
নাচিব গাইব উল্লসন সহ
প্রেমদৈন্তে 'হরি হরি' ॥

(৫) ব্রাহ্মণ সমাজে উঠিলেক প্রশ্ন—
আগে বুঝা না দাও ।
তোমাদের এই গৌরনিত্যানন্দ
ঈশ্বর কোন্ গাত্রে পাও ॥
একে একে বহু বিরাট সভায়
ভক্ত যুক্ত উঠে শুনি ।
ভক্তের কীর্তন প্রেমদৈন্তে দেখি
উঠে "বলিহার" ধ্বনি ॥
ভক্তবৃন্দ লুটি ব্রাহ্মণের পদে
পদ ধরি টানি আনে ।
আনন্দ গদ গদ সুমাহুয তাঁরা
কত না নাচে কীর্তনে ॥
গৌরনিত্যানন্দ জয়জয়কার
মহিমার পরচার ।
জাতির বিচার মান অভিমান
মধুরেতে একাকার ॥
চাহিল মারিতে বারা, স্নেহ ক'রে
কোলে তুলে লয় এবে ।
গৌরাজের এই আচর্য লীলা
সুখে সবে লাভু'বে ॥
রাখাল, বালক, ছাওহাল কোলে
আর কিছু হি কর ।
'নিতাইগৌর রাধে আম রেক্ষক হরেরাম'
সন্তত বন্দনে লয় ॥

যে দিকে যাও এই নাম ধ্বনি
গৌর যেন আড়ে আড়ে ।
খঙলে বাদল আব বরিষণ
ভাসে প্রেম-বস্ত্রাধারে ॥

বান্ধববাড়ীয়ার শ্রী বৈষ্ণবসম্মিলনী



চারিশ শাতাশ শ্রীগৌর পূর্ণিমা
উৎসব দিবস যোল ।
বিলনোয়া হ'তে পার্শ্বীয় পথে
মহেন্দ্রাদি সঙ্গী হ'ল ॥
নবদ্বীপ শাহা উৎসব প্রাক্ষণে
আইলু আনন্দে সুখে ।
বড় অভাজন পাইলু জীবন
ভক্ত ধূলি অঙ্গে মে'থে ॥
এই বল, ভাগ্যা এই বা স্কৃতি
আর কি ভজন জানি ।
শ্রীবৈষ্ণবগণ কৃপারজঃ দিলা
দেখি অধম অজ্ঞানী ॥
নয়ন পালটি চাহিতেই দেখি
আমার যোগেন ভাষা ।
“কালীহর দাদা” সযোজন সহ
ধরিলা আমারে ধা'য়া ॥
“শ্রীগৌরঙ্গ” পত্র সম্পাদক ঘোষ
“ভক্তিবিনোদ” উপাধি ॥
আবার যে দেখি যোদের শিরোমণি
গোষ্ঠামিকুলের নিধি ॥
শ্রীহরিশোহন আমাদের প্রাণ
বন্ধ-বৈষ্ণব-গৌরব ।

আবার এবা কে ? বাবু রাজকুমার
বারুংক্রেশের সৌরভ ॥
পুঁটা জুরী হ'তে এ দেশ ছেয়েছে
সদানন্দ সদা হাসি ।
নৈটীক ভক্ত এ বাবু রামবল্লভ
খাতে মাছুলিয়া বাসী ॥
এ বিধুভূষণ সরকার দাদা
নাগরী ভাবের ভারী ।
যার অধ্যাক্ষতা কৃতিত্বে উৎসব
অতীব মধুর ছবি ॥
“গৌরঙ্গ” বলিতে পুলক শরীর
নয়নে বহয়ে নীর ।
অই দাদা বহু রজনী উকিল
উদার ভকত ধীর ॥
প্রিয় চন্দ্রনাথ মজুন্দার ভক্ত
বিনয়ের থনি ধানি ।
নওয়াখালী ভক্ত বহু সমাগত
অই মাষ্টার রজনী ॥
দয়া কর যোরে বৈষ্ণবেরগণ
কত নাম কব আর ।
বৈকালি কীর্তন আনন্দ মধুর
যত ভক্ত কুমিল্লার ॥
ভারক মাষ্টার চন্দ্রকান্ত ঘোষ
নাচিছে পরমানন্দে ।
দর্শন বিভোর হইলু পাণ্ডিত্য
কত বা ভকত কান্দে ॥
হেনই সময় দেখ এক মূর্তি
পাছে নাচে হাসি হাসি ।
আনন্দ মাধুরী সন্তত বদনে
উৎফুল্ল প্রমোদরাশি ।
“দাদা” বোল বলি ধরিলা অধমে
প্রেমিতে অবশ দোহে ।
ইনি আমাদের দাদা শ্রীবল্লভ
আগে চিনি নাই যোহে ॥

বহু দিন তুমি বসন্ত বসন্ত
 সাফাৎ পেগু অস্ত।
 যেমন মূর্তি তেমন স্মৃতি
 আনন্দই যেন সত্তা ॥
 দেখিছু শ্রীমারে বুঝি নাই তব
 অধম অস্তান মুঞি।
 কে না ভক্তি করে ? মনে যাঁহা লয়
 কহিবার যোগ্য নই ॥
 তাঁহাদের এক শিষ্য "হরিদাস"
 বালহারি তার ভ'গ্যা।
 মালাধারী ভক্ত, দীন, আগে ছিল
 মুসলমান অযোগ্য ॥
 আপ্তাপুদিন করিল কীৰ্ত্তন
 বিরাট সভার মধ্য।
 একা, এক যন্ত্র কল্লীলা গানে
 ক'ল সভা প্রেমযুক্ত ॥
 গাথকের অঞ্জন প্রেম বিভোরতা
 দর্শনে সকল ভোর।
 আনন্দআন্দোল নদীর কল্লোল
 নহিল স্মৃতির ওর ॥
 আনন্দকীর্ত্তনে নাটক বিবাম
 সেবানন্দ মাতাই'ল।
 নানাদেশী ভক্ত স্মৃতির হিল্লোল
 কত বঙ্গ উল্লিখিল ॥
 শ্রীমা বসন্ত বিধু আর গণ
 না ধারে বিধির ধার।
 বালভোগে হয় জলযোগ ভাল
 মাহিমা সে বুঝা ভার ॥ —
 অতিথি বৈষ্ণব— সেবা না চাইতে
 নিজে নিজে কেন খায় !
 সদা ভেট ভরা মুখে পান গুয়া
 হাসি স্মৃতির দেখায় ॥
 ভোগের বসন্ত ভোগের ভজন—
 দুদশে লাগিলে বাজ।

শ্রীহরিমোহন— গোস্বামী সগণ
 হৃৎথে ভাবে পরমাদ ॥
 অন্তর্যাতিকার শ্রীমা ও বসন্ত
 গৌর বিষ্ণুপ্রসাদ-পট।
 অন্তরঙ্গ নিয়া করিলা স্থাপন
 নব ভাবেতে উদ্ভট ॥
 বাস্তবদেহ দিয়া মহাসমারোহ
 প্রতিষ্ঠা করিলা মূর্তি।
 গুললক্ষ্মীগণ জল জয়কারে
 করে বিগ্রহ-আরতি ॥
 বিধু শিখায়েছে বালিকা বৃন্দে
 মধুর আরতি গীতি।
 এ বড় স্মৃতি মধুর মধুর
 লভিছে পরম প্রীতি ॥
 শেষের দিবস রসজলকেলি
 প্রভু নারীবেশ ধ'র।
 কাণ্ডেতে কলসী রঙ্গে অঙ্গ-ভঙ্গা
 অঙ্গনে ধুলোট করি ॥
 চলিলেন গাঙ্গে সঙ্গে শত শত
 মুঞি নিম্ন এক ঘড়া।
 সঙ্কীৰ্ত্তন বঙ্গে সঙ্গে নাচি নাচি
 আইছে নদীর চড়া ॥
 যমুনা সলিলে নানা কেলি কৌতুক
 আনন্দের নাহি ওর।
 কাবে কে চুয়ায় পাকডে কে করে
 সবে প্রেমানন্দ হোব ॥
 হলো মহোৎসব প্রসাদসেবন
 লীলা ভঙ্গ পরদিন।
 বসন্তের সঙ্গে গেছে আপাউরা
 তথায় বাবু গোবিন্দ ॥
 তাঁহার অঙ্গনে আনন্দ উৎসব
 অতি সুমানুষ ইনি ॥
 আগড়তলা দিয়া গতি বিলনায়ী
 এ জীবন ধন্য মানি ॥

নওগাঁ মোয়াটীর মহামহোৎসব

(বাং ১৩২১ সাল পৌষ মাস)

জনম হাঁসাড়া বাসা ভাগ্যকুল
সঙ্গীক বসতি মোর ।
বাংলা হইতে বিজয় লিখিলা
আসিতেই হবে তোরা ॥
তোরা লাগি মোরা খাড়া রহু পথে
আয় আয় আয়, দাদা ।
দিগ্‌দেল হ'তে বহু সমাগম
অশ্রু দিয়া হবে কাদা ॥
মউয়াটির মাটি হাটি ভক্তগণ
করিবেন ধন্য আশা ।
মহেশ বিপিন আর তোরে নিয়া
খেলু খেলা সমনাশা ॥
বিপিন মাধব জগবন্ধু সঙ্গে
মিলিলা মো ভাগ্যকূলে ।
গৌরগুণ স্মরি চারি জন গেহু
আনন্দে কংসের কূলে ॥
বাংলা হ'তে লোক ক্রোশেক মোয়াটি
ধাইয়া সংবাদ দিল ।
সঙ্গীর্জন মধু ধারা এগুইল
নিশা ঘোর বেশী ছিল ॥
আমাদের প্রাণে গেউ উথলিল
ঘেরিল সম্প্রদা আসি ।
কত বা আদরে নাচিয়া গাহিয়া
বুষ্টি করি মধুরাণী ॥
নিল রূপগঞ্জ লোকনদীপুঞ্জ
সর্বত্র উৎসবময় ।
উৎসব ময় লোক সিদ্ধ হ'তে
“গৌরনিত্যানন্দজয়” ।
বিজয়ের সনে সুখ আলিঙ্গন
অমৃতে ভাসিহু হবে ।
মত্তপে আঁটে না ভক্তভক্তা বহু
কীর্জন গজ্জল হবে ॥

মধ্যে শ্রীসারদা মৈত্র ভাবময়
আঁখি ছুটি চুলু চুলু ।
চাঁদের মতন শ্রিতমুখাখা
গাহে নাম কুলু কুলু ॥
সে চাঁদমুখের মধুর কীর্তনে
অবস হইল মন ।
তা'পর প্রসাদ স্বাহু তারানাথ
দিলি ভকত ব্রাহ্মণ ॥
অন্ন নিদ্রা পরে রাত্রি প্রায় শেষ
তুনিহু অপূর্ষ ধনি ।
গন্ধর্ব্ব অপ্সরা যেন দিব্যলোকে
খুলিয়াছে মধু খনি ॥
বহু বামা-কণ্ঠে কৃষ্ণ-গুণ-গান
অমৃত ফোয়ার রয় ।
তালে তালে নৃত্য যেন রাসকেলি
কে আর ঘুমায়ে রয় ॥
অপকূপ দৃশ্য মেয়েদের দশা
কাদে গায় মত হবে ।
ধাইয়া লোটাছু তাদের চরণে
আকুল বাগা গোপীভাবে ॥
চরণ পরশে হইলাম মেয়ে
রাস অস্বাদিহু মিলি ।
কোন দেশে গেহু কহিতে গো নারি
এই অই কৃষ্ণ কেলি ॥
এই রস কুণ সঙ্গীর্জনলীলা
হলো সমুদ্র আকার ।
ভিতর অঙ্গনে ভাবের বিভোরে
এক লীলা চমৎকার ॥
এক সের ছবে এক ডালা খই
সারদা লাগাবেভোগ ।
যেবা আসে ভক্ত খায় বা খাওয়ার
মহোৎসব বাগ ভোগ ॥
কি হ'তে কি হলো মনে মনে ছুধ
আগল আগলখই

বহু গ্রামবাসী কিবা কুল বধু
শিশু বৃদ্ধ পঠ পঠ ॥

শতবার চায় শতবার পায়
পাগল হঠল দেশ ।

খই প্রসাদের লাগি ছুটাছুটি
মউয়াটি নদীয়াবেশ ॥

কার হাতের কে নিয়া দেয় মুখে
কার মুখের কেবা পায় ।

প্রেম দাতা সাজি কেউ বা বিলায়
মুখে দেয় যারে পায় ॥

সাক্ষাৎ নিতাই বিলাইছে প্রেম
না র'ল বিচাব জাতে ।

"তা গৌর নিপাট" বোল বোল মুখে
বে লীলা শ্রীক্ষেতেতে ॥

কৃত অর্থ ধন্য দেশবাসী সবে
যারে এলো গৌরনিতাই ।

মুদ্রি অভাগিয়া ভাগাবান্ আভি
হেন লীলা পব পাঠি ॥

কৃষ্ণ কথা রস বক্তৃতা বিস্তর
মাঝে মাঝে সঙ্গীত মধু ।

(বটতলীর) প্রভু বৃন্দাবন বড় প্রেমময়
যেন সে আনন্দবিন ॥

বিজয় আর শ্রাম ভাবুকৈব চুড়া
গাছিল রসের পদ ।

নাচিল বিপিন ভাবের দশাখ
তরঙ্গিত সুধানন্দ ॥

কোন্ সমুদ্রের সুখের আবর্তে
ডুবিয়া উঠিতে নাবি ।

গোবর এ দেশ বিশেষ বুঝি
সবেই আমরা নারী ॥

ছই শত ধনী শাহাকুল তথা
সবেই মাতিল প্রেমে ।

সবারি নয়নে দরদর অশ্রু
দৈন্ত মাখে কৃষ্ণ নামে ॥

সনাতন নিধু বিগলিত ভক্ত
দীনতার বলহারি ।

তাদের সে ছবি ভুলিতে না পারি
গৌরকৃপা অধিকারী ॥

তৃতীয় দিবসে বহু সম্প্রদায়ে
নগর কীর্তন কিবা ।

প্রেমসিন্দুর বিন্দুর প্রবাহে
নামি এলো দেবীদেবা ॥

পাড়ায় পাড়ায় নিতাই আহার
বিলাল গোলোকধন ।

বধুটা কিয়ারী বরের বাহির
করিছে ধূলিতে স্নান ॥

প্রেমের বন্যায় "র'লনা র'লনা
ভাঙ্গিল ভবের খেলা ।

কলির প্রভাব গেল গেল গেল
বিমল আনন্দ মেলা ॥

চাদে-চাদে যথা সুধা হরিনাম
সুধানন্দ প্রেমের স্রোতে ।

হরিনাম ধ্বনি তাব প্রতিধ্বনি
ছড়াইল আকাশেতে ॥

প্রেমবজা এলো মিশ্রণী পাড়ায়
গণেশমিতরোপধু ।

ধরাসু করিয়া পড়িল বাহির
কেইবা করিল যাত্র ॥

সাত্ত্বিক মুচ্ছায় লোটা'ল অঙ্গন
চারিদণ্ড বাহুগারা ॥

কোথা বা বসন কোথা বা ভূষণ
লজ্জা জ্ঞান গেল যারা ॥

দেখি তার পতি ভক্তি বিভাবিত
গলবস্ত্র হয়ে কাঁদে ।

তার পদধূলি তুলি অঙ্গে মাখি
হু হু গলিত গদগদে ॥

বিকালে ভাঙ্গিল আনন্দবাজার
বিরহের কাঁদাকাটি ।

মিস্ত্রী জাতির ভক্তির বাধনে
পথে সেই রাত্রি কাটি ॥
প্রভু সঙ্গে যোরা বহু নিঃসঙ্গ
আইলু ঠাকুরাকোণা ॥
বহু ভক্তাঙ্গানে বাজারে উৎসব
বহু জন আনাগোণা ॥
জগদ্ধাক্ষারে প্রসাদ পাইতে
অসীম আনন্দস্থখ ॥
প্রেমের ধ্বনিতে বাজার ভরিল
নাথে সব কুলমুখ ॥
নিশার সভায় পাঠ বক্তৃতা
আর সঙ্গীর্জনসঙ্গ ॥
দিব্যানন্দ রসে চিত্ত ভরপুর
লভি বহু ভক্ত সঙ্গ ॥
বিজয়, গোবিন্দ, শান্তি, নিবারণ,
ঠাকুরাকোণার প্রাণ ॥
আর প্রেমময়ী প্রেম সেবাংগ
তথা দেবী অধিষ্ঠান ॥
প্রভু বৃন্দাবন আনন্দের খনি
শ্রামাদি ভকতচূড়া
ছাড়িবারে নারি ছাড়িবারে নারে
ভাবিতেও প্রাণহারী ॥
প্রভাতে বিছায় বিধাদের সিঁধু
প্রাণ ছিঁড়ে ফেলিতে পা ॥
অহৈতুক প্রেম কোন্ জনের কে
হারে যারনা যাওয়া ॥
ইচ্ছা এই মুখে থাকি চিরদিন
ভাঙ্গিতে মনে না লয় ॥
ভক্তিরঙ্গ সঙ্গে অগন্ত্য চলিলু
মুখে গোরনিতাই জয় ॥
পথ ভাসাইল তারা অশ্রুজলে
পাছে পাছে করে গতি ॥
ফিরিয়া চাহিতে "হার হার" করে
অসহ্য বিরহ আতি ॥

কোন্ নিরানন্দ দেশে যেন যাই
ছাড়িয়া আনন্দধাম ॥
হরিনামে যাত্র শান্তি শান্তি শান্তি
কালীহরিধার গান ॥

দেওলা (বাহাদুরপুর)

বাং ১৩২১— ত্রিচৈতন্যাব্দ ৪২০

শ্রীশ্রীদোণ পূর্ণিমা ॥

ময়মনসিং সুর উত্তরে
দেওলা পঞ্চ ক্রোশ ॥
গোর জনমতিধি মহোৎসব যোগে
সবারি সুখ সন্তোষ ॥
চৈতন্য আশ্রমে আহ্বান পাইলু
নিরবধি দৈন্য বহু ॥
অতি যত্নে মোরে সুর হইতে
ভেটিল সভার কেউ ॥
গিরিশ সর্কার সবার প্রধার
গেলায় তাহার স্বর ॥
সঙ্গীর্জন সঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া
আশ্রমে উল্লাসপর ॥
রমণীয় স্থান মুক্ত বায়ু বহে
পরিচ্ছন্ন নদীতীর ॥
সজ্জা আড়ম্বর ধুমধাম বহু
কিবা স্বন্দর মন্দির ॥
গোরনিত্যানন্দ শ্রীবিগ্রহ তথি
নিত্য সেবারাগ যার ॥
তিন দিন রাত আনন্দ কীর্তন
বিরাম নাহিক তার ॥
মহাসঙ্গীর্জনে সবেই পাগল
সুখে নাই পারকুল ॥
প্রেম বিস্ফারিত সবারি বদন
সর্ব ভক্ত প্রেমাকুল ॥
সরকারগণ ভক্তভক্ত যারি
মিলি হস্তে করে সেবা ॥

সেবা পরিপাটি অতীব উন্নত

যথুর চরিত্র সবা ॥

কোনটি সুন্দর সবারি দেগিছু

আলতে বৈষ্ণব নয় ।

গিরি সরকার ভক্ত ক্রিপত

সতত আনন্দবন ॥

এমন কীর্তন সতত না হয়

মৌগাটি মানিল তার ।

ঘন আঙটা প্রেমের প্রবাহে

সব সেন যথাপার ॥

আগবার ভক্ত ঠাণ্ডার নবদ্বীপ

অতিরিক্ত সুচতুর ।

শত শিষ্য তার সঙ্গীত নিপুণ

অনুগত সে গুরু ॥

নবদ্বীপ হ'তে যষ্টা গুণধর

"ভক্তি সাগর দা" ডাকে ।

উদলী গোসাঞি শ্রীবনবিহারী

বাৎসল্য করি তাকে ॥

বালক বলিয়া ডাকি তারে ভাই

সেও ডাকে "বুড়া দাদা" ।

আর এক প্রভু নিতাই সন্তান

তিনের কন মর্যাদা ॥

আনন্দও বহু বিসংবাদ বহু

গিরিশ লাগাল গোল ।

নবদ্বীপ এক নব প্রবলক

বিভিন্ন পদ্ধতিবোল ॥

বিজয়ের শিষ্য ত্যাগ করি তাকে

বট পত্রে ভাসিয়ে যন্ত্র ।

গুরুগিরি ধরি গোসাঞি সাক্ষিয়া

গিরিশেরে কৈল যন্ত্র ॥

শ্রীহরিশ্রীধর পাদপদ্মবৎ

সে মতে কেননা চল ।

বন বিহারীর তিলক মুছিতে

গিরিশ করিল বল ॥

চট্টলা গোসাঞি "আরে নরায়ণ

অবৈত সন্তান আমি ।

আমারে শিখাস তিলকের রীতি

এতই পাষাণী তুমি ॥"

গোসাঞির সনে হোর বড় প্রীতি

বিজয়ের সনে তথা ।

নবদ্বীপ যোরে মর্যাদা করিত

পরিণামে মনোব্যথা ॥

নিশিথ সময়ে সভাগবেশন

এলো বহু মায়া জান ।

অধমের কথা প্রমাণাদি শুনি

তারো গৌরাচিত-মন ॥

বিজয়ের বন্ধু পুন লোকপীতি

নবদ্বীপ হলো দুগী ।

নিজ দলবলে যুক্তি করি যোরে

উপহাস করি স্থখী ॥

অন্তে নবদ্বীপ মাগিলেন ক্ষমা

গোসাঞির কোপ দেখি ।

সে কীর্তনামৃত গরলে মাখিল

সঙ্গদোমে হইল কি ।

যষ্টী প্রভু যুগি গজ পৃষ্ঠে গতি

অন্তঃপর এহু দেশে ।

শ্রীবনবিহারী শিষ্যে কৃপা করি

দিগন্তর গেলা শেষে ॥

শাখুয়াইর সুখ-সন্মিলন ।

শাখুয়াই গ্রাম মৌদবোয় ধাম

ময়মনসিংহ জিলে ।

বহু মায়া গন্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত

বসতি নদীর কূলে ॥

রাঙগণ পূজা উপাধি আচার্য

ভট্ট সাক্ষি গুরু বংশ ।

মহেশ্বর মুকুত পরমপাণ্ডিত

সে বংশের অবতরণ ॥

কেত ডাকে তাঁরে জায়বতন
কবিত্বগণ কহি মোরা ।
যাহার প্রাসাদ "আনন্দ কুটীরে"
নিয়ত নাচেন গোরা ॥
যাহাব লেখনী সুপূর স্বর্গীর
শ্রীবিষ্ণুপ্রয়ার পদে ।
যাহার ভবনে "আনন্দ" মাসিক
ব'নাল নাগরী-নদে ॥—
বাংলার বিজয় বৈকুণ্ঠ স্বকবি
শ্রাম প্রেম ভক্ত তার ।
এসবের সনে 'আনন্দবিভোর
ছাড়ি পুরুষিয়া পার ॥
মহেশ মন্দিরে আনন্দ কুটীরে
কিবা সে গতি-উল্লাস ।
চারিশ বদিশ চৈতন্য অবদ
আম কাটালিয়া মাস ॥
বিজয় আর শ্রাম রবিশ্বদাকর
জোয়ার বহা'ল গেয়ে ।
মহেশ অঙ্গণে প্রেমের বনিয়া
অগণ্য সুদত্ত নে'য়ে ॥
কত নাচে গায় লোটায় ধবণী
বুক ঠাণ্ডা অত্যাধারে ।
যত অল্পরক্ত ভক্ত মহেশের
বেড়ি গায় মহেশেরে ॥
বেহালা পাজারে বেহাল তুলিয়ে
মহেশ আমার দাদা ।
নাগরীর ভাবে ডগমগ গাচে
চিক্কাটি বড়ই সাদা ॥
"সখিরে সরমের খাইখাই মাথা"
নিজ মরমের গাথা ।
গাহিতে গাহিতে তনময় চিত -
গৌর-আলাপন-কথা ॥
সে দীতে পাগল করিয়া ছাড়িল
মুগ্ধ হেন পাপীয়ারে ।

মহেশ-বিজয় সঙ্গীতপণ্ডিত
মাণ্ডিত রস ফোয়ারে ॥
থাকিতে কি পারে গোরা দূরে দূরে
সবার পরাগ ভারি ।
বাহিরিয়া নাচে অঙ্গণের মাঝে
ভক্তবৃন্দ-ভঙ্গী ধরি ॥
দশার মরা কত পড়া ধরাশায়া
গড়াগড়ি কোলাকোলি ।
দেবের ছলভি অমৃত সলিলে
হইতেছে মহাকেলি ॥
পণ্ডিত-মণ্ডলী বিরাট সভায়
গৌরকথা-আলাপন ।
কালীহৈরা শিরে 'আশিসকুসুম
সুপ্রচুর বরিষণ ॥
রসসাগরের তীর্থাবগাহনে
চ'লে গেল ছটি দিন ।
বিরহ খুইয়া বিরহ লইয়া
এল দগদ মালিন ॥
চাঁদ বাজারের আমায়ার বিসে
মরম পুড়িছে সদা ।
মহেশ বিজয় শ্রাম প্রেম পুন
কালিয়া দেখিবে কদা ।

পুকুরিয়ার সুখ-সন্মিলন

(৭৩২ শ্রীচৈতন্যদাস)

ময়মনসিংহে পুকুরিয়া গ্রাম
গ্রাম ঠাকুরের বাড়ী ।
বিজয়-ভগিনী দিদি গুণমণি
ভাগ্যবতী গিরি তারি ॥
বিজয় প্রমুখ বাংলার ভক্ত
নিয়া গেল মোরে তথা ।
কিবা সে ভক্তিত কিবা সে যতন
সেবার কি কব কথা ॥

পুণঃস্বৰ্ণিতা সবার শ্রীঅঙ্গে
 মালা তিলকেব শোভা ।
 কৃষ্ণ সেবা বিনে আন নাহি জানে
 বদনে ভকতি-প্রভা ॥
 কি বিনয় দৈন্ত্য দত্ত দত্ত সবে
 সতত প্রসন্ন শ্রুতি ॥
 কি বধু কি বা নি ত'রনামে রুচি
 আমি যেন তাঁদের কৈ ॥
 মুগ্ধ যেন দেবা কত তীন সেবা
 বাদিল প্রেমের লগ্নে ।
 ছেন পরিবার পবিত্র মধুর
 নেত্রাবা শনসনে ॥
 একটি কোথাও দোষনা এ বসে
 নয়নে পড়িতে যত ।
 শ্রীমদ্ভদ্রদর্শন আর তুর্গীনাথ
 গৌর-কৃষ্ণ অঙ্গুগত ॥
 তাঁদের গৃহীণী যেন তিন ভগ্নী
 ত্রিদা লক্ষী গৃহকন্ঠে
 গৌরকৃষ্ণ নামে বিহ্বলা সতত
 অঙ্গুরাণ আগে মণ্ডে ॥
 গৌরদ্বন্দ্বলিতে ত্রৈলোক্য নারে
 এ ছেন শ্রীমদ্ভদ্রদর্শন ।
 তিনটি লক্ষ্য রাগময় পীত
 কেনা অক্ষ নলে স্তনি ॥
 শ্রদধর্মে যবে এক-সারা নিখা
 বিরহ সঙ্গীত গায় ।
 তার গান শ্রবণে তাব তাব দেপে
 সভা গড়াগড়ি যায় ॥
 শ্রীমদ্ভদ্রদর্শন কতটি গুণ
 গৌরগুণ গায়, কোরে ।
 যত দিন ছিহু যেন নদীয়ায়
 প্রেমধরা আট প্রহরে ॥
 যে আনন্দ কেলি সাত বার হলো
 মো গলে বাদিল ডোরা ।

পিরিতির কথা কহন না যায়
 সে টানে বাই ঘুর ঘুরি ॥
 আর সে গোবিন্দ পুর্কারধাবসী
 সস্ত্রীক তাদের সঙ্গী ।
 জাতিতে কায়স্থ কৃষ্ণ অঙ্গুর
 কৃষ্ণভক্তসেবাসী ॥
 কৃষ্ণের উৎসব লাগা তার ঘর
 কৃষ্ণ ভোগ পরিপাটি ।
 গোবিন্দ গৃহীণী সারদা নিপুণা
 নাহি জানে কুটিনাটি ॥
 কামের ভবন গোবিন্দ-ভবন
 গতাগতি সদা হয় ।
 যেন তুটি ধাম ন'দে শাস্ত্রপুর
 প্রেমগঙ্গা দারা হয় ॥
 বিজয় তাদের পিরিতির গুরু
 বঙ্গ-মুর্খিত করি ।
 প্রেমভক্তিদানে দত্ত কৈল জীব
 ত্যাগদৈন্ত্যভাবছবি ॥
 তাঁর ভাই ঈশ্বর নৈষ্টিক ভকত
 বৈষ্ণবের চুড়ামণি ।
 বিজয়ের গানে দাব মদন দিত
 গোলোক বৈভব আনি ।
 সাকুল কোণাব পিঙ্কর ঠাকুর
 পুত্রে ঠাকুর শ্যাম ।
 দ্বায়ে ধরায়ে সাত হাতে খাওয়াল
 সুদাবাবি অঙ্গুগাম ॥
 সঙ্গে গঙ্গারাম বড় ভক্তিমান
 বড় সাধু যার ভাটি ।
 বড় সেবা কৈল অদর ভকত
 তার গুণ দিতে নাই ॥
 গগণার মুখে গলদপ্রদ সদা
 তবু তো মহেশ নাই ।
 যারে মিতা বলি মহেশ ডাকিত
 "নয়ন বারা" যারে গাই ॥

এ টাঁদের হাটি সততই জিতে
কেবলে কাঁদার যোরে ।
বিজ্ঞ ভক্ত শান্তি বাবা শ্রীগোবিন্দ
আসে বার হাট কিনাবে ॥
এ আনন্দ ওষধি চাদ বৃন্দাবন
গোস্থানী মোদের প্রাণ ।
যার মুখচন্দ্র— স্নিত কৌসল্য
বহয়ে রসেব বাণ ॥ (বজ্রা)
বটতলা বর মহাপ্রেমময়
বেন ভালা সদাশিব ।
উারিব কুণায় সে চাঁদ বাজার
আশা পুষ মিলাইব ॥
শ্রীবাস-অঙ্গণে পদ্মপুষ্পাসনে
বসায়ৈ সেবিব পদ ।
ভক্তগণ ধরি ছত্র চামর
গাহিবৈ মধুব পদ ॥
পুকুরে অঙ্গণে কবে লোটাইব
ও পক্ষ ধরিয়া বৃকে ।
বধু বৃন্দাবন— হুল তুলি তুলি
মাগিব প্রেম পুলকে ॥
বুক ভাঙ্গি মাখি বৃকে বৃকে বৃক
আলিঙ্গন হুখ ভোর ।
অমৃত ভাসিয়া গৌর গুণ গাব
সাতার না পাব ভর ॥
জয় জয় জয় গোব কৃষ্ণ জয়
নিতাই নিতাই নিতাই হে ।
রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ
নিরাজ ভক্ত হেতে ॥

চাকুরাকোণা মহোৎসব ।

(৪৩০ শ্রীচৈতন্য)

ভেরণ প'চল পৌষের সংক্রান্তি
তুভবিনে সজীভন ।

বিজয়-সহায় যজ্ঞকর্তৃ এক
ভক্ত— নাথ নিবারণ ॥
আদবের ডাকে গেলাম অধম
উৎসবের পূর্ণদিন ।
শাখুয়াই, ত'তে মহেশ, তড়াঙ্গ
কবি গৌরভক্ত দীন ॥
বহু যজ্ঞ বধী সঙ্গে করি গেলা
সুগায়ক আরো সঙ্গে ।
আরোকত ভক্ত বিজয়ের প্রিয়
আইলা কোভু করনে ॥
উনত্রিশে বৈকালে গোষ্ঠীসাম্মলন
আনন্দে নাহকু ভর ।
বটতলা হ'তে পদাৰ্পণ ক'লা
প্রভু বৃন্দাবন ভোর ॥
প্রাত্রে অধিবাস— কোলি ভক্তগণ
নিশান্তে কীৰ্ত্তন ধরে ।—
“রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ শ্রীমধুসূদন
রাম নারায়ণ চরে” ॥—
কানাই বলাই মন্দির মণ্ডপ
চক্রাতপ সুবিশাল ।
বেড়ি বেড়ি নাচি গায় ভক্তগণ
বাজে খোল করতাল ॥
নিতাহ আমারে বড় কৃপা কবি
নাচা'লা সারাটি দিন ।
আনন্দ সরিতে সঁাতাবিয়াছিহু
যেমন শকরী মৌন ॥
নাচে নন্দরাণী ভক্তা পেয়মরী
বৈকুণ্ঠীর ত্রি চূড়া ।
আথড়ে আথড়ে ক্ষবে গঙ্গা যার
পাখালি নয়নতারা ॥
গোবিন্দ, গগন, অমর, বসিক
অঙ্গণে করে মান ।
প্রেম সমুদ্রে মৌন হেরে
কমল কুটিল মান ॥

ফৌজাশেলাগামী , মণ্ডলক-ভক্ত
 নাচে দত্ত শ্রীশ্রবণ ।
 ভাবময় বয়স মূর্তি অম্বর
 গীতবাণ্য প্রতিপন্ন ॥
 “খা দা নে” মুখর আচার্য্য বিজয়
 আসি কীদে চীদে তিম ।
 দ্বিতীয় নিশায়ে কীর্জন তুগুল
 মুক্তি এ বেতে অসীম ॥
 নগর কীর্জন সংক্ষেপে বা হল
 আনন্দ না হল নিভা ।
 জনসমাগম চইল বহুল
 বাসিল বিরাট সনা ॥
 যোর মুখবাৎ প্রভুর বক্তৃতা
 মহেশের মুখে বজা ।
 প্রেমের পর শ্রাম পদ গেয়ে
 সভাবে করিল ধজা ॥
 বেচালা চাম্রণী মণি যোগ করি
 বেহাল মহেশ দাদা ।
 স্ব-বচিত পদ নাগরী-বিরহ
 সবারি প্রাণের পাখা ॥
 পরাণ উষারি উষারিমা ডেউ
 গাহিলা আনন্দ ডুবি ।
 পাষাণ গলিল কাঁদিল পাষণ্ড
 সর্ব্বর পেয়েছ ভবি ॥
 গোরাবিরহে আত্মহারা হবে
 ন’দে হলো কি দেশ ।
 নারী বেশ চুটি বালক সমুখে
 ভাদেব বেশ আবেশ ॥
 মহেশের সব নূতন স্মৃতি—
 নব নব ভাব, পদ ।
 হৃদয় টেক্সাস নব দেশ, স্বর
 সকলি সে মনোহর ॥
 স্বরূপ কণায় পরাণের বাখা
 নিবেদিত এমন কে ?

গৌরবের কৃপা এমন আর কারে— ?
 পূর্ব্বকন্ডের কেহ সে ।
 প্রোতা কিবা গাতা সবই ডুবিল
 অম্বর-সিদ্ধ-নীরে ।
 ধাতুরে মহেশ “বাখা বাখা”
 উঠিল ধ্বনি দিগ্ভরে ॥
 কার্জন উদ্গাদে দিবা ভাটি দিল
 ভোগের বিলম্ব আতি ।
 আনন্দের মেলা ভাজিল তখন
 কংস-ভলে স্থান-গতি ॥
 স্নাত ও ক্ষুধিত অন্নপানি খেয়ে
 কাহলা মহেশ “বাই” ।
 শিরে বজ্র হানি বস হানি করি
 সত্যই চলিলা ধাই ॥
 আনন্দ দিইয়া নিরানন্দে ডারি
 সগণ পরাণ ক’ল ।
 মড়ার মতন রহিল যো সব
 সহসা এ কিবা হল ॥
 “আগির” বদনে “বাহ বাই” ভিত্তি
 আগুনের শিখা লাগে ।
 আর না এমন করিওরে দাদা
 ভাবিও বাত্মার আগে ॥
 আচার্য্য বুলের আচার্য্য বিজয়
 বৈষ্ণব হুকবি সিদ্ধ ।
 শ্রীমতা পসাদ দিল সজ্জা-পরে
 বক ভক্ত দীন কৃষ্ণ ॥
 নন্দগালী ক’লা পর দিন টুটি
 বৈষ্ণবসেবাংসব ।
 এত দিন গেল ভাল ভাল ভাল
 প্রোতে কারা-রোল রব ॥
 “আসিগে” বিদায় শ্রাম সঙ্গে চলে
 প্রভুরে প্রণতি করি ।
 প্রভু ও বিজয় আর বত ভক্ত
 কাঁদিতে লাগিল ধরি ॥

কাটোয়া আনন্দমঠের উৎসব ।

(বাং ১৩২৬ ১লা অগ্রহায়ণ)

ফরিদপুরে বাড়ী ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী
শ্রীঅভয়ানন্দ নাম ।
কোলের ভেলে ফেলে মায়ের মাতৃ কোলে
বাতিরিলা গুণধাম ॥
পরি কোণীন খটী আইলেন পর্যাট
আবতলাপুর গ্রাম ।
নিজ প্রীতি-গুণে আনি ভক্তগণে
কৈলা যোগাশ্রম ধাম ॥
দৈবের নিয়তি তগায় পিরিতি
“রসময় দাদা” বোল ।
পুন করেরচাটে পাখানের পাটে
উঠিল আনন্দ রোল ॥ (চট্টগ্রাম)
আনন্দ তরঙ্গ কহ ভেসেছি
তুই জন গলাগলি
সে চাট জাজিয়া সঙ্গীক হইয়া
নবদীপ গেলা তলি ।

জ্বলে যজ্ঞযোয়ী তটলে বৈরাগী
পুন কাটোয়া নগরে ।
জালবীসলিলা মাধাইতলা
বিরাজ সৌধকুটীরে ॥
এই যে অরণ্য করিতেছ ধস্ত
ভবিনাম পরচারি ।
নবদীপবাসী বৈষ্ণবগণ আসি
গাহিতে মণ্ডলী করি ।
চক্ষিণ প্রহর সঙ্কীর্্তন বাড়
করে প্রেমধারা বস্তা ।
ঘেরিয়া মণ্ডলী প্রেমবসে গলি
হলু দেয় বর্ত কড়া ॥
শিব জটাধারী নারীমনোহারী
নাচেরে অভয়ানন্দ ।

যত ভক্ত ভূত ঘেরি ভূতনাথ
পিছে কিবা মুকবন্দ ॥
“হয়ে বৃক্ষ” আদি নাম উনযাদী
গাহে তারা অমুরাগী ।
যোর নাই ঠাই লখা কাজা ছাই,
সাজি মকট বৈরাগী ॥
গোর-প্রেম-গিহ্ন শীকর এক যিলু
নখনে নাহিক ঝরে ।
তাই হুখে মরি হায় হায়, হরি,
অপরাধ কালীকরে ॥
দুখা'লা না গোরা দিয়া নেত্রধারা
চক্ষিণ প্রহর নাম ।
রাধাভাবরতি সুগভীর অতি
শুদ্ধ বিমল নিজাম ॥
ভারাটিয়া গানে ভক্ত পরাগে
হয় নাক প্রেমোদয় ।
নিজ জন নিখা শুদ্ধ চিত হ'রা
গাও গৌরাঙ্গবিজয় ॥
কীন্তন বলি তারে অঙ্গণ ভাসে লোরে
নস্তনে কম্পিতা ধরা ।
গঙ্গা গুরু গোরা তিন লুকোচোরা
দিয়াও দেয় না ধরা ॥
ভেসরা আগল চাক্ষুশের সন
বৃদ্ধ ভক্ত কবি ভোরে ।
কীন্তন কাহিলী উত্তর বাহিলী
গেল প্রভু বদ্বিরে ॥

কাটোয়া লীলাস্থলী ।

কাকন পুরুষ পলাইয়া এলো
এই কাকন নগরে ।
কই কই কই এ-না সে নাগর
স্নেহে সে কোন্ ঘরে ॥

এই যে নামিল
 সমুখে এ সিংহদ্বার।
 নামি দেখি এ কি ?— একি মধুপুত্রী
 করিব সন্ধান তাঁর ॥
 ভিতর পশিতে চিত্ত বিয়াকুল
 বুক ফাটি গজা ধারা।
 বামে বেদী এক,— এখানে কি বল ?—
 কহে নাগরিক বারা ॥—
 "এইবট মূলে মুড়াইলা মাথা
 নিমাই মধুরে ডাকি।
 নিত্যানন্দ ক্রান্ত বসেছিল হুখে
 এই পাটে পদ বাপি" ॥
 কই কই কই নিমাই নিতাই
 এখন র'য়েছে কই ?
 নিতাই-নেত্রের অশ্রু ধারাটি
 এখনো শুকার নি সই ॥
 এই সে পাবাণে মাথা কুটিতেই
 ধ'রে রাখিস্ কেন বা লো ?
 পাবাণ— এ ভুল— হিমশ্রেয়বারি
 এ যে সুধার কলোশ ॥
 গোরা চাঁদ এতে ডুবিয়া রয়েছে
 পিছে কাঁপ দিল নিতাই।
 কেশ মুড়াইল, সে কেশ কেমন,
 সমাধি মন্দিরে চাই ॥
 কেশের কি দোষ তারে ফেলে গেল
 ভায়রে নিমাই চাঁদে।
 পশ্চিম দুয়ারে লোকে কি গো চায়
 আর লোটাইয়া কঁদে ?
 নে— নে— ধ'রে অই খানে যাই
 ওখানে কি বিরাজে সে ?
 মাথা মুড়াইয়া কি রাজ্য হয়েছে
 নদীয়ার নাগর যে ?
 নদীয়ার নাম করিতে শুনিয়া
 চাহিছেন মোর পানে ?

এই যে আসনে বসেছিল প্রভু
 ভারতী-আলন বামে ॥
 পাবাণে অধিত রাজুল চরণ
 পাবাণ গিছিল গলে।
 এই বুঝি কই ? ধর ধর ধর
 কেন পলাইয়া র লে ?
 এ যে মোর নেত্রে নেত্র লাগাইয়া।
 ন'লে এত কীর্দি কেনে ?
 এ ভলেই তবে ডাসাইয়া দাও
 কালীদেবী অজ্ঞানে ॥

সেবপুত্র ভাউন

বাং ১৩২৮ (বছরার গভাগতি)

বছর অবধি মেহের সে ডাক
 রহিতে নারিতু ঘরে।
 জ্যেষ্ঠের বোলই গেহু ব্রহ্মন-
 পার, জামালপুরে ॥
 ভীষণ সে পারি, মরি কি বা বাচি
 উত্তরি হৃদয় দেখ।
 ঘোর গাড়ী চড়ি, চিত্ত গড় গড়
 বৈষ্ণব চরনোদেশ ॥
 প্রাণের ভিতর কে কহিয়া দিল
 "এই এই এই"— ব'লে।
 সে প্রাসাদপুত্রী মা বোগ-ঈশ্বরী
 টানিয়া তুলিয়া কোলে ॥
 ফটক ছাড়িয়া দ্বিতীয় ফটক
 প্রবেশি দেখিছ ঠিক।
 ঠাকুর অঙ্গণ !— অঙ্গ পূজকিত
 চাতিছ মন্দির দিক ॥
 দেখি রত্ন এক পুর-য কি সন্দেহ
 ঠাকুর প্রদামে রত।

পদসম্পন্ন দৃষ্টি মিষ্টি উৎখাল
 চিনাট চিনাব মত ॥
 এ নয় স্তম্ভন যেন পুরাতন
 পিরিত্ত হৃদিকে কৈল ।
 চিনেছি চিনেছি— “চিনেছি চিনেছি”
 কৈ আনন্দ উৎখাল ॥
 সুবর্ণ শ্রী অঙ্গে লাগে গোর রক্ত
 মাধুরী চূর্ণ মুখে ।
 স্তম্ভন স্তম্ভন সুখের শীতল
 একি দেখি স্তম্ভনকে ?
 এই না সেই— এত ভালবাসে
 দেখিতে লিয়াসা যাবে ?
 বিনয়ের ধনি জানি লেখনিতে
 বৈষ্ণবধনি এ নারে ।
 কাশিমবাজার বৈষ্ণবমিলনী
 কুমিল্লায় বসেছিল ।
 তার প্রতিবাদ “সেবা” “স্বৈরপুস্পে”
 কালীহৈয়া লিখেছিল ॥
 তা পড়ি আনন্দে চরচা লাগিয়া
 কীটেরে ডাকিয়া নিলা ।
 এই ভক্তবীর শাস্ত্র অমুরাগী
 মহেশ্বর এই লীলা ॥
 ইনি কে, শুধুন তুলিলেও পুণ্য
 ধন্য যাক্ত ভবিষ্যৎ ।
 পেরপুর টোন্ বড় মাজিষ্ট্রেট
 রাজপ্রজ্ঞা পূজে যার ॥
 কহে ভাগবতে আর বাইবেলে
 স্তম্ভন পায় না ধনী ।
 কিন্তু দীন ধনী কৃষ্ণ-কৃপা-ধনী
 প্রত্যাপেরে সাক্ষী গণি ॥
 রাজা বীরচন্দ্র ভক্ত-কুল-চন্দ্র
 আর এই ব্যাধে গাহি ।
 শ্রীরাধাবল্লভ রায় বাহাদুর
 যার নামে স্থখে নাহি ॥

নবদীপধাম — প্রচারি । সভা
 ইনি তার সম্পাদক ।
 ভক্তগণ হৃদয় ভক্তভিষ্মণ
 মুখি কহি ধর্মপতাক ॥
 যারে তারে আগে দেন “দণ্ডবৎ”
 ভূমিতে লোটায়ে শির ।
 “দণ্ডবৎ” ভক্তি মধুমুক্তাক্তি
 শুনি নেত্রেরে বহু নীর ॥
 কথাটি কহিতে কহে “আজ্ঞা করুন”
 কি বিনয়, বলিহাবি ।
 এমন যে বড় ছোট হ’তে পারে
 এই যে ‘আদর্শ’ তার ॥
 আমার সুখের যত বন্দোবস্ত
 করিলা তখন নিজে ।
 বিরাট মাস্তুর— সমুখের গৃহে
 শান্তিময় বাসাটি যে ॥
 চট্টল ভূমির বারমাসি বার
 ভক্ত পূর্ণানন্দ স্বামী ।
 হইলা দোসর সভায় বাক্য
 নিত্য সঙ্গী তিনি আমি ॥
 যুগল বিগ্রহ শ্রীপরীমোহন
 রাজবায় ভঙ্গী যরি ।
 শ্রীপদ উপর শ্রীপদ খুইয়া
 কি জাঁটে দাঁড়ান হরি ॥
 কি সুন্দর মুগ চাঁদিসুখাত্মন
 ভক্তভঙ্গীছটাছন্দ ।
 যেন সখীসুন্দে হাসাবে পছন্দে
 ডিলিক দিয়া পা বন্ধ ॥
 রাধাকে সুখার মকরন্দ ধার
 অষ্ট সখী আছে বেড়ি ।
 ললিতা বিশাখা ছুধারে হরাজি
 (অন্ত) সখীদল দলোপরি ॥
 বসনভূষণ সুন্দর আসন
 সুন্দর সুন্দর গুরু ।

আকারে বালক বালিকা সজীব
 তাতেও শোভার সৌধু ॥
 রসিক ভক্তের স্নেহা পরিপাটি
 নব নব ভাবে গড়া ।
 আরাটিক অতি চমৎকার ঢঙ্গে
 হয় ভাবানুকূপ করা ॥
 উৎস গাথক উত্তম বাদক
 সবেতন সেবক তারা ।
 শ্রীরাধাবল্লভ স্বয়ং গাওেন
 মধুর আনন্দভোবা ।
 তখন তাঁহার বদন মধুরী
 নাহিয়া চাহিয়া পিয়ি ।
 এই সঙ্গ-সুখে দশদিন গেল
 সব দিক আনন্দময়ী ॥
 চট্টক বাধান বিশাল অঙ্গণ
 তাহে কুঞ্জবন শোভা ।
 অশ্বখ তমাল কেলিকদম্বাদি
 বেদীবাঁধা মনোলোভা ॥
 ফটক খুঁজেব উন্মত্ত দক্ষিণে
 মাধবীলতার ঝাড় ।
 স্মৃতি শিলাপট আব শ্রীতুলসী
 নিখা বেদী এক সার ।
 গোবর্জনশিলা লীলতুলীধূল
 এক বেদী-গর্ভে শিরে ।
 এই পুণ্য ভীর্থ যেন ব্রজকুঞ্জ
 কহি এ অঙ্গণটিরে ॥
 মন্দির ভিতরে শ্রীপ্যারোমোহন
 আলিন্দে রাধাবল্লভ ।
 এ ছই দর্শনে গদ গদ ছই
 আনন্দে ভরে দিগ্‌মণ্ডঃ ॥
 নয়নে উনির অমুরাগ চিন
 কতি-সিদ্ধান্ত-ধনি
 সিদ্ধান্ত আলাপ সংলাপ মধুর
 চলোছিল সে কাদী/ন ॥
 অযোগ্যের "দাদা" তুনি তাই হাবে
 ডাকি "দাদা মহারাজ" ।

শ্রীচরিত্রনাথের উৎপত্তি কাহিনী
 তাঁ তাঁর সিদ্ধান্তরাজ ॥
 গ্রন্থ উপভার বিনিময় হলো
 ভালবাসা হলো গাঢ় ।
 "শ্রীচৈতন্যচরিত" "মহা বক্ত" দিয়া
 পা'রু দুই রত্ন সাব ॥
 ফার "শ্রীনিকুঞ্জ" রহস্ত নীতি
 শ্রী "দীনার রত্ন লাত" ।
 শেষের সে বড় নিগড় কথাটী
 উপভাত সখী-ভাব ॥
 সিদ্ধান্ত ভূষণ শ্রীগোপেন্দ্র শাস্ত্রী
 উদলী/প্রভুগোশ্বামী ।
 শ্রীরাধা বল্লভ দাস কালীচৈত্রা
 আর পূর্ণানন্দস্বামী ॥
 এই চাবি মুক্তি কৃষ্ণ কথালোপে
 গেল দশদিন সুখে ।
 অন্তরঙ্গ গোষ্ঠী সঙ্গে কৃষ্ণকথা
 আনন্দ প্রবাহ বৃকে ॥
 বিদায় সময় জগাই পুজারি
 রাধা বল্লভ ইজিতে ।
 বস্ত্র, তক্ষা হুলি খালী ভরী আনি
 দিলেন প্রসাদী মাথে ॥
 ধন্য পুলকিত বিগলিত অঙ্গ
 বিরহ লইয়া বৃকে ।
 বৈষ্ণব চরিত্র পিরিত্রি অরিত্রা
 ফিরিহু গৃহের দিকে ॥
 টেলি বা পত্রের আহ্বান পাইয়া
 (১২) বার বার তাঁর সঙ্গ
 শারেক মাসেক সে মধুমিলন
 বিদায় দিতে করে রত্ন ॥
 কোথা গেলারে শ্রীরাধা বল্লভ
 সদা সখাভোরে বাধা ।
 তোমার স্বরণে প্রাণ কেটে বাধ
 হেরি স্বপনের বাধা
 তোমার অভাবে আমিও ভো নাই
 দিন বাপি মড়ার যুত ।

শেরপুর চৌতে হেবি অন্ধকার
বুক ভরা অশ্রুস্রোত ॥
তব গুণ পণা কীর্তন করিয়া
পিরিত্তির প্রতিদান ।
পরগে সান্ত্বনা যদিও সামান্য—
ধাম থেকে কর গ্রহণ ॥

শ্রীহট্ট শ্রীগোড়ায় বৈষ্ণব সম্মিলনী ।

(তাক্কা দক্ষিণ মহাপ্রভুনাটী)

শ্রী দালপূর্ণিমা ১০ চৈত্র, ১৩২৮ ।

শ্রীহট্ট জিলার ঢাকা দক্ষিণেতে
উপেন্দ্রমিঞের বংশ ।

সে বংশ-উদ্ভব শ্রীহট্টকুমার
বক মধ্যে যেন হংস ॥

শ্রীসম্মিলনীর ইনি সম্পাদক
চতুর বৈষ্ণব প্রাজ্ঞ ।

গেলা ভাগ্যকুল কাকাল আশ্রমে
বৈষ্ণব-সেবা-অযোগ্য ॥

রাজা শ্রীশ্রী নাথ সুবদান্ত ধাত্ত
হুকনে ভেটিহু তাঁবে ।

নব শ্রীমন্দির নিরমান বায়
দিল সে হুশ মিঞেরে ॥

স্বধাম সাইয়া মিশ্র সুপণ্ডিত
উৎসবে ডাকিয়া যোরে ।

সপুত্রক এহু জিলা নোরাখালী
শ্রাম এক বাবুপুরে ॥

তথা হুই ভক্ত সুধী সুপণ্ডিত
মম অতি অহুগত ।

তারিনি মোহন নকত্র কুমার
মজুমদার খিদ্দাত ॥

তারিনি মোহন মনসা চরণ
হুশ্রীমান সঙ্গে করি ।

পরম আনন্দ— উৎফুল্লচিত্তে
এহু আগড়তলা পুরী ॥

সেন শ্রীহরেন্দ্র একনিষ্ট ভক্ত
অতিথি হইহু তার ।

শ্রীহট্টভূষণ চৌধুরী ভীবন
সুধু পরম উদার ॥

আর শ্রীমহেন্দ্র মজুমদার খ্যাতি
মম প্রিয়তম হুই ।

যো সঙ্গে চলিলা এতিন ভক্ত
মহাপ্রভু-নাম লই ॥

কোলাউড়া নামি দেখি শিরোমণি
সভার পাঠক যিনি ।

আর কীর্তীগীতা বাবাজী অমৃত
সভার গায়ক তিনি ॥

সবে মিলি গেহু প্রভুজীর বাড়ী
পরম সুন্দর ধাম ।

পুরান মন্দিরে ঠাকুর দেখিয়া
গেহু হরি-সভাশ্রম ॥

শ্রীমতা প্রভুর জনম উৎসবে
মিলে গেল মহামেলা ।

অমৃতলালের কীর্তন হুদিন
পরম আনন্দ দিল ॥

পুরান বাটীর মিশ্রসেবকেরা
বহু স্নেহ কৈল যোরে ।

প্রভুর সম্মানসে- স্মৃতি-প্রতিষ্ঠা
ইহুের নব মন্দিরে ॥

হুদলে বিরোধ স্বার্থ লাভ নিয়া
যো-মন পুরাণে ভোব ।

ইহু মিশ্র বলেন এই সেই ভিটা
পৈত্রিক মণি প্রভুর ॥

পুরাণ মন্দিরে মহা প্রভু যোরে
ভুলায়েছিল মাধুর্য্য দিয়া ।

নৃতনের লক্ষ্য পসার প্রসার
এ রহুকু দূরে গিয়া ॥

ভক্তের সেবা হর পরিপাটি
বে দিকের দিকে দৃষ্টি ।

এক সুখ-বত মনিপুর মাই
কীর্তনে কৈল প্রেম বৃত্তি ॥

পাঠ, গীত, সভা- সকলি হইল
বৈষ্ণবাগমন কম ।

ইহু কুমারের অধাবসারটি
সফল ও মনোরম ॥

ইহু কন্নী জ্ঞানী, প্রভুর সম্মানসে
ক'ল এত শ্রীতিমান ?

"বে জন কৃষ্ণ ভক্ত সে বড় চতুর"
গৌর মাধুর্য্য নিধান ॥

(অম্পূর্ণ)

২য় খণ্ড

শ্রীগোরাঙ্গ লীলামৃত।

আত্ম লীলা।

বন্দে গুরুনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।

তৎ প্রকাশ্যং শতচ্ছন্দোঃ কবচৈবহ সংগ্রহম্॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

জীব-কুবলয় বিধয়-জ্ঞান।
কিবা শুভনিশি পূর্ণ প্রেম-শশী
অনন্তমণ্ডলে উদীয়মান। (১)
যার-নাম-সুধা কণিক। চাঁদে
কাস্তনী পূর্ণিমা রাত্রেতে চন্দ্রনা।
সে চাঁদ পড়িল অদ্বৈত ফাঁদে। (২)
শচী-গর্ভ-সিন্ধু উদ্ভব শশী
শচী অঙ্কাকাশে আনন্দ বিকাশে
কিরণ-কুল সে কুমুদ রাশি। (৩)
অগ্রে প্রেরিত অনন্ত রাম
গোরাঙ্গ দোসর সেই শিক্ষাধর
ত্রিনিত্যানন্দ একচক্রাগ্রাম। (৪)

ব্রজে নাহি গণ শ্রীবাধাকাঙ্ক্ষ
স্বক সারী ভাল হ'ল করতাল
মুদঙ্গরূপে জনমিলা বেণু (৫)
বয়নার তবে দশা কি হ'ল?—
গৌরা সঙ্গে সঙ্গে গৌরী হয়ে রঞ্জে
গঙ্কার মিশায়ে নুকায়ে র'ল! (৬)
যখন জন্মিলা শ্রীগোরা শশী,
কিভাবে-উছল, জগত ব্যাপিল?—
বোদনের চোখে যেমতি হাসি! (৭)
অথবা জগত কেমন হ'ল
বথা কাঁচা ফল সহসা রসাল
বা পুষ্প কলিকা ফুট আকুল! (৮)

ইন্দ্রযোগে যদি সিদ্ধ উথলে,
রোগী যদি ভোগে লভয়ে আরোগ্যে
ব্রহ্মচারীর সিদ্ধি যদি ফলে ! (৯)

চক্ষু কুণ্ডে উঠে যেমতি ননী,
তেমতি সৃষ্টির নিখ্যাস মিষ্টির
নবনীত খণ্ড গৌরাক্ষ মণি ! (১০)

প্রতি পদে পূর্ণ পুরট বিধ
পূরন্দর পুরে দিনে দিনে বাড়ে
বলয় নুপুর ভাঙ্গায় শুধু।—(১১)

অবতীর্ণ যেন আনন্দ স্বয়ম্,
শ্রী জগন্নাথে আনন্দ না আঁটে,
উথলি ছায় সে সুখ পরম ! (১২)

নদিয়া ভাঙ্গি ছাইল জগৎ
গিরি দরী নদী ছাইল উদধি
গগন প্রাক্ষণ চলদচলৎ। (১৩)

চতুর্ধুগের বৃক্ষচক্রে কিরে
বাছমুখে ম'রে পুনঃপুনঃ ধ'রে
নবমুখাপূর্ণ, নব হাসিরে ! (১৪)

কুমুমের মধু হইল বাড়া ;
উধঃ চক্ষু ভারে গাভী নাহি নড়ে
প্রকৃতি কোমল মাধুর্য পারা !—(১৫)

চাতুরী করিয়া কাদেন শিশু ;
কিছুতে না ধামে, শুধু হরি নামে
কাদ মুখে ফুটে আনন্দ-অংশু। (১৬)

অপরূপ শিশু, বস্তু চিনে কে?
নারীর মণ্ডলে বোদনের ফলে
ঐশ্বর্য “হরি” লভ্যার মুখে। (১৭)

শুভদিনে হলো নামকরণ,
নারীগণ স্নেহে নিমাক্রি নাম
“বিশ্বস্তর” রাখে পণ্ডিত জন, (১৮)

নারায়ণ চিহ্ন হেরিল যারা,
অঙ্কুর পতাকা ধ্বজবজ্র আঁকা ;—
জনমিতে মঙ্গল বিঘভরা। (১৯)

দেবসিদ্ধগণ বিজলী প্রায়
জগন্নাথ ঘরে যাতায়াত করে,
তাদের কে যেন এ শিশু, ভায় ! (২০)

ক্ষণে ক্ষণে কাণে নুপুরধ্বনি।
মৃগ মদ গন্ধ পুরে নাসারন্ধ্র
স্বপ্ন আশ্রয় দেখে শচীরণী। (২১)

ব্রহ্মাণ্ডে আশ্রয় বা আছে দৈবী
হলো এক ঠাই শচা গহে ঘাই
খেলিতে মাখিল শিশুরে সেবি। (২২)

কিবা ভাগ্যারে শচী জগন্নাথে !—
শচীরে বলে না, জগন্নাথেরে বা
কোটি জন্মের পূণ্য ফলেতে। (২৩)

গোরাবুথে “মা” স্রবার পান্য
যার স্রুথখানি স্রবামৃত খনি
“মা” ধ্বনি শুনি শচী আত্মহারা। (২৪)

বালা চাপলা যথা ব্রজলীলা,
নাহিক গোভালী, প্রাক্ষণ মণ্ডলী,
না গেয়ে লনী বুঝিবা ফেলিলা। (২৫)

পূর্ণানন্দ মূর্তি রসের গোরা !—
মিলে নদে নারী মুখে “হরি হরি”
করে তাল ধরি নাচায় ভোরা। (২৬)

হাটিতে শিখিলা টান গোরা সে,
ঘরের ঘর খায় চুরি করে খায়
যত, হুগ, অন্ন ফোটুকবশে। (২৭)

মন বসিতে না পারে কেউ,
কি আছে নিভতে সে গোরা রূপেতে,
প্রাণে লেগে যায় মেহেব চেউ ! (২৮)

স্বয়ং সৌন্দর্য ধরিয়া মুক্তি,
করে নর লীলা, গলে যায় শিলা
তাতেও আবার ভ্রমণ ক্ষুতি। (২৯)

কংসচাহুরাদি দৈত্য অস্তর
জন্মেছে এ জন্মে লীলাশূণ কর্ণে
মায়াবাদী ধত পাষণ্ডী ক্রুর। (৩০)

অবতীর্ণ কলিতে সদশন
নাম মুক্তি ধরে তাদের উদ্ধারে
কিবা মধুর লীলা প্রকটন ! (৩১)

দশরীরে তারা যাব বৈকুণ্ঠে,
নাহি দেহভাগ, নাহি যোগধাগ
যেমন নামান্ত্র ফুটিবে কণ্ঠে। (৩২)

একদা চোর আভরণ লোভে
বিশ্বস্তরে হরি বহে ঘুরি ঘুরি
পড়িল গোরার মায়ায় স্লেভে। (৩৩)

তৃণাবলি যেন আবর্তে পড়ি
জগন্নাথ বাবে আইলেক ফিরে
আবলুঙ্গি যোগে গেল সে তারি। (৩৪)

গোরার পদে ছিলনা নূপুর,
করুণ একদা শুনে পিতা মাতা
গৃহে কহু কহু ধনি মধুর। (৩৫)

বিশ্বস্তরে মা বাপ হইলা শুক,
অধুনা, পতাকা, বস্ত্র আদি আঁকা
পদচিহ্ন গৃহে দেখিয়া মুগ্ধ। (৩৬)

পুলকে আশ্রিত হইলা দোহে ;
পুত্রি শালগ্রাম, গায় হরিনাম,
ছাগ্রত দেবতা ভাবিয়া গৃহে। (৩৭)

জগৎ-পিতা যে করেছে পুত্র !
মায়ায় ভাগ্য, চিনিতে না শায়
প্রত্যক্ষ তাজি অকুমান হুয়। (৩৮)

একদা এক তৈথিক ব্রাহ্মণ
ব্রহ্মণ্য তেজসী মুখে ভক্তি-বশি
উপনীত হ'লা মিশ্র-ভবন। (৩৯)

সপত্নীক মিশ্র সৌভাগ্য মানি
পাশ্চ অর্ঘ্য দিয়া ভক্তিতে পুজিয়া
বন্ধনের দিলা সামগ্রী আনি। (৪০)

বহনান্তে বিপ্র সাজায়ে বাজী,
ক'লা নিবেদন, মূদিত নরন,
অনুগ্রহী গোঁর অঙ্গেতে ধুনি ! (৪১)

দিগন্তর বেশে, কিবা সে ভাগ্য,
হাসি হাসি সুখে প্রাস দিলা মুখে
উৎকর্ষিত বিপ্র না মানি প্রাস্য ! (৪২)

দ্রব্য বিপ্রেব সাফল্য ছেন। —
বিপ্র কি চিনেহ ? — ধীশায় পড়েছ,
যাবে তুমি দাও থাকেনা কেন ? — (৪৩)

কৃষ্ণ গোপাল যে গোঁর হয়েছে !
ধ্যানে বাবে ডাক ; সেই এই এক,
জগৎ তারিতে জনম নিয়েছে ! (৪৪)

স্মারিতে পিতা যষ্টি-করে ধায়,
হয়াল গোরাক্ষ ধবা দিলা অক
উৎকণ্ঠা দেখিয়া ধরিতে তায় । (৪৫)

অটিকি রাখিতে হইল যুক্তি,
ঘরের ভিতবে খিল মে'বে ঘারে
রজ্জুতে বধা বাঁধে যক্ষণমতী । (৪৬)

আবার ঠাকুর লাগা'লা ভোগ ;
লকলি নিজায় যোগেশ-মায়ায়
ব্রাহ্মণের পুন সৌভাগ্য যোগ । (৪৭)

অন্ন নিবেদন অন্তববামী
জানি উপনীত, ব্রাহ্মণ স্তম্ভিত,
বিগ্রেবে ভাষিলা ভবের স্বামী,—(৪৮)

“মন্ত্র জপি ডাক কেমনে থাকি ?
কবিয়া প্রত্যক্ষ কেন বা উপেক্ষ ?
বাঙ্কা পূর্ণ আজি, আব চাও কি” ? (৪৯)

মুখ হেরি মে মূর্তি অষ্টভুজ ;
নবমুখাবেড়া শিখিপিজ্জুড়া
মুখ জিনিয়া কোটা দ্বিজরাজ । (৫০)

গলে বৈজয়ন্তী, কুণ্ডল কর্ণে,
নখমণিচন্দ্র মেঘে করি বন্ধ
বিদ্যা মাখা মেঘ যেন বর্ণে । (৫১)

মেঘে ফুটি তাম্র কৌমুদ বক্ষে,
জ্বার সে শ্রীবৎস, খেলে গাবী বৎস,
ছায়া কল্পি আছে কদম্ববক্ষে । (৫২)

তরু বেষ্টি গোষ্ঠী গোপগোপিকা,
ময়ূর ময়ূরী, পিক, শুক, সারী,
উ'ড়ে, গায়, দোলে মধু লতিকা । (৫৩)

অনিষ্টে মুচ্ছিত হইলা বিপ্র ;
করণার সিদ্ধ শ্রীগোরাক্ষ-ইন্দু
গরশ অন্তে তুলিলা কিপ্র । (৫৪)

সান্নিক তরঙ্গে ছাইল অঙ্গ ;
হেরি স্থখাধুনি, নেত্রে বহেন্দ্রী,
যে পায় সে বুঝে ভগবৎ সঙ্গ । (৫৫)

শূর্যবৎ শিশু শুয়িলা যবে,
ভাব সম্বরিয়া, কৃতার্থ মানিয়া
সুখে থা'লা বিপ্র উদর ভবে । (৫৬)

শুভদিনে হলো হাতেতে খড়ি ;
যে বর্ণটি দেখে, দেখামাত্র শিখে,
তিনদিনে ফলা বানানে পাবি । (৫৭)

লিখিয়া গাঁথে হবিনাম মালা,
পড়ে পড়ে পড়ে, নামমালা পবে ।—
বেদগোপ্য এই বাগ্যেব লীলা । (৫৮)

পাঠাস্তে শ্রীগোর উদ্যম ধায়,
নিরে সমপাঠি এ'টে বেধে কাট
জলকলিকল্পে গজায় যায় । (৫৯)

ঘাটে নাহে লক্ষ উদাসী, গৃহী ,
গোরার ব্যভার অন্তে তিষ্ঠা ভার
মাওজেব কেলি তবকাবোহী । (৬০)

খান ভাসে কারো, কারো টানে পা,
কাবো লুঠে কুল, কারো বা ছুল
কি সব লীলা,—এও কি যমুনা ? (৬১)

বিরক্ত বিপ্র, জ্বার যত বালা,
কহে ঘেয়ে দ্রুতে শচীগগনাত্তে
তুলাতে শ্রীগোর পাতিলা ছালা । (৬২)

দণ্ডিতে স্নেহে ধায় পিতা যেই,
 পানচিহ্নীন মসীতে মলিন
 যেতে পথে পুত্র দেখিলা তেই । (৬৩)

বিস্মিত সে মিশ্র, বিস্মিতা মাতা,
 অস্বাত নিমাই দোষবারে পাই,
 কেমনে বা মিথ্যা লোকের কথা ! (৬৪)

“তবে কি নিমাই মনুষ্য নয় ?”—
 ভাবিয়া চুজনা আনন্দিত মনা
 গোরচাঁদে তুলি কোলেতে লয় । (৬৫)

শুভদিনে গোরা আনন্দনিধি
 পরে যজ্ঞস্থত্র বামন চরিত্র
 দণ্ডে বুলি নিয়া যেমতি বিধি । (৬৬)

মাগে ঘরে ঘরে কাড়িয়া প্রাণ,
 প্রক্ষালি রক্তাশী ছদমবেশিনী
 সফলা হ'লা ভিক্ষা করি দান । (৬৭)

টোলের পড়ুয়া হইলা গোরা ;
 শিখিতে শিখায়, আগে চলে যায়,
 ভালই বিগা হলো গুরুমারা । (৬৮)

নদীয়া সে কালে সরস্বতী ধাম
 বুঝি বৃহস্পতি নিয়ে পূর্বস্মৃতি
 জন্মিলা ধরি বিশ্বাস্তর নাম । (৬৯)

কিস্বা হেন চাঁদ পাড়িল কে ?
 অধৈত হুকারি বেধে ভক্তিদোরী
 পাড়িল চাঁদ, ছিল ব্রজাকাশে ; (৭০)

বালক নিমাত্রি হারা'লা পিতা ।
 শোকে অভিভূত হ'লা শচীমাতা
 প্রবোধিলা দিলে মধুর কথা । (৭১)

মায়ের সেবার সতত রত
 হইলেন গোরা, মাও পুত্র ছাড়া
 তিলেক থাকিতে জীবন্ত । (৭২)

ঔকত্য লীলা এখনো বিশেষ ;
 পিঙ্গপ্রেতযাগ, মাতৃ-অমুরাগ,—
 কিছুতে হলোনা ঔকত্য শেষ । (৭৩)

একদা গৌরাক্ষ গঙ্গা পূজিতে
 চাহিলেন মালা, মাতা উত্তরিলা—
 “অপেক্ষ, আনিগে মালা স্বরিতে ।—” (৭৪)

শুনি বাণী গোরা হইলা রুদ্ধ ;
 হাতে ঠাঙ্গা নিয়া মারি দোহাতিয়া
 ভাজে হাঁড়ী ঘট যেন অভদ্র । (৭৫)

গঙ্গাজলপূর্ণ কলসী যত
 ক'লা চুরমার তৈল ঘৃতভার
 ঢাল, দাল নিয়া বহিল শ্রোত । (৭৬)

কিছু না রহিল তুলিতে যুখে ;
 শিকা ছিড়ে টানি, বস্ত্র খানি খানি,
 আর না পাইয়া মনের দুখে । (৭৭)

ঘর দ্বার ভাঙ্গি বৃক্ষেতে মারে ;
 তবু নাহি ক্ষমা, নিস্তক র'ল মা,
 শেষে মারে বা পৃথিবী উপরে । (৭৮)

তবে গড়াগড়ি মাটিতে পড়ি,
 তবে হয়ে স্থির, নিদ্রায় গভীর
 নিদ্রিত হইলা ধূলয় জড়ি । (৭৯)

অনন্ত শয়ন বৈকুণ্ঠ পতি
 ধূলয় শায়িত, হারয়ে অমৃত !
 না বলেন উক্তি মায়ের প্রতি । (৮০)

ধীরে দিলা মাতা শ্রীঅঙ্গে হস্ত ;
ধূল বোঁড়ে কোলে তুলে তারে বলে,

“লও মালা বাপ পূজগে ত্রস্ত ।” (৮১)

“ধাক্ বত ভেঙ্গেছ বালাই নিয়া ।”—
লজ্জা স্মিয়মান ঢাকি মুখখান
গঙ্গায় নিমাই গেলা উঠিয়া । (৮২)

স্নান অন্তে আসি পুজিয়া বিষ্ণু
স্থাপিলা তুলসী, মুখে মৃদ হাসি ;
রক্ষনে লিপ্তা মাতা সে সহিষ্ণু । (৮৩)

ভোজনে বসিলা শ্রীগৌরহরি ;
খাওয়ান মাতা, মুখে মিঠা কথা,
বুঝালো বিশেষ যতন করি ।— (৮৪)

“কি সম্বল ঘরে, কি খাবে কালি”— ?
মাতৃবাক্যে হাসি, কহে গোবামণী,
“কৃষ্ণ পোষ্টা নিত্য যোগাবে ডালি” । (৮৫)

এ নির্ভর যার অঘট্য কি থাকে ?
“জীব শিক্ষাইতে” এভাবে গোরাতে,
ঐশ্বর্য্য সে ছাড়ে, ঐশ্বর্য্যে না তাকে । (৮৬)

গ্রন্থ-করে প্রভু পড়িতে গেলা ;
বিচারসে ভোর পাঠান্তে শ্রীগৌর
সন্ধ্যাকালে গঙ্গাতীরেতে আ'লা । (৮৭)

গঙ্গা দেখি প্রভু নিজ মন্দিরে
আইয়া আনন্দে জন্মীয়ে বন্দে
স্বর্ণ মুদ্রা ছই দিয়া শ্রীকরে । (৮৮)

মাতা ভীতা হ'লা প্রমাদ গণি,
সুপরীক্ষা বিনা না ভাঙ্গায় সোণা
সর্বৈশ্বর্য্য নিধি গোরে না চিনি । (৮৯)

দেখিয়া প্রভুর বিদ্যা প্রতিভা
পণ্ডিত সমাজ পায় সদা লাজ
ভাবে “অপ্রাকৃত পুরুষ কিবা” । (৯০)

মুকুন্দ সজ্জন-সৌভাগ্য শশী
উদিল সত্তরে, যাহার মন্দিরে
টৌল করে প্রভু আনন্দে বসি । (৯১)

সাক্ষাৎগজ্জীব-মঙ্গলনিধি,
যারে সরস্বতী করেন আরতি
স্বয়ং হইলা অধ্যাপক সুধী । (৯২)

হেন নিমাইর, শিষ্যের মাঝে,
নাহি গুরুভাব, মিত্রের স্বভাব,
হাস্ত পরিহাস সকল কাষে । (৯৩)

বিচার প্রভাব ছাইল দেশ ;
নিমাইর টোলে আসে দলে দলে
নিমন্ত্রিত যথা ছাত্র অশেষ । (৯৪)

ফাকী সিদ্ধান্তে কে আটে নগরে ?
পেচকের প্রায় পণ্ডিত লুকায়
হেরি বিদ্যাদৃষ্ট দীপ্তভাস্বরে । (৯৫)

গঙ্গাব খাটে প্রণয়ের রেখা ;
বল্লভের কন্যা বালাকূলে ধন্য
লক্ষ্মী শুভদিনে গৌরাজে মাখা । (৯৬)

শচীর নন্দন সৌন্দর্য্যাসিকু,
মাধুর্য্য সরিত, নববধু প্রীত,
শচীর নেত্রে অশ্রু বিন্দু বিন্দু ! (৯৭)

ইন্দ্রশচী, কিম্বা মদনরতি,
লক্ষ্মী নারায়ণ, কিম্বা সীতারাম,
সর্বদিকে ধ্বনি সদা এমতি । (৯৮)

যরে কি বাহিরে অপূর্ণ জ্যোতি,
দেখে শচী আই ফুরিত সদাই,
বাঁধা লাগে চোখে নিরখি ভাতি । (৯৯)

কমলের গন্ধ সতত পায় ;
বুঝিলেন মাতা লক্ষ্মী অধিষ্ঠিতা
অবশ্যই আছেন এ কন্টার । (১০০)

ঈশ্বরের লীলা অগম্য বটে ;
করিলে বাস্তব, কে বুঝিতে শক্ত ?
প্রভু রূপায় কারো ভাগ্যে ঘটে ! (১০১)

রুক্ষ আবির্ভাব অদ্বৈত চায় ;
বিজ্ঞানজলে কবে ভক্তিপদ্ম হবে,
মাগে ভক্তদল রুক্ষের পায় । (১০২)

প্রভুরে বুঝান ভক্তের দল—
“কিবা বিজ্ঞানোলে আসল ডুবালে !—
বিজ্ঞ হ’রে রুক্ষনাম না বল” ॥ (১০৩)

শুনি চাসে প্রভু সেবক-বাক্য,
ভিতরে রহস্য, আশ্চর্য হৃদয় হৃদয়,
উপদেশ শুনি মানিলা ভাগ্য । (১০৪)

যার লাগি রাগী এইতো সেই !—
দে’খেও চিনেনা সেই নিজ জনা
প্রেমের ধর্ম প্রচারিবে যেই । (১০৫)

মুকুন্দদত্ত বৈষ্ণবের দলে
ছিল নাম করা, গাথকের চূড়া
যাহার সঙ্গীতে পাষণ্ড গোলে । (১০৬)

শাস্ত্র বিতণ্ডা মরুভূমি চাষি,
রুক্ষকথা-নদী ভাগ্যে বহে যদি
প্রেম ফলিয়া পূর্ণ হয় আশ । (১০৭)

নবনীত-হারা যেমতি তরু
রুক্ষ ভক্তিশূন্য শাস্ত্র ও অধ্যাত্ম
ইক্ষুছোবা-চর্কণে বলি তর্ক । (১০৮)

তর্কচুড়ামণি শচীর স্তুত
হারয়ে তর্কেতে না যায় ভক্তিতে
চন্দ্র করে সদা বৈষ্ণবে যত । (১০৯)

প্রভু বলে “মোরে জানিয়া ঠেঁটা,
ভক্তি না বাখানি, তর্কে শাস্ত্র ছানি,
পলায় অই যে মুকুন্দ বেটা” । (১১০)

মুকুন্দে সম্বোধি ভাষেন গোরা,—
“অরে’রে মুকুন্দ, দেখিবি সম্বন্ধ,
কেমন বৈষ্ণব হইব খাড়া ॥” (১১১)

“তুইতো ভাল, বিধিভব আদি
স্তবিরেক স্তবে গুণকীর্তি গাবে
আরো হুদিন নাড় শাস্ত্রবিধি” । (১১২)

কহি বিশ্বস্তর মধুর হাসি
গেলেন স্বর্গহে, ধনজন মোহে
ভক্তে নিন্দে সদা নদীয়াবাসী । (১১৩)

কীদৃশ হইল ধর্মের মানি ?—
কেউ বলে “অরে পেট পুষ্টিবারে
মোটা মালা, ফোটা, মালা ঘুড়ানি” । (১১৪)

“পড়িলু কত ভাগবত পুঁথি ;
ব্যবস্থা দেখিনা, এত যে নাচনা,
হাসি কান্না, লাঁফানি, গুতাগুতি” । (১১৫)

“শ্রী বাস-পণ্ডিত-চারি ভাইয়ে
কি ধর্ম শিখেছে !— ভূতে বা পেয়েছে !
যুম যেতে নারি, কি জালা, থে’য়ে” । (১১৬)

“দীরে দীরে ‘কৃষ্ণ’ ক’লে কি নয় ?
 হয় কি নাচিলে ?— হয় কি কাঁদিলে ?—
 লজ্জা-মজ্জা খাওয়া শাস্ত্রে কি কয়” ?—(১১৭)
 তুংখে ফাটে শুনি বৈষ্ণব প্রাণ ;
 “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” সবে কাঁদে উচ্চরে
 নিবেদিতা তুংখ অর্ধেত স্থান । (১১৮)
 শুনি অর্ধেত ক্রোধ-অবতার
 “সংহারিমু সব, মুঠ সেই ভব,”
 ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ বলি ছাড়ে হৃদয় । (১১৯)
 “দেখাবে কৃষ্ণ নদীয়া ভিতর ;
 তিষ্ঠ কিছু দিন, আইবে সুদিন,
 তবে অর্ধেত কৃষ্ণের কিঙ্কর । (১২০)
 শুনিয়া বাক্য ভগবতগণ
 কীর্তন মঙ্গল গায় অবিবল
 তুংখ পাশরি স্রুগেতে মগন । (১২১)
 মাধবেন্দ্র শিষ্য ঈশ্বরপুলী
 প্রেমোন্মত্ত বেশ পথ্যটিয়া দেশ
 আইলা ক্ষণে অর্ধেতের বাড়ী । (১২২)
 বৈষ্ণবতেজ বৈষ্ণবে কি চাকে ?
 অর্ধেত জিজ্ঞাসে “তুমি বা, বাপ কে” ?—
 বৈষ্ণব সন্ন্যাসী চিনিলা বাকে । (১২৩)
 পুরী বলে “মুণ্ডি অধম অতি
 তোমার চরণ দেখিতে মনন
 কৃতার্থ হইলু দেখি সম্প্রতি” । (১২৪)
 নিমাইর সনে পুরীর দেখা,
 কিবা মনে জানি নাগফণাখানি
 চলিয়া আবুল বিনয়মাখা । (১২৫)

প্রভু হেরি ধন্ত গোসাঁঞি পুরী
 প্রেমানন্দ ভরে যায় দেশান্তরে
 পুরীর প্রেমে ধন্ত ন’দেপুরী ! (১২৬)
 বৈষ্ণব প্রভাব বাড়িল ই’থে ;
 একটি একটি ফুটিছে তরুণী,—
 কদিন সে বাকী চাঁদ ফুটিতে ? (১২৭)
 একি রহস্য, যার প্রাণ চায়,
 তার সঙ্গে থাকে, ভাসে, চোখে দেখে,
 তবু তার মর্ম কেউ না পায় ! (১২৮)
 হীনপ্রভ তবু বিদ্যমুগ্ধা
 মুগ্ধ তার গুণে, কিবা মন জানে !—
 শিষ্য নিয়া গোরা করেন কেলি । (১২৯)
 দিগ্বিজয়ী কাশ্মিরী কেশব
 যিনি দিগ্দেশে বিচারিতে শেষ
 আইল নদীয়া, উঠিল রব । (১৩০)
 উঠিল বেপথু পণ্ডিত দলে ;
 শিষ্য গোরাঙ্গ, মনে মনে রঙ্গ,
 সাক্ষ্য সাক্ষ্য করে গঙ্গা জলে । ১৩১
 উপনীত গব্বী পণ্ডিত চূড়া
 নিমাই সন্ন্যাসি, “নিমাই” সম্বোধি
 ভগিছে না চিনি চূড়ার হারা ।— (১৩২)
 “লক্ষপ্রতিষ্ঠ ব্যাকরণে শুনি
 বাল্য শাস্ত্র যাহা” শুনিয়া গব্বী
 বিনয়ে গোরাঙ্গ বলিলা বাণী— (১৩৩)
 “সর্বশাস্ত্রজ বিশেষতঃ কবি,
 শুনাও কবিতা আশু বিরচিতা
 অমিয়া-অম্বয়ী গঙ্গায় স্তবি ।” (১৩৪)

যেন কোমল কুসুমের ধারা
স্বরে বরষাব কবিতা প্রথর
পণ্ডিত অধরে প্রতিভা পারা । (১৩৫)

গৌর অনুরোধে করিলা ব্যাখ্যা
প্রগলভ ভাষায় শ্রোকে ব্যাখ্যায়
তাইসে ছুজনে ঝাঁপিল কক্ষায় । (১৩৬)

সম-আলোচনা-ফুলের ধায়
শ্লোক খণ্ড খণ্ড একবারে পণ্ড
টিটকারী ধ্বনি চৌদিক ছায় । (১৩৭)

দিগ্বিজয়ী অপমানে মরা,
সরস্বতী হারে, চিনে নাই তারে,
স্বপনে বুঝিল কেমন গোরা । (১৩৮)

মলঃ সরিত আপ্লাবিল দেশ ;
সদা নিমগ্ন, উৎসবে গমন,
অর্থের শ্রোতঃ খুজিল অশেষ । (১৩৯)

লক্ষ্মী ঘরে বার অভাব কিসে ?—
ভিক্ষুক, সন্তাসী খায়, পায় আসি
অর্থ আসে ধায় আপনি হে'সে । (১৪০)

আদর্শ গৃহী পণ্ডিত নিমাই ,
পরম দয়াল, বচন রসাল,
দেখিতে সংসারী, আসক্তি নাই । (১৪১)

কি যেন ভাবি গেলা পূর্বাঞ্চল,
শ্রীমিশ্র তপন জনৈক ব্রাহ্মণ
তত্ত্বপিপাসু বিশ্বাসী অটল, (১৪২)

স্বপ্নাদেশ হলো—“নিমাই পাশে
পুছ পরতত্ত্ব, পাবে সব তথ্য”—
স্বপ্ন শুনি মিশ্র গৌরে জিজ্ঞাসে । (১৪৩)

ভনিলা নিমাই মধুর ভাবে,
“যাও কাশীধাম, পূর্ণ হবে কাম,
রহিব ঘেয়ে তোমার আবাসে ।” (১৪৪)

গেলা তপন বারাণসীপুরে ;
অশ্বেষাসী নিয়ম আনন্দে মজিয়া
আছেন নিমাই না বাস ঘরে । (১৪৫)

এদিকে কি হলো জানাবে কে ?—
আদর্শ ললনা লক্ষ্মী পতিপ্রাণা
গৃহলক্ষ্মী তাঁর কিবা হুখে, (১৪৬)

চিন্তি পরিণাম, কিম্বা বিরহে,
ভাসায়ে শচীরে শোকের সাগরে
পতি পদ ধ্যায়ি ছাড়িল দেহে । (১৪৭)

স্বচ্ছায় নিমাই আইলা ঘরে,
হরিষে বিষাদ, নাহি মুখে বাদ,
বিন্দু বিন্দু অশ্রু নয়নে ঝরে । (১৪৮)

হৃদয়ের কেন্দ্রে খুঁইলা শোক ;
হীনে কর্মযাগ, দোনে অনুরাগ,
শিখায়েন ধর্ম বাছিয়া লোক । (১৪৯)

শোকরাহ গিলি সে চাঁদমুখ
উপারে জোসনা কাঁচা সোণা ছানা
শচীর পরাণে ফিরিল সুখ । (১৫০)

গৌরবিধুরে নববধু দিয়া
সাজাইতে মাতা হ'লা উৎকণ্ঠিতা
আনা'লা কাশীমিশ্রের ডাকিয়া । (১৫১)

সনাতন কন্ঠা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ;
মিশ্র তুষ্টমনা শচীর প্রার্থনা
সনাতন পাশে জানা'লা গিয়া । (১৫২)

ভাগ্যে ষোণ্যপাত্র মনেতে গগি
মুহূর্তে সম্মত আয়োজনে রত
দ্রুপদে সপক্ষ আইলা জানি । (১৫৩)

কি আনন্দ আজি নদীয়া ধামে !
এলো অধিবাস অপার উল্লাস
পূর্ণকুন্ত সারি দক্ষিণে বামে ! (১৫৪)

স্থানে স্থানে স্থানে চাঁদোয়া উড়ে ;
কদলী রোপিত পল্লব বেষ্টিত
আলিপণা লেখা অঙ্গণ ভ'রে । (১৫৫)

সমাজ, কুটুম্ব, বান্ধব সবে
হয়ে নিমন্ত্রিত সুখে সমাগত,
মুখরিত দিক্ বাত্বেব রবে । (১৫৬)

বত পুরনারী মঙ্গল গায়,
তাতে হলুধ্বনি কি মধুর শুনি
নৃত্যগীতের তরঙ্গ গড়ায় । (১৫৭)

উষায় উঠিয়া বাজনা ল'য়ে
এয়োগণ হেটে যায় গঙ্গাথাটে,
জল ভরিবারে আনন্দে ধেয়ে । (১৫৮)

সুধম্বা নদীয়া নাগরী বারা,
বিয়ে দিনে মিলে এয়োকর্ষছুলে
মনোহুখে বত সাজা'লা গোরা ! (১৫৯)

মূর্তি বীর সাজ সাজায় তাঁরে !
চাক-হেম-কুট মস্তকে-মুকুট
কণ্ঠ বিমণ্ডিত কুসুমহারে । (১৬০)

চন্দনে চর্চিত সোণার তন্তু ;
শ্রবনে কুণ্ডল করে ঝলমল
লগাটে তিলক চন্দনধরু । (১৬১)

করেতে দর্পণ কমলে ভাসু
নীলপদ্মদল নয়নে কজ্জল
পীতপট্টবাস ঢাকিয়ে জামু । (১৬২)

সেদিন গোরায়ে দেখেছে যারা,
কায়ে বলে রূপ জে'নেছে স্বরূপ,
মোদের স্পর্ধা শুধু মনগড়া । (১৬৩)

রূপের শক্তি কে বর্ণিতে পারে ?—
যে দেখেছে রূপ পূর্ণ রসকূপ,
পারেনা বর্ণিতে, সেইতো পারে ! (১৬৪)

আনন্দের নিধি রূপের গৌড়া
প্রণমি জননী ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী
বিচিত্র দোলায় চড়িলা গোরা । (১৬৫)

যতেক নাগরী দেখে বিহ্বলা !
মুখে নাহি ভণে বাঞ্চা মনে মনে
আপন হৃদয় করিতে দোলা । (১৬৬)

গোধূলি আইয়া সুন্দরবেশে
কোলেতে তুলিয়া করাইলা বিবা
আনন্দকল্লোলে নদীয়া ভাসে । (১৬৭)

শ্রীগৌরবিধুরে সবধু নিয়ে
পূণ্যবর্তা মাতা পুনঃ প্রফুল্লিতা
আলোকিত বর মাণিক পেয়ে । (১৬৮)

প্রভু মত্ত নিয়া বিছা-বিভব ;
শ্রী প্রভুর ইচ্ছা, কে করে চিকিৎসা ?
হয়, হয়না নামমহোৎসব । (১৬৯)

মেঘ সাজে সাজে, সঞ্চার হবে,
বরষে না বিন্দু শু'বে লয় সিদ্ধ
হরিদাস আসি জুটিলা তবে । (১৭০)

“বৈষ্ণবনিষ্ঠা বিজ্ঞতনে রোগ ;

পণ্ডিত সমাজে চূড়া হেন রাজ্যে
পণ্ডিত নিমাই, আনিঙ্গি ভোগ । (১৭১)

“চূড়া যদি পড়ে তবে চিন্তা কি ?—

বৈষ্ণবের জয় হইবে নিশ্চয়,
সে হলে বৈষ্ণব, আর থাকে কি ? (১৭২)

নরকচূর্ণ গদার বাড়ি তবে !—

করি এ সিদ্ধান্ত যত ভক্তিমন্ত
তাবে বুঝায়, “পাণ্ডিত্যে কি হবে ?” (১৭৩)

মাকে বলে মামা বাড়ীর কথা ;

তত্ত্বচিন্তামণি গৌর সুখখনি
চিনিলে থাকে না প্রাণের ব্যথা ! (১৭৪)

বৃন্দ গ্রামেব যবনকূলে

যমের তরাস ভন্নি হরিদাস
অক্ষয় অক্ষমালা যার গলে । (১৭৫)

হরিনাম সदैব হরিনাম

সঙ্কীর্্তন দ্বারে ভাবে রূপা ক’রে
উপনীত আজ অদ্বৈতধাম । (১৭৬)

কিবা সে ভাব শ্রীহরিদাসে !—

শিবে হর স্তোত্র ব্রহ্মাদির ক্ষোভ
দেবে সেবে তারে পরমোন্মাদে । (১৭৭)

ফুলিয়া গ্রামেতে বসতি ক’লা

গঙ্গানন্দ করি নিত্য গায় “হরি”
দণ্ডী কি পান্ডী বিহ্বল হ’লা । (১৭৮)

কাজী কহিলা মূলুকপতিরে—

“ইয়া যবন করে হিন্দুগান
দণ্ড কর তারে আনি বিচারে ।” (১৭৯)

যমেরে না ডরে যবনে ভয় !—

মুখে ‘কৃষ্ণ’ ভাষ যার হরিদাস
যথা দৃষ্ট যবনরাজ রয় । (১৮০)

হেরি তেজঃ তারে মূলুকপতি

পরম আনবে দিলা বসিবারে
জিজ্ঞাসিলা “এ কেমন বা মতি !”— (১৮১)

“কি ভাগ্যফলে হয়েছ যবন !

সে ভাগ্য না মানি কেনে হিন্দুয়ানি
জাতি ধর্ম লজ্জি হইলে বামন ?” (১৮২)

“ইহ পরে তব কি হ’বে গতি ?

না জানি অস্তায় যা করেছ তায়
কলিমা পড়িলে পাইবে মুক্তি ।” (১৮৩)

নায়ামোহিতের শুনিয়া বাক্য

মুখে অট্টহাস কহে হরিদাস
তার সে কথায় না করি ঐক্য ;— (১৮৪)

“ঈশ্বর এক বেদে কি কোরাণে

বস্তু নিত্যানন্দ অদ্বৈত অখণ্ড
পূর্ণ চৈতন্য ব’সে প্রাণে প্রাণে ।” (১৮৫)

“তাবি দশঃ গুণ ভবন গায়,

করায় সে বাহ্য জীব করে তাহা
দোষ হ’লে দণ্ড কর আমার । (১৮৬)

শুনি যবন প্রসন্ন অতি ;

দৃষ্ট বেটা কাজী দণ্ডে দেয় রাজী
“কদৃষ্টিতে যাবে সবার মতি ।” (১৮৭)

মূলুকপতি পুন বলিলা তবে,

নিজ শাস্ত্রমুখে পড় দেখি মুখে
দণ্ড পেয়ে নতু ইজ্জত যাবে ।” (১৮৮)

কে কি করে ঈশ্বর বিনে লোকে ?—

খণ্ড কর দেহ, প্রাণ যায় সেহ
তবু না ছাড়ি “হরি” নাম মুখে । (১৮৯)

কহিলা যেমতি প্রহ্লাদ ক’লা ;
যবনের পতি কহে কাজী প্রতি
“কি দণ্ড করিবে ?”—কাজী উঠিল । (১৯০)

“বাইশ বাজারে ঘুরা’য়ে মার,
তাতে প্রাণ যায়, তবে সে জুয়ায়
জীলে জানিব সত্যবাদী বড় ।” (১৯১)

পাইক সকল ইঙ্গিত পেয়ে
বাজারে বাজারে নির্ধাত প্রহারে
ছুঃখে ফেটে যায় সজ্জন-হিয়ে । (১৯২)

হরিদাস নয় গোবিন্দ নামে ;
কষ্ট নাহি লাগে ধ্যানানন্দে গাণে
পানীর মঙ্গল শ্রীকৃষ্ণ-ধামে । (১৯৩)

অচল অটল শ্রীহরিদাস
চন্দ্র স্বর্গ্য প্রভা সে মুখের শোভা
যবনও দ্রবিল দেখি হাস । (১৯৪)

“এত প্রহারে না মরে এজন,
এ নয় সামান্য নহে পীর ভিন্ন,
এ পাপে রাজ্যে হবে অবটন ।” (১৯৫)

এত কহি সবে নিন্দে কাজীরে ;
সুর্কলীবে দয়া বিস্তার করিয়া
হরিদাস ব্যস্ত পানী-উদ্ধারে । (১৯৬)

যারা তাঁরে মারে, তাদের গতি
মাগে কৃষ্ণ স্থানে দোষ নাহি গণে,
অলৌকিক দয়া জীবের প্রতি । (১৯৭)

কোন লোক হ’তে অবতীর্ণ সে
নয় সে মানুষ এ মহাপুরুষ
অতুল কীর্তি আজ স্থাপিল যে । (১৯৮)

যবন যত কহে হরিদাসে,
তুমি না মরিবে মোদের মারিবে
কাজী নিয়া দিবে মোদেরে কাঁসে । (১৯৯)

হাসি হরিদাস বলিলা তবে,—
“আমি জীলে যদি ছুঃখ নিরবধি
মরিলাম এই দেখহ সবে ।” (২০০)
সনাদি যোগে লুকাইলা চেষ্টা
তবে মৃত বুঝি ব্যবস্থিলা কাজী
ফেলিতে গাঙ্গে, যে প্রধান বেষ্ঠা । (২০১)

চৈতন্য ইচ্ছায় ভাসিয়া গাঙ্গে
আইলা ফুলিয়া রাজ্যপতি যা’রা
করিলা স্তুতি প্রণতির সঙ্গে । (২০২)

ঠাকুর হরিদাস গঙ্গাতীরে
গৌফার ভিতর রহি নিরন্তর
তিন লক্ষ নাম প্রত্যহ করে । (২০৩)

হরিনদীবাসী ব্রাহ্মণ এক
ডাকি হরিদাসে একদা জিজ্ঞাসে
“উচ্চ হরি নামে কি পরতেগ ।” (২০৪)

“মনে মনে জপ এইতো ধর্ম,
উচ্চ করি গে’তে আছে কি শাস্ত্রেতে
কার শিক্ষায় কর হেন কর্ম ?” (২০৫)

হরিদাস তবে বিনয়ে ভণে
“উচ্চ ক’লে পুণ্য শতগুণে গণ্য
এরূপ কহ তোমরা ব্রাহ্মণে ।” (২০৬)

“সকলে নায়ে “কৃষ্ণ” উচ্চারিতে
জপে জগকর্তা, জগকর্তা শ্রোতা
উচ্চ নাম শুণে পারে তরিতে।” (২০৭)

শুনিয়া ব্রাহ্মণ কহিলা রোমে,—
“শূদ্রে বেদ ক’বে আর কত হবে,
শাস্ত্রকর্তা দেখি হরিদাসে।” (২০৮)

“তবে নাক কাটিয়া দিব তোর
খদি এই কথা হয় বা অন্তথা”—
‘হরি’ বলি হাসি চলে ঠাকুর। (২০৯)

সে বিপ্রাধমের কি দশা হ’ল ?—
বসন্ত ফুটিল নাসিকা খসিল ;
বৈষ্ণব নিন্দার এই কি ফল ! (২১০)

জাতিবুলে কি কৃষ্ণ না ভজিলে !—
বেদ বাক্য বাহা প্রনাগিতে তাহা
হরিদাস ভয় অধমকুলে। (২১১)

ভক্তিশূন্য ধরা দেখিয়া ভ্রুঃখে
সেই হরিদাস মুখে “কৃষ্ণ” ভাষ
মিলিলেন আসি নদীয়া লোকে। (২১২)

পাষাণীর নিন্দা সহন তার ;
পেয়ে ভক্তগণ আনন্দে মগন
দল পুষ্টিতে তুষ্টি সে অপার। (২১৩)

পিতৃ পিণ্ডে হলো গোরার মতি ;
মাতৃ আজ্ঞা শিরে ধরি অতি দীরে
গয়ায় গৌরাজ করিলা গতি। (২১৪)

পদে পদে বৈধী করিলা ক্রিয়া ;
অকর্ম্মীর কর্ম্ম, নাহি ফলধর্ম্ম,
লীলা করে সে লোকে শিক্ষা দিয়া। (২১৫)

গৌরাজের পিতা যদি না তরে,
কে তরিতে পারে ? তরাবে সে কারে ?
পিণ্ড বেশী কি শ্রীগৌরাজ-করে ! (২১৬)

বিষ্ণুপদ চিহ্ন নিরখি প্রভু
কিবা যেন ভাবে ভক্তি প্রেমোৎসবে
অশ্রু-কম্পহর্ষে কাঁদেন কভু। (২১৭)

জীবের ভাগ্যে এতদিনে গৌরা
খুলিলেন প্রেম বিগলিত হেম
সে পদচিহ্নে হলো স্মৃতিকরা। (২১৮)

ফুটে ফুটে চাঁদ ফুটেনা বাহা
জগতের ভাগ্যে জীবের আরোগ্যে
প্রেমজ্যোৎস্না নিয়া উদিল তাহা। (২১৯)

খসেনা শরাব স্মৃতির ঘটে,
কি সৌভাগ্য আহা খ’সে গেল তাহা,
কবাট-অর্গল খসিল মঠে। (২২০)

ভক্ত গোষ্ঠীর ব্রত উদ্বাপন
হলো এতদিনে এ মহেন্দ্র ক্ষণে,
অনুরাগে ভোরা শচীনন্দন। (২২১)

দৈবে তথা আসে ঈশ্বরপুরী,
প্রণত গৌরাজে ধরি অতি রঞ্জে
আলিঙ্গন দিলা আনন্দে ভরি। (২২২)

পুর্বীর ভাগ্যের কে দিবে তুল ?—
মূর্ত্তি রসসার বক্ষে লগ্ন তার
শিব যার ধ্যানেনা না পায় কূল। (২২৩)

কোল পেয়ে পুরী ধন্থ হইলা,
ত্রিলোকপাবনী সুধামন্দাকিনী
প্রভু পরশে নেত্রে উদিল। (২২৪)

পুরীরে কহে চৈতন্ত গোসাঁঞি,—

“গয়া যাত্রা হল এইসে সফল
তব রাক্ষাপদ দেখিহু যেই ।” (২২৫)

“পিণ্ডে পিতৃগণ নিস্তরে বটে,
তোমাতে দেখিলে সর্বফল ফলে,
সর্ববন্ধের বিমোচন ঘটে ।” (২২৬)

“তীর্থেরো সাক্ষাৎকল তুমি,
ভবসিদ্ধি ডুবা আমারে তুলিবা
বাঞ্ছি এ তনু সঁপিহু আমি ।” (২২৭)

“কৃষ্ণ পাদপদ্ম অমৃতরস
দয়া দব্বী ধ’রে পিয়াও আমারে
তব চরণের হয়েছি বশ ।” (২২৮)

কহিলা পুরী শুনহ পণ্ডিত,
যে স্বপ্ন দেখিহু সাক্ষাতে পাইহু
ঈশ্বর তুমি জানিহু নিশ্চিত ।” (২২৯)

“কৃষ্ণসঙ্গ সখ, তোমাতে হেরি,
উৎখলিছে স্বতঃ এ কিবা অদ্ভুত.
যদবধি দেখা, আন না স্মরি ।” (২৩০)

তবে তাঁর আজ্ঞা লইয়া
একে একে সব শ্রাদ্ধপিণ্ডোৎসব
সম্পন্ন করি ব্রহ্মকুণ্ডে গিয়া । (২৩১)

ডুব দিলা জীবমঙ্গলকল্পে,
সচন্দন মালা ত্রীহস্তে অর্পিলা
গয়াস্বর-শিরে বিনা সংকল্পে । (২৩২)

আ মরি ! স্বয়ং প্রভু দিলা পিণ্ড !
কার বা লাগিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া
প্রেমানন্দাশ্রুতে ভাসা’লা গঙ ! (২৩৩)

গয়ার মহিমা উজ্জ্বল হ’ল !

বিষ্ণু পাদপদ্মে বিষ্ণু আজ বন্দে
দেখি দেবগণ পুষ্প বধিল ! (২৩৪)

বিষ্ণু পাদপদ্ম অচল ছিল,
সে পদকমল হইয়া সচল
ঘুরি ঘুরি গয়া পবিত্র ক’ল ! (২৩৫)

তবে মহাপ্রভু বাসায় যে’য়ে
বসিলা রন্ধনে, পাক সমাপনে,
আইল পুৰী কৃষ্ণ নাম গে’য়ে । (২৩৬)

প্রণমিলা প্রভু সম্মুখে উঠি,
হে’সে বসে পুৰী, শুন গৌরহবি,
আইলু ভাল, সুসময় এটি ।” (২৩৭)

প্রভু বলে হলো ভাগ্য উদয়,
এই অন্ন তুমি ভিক্ষা কর, স্বামী,
“তুমি বা থাকে কি ?”—পুৰী কয় । (২৩৮)

“তিলার্কে রাঁধিব” কহে চৈতন্ত ।
“পাকে ক্ষান্ত হও দ্বিধা করি লও”
কহিলেন পুরী, “যে আছে অন্ন ।” (২৩৯)

কহিলা প্রভু “আমা যদি চাও,
হয়েছে যে অন্ন, এ অতি সামান্ত,
‘তুমি কৃপা করি সে সব খাও ।’ (২৪০)

পরিবেশে তারে হস্তে প্রভু,
কি আনন্দ মরি, অন্ন খান পুৰী
প্রেমাশ্রু করে নেত্র কভু কভু । (২৪১)

প্রভু-অন্ন রাঁধে কমলাদেবী
ভোজনান্তে গিয়া দিব্য গন্ধ দিয়া
আনন্দিত হ’লা পুরীরে সেবি । (২৪২)

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব ভগবান্
 স্মিলেন ধীরে কুমার হট্টেরে
 শ্রীধরপুরীর জন্মস্থান । (২৪৩)
 কাঁদিলেন প্রভু বিস্তর তথা,
 প্রেমে ধূলি তুলি বাধিলেন ঝুলি,
 ঈশ্বর বিনে নাহি অত কথ্য ! (২৪৪)
 ঈশ্বরে ঈশ্বরে কিবা সে প্রীত ! -
 ভক্তবে বাড়া'তে প্রভু হেন মতে
 প্রকাশিলা ভক্তিকলার রীত । (২৪৫)
 দৈন্ত্য করি প্রভু পুরীর স্থানে
 মাগিলেন ভিক্ষা দান মন্ত্র দীক্ষা
 জগদ্বস্তুর চরিত কে জানে ! (২৪৬)
 পুরী বলে "মন্ত্র ব'লে কি কথ্য,
 তব প্রীতিক্রমে অকাতরে অঙ্গে
 জীবনও দিতে পারি সর্বথা ।" (২৪৭)
 শিক্ষাশ্রু চৈতন্য নারায়ণ
 কল্পি নামোৎসবে করিলেন তীব্র
 দশ-অক্ষর শ্রীমন্ত গ্রহণ । (২৪৮)
 প্রদক্ষিণি প্রভু পুরীরে তবে,
 লমপিয়া দেহে উৎকণ্ঠায় কহে
 ভাসায়ে দাও কৃষ্ণপ্রেমার্ণবে । (২৪৯)
 পুরী ধরি দিলেন আলিঙ্গন ;
 মাথে বৃকে বৃকে পুলকে পুলকে
 অশ্রুতে দোহা করে প্রক্ষালন । (২৫০)
 গয়া গগনে প্রেমকলা-ঝলা
 তিথি প্রতিপদ অতি প্রীতিপ্রদ
 বৈষ্ণব গোষ্ঠীর কোষ্ঠী উজ্জ্বল । (২৫১)

দিন দিন দিন প্রেমবিশ্বয় !
 পণ্ডিতস্বভাব গরু দান্তিকতা
 ব্রহ্মকুণ্ডলে পাইল লয় । (২৫২)
 ইষ্টমন্ত্র জপি শচীর সূত
 ধ্যানানন্দ দিয়া বাহু প্রকাশিয়া
 "কৃষ্ণরে বাপ" কাদে অবিরত । (২৫৩)
 কৃষ্ণরে বাপ, জীবন হরি মোর
 কোথা গেলে প্রাণ, চুরি করি প্রাণ,
 দেখা দিয়া পুন লুকালি চোর !" (২৫৪)
 প্রেমভক্তিরসে বিভোর গোর
 ধূলায় পড়িয়া কাদে গড়াইয়া
 আত্মপ্রকাশ ছলে, আত্মহাবা ! (২৫৫)
 গোরার এ ভাব কোথায় ছিল !
 অকস্মাৎ জীবে কভু কি সম্ভবে ?
 অমৃতসিদ্ধ কৃষ্ণ প্রকাশিল । (২৫৬)
 রসগম্ভীর সিদ্ধর উদ্দেশ,
 ভাবামৃত পানে, নিজ রস দানে !—
 ঘোরা কি সুখে মাতিয়া গেল ! (২৫৭)
 ঈদন্ত-দরপণে প্রেমের বিশ্ব
 হলো বিভাসিত বস্তু প্রকাশিত.
 প্রেম সুধা তুলে পাণ্ডিত্য নিষ । (২৫৮)
 পাণ্ডিত্যে বেচিলে প্রেম সে পাই !—
 গুরুতে চৈতন্য মিলে জন্মে দৈন্য
 অবিজ্ঞা বে বিজ্ঞা তাহারে ছাই । (২৫৯)
 আজ সে গোরার কি ভাব হল !
 এ কৈরন, কেন ধূলায় মাখান, ?
 কার লাগি কাঁদি এত পাগল ? (২৬০)

অবতীর্ণ প্রাণ চৈতন্য প্রভু,
 কেন এত দিন ছিলেন অদীন
 এ তরু বৃষ্টিতে পারে কে, কভু ! (২৬১)
 ভকত সাজিলা পুরীর হাতে
 যিনি ভগবান প্রেমের নিদান
 ভক্তি যার রূপাকটাক্ষপাতে ! (২৬২)
 শিখুক শিখুক জগত জীব,
 যে জন উপেক্ষে গুরুদেব দীক্ষা
 শিখুক দৃষ্টান্তে আজ ত্রিদিব ! (২৬৩)
 শিষ্যগণ আসি ঘেরিল গোরে ;
 কহে প্রভু তবে, “যাও গৃহে সবে,
 মথুরা যাব, না যাব সংসারে ।” (২৬৪)
 নিশীথে প্রভু কাহারে না বলি
 প্রেমতে বিভোর “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” সার
 উৎকণ্ঠার ভরে আইলা চলি । (২৬৫)
 দৈবে দৈববাণী শুনিলা পথে,—
 “মথুরা যাইবে কাল যবে হবে
 সম্প্রতি থাকহ নবদ্বীপেতে । (২৬৬)
 “নৈকুণ্ঠ নাথ অবতীর্ণ তুমি,
 লোক নিস্তারিতে, প্রেম বিলাইতে,
 কীর্তনে মাতায়ে অনন্তভূমি ।” (২৬৭)
 নিবর্তিলা প্রভু শুনিয়া বাণী,
 মন্ত কৃষ্ণ নামে আইলা স্বধামে
 দিনে দিনে দীপ্ত ভকতিমণি ! (২৬৮)

নিতাই চৈতন্য অমিয়-লীলা
 বৃন্দাবন দাস দাস দাস-দাস
 আশ্রয় মাত্র যা কিছু লিখিলা । (২৬৯)
 আদি খণ্ড সূত্র, কি তার শেষ ?
 চৈতন্যচরিত অমিয়া সরিত
 কভু গেদয় না পায় শেষ শেষ । (২৭০)
 কি মধুর লীলা আনন্দপারা !—
 শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চন্দ্র
 পাদাজে কবে পিব মধুধারা ! (২৭১)
 প্রণতি বৈষ্ণবগোষ্ঠীর পদে ;
 জন্মে জন্মে দাস হব বড় আশ
 লেহিতে তাঁদের পদসম্পদে ! (২৭২)
 গয়া হ’তে প্রভু আইলা ঘরে,
 আনন্দ পুলক ব্যাপে ন’দে লোক
 জয় জয় ধ্বনি নদীরাপুরে । (২৭৩)
 বৃন্দাবনদাস পদবী স্মরি
 কালীহরদাস গায় লীলাভাস
 আশা বড় জীবন ধন্য করি । (২৭৪)
 শ্রীচৈতন্য লীলার্বাবগাহী
 নিত্যানন্দ রাম প্রেমানন্দ ধাম
 যার চরণে রূপা ভিক্ষা চাহি । (২৭৫)

শ্রীগৌড়মণ্ডলে-আদ্যলীলা সমাপ্ত ।

শ্রীগৌরাঙ্গ লীলাযুত ।

মধ্য লীলা ।

একে একে বন্দিবারে অতীব বিকল ।

মাথে তুলে লহু ন'দে ব্রজনালাচল ॥

জয়ন্তি বিশ্বস্তব বিশ্বপ্রিয়,
নিগম-পরোধি গর্ভ-পদ্মনিধি
পরানন্দ-হৃদ ঘন-অমিয় । (১)
জয় জগদগুরু জগৎ-প্রাণ
প্রেম অবতার রস পারাবার
পাপ তাপ হর সুখ নিদান । (২)
কুঞ্চিত কেশ, বেশ অনুরাগ,
জয় শ্রীগৌরাঙ্গ লজ্জিত অনঙ্গ,
জিততর্ক নিম্নিত যোগবাণ । (৩)
দয়ালু অদীন, দীন দয়াল,
প্রভু মন্থাথ হে অনন্ত বা গাহে
কেমনে গা'ব সে লীলা বিশাল ! (৪)
তব লীলা অমিয়-মন্দাকিনী,—
কিবা জানি “মুকুৎ করোতি বাচস্পৎ !”
জিহ্বা কলরে হোক আশ্রয়িনী । (৫)
গাহিব লীলা করিনা আশ্পদা,
এও এক সেবা দয়া হ'লে দিবা
কাব্য বা কবিতা,—এও তো শ্রদ্ধা ! (৬)

বক্সাজলী দাসের দাস বলে,—
হ'তে নারি দাস, মুখে বলি ‘দাস’,
মুখে বলি তা সুখ পাই ব'লে । (৭)
যাক যাক লীলা উলুর মধু !
বামনের ইন্দু, বিহু দিয়া সিদ্ধ !—
মঙ্গল নামে রুচি হোক শুধু । (৮)
ভুবন পাবন মঙ্গল নাম,—
নাম চিন্তামণি সুধায়ুত থনি—
দিলে'লে তুমি পূর্ণানন্দ-ধাম । (৯)
কি খেলা খেলিলে হে প্রেমময়,
হলো নামবত্তা ধরণী সে ধন্য,
মাতিয়ে মাতা'লে ভুবনত্রয় ! (১০)
“আপনি আচরি শিখাও জীবে ।”
তাই ভক্ত সে'জ্ঞে এয়ে লোক মাঝে
যা করিলে তা অতুল ত্রিবিবে । (১১)
“ভাগ্যবান্ যে সে দেখিতে পায় ।”
এও নাকি সত্য, কর সদা নৃত্য
চতুর্দিকে চাহি এ ভরসায় । (১২)

তব ভাবমূর্তি উদিকে কবে,
ফুটিবে শ্রীনাথ জিহ্বে অবিরাম
নিরানন্দ যেয়ে আনন্দ হবে ? (১৩)

সে আনন্দফুলে ফলিবে মধু—
তব লীলা রস করে যা অবশ
পিব পিব আশ সে রস স্বাহ ! (১৪)

নিত্যানন্দ যদি করেন দয়া,
অবশ্যই তুমি হবে মম স্বামী
দেখিব কেমনে থাক লুকা'য়া । (১৫)

নিত্যানন্দ পদে শীতল কোটি
করে বলমল হইতে শীতল
সে পদকমলে থাকিগে লুটি । (১৬)

অবশ্য হইবে করুণা তাঁর
করুণার নিধি পরম অক্ৰোধী
মিলায়ে দিবে গৌররত্নসার । (১৭)

বিকাইগে চল নিতাই পদে
যে আমার ক্লেশ গোরে ব'লে ক'য়ে
সঞ্চারিবে শক্তি কীর্তনপদে । (১৮)

স্বয়ং প্রভু করিলা কীর্তন,
কার কোন ভাবে এখন জানিবে
গয়া হ'তে যেই প্রত্যাবর্তন । (১৯)

কি পাওয়া পেল গয়ায় বে'য়ে !
কিবা কোন ভূত ধারিল অদ্ভুত,
নিমাই হলো, অই দেখ চেয়ে । (২০)

উঠিল রব নদীয়া শ্রীধামে,
নিমাই নিমাই শব্দ সর্ব ঠাই
ছবি তাঁর ভিন্ন, অভিন্ন নামে । (২১)

প্রভুর অমৃত-“গৌরাঙ্গ”-নাম
ধ্বনি মুখে মুখে, খেয়ে বায় স্নেহে
নদীয়া লোক যেন পূর্ণকাম । (২২)

শচীমাতা স্নেহে করিলা ক্রোড়ে,
সুদীপ্ত আকাশে যথা চাঁদ হাসে
সে হেন শোভা পুন্দরপুরে । (২৩)

সস্তাষি সবারে শ্রীগৌবহরি
তীর্থায়তকথা কহিলা সর্বথা,
শুনিলা সকলে আনন্দে ভরি । (২৪)

শুনি সবে চাঁদমুখের বাণী
বিনয়েতে মাথা, যেন সূধা ছাকা
আনন্দিত হ'লা আশ্রয়া গণি । (২৫)

সবে আশীর্বাদ করিলা গোরে ;
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রিয়া সাধবা বিষ্ণুপ্রিয়া
কিবা আনন্দে পতি মুখ হেরে ! (২৬)

বিষ্ণু-ভক্ত যারা তাদের নিয়া
কহে কৃষ্ণ কথা নিষ্ঠ মনোব্যথা
পাদোদকতীর্থ নাম কটয়া । (২৭)

কহিতে কমল নয়নে বারি ;
হল অসম্বর, ভাবেতে বিভোর,
কেমন বা হলো “কৃষ্ণ” উচ্চারি । (২৮)

অবাক লোক দেখি সে ভাব ;
একি সে নিমাই ?— কোথা দেখি নাই
ভক্তিউদয়ে এত গঙ্গাস্রাব ! (২৯)

একি বিকার না ভক্তিমহিমা ?—
গৃঢ়-ভক্তি-লীলা হলো বুঝি খোলা,
উনি কি পেলেন ভক্তির সীমা ? (৩০)

পরম বিভব কৃষ্ণের রূপা
মিলিল ইহানে, এই লয় জানে,
সমুদ্র তরঙ্গ না যায় ছাপা । (৩১)

বাহু পেয়ে প্রভু শ্রীমানে ভণে,
“শুক্লাধর ঘরে আগামী বাসরে
মিলিবে মোরে সদাশিব” (৩২)

“নিবেদিব চুখ বা কবে প্রাণে ।”
হয়ে হরষিত শ্রীমান পণ্ডিত
অদ্বুত মানি আইলা ভবনে । (৩৩)

প্রদ্যুম্ন উঠি কুনঝাড়-তলে
সুখে কুল তোলে যত ভক্ত মিলে
আ’লা শ্রীমান আটখানা গ’লে । (৩৪)

শ্রীমানে ভিক্তাসে বৈষ্ণবগণ,
“আজ এত হাসি কে’ন্ সুখে ভাসি ?”
শ্রীমান ভণিলা “আছে’ কারণ ।” (৩৫)

“পরম অদ্বুত কাহিনী সে যে,
হয়েছে নিমাই বৈষ্ণব যে ভাই,
এমন বৈষ্ণব দেখেছে বা কে ?” (৩৬)

“নেত্র যুগে গঙ্গা, অঙ্কেতে ধূলি,
কৃষ্ণ নাম নিতে বড় আর্চন্যতে
বাকী মাত্র তাঁর স্বক্কেতে বুলি ।” (৩৭)

“শুক্লাধর ঘরে বাইবে অচ,
অনুরোধ মোরে বাইতে সে ঘরে
সুসংবাদ দিখু সবারে সচ ।” (৩৮)

আনন্দ ধনিতে করিল কুল ।
গোত্র বৃদ্ধি দেখি সবে হ’লা সুখী
স্বথের প্রবাহে ভাঙ্গিল কুল । (৩৯)

শুক্লাধর ঘরে চাঁদের মেলা ;
হেনই সময় প্রভু দয়াময়
একা কোটি চন্দ্র তথায় গেলা । (৪০)

“হা কৃষ্ণ” বলিয়া গৃহের স্তম্ভ
ক্রেড়েতে ধরিয়া ফেলিলা ভাঙ্গিয়া
দেখি সবার হইল স্তম্ভ । (৪১)

“কোন্ দিকে গেলা” বলিয়া গোবা
ভূমে প’ড়ে কাদে সবে সেই কাদে
পড়িয়া কাদে ঘেম আশ্বহারা । (৪২)

অকস্মাৎ বড় ছুটিল সাগরে,
কত স্বর্ণতরী তরঙ্গে আছাড়ি
ডুব ডুব হলো সলিল ভ’রে । (৪৩)

“হা কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ গেলি বাপ”—
ব’লে উর্দ্ধবাহ, পুন মুহূর্ত
ধরিতে সবারে দিতেছে কাঁপ । (৪৪)

দেখিয়া অপূর্ণ বিস্মিত সবে
“এ বুঝি প্রকট গেল সে সঙ্কট”
ভাবে দেখি তার ভক্তি বৈভবে ! (৪৫)

মঙ্গল কীর্ত্তন গৌরান্দ সঙ্কে
এই সে প্রথম প্রাণের প্রথম
প্রেমোৎসব-উৎস থলিল বঙ্কে । (৪৬)

অকৈতব ধর্ম—মর্ষের স্রোত—
জয়তি আনন্দ, সুধামৃত ছন্দ,
অনন্ত ধর্ম বাতে ওতপ্রোত । (৪৭)

ওক শ্রীগঙ্গাদাসের আজ্ঞায়,
থলিলেন টোল, সুখে “কৃষ্ণ” বোল,
কৃষ্ণ নাম শুধু শিষ্যে ব্যাখ্যায় । (৪৮)

“কৃষ্ণ সূত্র, কৃষ্ণ খাতুপ্রত্যয়
কৃষ্ণ ছাড়া মতি জীবের অগতি
প্রব্রুক স্তম্ভ জ্ঞান কৃষ্ণময়।”— (৪৯)

একি বিভ্রাট!—ভাবে লিঙ্গগণ
কেহ “কৃষ্ণ” ভাবে, কেহ সঙ্গে হাসে
কতু মিলিয়া করে গঙ্গামান। (৫০)

মাতা শক্তিতা অঙ্কিত ব্যভারে ;—
“সব হারাইয়া আছি তোরে নিয়া”—
বুঝান মাতা সূত্রে কত ক’রে। (৫১)

“সোনার সংসার যাইবে ভেঁসে,
তোর এ আচারে আছি প্রাণে ম’রে,
ভাল হয়ে চল, লোকে যে হাসে।” (৫২)

কপিল আবেশে বুঝান তবে
প্রভু তত্ত্ব-নিধি ভ্রমণী সম্বোধি
শ্রুতি-রসায়ন নাম-বিতবে। (৫৩)

জুনি পুঙ্খমুখে অপূর্ণ কথা
কিছু নাহি কহে, বা করে তা সহ
আনন্দে ঘুচিল সন্দেহ ব্যথা। (৫৪)

দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া সহিষ্ণু বাল্য,
অন্তরে যা দোহে লাজে না তা কহে
কৃষ্ণ নাম শুনি নিভায় জালা। (৫৫)

পূর্বরাগ তোর প্রভুর চিত,
দাদা আর্তি দৈত্য, “কৃষ্ণ” ধ্বনি ভিন্ন
অকৃত না হয় বদনে ধ্বনিত। (৫৬)

কি যেন প্রাণের কলিজা কাটি
নিয়াছে কে করে হারাধন তরে
খুজিয়া সকল করিল মাটি! (৫৭)

নাহি সোয়াস্তি, না রুচে আহার,
ক্ষেপা সে পাগল ধরে মহাবল
নদীয়া লোকে লাগে চমৎকার। (৫৮)

ভাবে নগরিয়া “একি মাহুষ ?—
ইহার স্বরূপ কোন্ অপরূপ,—
বুঝি অবতার মহাপুরুষ।” (৫৯)

চিরপোষা শঙ্কা শচীব চিতে
চলিল ফলিতে, জীবের ভাগ্যোতে ;—
সম্মাসেরি জন্ম তব গর্ভেতে ! (৬০)

তব গর্ভ-ক্ষীরোদ-রত্নাকরে
ইনি ধনন্তরি, আইলেন উরি
প্রেম সুধা নিয়া জীব-নিস্তারে !— (৬১)

ধনন্তরী যার দাসানুদাস —
প্রেমের তুলনা সুধায় খাটে না—
সে প্রেমনিধি নিলা গর্ভবাস ! (৬২)

জীবের দুঃখ নিবে তুমি স্বপ্নে,
উদ্ধারিতে জীব, এ দুঃখ রহিবে,
প্রভুর মাতা সর্বযুগে কাঁদে ! (৬৩)

উদ্ধৃত বলি যার নাম আগে,
স্তার ভক্তি দেখি স্তম্ভ পশুপাখী
বিভোর শ্রীগোরা নবানুরাগে। (৬৪)

সশিষ্যে প্রভু গাহিলা কীর্তন,
যত যত ভক্ত সবে অমুরক্ত
দিন-যামিনী আনন্দে মগন। (৬৫)

অনন্ত-সত্ত্ব প্রভু বিধস্তর
ধাকেন আবেশে বাহে “কৃষ্ণ” ভাসে
ভক্ত গোষ্ঠী কণ্ঠে জড়ায়ে কর। (৬৬)

অনন্ত শেষ বিনে শ্রীমিতাই
সমুদ্র গম্ভীর গৌর লীলা নীব
কে আর সমর্থ পাইবে পাই। (৬৭)

সে কারুণ্যানিধি শ্রীমিতামনন্দ
যদি দয়া ক'রে শিখান সীতাবে
তবে বা কিছু দে'খে লাগে ধন্দ। (৬৮)

হাটপত্ন হ'বে নদীঘাট
বাঙ্কিলোক ডোল হৃদয়ল বেলা
কল কল গঙ্গা তল সে গার। (৬৯)

পবন বস্তু গুপ্ত যা গোলাকে,
ধিকা'বে এ হাতে, ভব পেয়া পড়ে
বিনা মূল্যে পাবে যে সেই লোকে। (৭০)

কাজল দীনদয়াল গৌরব
রূপা ভক্তি দিয়া ধানে পাপ মিসা
ধুয়ে দিবে ধরা ঢালি তরঙ্গ। (৭১)

ঠাকুরের লীলা ভকতগণ
মাইয়া নিবেদে পবন আহ্লাদে
অন্তর্যামি প্রভু-অদ্বৈতস্থান। (৭২)

অদ্বৈত কহিলা স্বপন কথা—
“ছিন্ন উপবাসী তুংগে গত নিশি
গীতার্থ না বুঝি, বুঝিয়া বঝো”। (৭৩)

দিব্য মূর্তি এক দাঁড়া আসি,
গীতার্থ বুঝায়ে মেহে সম্ভাষিয়ে
ক'লা সে “আর কেন উপবাসী?” (৭৪)

“যে লাগি ব্রত, হইল সফল,
ছুক্তিতে হবেনা আর সে বেদনা
মুছিয়া ফেল নয়নের জল।” (৭৫)

“যে ভিক্ষা মাগিলে তুলিয়া বাহ,
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি জীব তুংগে গলি
সে ভিক্ষা দিতে আবির্ভূত প্রভু!” (৭৬)

“তোমার প্রসাদে জীবের ভাগ্য,
পাবে জীব সব ব্রহ্মাদি-জল'ভ
ভাক্ত প্রেমামৃত ভব-আরোগ্য!” (৭৭)

“আর চিন্তা কেন, ভোজন কর,
কৃষ্ণানুভূতনে শ্রীবাস-ভবনে
না হইবে, দেখি বাঙ্কিবে অমর।”— (৭৮)

শুনিয়া আনন্দে পুলকিত অঁখি,
আশ্চর্য্য সে বড় দেখি বিশ্বধব
দেখিতে দেখিতে আর না দেখি! (৭৯)

কতি সীতানাথ আনন্দভরে
ছাড়িলা ভদ্রাব জয়জয়কার
নেঘ কাটি যেন ভূমিতে পড়ে। (৮০)

অদ্বৈত-প্রভাব বর্ণিবে বা কে,
যিনি যোগ-ডোরে আনিল প্রভুবে
প্রাণে গীয়া'লা গঙ্গা তুলসীতে! (৮১)

জীবের প্রতিভু যে প্রভু হ'লা,
যিনি তুংগ পট দেখা'লা প্রকট
গীগানাটা মঞ্চে শ্রীমূর্তি, লীলা। (৮২)

গাও সবে সীতানাথের জয়,
যার রূপা বলে নামযজ্ঞহলে
প্রসাদে ভক্তেরা কৃতার্থ হয়। (৮৩)

প্রভুরে আশীষে যে দেখে যবে,
“কৃষ্ণভক্তি হোক” শুনে বড় সুখ
শ্রীমুখ তুলিয়া হাসেন তবে। (৮৪)

গঙ্গাঘাট-পথে করেন সেবা,

কারো ধরেন পা, কারো মাজেন গা,
বসন নিঙ্গাড়ি দেন কারো বা ; (৮৫)

পুষ্প, মালা, মাটি, কুশাদি নিয়া
দেন কাবো করে, কত বা কাতরে,
সেবা শিক্ষা দেন স্বয়ং সেবিয়া । (৮৬)

সেবার দৈন্ত, বিনয়, ভক্তি
লোকের আশীর্বে কৃষ্ণ আশে বশে
ঘটে ঘটে ঘটে কৃষ্ণ-আরতি । (৮৭)

শ্রীমুখে সন্তাষি কহেন সবে
“তোমাদের ঠাই কৃষ্ণভক্তি পাই
তাই সে দেবি, কৃষ্ণ সার ভবে !”— (৮৮)

মোদের প্রভুর কি ভাব এই !—
কহিয়া তার পদে পড়ে কৈদে কৈদে
অমানী মানদ আনতো নাই ! (৮৯)

পূর্ণাধার প্রভু গুণের ভরে
পড়ে নোঙাইয়া, বিমুগ্ধ নদীয়া ;—
মাটি হ'লে “কৃষ্ণ” কহিতে পারে । (৯০)

প্রভুই পড়েন লোকের পায়,
ক'ত ফাটে বুক চেপে যায় মুখ
মোরা কবি কি, হায় হায় হায় ! (৯১)

ওদিকে শ্রীগৌর ভক্তের দ্বন্দ্ব
কহেন হুকারি, “মুন্নি-কৃষ্ণাবী”
পারভীর শিল কাটিব সুখে !— (৯২)

এই ভাবে ওতু হইলা পাগল,
সাম্বিক সন্দেহে, ভূকম্প শ্রীদেহে
ওকা বৈষ্ণু খেটে না পায় ফল । (৯৩)

হাসি কঁাদি ক্ষণে মুরছা যায়,

ক্ষণে ভণে কথা “ছিণ্ডো! ছিণ্ডো! মাধা,”
মাতা সঙ্গে সঙ্গে পাগল প্রায় । (৯৪)

কেহ বলে বাঁধ, খাওয়াও ডাব,
শিবাবৃত খেলে ব্যাধি বাবে চলে
শিরে কর ঘন সজিল শ্রাব । (৯৫)

তুসমারে করিতে প্রদক্ষিণ,
আইলা শ্রীমস যেন উদ্ধবাস,
ভক্ত হেরি প্রভু চেতনাহীন । (৯৬)

জিজ্ঞাসে শচী “কি কহ পণ্ডিত ?—”
“নয় বায়ু বোগ; মহাভক্তি বোগ”—
অদ্ভুত হেরি কহিলা পণ্ডিত । (৯৭)

সুখিতা মাতা : বাহু পেয়ে প্রভু
“বায়ু অংস্থা হয়েছে ব্যবস্থা”
আক্লান্দে ভণিলা, “জিজ্ঞাসি তবু !”— (৯৮)

পণ্ডিত হাসি কহে “ভাল বাই,
তোমার বে বাই তাহা আমি চাই,
মহাভক্তিযোগ দেখিতে পাই ।” (৯৯)

শ্রীবাসে প্রভু দিলা আলিঙ্গন,
দশটুক্রে পুত ভগবান ভূত
অন্বে গুয়ে প্রভু লাঞ্ছিত হন । (১০০)

“তুমি যদি আজ কহিতে ‘বায়ু’—”
হাসি কহে গৌরা সুধারসপারা—
“ভুবায়ে দিতান গঙ্গায় আবু ।” (১০১)

তুই হ'লা শচী, গেলনা চিন্তা,
আশঙ্কা সদায় বের হয়ে যায়;
উদ্ভিয়া নলিনা প্রভুর কান্তা । (১০২)

একদা গদাধরের সংহতি.

গেলা গৌরমণি, কাকাল খমানী
অদ্বৈতে দেখিতে আবিষ্ট অতি। (১০৩)

বৌদ্ধ ভাবে ভোর অদ্বৈতরায়
ধলে 'হরি হরি' আশ্বাসন করি ;
প্রভু মুছিত পড়িলা ধবায়। (১০৪)

নিজ প্রাণনাথ অদ্বৈত চিনি,
“চোরের উপরি হবে বাটপারি”
কতি পূজিলা শ্রীপদ দুখানি। (১০৫)

“ছি ছি, একি ?”—কহিলা গদাধর,—
“নাশিছে বালকে,” “হা, চিনিবে ডাকে,”
কহিলা হাসি অদ্বৈত ঠাকুর। (১০৬)

সবিস্ময়ে ভাবে মাধবস্বত,
“তবে কি ঈশ্বর সর্ব প্রাণচর
জাব তরিতে হ'লা আবির্ভূত ?” (১০৭)

বাহু পেয়ে প্রভু অদ্বৈত পদে
করিয়া কাকতি করিগেন স্বতি
মাগি কৃপা ভিক্ষা ভক্তি সম্পদে। (১০৮)

ভক্ত বাড়াইতে অদ্বৈত স্বতি
নাম যজ্ঞ রত করি স্থিরীকৃত
গৌরাঙ্গ চলিলা প্রকুরমতি। (১০৯)

প্রভু প্রকাশ অদ্বৈত জানি,
পরীক্ষিতে তারে গেলা শান্তিপুরে
“বেদে যদি আনে তবে সে মানি।” (১১০)

এদিকে প্রভুর ভাববৈচিত্র্য—
“কোথা গেলে পাই, কুণ্ডরে কানাই”
গঙ্গা ঢালে হু' কমলনেত্র। (১১১)

দেব শ্রী অনন্ত খেলেন কাম্পে,

শত লোকে নারে শান্ত করিবারে,
বৃক্ষে চড়ে হুকারি লক্ষ্যে বাম্পে। (১১২)

স্বর্ণ কটকী প্রকাশ পুলকে ;
স্বর্ণ-গিরি প্রায় ধূলায় লুটায়
“ব'লে দে”—বাণী “কৃষ্ণ কোথা থাকে।” (১১৩)

উদ্ধবাহু, ক্রুদ্ধ, নৃত্যবহন ;
অট্ট অট্ট হাসি, শ্বেদ উৎসরাশি
হর্ষ, মূর্ছা, দৈন্ত, রক্তকপোল। (১১৪)

কি কষ্ট প্রভু স্বখেতে বাজ !
কান জন্ত গেরো কেঁদে মাতোয়ারা
ধরিল এমন অদ্ভুত সাজ ! (১১৫)

নয়নধাবা হলো কণ্ঠহার
ধূলি অঙ্গরাগ, চুড়া অনুরাগ
পুলক অঙ্গের ভ্রূণভার। (১১৬)

লালা হাসি স্রাব বদনে ঝরে
ভোজন আছাড়, মূর্ছা নিদ্রা তাঁর
দৈন্ত তিসিক ভালে শোভা করে। (১১৭)

হে অদ্বৈত প্রভু করনি ভাল,
হেন দুঃখ দিতে আনিগে অচ্যুতে
নিজখানে সুখে থাক, সে ভাল। (১১৮)

সে তো ভক্ত বশ স্বৈচ্ছার নারে,
ভক্ত পাতা ফেদে পড়ে সেতো কাদে
এ ছেবে কি সাজে ননীচাঁদেরে ? (১১৯)

একদা গদাই তাবুল দিতে,
জিজ্ঞাসিলা তারে প্রভু শ্রদ্ধা কবে
কোথা পীতবাস বলিয়া দিতে। (১২০)

গদাধর বলে, “তোমার হৃদে”

শুনি শুভ নখে চিরে নিজ বক্ষে
মাতার পরাগ উঠিল কেঁদে । (১২১)

নিবারে করে গদাধর ধরি ;

তাহা দেখি আই, বড় সুখ পাঠ
নিয়োজিলা তারে সেবা ভাগারী । (১২২)

গদাধর ভাগ্য কে বা না চায় ?—

মহু ভাগ্যফলে হেন সেবা মিলে ;
পারিষদ্ বিনা কেই বা পার ? (১২৩)

পুত্রজ্ঞান আর না করে শতী,

ছনয়নে খার ধরা অনিবার
তার ভাব দেখি ভাবেতে রুচি । (১২৪)

নাথঃ সময়ে আসে ভক্তবৃন্দ,

প্রভুর অঙ্গণে প্রভু দরশনে
প্রতিদিন মিলন-সুখানন্দ । (১২৫)

যে মেলা-মিলন জানেন ভক্ত ,

কতক কলন করেন তুলনা
সুখানিধি সহ নক্ষত্রবৃন্দ । (১২৬)

কানাইর নাটশালা কুঞ্জেতে

নাচিলা কানাই, প্রভু দেখি তাই
পাগল হ’লা, না পারি ভুলিতে । (১২৭)

ভক্তগোষ্ঠী কাছে বর্ণন গোরা

“মুবলী সে ধরে সুন্দর অধরে
চাচল চিকুরে মোহন চূড়া ।” (১২৮)

“দেখা দিয়া মোবে লুকা’লা ছলে,

জানি দেহ তারে বন্ধুগণ মোরে,”—
অচেতন হ’লা ‘হা কৃষ্ণ’ বলে । (১২৯)

নিতি কান্নাকাটি ভক্তমহলে ;

তার আর্তি দে’খে, কেবা ঠিক থাকে ?
প্রাণ গদাধরের ধরিয়া তুলে । (১৩০)

“হরিবোল”-ধ্বনি অঙ্গনময় ;

বাহু উর্কে নেড়ে প্রেম আনে পে’ড়ে
গৌরভক্তের গাও সবে জয় । (১৩১)

সে প্রেমমুর্ছি লাগে যাব প্রাণে

পবন মদল, সেইতো পাগল
ভাবে সে মুক্তি শব্দে স্বপনে । (১৩২)

সংসারে কি আছে রাগিবে তাবে ?

অনুরে নয়ন বুঝে সর্পক্ষণ
সেহি তো তা জানে তারে যা কবে । (১৩৩)

এই যে কেন্দ্র মধু হৃদিনামে

ছড়া’বে পরিধি গগন বারিধি
জয়ভঙ্গা দিবে সকল ধামে । (১৩৪)

শ্রীমুকুন্দ দত্ত গায়কমণি,

প্রভু সদা প্রীত শুনি যার গীত,
গাছিল শ্রোক ভক্তি সুখাখনি । (১৩৫)

গদাধর উঠিলা কেশরী প্রায়

শ্বেদ, অশ্রু, কম্প, শ্বাস, জ্বাস, লক্ষ্য
ধরণী যেন রসাতলে যায় । (১৩৬)

মুহূর্ত্তে রাত্রি হলো অবসান,

কিবা যেন কাণ্ড সব লণ্ডভণ্ড
প্রাতে ভক্তগণ গেলা স্বস্থান । (১৩৭)

শ্রীধাম-ভাগ্য ভাবিতে যে সুখ,

সে সুখ হল ভ, হ’লে তা সুলভ,

কি সুখ হ’ত, ভাবি নাচে বৃক ! (১৩৮)

শ্রীনাম যজ্ঞে আজ অভিষেক,
 সঙ্কীৰ্ত্তন গুরু বাহ্যাকল্পতরু,
 কলির কল্যাণে কি হয় দেখ । (১৩৯)
 শ্রীবাস-অঙ্গনে বসিল ঘট ;
 উঠিল মঙ্গল “হরি হরি” বোল,
 খুলিলেন প্রভু লীলার পট ! (১৪০)
 বাজে কদম্বাণ পিষ্ট চন্দ্রমা,
 বাজে অই খোল, মন্দাকিনী বোল
 হরি হরি বোল নাম-মহিমা ! (১৪১)
 নাচেরে গোরা কোটিচল হানা !—
 তাড়িয়া তাড়িয়া পড়েরে চলিয়া
 “কণু”-কানিত নৃপুংসু তথানা । (১৪২)
 বজ্রপাত হলো পানপা দলে,
 সদা তারা নিন্দে বৈষ্ণবের গঞ্জে
 গা কামড়াইয়ে মরে সবলে । (১৪৩)
 আক্রোশ হইল শ্রীবাস 'পরে,
 “পাঠিলে বায়নে দিব নে দেওয়ানে,
 তবে সে শান্তি—বলে দস্ত ক’রে । (১৪৪)
 নাহি কিছু যাতে সবার স্মরণ,
 নরশি চাঁদেবে আনন্দ চকোবে
 পেচক পরাণে লাগয়ে ছুঁথ । (১৪৫)
 গো-গোবৎস সূখে গঙ্গাপুলিনে
 শম্পদল থেয়ে গঙ্গাবারি পিয়ে
 “হৃষা” গাহিয়ে চরে দিনে দিনে । (১৪৬)
 দেখি তা প্রভুর কি ভাব হল !—
 পূর্য কথ্য মনে উদিত সেক্ষণে
 গঙ্গায় যমুনা ভ্রম ঘটিল । (১৪৭)

“মুক্তি সেই” বলি উঠিল মাতি ;
 উৰ্দ্ধ্বাসে ধেয়ে শ্রীবাসেবে ঘেরে
 কহিল মারিয়া কপাটে লাথি ।— (১৪৮)
 “কি করিসরে বেটা শ্রীবাসীনা ?—
 জানিস না তুই সেই হই মুক্তি,
 পূজিস্ কারে আমারে পাইয়া ?” (১৪৯)
 সমাদিভঞ্জে যা দেখে শ্রীবাস,—
 দেখে তার কম্প সপুলক স্তম্ভ,
 দেখিলা, ভাগ্য, প্রভুর প্রকাশ ! (১৫০)
 বীরামনে প্রভু আসীন গৃহে,
 চতুর্ভুজ হরি শঙ্খ চক্রধারী
 হুঙ্কারি সদর্পে শ্রীবাসে কহে ।— (১৫১)
 “নাড়ান হুঙ্কারে, কীৰ্ত্তনে তোর,
 অহিহু নদীয়া, বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া,
 কিবা বাভার নাড়া শান্তিপুর ।” (১৫২)
 “উকাণিব সাধু হুঙ্কত নাশি,
 নাহি চিন্তা তোর, শুব পড় মোর”—
 শ্রীবাস স্তবিলা প্রেমেতে ভাসি । (১৫৩)
 “নবনীত গুণমসুন্দর হে,
 বিদ্যাদামসম ধনী মনোরম
 বেদনিগমাগম্য নমস্কার হে । (১৫৪)
 ‘অজ ভব তব পদভঙ্গ হে,
 ষাদব মাধব কেশব রাঘব
 জয় বাসুদেব, নমস্কার হে । (১৫৫)
 করকমলে পদকমল হে
 সেবেন কমলা ভক্তিতে অটলা
 সে পদকমল অই বিরাজে হে । (১৫৬)

নদীয়ার বড় কঠিন মাটি হে,
 এ কোমল পদ ভ্রমিয়া ব্যথিত
 বুক পাতি কেন রাখি নাই হে । (১৫৭)
 কেন রেখেছিলে ছলে ভুলায়ে হে ?
 সেবি নাই পদ ত্রিলোক সম্পদ
 বুথা কাটাইছ দিনবামিনী হে । (১৫৮)
 সাজি ধূতি মোর বহিলে প্রভু হে,
 তাথে কিরে ভয়, তোমার উদয়
 দেখিলাম এই প্রাণ ভঁরে হে । (১৫৯)
 সর্বস্বমঙ্গল ধার দরশন ।—
 বলিতে আবিষ্ট শ্রীবাস প্রজ্ঞে
 উল্কে ছবাহ করেন বোদন । (১৬০)
 নৃষ্টিত হ'লা আনন্দ সাগরে,
 তনি তার স্তুতি শ্রীপ্রভুর শ্রীতি
 শ্রীবাসে কহে প্রসন্ন অন্তরে ।— (১৬১)
 “পুঞ্জি পদ সঙ্গীক মাগ বর ;—
 প্রেমে মাতোয়ারা নেত্রযুগে ধারা
 মালা গন্ধে পুঞ্জে পণ্ডিত বর । (১৬২)
 তুলে দিলা প্রভু বাতুল পদ
 এক এক ক'রে সকলেন শিরে
 দাস দাসীও পে'ল সে সম্পদ । (১৬৩)
 শ্রীবাসে কহিলা দয়াল নাথ—
 “দিলাম অভয়, না করিহ ভয়,
 দেওনে কাজীর কি আছে হাত ?” (১৬৪)
 “হরিবোল” বলে কাঁদাব সবে,
 এক ঘাটে জল খাওরাব সকল,
 কীর্তন রোধিবে কে আছে ভবে ?” (১৬৫)

“গুণ্ডা গুণ্ডা কাজী নৃষ্টিত হবৈ,
 রাজা কিম্বা প্রজা হাতে বয়ে ধবজা
 ‘হরি হরি’ বোল বদনে গা'বে । (১৬৬)
 “তর্করত্ন কত কাঁদাবে প'ড়ে,
 ইস্তো, অশ্ব, ছাগ, খগ, মৃগ, বাঘ
 অনুরাগে গা'বে একত্র জড়ে !”— (১৬৭)
 কহিয়া দেখা'লা প্রত্যক্ষ তার ;
 কিবা প্রভুলীলা গ'লে যায় শিলা
 শ্রীবাস ধন্য সহ পরিবার । (১৬৮)
 শ্রীবাস ভাতৃকৃত্য নারায়ণী
 মাত্র চারি বর্ষ বয়সের স্পর্শ,
 কৃপা করিলা তারে গুণমণি ।’ (১৬৯)
 কহিলা প্রভু ওগো নারায়ণী
 “কৃষ্ণ বলি কাঁদ তুলি মুখচাঁদ”—
 ‘হা কৃষ্ণ’ কহি কাঁদে নারায়ণী । (১৭০)
 ভাসিল আশ্রিনা নয়নজলে,
 কিবা বাহ্মসঙ্গে নাচাইলা যন্ত্রে ;
 স্তম্ভিত জগত হলো সেকালে ! (১৭১)
 শ্রীবাসে দিয়ে প্রভু বরাভয়,
 দৈন্ত নিয়া বৃকে আ'লা গৃহে স্মৃগে ;—
 গাওরে বিশ্ব বিশ্বস্তর জয় ! (১৭২)
 অনন্তসিদ্ধ শ্রীচৈতন্যগীলা !
 নিহিত অনন্ত রত্ন দাঁড়ানন্ত
 ছই চারিটি তুলিয়া দেখা'লা । (১৭৩)
 সর্বযুগের সর্ব অবতার
 কলি ভাগ্যহরে এক অবতারে
 বরাহাদি প্রভু হ'লা আবার । (১৭৪)
 ভাবের সমুদ্র, অনন্ত ঢেউ !
 ক্ষণে “নাড়া নাড়া” গঞ্জে আশ্বহারা
 ক্ষণে মুক্তি সেই দেখেনা কেউ !” (১৭৫)

"ভক্তি বিলা'ব প্রতি ঘরে ঘরে ।—"

মুরারির মান যেন হুমান
স্বয়ং প্রভু গেলা শুণ্ডঘরে । (১৭৬)

দেখা দিলা তারে বরাহ রূপে,
শুণ্ড সে মুরারি পাইয়া মুরারি
ডুবে গেলা যেন রসের কূপে । (১৭৭)

সর্ব সেবকে প্রভুর এ দয়া,
যার যথা ভাব তার তথা লাভ
পাশ্বে দলিতে প্রভুর কায়া । (১৭৮)

জাগা'লা একে একে নিজজনে ;
জিনিলা সকলে পূর্বস্মৃতিফলে
কোটসিংহশৌর্য্য তাঁদের প্রাণে । (১৭৯)

কি না তারা পারে, কিন্তু পাবে না ?—
শূচভাবে বারে প্রভু নিত্য স্মরে
তার অভাবে শুধু আচ্ছাদনা । (১৮০)

"হরিবোল" বল, সে বল বিনে
সকল অসাড় যিনি বলাধার
শ্রীগৌরান্ধ যার পরাণ কিনে । (১৮১)

সে বল অভাবে কি হবে বলে ।
নিত্যানন্দ বিনে কে গৌরান্ধ কিনে,
কে গৌরান্ধ চিনে, নিতাই ন'লে ? (১৮২)

পদ্মাবতী-পদ্ম-কণিকা-মধু
নিত্যানন্দ রাম একচক্রাধার
ঘন ঘন ঘন আনন্দ-বিধু । (১৮৩)

পদ্মাবতী গর্ভ ক্ষীরোদ শশী
হাদ্রাই নন্দন জ্যোষ্ঠ সুলক্ষণ
চাঁদমুখে মাখা প্রেমের হাসি । (১৮৪)

শ্রীকৃষ্ণ লীলা-অভিনয় সূত্রে

কাটাইলা বালা, সতত চকলা
হাসায়ে সবারে সূত্রে কি ছুঁখে । (১৮৫)

স্বয়ং সাজিয়া রাখাল রাজা,
বালক সমাজে, যেন রাজে ব্রজে
নিগূঢ় সে লীলা খেলিলেন যা । (১৮৬)

একদা কোন পধ্যটকজাসী
লইয়া আতিথ্য করিবারে ভূত্যা
মাগিলা রামে নিত্যানন্দবেশী । (১৮৭)

দশরথ-দশা হাড়ুর অত,
যবে বিশ্বামিত্র করেছিল সূত্র
দায়ে ঠেকি পিতা অগ্নিলা সত্ত্ব । (১৮৮)

কুমার নিতাই হইলা হাসী,
তীর্থে তীর্থে হাটি সর্বত্র পধ্যটি
কৃতার্থ ক'লা তীর্থ রাশি রাশি । (১৮৯)

জীব তরা'তে এগোরে নিতাই !—
মুর্তিমান পুণ্য তীর্থে করি ধন্ত
পদবজঃ নিলেন ঠাই ঠাই ! (১৯০)

উপনীত হ'লা আবার ব্রজে ;
বালাভাব স্মরি ধুলে গড়াগড়ি
কে তারে চিনে এ নদীন সাজে । (১৯১)

নিতাইর চরিত্র ধুঁকিবে কে ?—
নাহি সেই দিন ধুলায় মলিন
কে তারে ননী তুলে দেয় মুখে ! (১৯২)

সেই বৃন্দাবন, সকলই তাই
কে আছে গোবুলে রামে ধ'রে তুলে ?
পথে প'ড়ে কাদে "কানাই কানাই !" (১৯৩)

নাহি সে রাখাল, যশোদা, নন্দ
 নাহি সে কুহিলী, তোমার জননী
 থাকিলেই বা কি, কপাল মন্দ ! (১৯৪)
 একোতো কাঙ্কাল কে করে দয়া,
 জাথে নববেশ থাকহ বিদেশ,
 কাঙ্কালের ভাত তোদের দিয়া । (১৯৫)
 রামকান্ন বিনে কাঙ্কাল পানে
 কেবা চায় লোকে, অশ্রু মুছে চোখে,
 সে রাম কাঙ্কাল, হায়, বাঁচিলে ! (১৯৬)
 নাহি ভোজন কৃষ্ণ রস বিনা ;
 কৃষ্ণের বিরহে প্রাণমন দহে
 এজে যার নাহি একটি চিনা । (১৯৭)
 যার চিনায় সেতো ব্রজ ছাড়া,
 রাখা অগশোধে গিয়েছে সে ন'দে ;—
 নিত্যানন্দ বলি শ্রীলা গোবা । (১৯৮)
 অমনি নিতাই জানিলা সব ;
 লক্ষ্য দিয়া গর্জি শূন্য ব্রজ বাজী
 চলিলা প্রভু মূখে “কৃষ্ণ” বস । (১৯৯)
 অবপূত বেশ প্রকাণ্ড দেহ
 অদ্বৈত নিতাই নবদ্বীপ যাই ;
 পশিলা নন্দন আচাধ্য গৃহ । (২০০)
 নন্দনের ভাগ্যে এহেন নিধি,
 ভক্তি বিনে ভাগ্য কথাটি অযোগ্য
 ভক্তি বশে এল আপনি সাধি । (২০১)
 কীর্তন মন্দিরে নাচেন গোরা,
 অাগ্য তর্জা পড়ি ডাকে গৌরহরি
 সঙ্কর্যণভাবে হইয়া তোরা । (২০২)

ডাকেন ঘন বলি “মদ আন”—
 কহিলা শ্রীবাস— “মদ তব পাশ,
 কলির জীবে যা করারে পান ।” (২০৩)
 ভাব সম্বর কহিলা গোসাঞি,
 “নবদ্বীপ মাঝে লুকাইয়া আছে
 মহাপুরুষ এক কোন ঠাই ।” (২০৪)
 আনিবারে আজ্ঞা শ্রীমুখে হ'ল,
 চলে ইবিদাস পণ্ডিত শ্রীবাস
 গুজিয়া গুজিয়া কোথা না পেল । (২০৫)
 তা শুনি প্রভু বুঝ'লে ভঙ্গিতে,
 “গুট নিত্যানন্দ, দেবনববন্দ্য,
 অগমা বস্ত্র, কে পারে দেখিতে ?” (২০৬)
 গৌরা চিন্তামনি কৃপা-আলোকে
 দেখে নেত্র ভরে অনন্তদেবে
 ভাস্কর বিনে চন্দ্র দেখে কে ? (২০৭)
 চলিলা ঠাকুর ভক্ত সঙ্গে,
 দেখিবারে যাহা দেখিলেন তাহা
 নাচিল প্রাণ সকলের অঙ্গে । (২০৮)
 নয়নে নয়নে মিলিল যবে,
 ছুইটি সমুদ্র প্রলয়ের রুদ্ধ
 এক হয়ে গেল নিগূঢ় ভাবে । (২০৯)
 ভাবের বালাই লইয়া মরি !
 গৌরনিত্যানন্দ পরারের ছন্দ
 এক হুত্রে দ্বন্দ আনন্দকারী । (২১০)
 কিবা তনুফটি অঙ্গের বিভা,
 অরুণ নয়ান কিবা সে বয়ান,
 এক ঠাই ভাস্ক-কমল-শোভা । (২১১)

আজান্নু হুজুজ নখেতে মণি
শুধু ভাবসিক্ত ফুটে বিন্দু বিন্দু
ভাঙ্গিয়া বেন নয়নের মণি । (২১২)

কোন্ কে লে বেন কিসের চিনা
এক বোগ করি, বোগ ভঙ্গ কবি,
কি নিগূঢ় কথা তাদেরি জানা ! (২১৩)

জীবের ভাবনা করে ও মন,
শ্রীগোরনিতাই - হ'লা এক ঠাই
যবেত ব'সে পাবে প্রেমধন ! (২১৪)

প্রভুর হৃদয়ে উঠিল গীত,
আকাশ ধরিতে লুপ্তিত ভূমিতে
পাগল নিতাই সিংহেন রীত । (২১৫)

মর্দিনান সিন্ধু গ্রাসিতে ধরা
তবঙ্গ বাঁড়ায় ধেয়ে ধেয়ে পড়ে
আছাড়ে আছাড়ে আপনে ডড়া । (২১৬)

ধলাব দুঃখে দরাল গোবাক
ধরিলা আপটি বন্ধ কবি কাটি
প্রাণ পেয়ে শান্ত নিতাই অঙ্গ । (২১৭)

নিতাই চাঁদের উন্মাদদশা
দেখেছিল বারা মজেছিল তারা
অনুমানে জাগে মোদের আশা । (২১৮)

কহিলা নিতাই নিমাই চাঁদে,
“পাপী তরাইতে অবতীর্ণ ভূতে
তাই শুনি ধেয়ে আইলু ন'দে ।” (২১৯)

“ব্রজে সিংহাসন দেখিয়া শূন্য
লোকে জিজ্ঞাসিতে পাইলু জানিতে
সঙ্কীর্ণনে গোড় করিছ ধন্য ।” (২২০)

‘আইলু পাতকী প্রসাদ পে'তে ।’—
কহিলা নিমাই, “বড় ভাগা ভাই,
গৃহে ব'সে পা'লু তোমা দেখিতে ।” (২২১)

আনন্দ সিন্ধুতে মনের মত
কি করে না করে, প্রাণ নৃত্য করে
নবভাবে ভোর ভকত যত । (২২২)

নিতাই চৈতন্য নিলন গাও,
গাও সবে জয়, ভাগ্যের উদয়,
না হাটি, বসি, ব্রজধামে যাও ! (২২৩)

শ্রীবাস-গৃহে নিতাইর বাসা,
মালিনীরে মাতা কহে প্রেমদাতা
অন্ন খেয়ে তার পূরা'লা বাসা । (২২৪)

শিশুর আচার নিতাই চাঁদে,—
না থান স্বহস্তে, মালিনীর হস্তে
খেতে বড় মিষ্ট তা ন'লে কাঁদে । (২২৫)

“হরি” বলিতে পাগল নিতাই,
অন্তদৃশ্যময় নিতামুক্ত নগ্ন,
বস্ত্র পরে শিরে, লজ্জায় ছাই । (২২৬)

স্বভাবে যে শিশু, বরসে নয়,
সেইতো প্রেমিক, রমের রসিক,
পূর্ণ হইলে অবতার কর । (২২৭)

ভক্ত ভগবানে করা'তে বিদ্যা
পাতা'তে পিরিতি রমের আরতি ;
নিতাই ঘটক এল নদীয়া । (২২৮)

শ্রীবাস মন্দির-পুণ্যপুঙ্করে
দ্বিদল কমল ফুটে বলমল
নাম নকরন্ম প্রবাহে করে । (২২৯)

চাঁদের দল সেই মধু খাব,
ভ্রমর হইয়া উড়িয়া উড়িয়া
অমরদল ছদ্মবেশে যায় । (২৩০)

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-ক্ষীরোদ-ক্ষীরে
উঠিল মাখন ঘন ঘন ঘন,
মধুর মধুর সুমধুবরে ! (২৩১)

অদ্বৈত গোয়ালা রহিলা কোথা ?—
বেচিবে সে ননী না গেয়ে আপনি
এ নয় ভাল, ভাল না এ প্রথা । (২৩২)

গোয়ালের রাজা শাসিতে এল,
খেদাইতে ভুক্তি দণ্ডিবারে মুক্তি,—
পচা মাল ফেরী নিষিদ্ধ হল । (২৩৩)

ভক্তি খাটি মালে লাগিল বিকি,
এ কেমন নীত বকিনা চবিত্ত
গোয়াল পলা'ল করিয়া ফাকী । (২৩৪)

নিত্যানন্দ চন্দ্র গুপ্তিরে বাস,
লাগিল উৎসব 'হরি হরি' বন,
আচাধ্য হ'লা পণ্ডিত শ্রীবাস । (২৩৫)

এদিকে শ্রীপ্রভু বলাই ভাবে
হইলা বিভোর “নন্দ মন” সোব
নিতাই গোঁব এক হ'লা তবে । (২৩৬)

কোথা এ সময় অদ্বৈত প্রভু ।
মত্ত ক্ষেপা গোরা ডাক “নাড়া নাড়া”,
অদ্বৈত রহিলা পলায়ে তবু । (২৩৭)

পূজাস্তে শ্রীবাস তুলিয়া মালা
কহে নিত্যানন্দে কোতুক প্রবন্ধে
“নমস্কার ব্যাসে অপি এ মালা ।” (২৩৮)

না পড়ে মন্ত্র না মানে সে বিধি,
মালা করে ঘুরে ইতি উতি হেরে
পাগল নিতাই প্রেমের নিধি । (২৩৯)

বাস ত্যাজি কেন্দ্রে করিলা লক্ষ্য,
অস্ত্রে কাণা-কাণি একে মন ইনি,
গৌর প্রেমপূর্ব নিতাই বক্ষ্য । (২৪০)

তিনি কি তা শুনে অস্ত্রে যা ভণে ;
যাহা সে করিল সবারে মোহিল,
শ্রীগৌরতত্ত্ব নিত্যানন্দ জানে । (২৪১)

বুঝিল সকলে, শিখিল সার ;
নিতাই হাসিয়া সে মালা ধরিয়া
দিলা গৌর গলে, আর কে তাঁর ! (২৪২)

প্তিব প্রেমানন্দ ভকতচয়ে,
ষড়ভুজ গোরা বড় লুকোচোরা,
নিতাই পড়িলা মূচ্ছিত হয়ে । (২৪৩)

হুঙ্কার করিয়া গোরা নিভৃত
পদ্মহস্ত দিয়া শ্রীঅঙ্গ মাজিয়া
সচেতন ক'লা পদ্মার স্মৃতি । (২৪৪)

প্রভুর আঞ্জায় উঠিল তবে
নানানুবাৰ্ত্তন সুধাপ্রস্রবণ
নবানুভবস প্রেমোৎস ভরে । (২৪৫)

ভক্তশতদল-কলিকা মাঝে
ছই মধুপণ্ড দ্রবঘনমণ্ড
গৌরাঙ্গনিতাই তরঙ্গে নাচে । (২৪৬)

ভাবের সিন্ধু নিত্যানন্দ ফ্রোড়ে
রত্নময় চন্দ্র সুধানন্দ সঙ্গে
ভাবনিম্যাসি অই গৌরাঙ্গরে । (২৪৭)

প্রেমকল্পতরু আবিষ্টি গোরা
 রামাই পণ্ডিতে কহিলা ভাবেতে
 “শান্তিপুনে যেরে ভেটই নাড়া।” (২৪৮)
 “কহগে তারে আমার প্রকাশ,
 যাহার লাগিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া
 আরাধিল সে কত বা উপাস।” (২৪৯)
 “সে প্রভু তাহার প্রকাশ হল,
 তার কান্না স্বপ্নে কাঁদে প্রভু ঘনে,
 কান্নার লীলা কান্নায় উদিল।” (২৫০)
 “ভক্তি বিলাতে প্রভু প্রকাশ,
 কহ সে আসিতে সঙ্গীক উরিতে
 কহ নিত্যানন্দ-প্রেমবিলাস।” (২৫১)
 হেথা সর্দঙ্গ লাভার নন্দন
 জানি সব তত্ত্ব হলা জ্ঞান মন
 ছল পাতি “দেখি গোরা কেমন।” (২৫২)
 নন্দনরিলেন রামাই আসি :
 রামাই না ক’তে লাগিলা কহিতে
 বেদপঞ্চানন অধৈত হাসি। (২৫৩)
 “আজ্ঞা হল বুঝি আমারে নিতে,
 কোন্ শাস্ত্রমতে প্রভু নাহ্নেনেতে
 অবতীর্ণ হ’লা সে নদীনাতে?” (২৫৪)
 “আমার অধ্যাত্ম বৈবাগ্য-জ্ঞান
 শ্রীবাসের জানা কথা যে কখনা?”
 অধৈতের বুঝি ভদ্রীবাখান। (২৫৫)
 হাসিতে রামাই কাঁদিয়া দিলা :
 এ নয় অবজ্ঞা তবু পুন আজ্ঞা,
 অঙ্গরে অঙ্গরে প্রেমেরে ক’লা। (২৫৬)

প্রভুর রূপাঙ্ক অমৃত-ধারা
 অবশে পশিল কি যেন করিল,
 কাঁদিয়া উঠিল প্রভুর নাড়া। (২৫৭)
 একটি পসলা হইল বৃষ্টি।—
 “প্রভু মোর লাগি শ্রীবৈকুণ্ঠত্যাগি
 জীবের ভাগ্যে মোরে শুভদৃষ্টি।” (২৫৮)
 কহিয়া অধৈত পড়িল ভূমে ;
 কাঁদে জগন্মাতা যোগমায়া সীতা
 বিভোর হইয়া গোরার প্রেমে। (২৫৯)
 তাঁব পুত্র কাঁদে অচ্যুতানন্দ
 কি যেন অমৃতে মধুর বিষেতে ;
 রামাই কহিলা মধুর মন্দ। (২৬০)
 “গৌন্য ভেটতে বিলম্ব কেন?”
 কহেন অধৈত আমার প্রভুত
 পা তুলি যদি মোর শিরে দেন।” (২৬১)
 “তবে বুঝিব প্রাণেশ্বর মোর,
 প্রকাশ গোবাতে জগৎ ভাসাতে
 বুচাতে জীবের সংসার ঘোর।” (২৬২)
 কহিলা রামাই “কি কব আমি,
 যদি ভাগ্যে থাকে ধন্য হ’ব দে’গে,
 অভাগ্যশালী কবে বা তুমি।” (২৬৩)
 “তোমার যে ইচ্ছা প্রভুর ও তা,
 মোর সম্মুখে অবতীর্ণ এসে
 গোলোকের শশী চিন্তামণি বা।” (২৬৪)
 “তুমি হবিহর বৈষ্ণবধাক্ষ ;
 সীতা যোগমায়া আচ্ছাদিয়া কায়া
 নিগূঢ়লীলা আনিলা প্রত্যক্ষ।” (২৬৫)

তুষ্টমনা তবে সীতার পতি
নিয়ে পূজাদ্রব্য ভক্ষ্য নানা গব্য
চলে সঙ্গীক করিতে আরতি । (২৬৬)

তিন প্রভুর হইবে মিলন,
ভারিতেই সুখ কিবা সুখভুক
বারা সঙ্গে গেল, পে'ল দরশন ! (২৬৭)

কহে সীতানাথ রামারে পথে,
কর গিয়া ছল অদ্বৈত না এল,
থাকিব আমি নন্দন গৃহেতে ।" (২৬৮)

হেথা ভাবনিধি বসে সহস।
বিষ্ণু পূটাপরি ভীষন হুঙ্কারি
“নাড়া এলো, এলো”—বদনে ভাষা । (২৬৯)

দেব নিত্যানন্দ ধরিসা ছত্র,
বুঝি গদাধর সেবায় তৎপর
যোগা'লা কর্পূর তাধ্বনপত্র । (২৭০)

কেহ নম্র স্তবে কেহ বা সেবে,
সময় হেনই আইলা রামাই
দেখিয়াই প্রভু কহিলা তবে,— (২৭১)

“পবথিতে মোরে পাঠা'ল তোরে
নন্দনের ঘরে ডেকে আন তারে
দেখুক ঠাকুরানী প্রাণত'রে ।” (২৭২)

রামাই মুখে শুনি শ্রীঅদ্বৈত
নিজ ভাগ্যে সুখী ক্ষণে থাকি থাকি
ক্ষা'লা পথে পথে করি দণ্ডবৎ । (২৭৩)

পূর্ণৈর্ধাময় দেখিলা মূর্তি ;
আত্মাক্ত স্তম্ভ করিতেছে স্তব
নিখিল বিশ্বের আনন্দপূর্তি । (২৭৪)

কহে বিশ্বস্তর অদ্বৈতে চাহি,
“তোরির সংকল্পে ছাড়ি ক্ষীরতলে
তোর আরাধনে নামিষু মহী ।” (২৭৫)

অসহিষ্ণু হ'য়ে জীবের তুংখে,
আনিলি হুঙ্কারে তাদের উদ্ধারে
জন্মিল গণ যে সব চৌদিকে ।” (২৭৬)

শুনি উর্দ্ধবাহ অদ্বৈত কাদে ;
পূজি পাদপদ্ম মঙ্গলের সম্ম
স্তবিতা আনন্দে গৌরাক্ষ চাঁদে । (২৭৭)

পড়িলা সাষ্টাঙ্গে শ্রীপাদমূলে,
সর্বভূতস্থানী প্রভু অল্পধামী
অদ্বৈতের শিরে দিলা পা তু'লে । (২৭৮)

অননি ধ্বনি হরি হরিনোল
উঠিল গজ্জিলা জয় জয় দিয়া
অপূর্ব হেরি সবাই বিহ্বল ! (২৭৯)

প্রভু-ইন্দ্রিতে উঠিল মঙ্গল ;
নাচেন অদ্বৈত ভঙ্গালীলা কত
নিতায়ে চাই হ'লা ঢল ঢল । (২৮০)

নিজ গলা হ'তে থুলিয়া নালা
দয়াল গৌরাক্ষ কিবা তার রঙ্গ,
অদ্বৈত গলে আপনি পরা'লা ! (২৮১)

বর নাগ বলি কহেন তাঁরে
শুনি সীতানাথ বোড় করি হাড়
“সকলি পেয়েছি” কহিলা গোরে । (২৮২)

“যদি আর কিছু থাকে অলঙ্ক,
তুমিহঁতো জান কর সে বিধান,”
কহিয়া অদ্বৈত রহিলা স্তব্ধ । (২৮৩)

মন্তক ঢুলায়ে কহে নিমাই,
“ব্রজাদি তুলসী ৬কতি-বৈভব
বিলা’য়ে দিমু ঘরে ঘরে বাই।” ২৮৪

কহে অধৈত “যদি ভক্তি দিবা
কীশুদমুখেরে দিবা অকাতরে
আচণ্ডালে হরির নাম দিবা।” ২৮৫

প্রভু বলে, “সত্য এ অঙ্গীকার,
দিমু এই বর, হব না কাতর
বিলা’তে ভক্তি জাতি-নির্কিচর।” ২৮৬

জীব প্রতিনিধি অধৈতচাঁদ
করায়ে স্বাক্ষর লাগা’লা যোহর
জীবভাগ্যপত্রে পাতিরা ফাঁদ। ২৮৭

আর চিন্তা কি, কি তপ কলির।
চাঁদ ঘরে বরে বেটে দেয় কবে
কে কবে করে বাচ’ঞা শরীর ? ২৮৮

অসাধনে ধন, কুপায় মিলে,
শ্রীঅধৈত নিধি, হলো প্রতিনিধি
তঁার কাঁধে ফে’লে বস সকলে। ২৮৯

প্রভু অধৈত বাব হিত চায়,
তাহার অন্তত হয় অসম্ভব
অধৈত শরণে নিতাই পায়। ২৯০

আইলে নিতাই গোবা কি দূরে ?
পাইলে সে গোরা রাখাক্ষর ঘোড়া,
পরতত্ত্ব বা নামেতে বিহরে ! ২৯১

নামের পাছে আসে তিন প্রভু,
একে একে একে তাকে তাকে থাকে,
শিশু-নাম-সদ না ছাড়ে কভু। ২৯২

প্রোসেন্ন হাটে চাঁদের বাজার,
আনন্দেই বেলা, বেচা কিনা খেলা,
অপাণ্ডিয়া গাই প্রোয়াপ্রধার। ২৯৩

অনন্ত কীর্তন শ্রীধাসঘরে
বহিরঙ্গ হাসে, প্রেম যায় ত’বে
কপাট এঁটে লয় বহির্জারে। ২৯৪

প্রেমতরঙ্গে মত্ত নৃত্যপর
প্রভু সর্বদৃঢ় ডাকে “পুণ্ডরীক”
টলিল মন চটুপ্রায়ে বর। ২৯৫

কখনো দিনে আ’লা নলীয়া পুরে
অদ্বুত যোহাও, বিলাসে ফুড়ায়
প্রেমিক বলি কে চিনিতে পারে ? ২৯৬

গদাধরে নিলা বৈষ্ণব দেখা’তে
দত্ত শ্রীমুকুন্দ স্বদেশে সম্বন্ধ
দে’খে সন্দেহ গদাধর চিতে। ২৯৭

বুঝি মুকুন্দ গাহে ভক্তিলোক,
করী-আক্ষালনে যথা পদ্মবনে
দে’খে গদাধরে ছুটিল চোখ। ২৯৮

অপরাধ গণি গদাই মান,
হইলা দীক্ষিত প্রভুর ইচ্ছিত
পুণ্ডরীকবিদ্যানিধির স্থান। ২৯৯

বক্ষে ধার প্রভু সে পুণ্ডরীকে
জুড়াইলা প্রাণ জুড়ানিয়া প্রাণ
প্রেমনিধি ক’লা বিদ্যানিধিকে। ৩০০

লীলাসিদ্ধুর শ্রীনাথ-হল্লোলে
বিহরে সদাই গৌরান্বিতাই
আনন্দ-ভরলী ভাসায়ে অলে। ৩০১

শচীর মন্দির শ্রীধাসঘরে
উদয়াভাচলে চন্দ্রস্বর্ষা খেলে
গজার কোলে কমল সীতারে। ৩০২

দ্রবব্রজময়ী জাহবীপ্রোভে
ভাসে খন ব্রজ বিধা লীলাকর্ষ
গৌরান্বিতাই ছক নিয়া সাধে। ৩০৩

একে গঙ্গা তাথে তুলসী ভাসে
তাথে দুটি ভাই শ্রীগৌরনিতাই,—
‘সার তীর্থ কি ?—সার শুদ্ধ কিমে ? ৩০৪

তাই বা কেন, ভক্ত-মুকুরে
প্রভু-বিশ্বামৃত শ্রীনামে ভারিত
একটি ভক্তে কত তেজঃ ফুরে ! ৩০৫

শ্রীনবদ্বীপের তুলনা নাই
গঙ্গাতট-ফেন নবদ্বীপ যেন,
হেন কত ভক্তে চিত্রিত তাই ! ৩০৬

শচী চ’লা পুন ভপুত্রের মা,
স্বপ্নে রুমরায়, গুহ কেলিদায়,
নিতানন্দে নাতি পর-গণনা । ৩০৭

এক মা মালিনী, আর শচীমা,
করে আনাগোনা নবদ্বীপ থানা,
নিতাই-প্রেমের আছে কি সীমা । ৩০৮

চন্দ্রচূড়ামণি চৈতন্যদেব
ফলে মৎস্ত-কৃষ্ণ, ফলে গোপীপদ্ম,
ফলে বা অকুর, ফলে উদ্ধব । ৩০৯

ভাবপুষ্প, সোণার চাঁদ বৃক্ষে
অবিরল ফুটে, প্রতি অঙ্গে লুটে
মধু চোলে দেয় ভক্তির শিক্কে । ৩১০

প্রেমসমুদ্রে ভাবরত্নচয়
ভে’সে ভে’সে ভে’সে দীপ্তি দেয় হে’সে
মাতৃনয়নে স্নানুপ্তি না হয় । ৩১১

একদা ভিক্ষুক আইল এক
করেতে ডমরু, ইষ্ট শিবগুরু
নেচে গেয়ে করে অমৃতসেক । ৩১২

ভাবে প্রভু তার বন্ধে আরোহি,
কত প্রেমানন্দে নাচা’লা বলদে
কৃতার্থ ভিক্ষু ভিক্ষাকুলি বহি । ৩১৩

নদীয়া-লোক অবাক্ নিরাশি ;
নাম-মহোৎসবে নেত্র-গঙ্গোৎসবে
প্রকৃতিমধুর অমৃত চাপি । ৩১৪

শ্রীবাসমন্দিরে গঙ্গার থেলা ;
দিবসরামিনী নামামৃত ছানি
গঙ্গাশোতে প্রভু ঢালিয়া দিয়া । ৩১৫

‘ডুবি ব্রহ্মশিবদেবমন্দিরে
নর কি কিম্বর সিদ্ধ চরাচর
কাদিয়া বিভোর পাঠিয়া ভাব । ৩১৬

চন্দ্রভাসুতারা স্থিরাদোমুখী
সেই সূধা পিয়ে নাম গে’য়ে গে’য়ে
ছড়ায় গগণে গগণ-পাখী । ৩১৭

সিদ্ধ লালায়িত অমৃত-লোভে
জলদ-জিহ্বায় গগণের গায়
লেহি লেহি ঘন উৎলে ফোভে । ৩১৮

বায়ু মুহুমন্দ অমৃত-ভারে
ছড়ায় দিগন্তে দিয়া অকুটন্তে
ফুটায় তরলতে থরে থরে । ৩১৯

কমল হা করি উলরে ভরে
সেই নাম সূধা নিভাইয়া কৃধা
অমরে পিরা’তে আদর ক’রে । ৩২০

পিক সে অমৃত কর্তেতে পুরে,
অহুরাগ দিয়া অহুপরাগিয়া
কুলের কোণে জাগায় বঁধুরে । ৩২১

সমীরে আলিঙ্গি ভূধরগণ
প্রোথামতে ভোর নয়নে অঝোর
নির্ঝর বরিছে জগপাথন । ৩২২

শিরো’রত করি চাহিছে গিরি
প্রফুল্লবদনে নদীয়ার পানে
নিরাশিতে যেন নদীয়া-মধুরী । ৩২৩

যাযিনীর কপ, দিবার আঁখি
পিয়ে নাম সুধা, পিয়ে রূপ সুধা
কৃতার্গ হইলা কলিতে থাকি ! ৩২৪

উৎসব-উৎস নদীয়া নগরে !
হিন্ম প্রভু মি'লে খোলকবতালে
জগৎ ভাসা'ল'-প্রেমবল্লা-ধারে । ৩২৫

কাদিতে কাদিতে আকুলগোবা :
গোরার নটন ক্ষীরোদ-মগুন
ছাকা সুধা ভাসে তরঙ্গভবা । ৩২৬

ঠাকুর হইয়া বসেন যবে,
মোড়শোপচারে সবে পূজে তারে
স্ববস্ত্রিতৈদুতানুগে সেবে । ৩২৭

ভোগ, আরতি, ধূপ, দীপ দিয়া
জলন্ত অর্চনা করে ভক্তগণা
হৃদ্বনি করে এয়রা গিয়া । ৩২৮

বর, অভয়, প্রসাদ শ্রীপ্রভু
খিলায়েন সাধি করুণার নিধি
পদ দেন কারো শিরেতে কহু ! ৩২৯

কি দেবতা তারা পূজিয়াছিল !—
মুখে দিলে লয়, চে'সে কথা কয়,
যাতুম ছাড়ি কে কবে পূজিল ? ৩৩০

মুখ দোখ না খাওয়াই করে ?
না দেখিয়া কটি কে পরায় খটী ?
খাটি সেবা নয় জীবন্তে মে'রে । ৩৩১

নামাহুকীর্ণনে ভাখিল ঘুম
জগতের ঘুম, ভকতের ঘুম,
পাখণ্ডীর কোপ না পে'য়ে ঘুম । ৩৩২

চকোর চাদের সুধা বে খায়,
পেঁচা নিম্ নিম্ নিম্ নিম্
নিমাই বলিতে কিহা শুকাই । ৩৩৩

যহা দাব-লীলা গোবার বাহা,
সে বড় অদভুত, পাকে মুর্ছাগত
প্রহর কি দিন, উকাত "চাঁচা" ! ৩৩৪

"বোল বোল" করি হকার পুন,
উঠেন গর্জিয়া গগন কাঁপা'রা
চাঁদ আলঙ্কিতে সিন্দুটি বেন । ৩৩৫

বিষ্ণু খট্টা' পরে বিরাকমান,
যজ্ঞ গোবন্ধ'ন কবন ভোজন
উদব না ভরে কেবল "আন" । ৩৩৬

প্রভ-ভাত্যাকাশে কত না চাঁদ,
লভু-নেত্রাকাশে কত মেঘ খসে
তা শুবে স্বীহোদ-মগুন-জাদ ! ৩৩৭

বহিল না পাপ, বল না গিরি,
পাখাণাদি সব হ'য়ে গেল দ্রব
কলি লোটাঠিয়া কহিছে "হরি" । ৩৩৮

দেশের মধ্যে নবদ্বীপ শির ;
শ্রীবাসের দ্বার, তাপে সহস্রার
তাথে প্রেমানন্দ-রস-উদ্গীর । ৩৩৯

"পীড়া পীড়া পুনঃ" ভকতগণ,
শেষব্রহ্মশিব, চরাচর, দেব,
কি ভাগ্য অহো ! আনন্দে মগন ! ৩৪০

জয় অষ্টোত্ত গৌরনিত্যানন্দ,
জয় হরিনাম, জয়তি শ্রীধাম,
জয়রে জয় গৌরভক্তবৃন্দ । ৩৪১

জয় শ্রীমদজ, শ্রীকরতাল,
জয় শ্রীমন্দির, জয় শ্রীমঞ্জীর
"কুহু" পদে র'খু বাজিল তাল । ৩৪২

জয় নেত্রগঙ্গা, ফুলের মালা,
জয় শ্রীচন্দন, অঙ্গে বিলপন
জয় পুটোত্তরী বিদ্রাজ বলা । ৩৪৩

জয় জয়রে শ্রীযুগল বাহু
 শ্রীযুগলপাদ- নখে-নখে-চাঁদ
 গাসে যাকে কোকনদ-রাস্তা । ৩৪৪

জ্যৈষ্ঠরত্নী, কৌমুদমণি,
 কেরুর, ককন, ঢলিছে মোহন,
 নৃত্যসঙ্গে করি মধুব ধ্বনি । ৩৪৫

ভাব-লাবণ্য-সুধা-স্বন্দবিন্দু
 ঝরিছে উদার অমৃতের সার
 প্রেমাদিন্দুর বিন্দু বিন্দু ইন্দু । ৩৪৬

কি শক্তি দিল "হরেকৃষ্ণ" নামে
 মাতিয়া মাতাল প্রতিধ্বনি র'ল
 এখনো বা উঠে শ্রীদামে-দামে । ৩৪৭

এখনও বা উঠে প্রাণে প্রাণে,
 মগ্ন কেন্দ্রে কেন্দ্রে রবিতারাচন্দ্রে
 ভূধরে কন্দরে সিদ্ধগগণে । ৩৪৮

শ্রীপ্রভুর সাত গ্রহের লীলা
 মহা অভিষেক বর্ণনাতিরেক
 শ্রীবাস-দাসীরা সফল হ'ল । ৩৪৯

প্রতি ভক্তে কৃপা করিলা যাচি,
 শুধুকে যেমতি, শ্রীধরের প্রতি
 বা ক'লা, পেল তরকারি বেচি । ৩৫০

অষ্টসিদ্ধি সাধে ঠাকুর তারে,
 ভক্তে কি তা লয় ? —সে তো সাধা নয়,—
 মাথা তুলি দেখে মুরলীধরে । ৩৫১

ঢলিয়া শ্রীধর পড়িলা ভূমে,
 কর্তে সরস্বতী ফুরিলা শক্তি
 শুবিলা শ্রীধর অদ্বুত শুবে । ৩৫২

সাধেন শ্রীধরে না লয় বর ;
 অগত্যা মাগিলা, "বে ব্রাহ্মণ নিলা
 খোলা পাত কাড়ি কোন্দলপর" । ৩৫৩

"হোক সে ঘোর জয় জয় নাথ ! —
 তারে আমি চাহি অল্প বাঞ্ছা নাহি" । —
 করি কাদিলা তুলিয়া হাত । ৩৫৪

প্রভু বলে "নে কোন রাজ্যোপদ"—
 কচিলা শ্রীধর, "ভাড়াপি যে তোর,"
 নাম গেয়ে যেন সৈবি ওপদ" । ৩৫৫

প্রভু কহেন "তুই মোর দাস,
 এই নে শ্রীধর, ভক্তিযোগ দড়
 দোখিল যবে এ মোর প্রকাশ" । ৩৫৬

বেদগোপা ভক্তি শ্রীধর পে'ল,
 মহা জগদ্বান উঠিল অমান,
 বৈষ্ণবমণ্ডলে আনন্দ হ'ল । ৩৫৭

কীর্তনান্তে গঙ্গার জলকৈল,
 গঙ্গাদেবী-ভাগা হই'লেক শ্রাব্য
 অঙ্গে মাখি বৈষ্ণবাদের ধূলি । ৩৫৮

ডুব দিতে প্রভু যখন ভাসে,
 দুটি পদতল কোমল শীতল
 কোকনদ যেন ফুটিয়া হাসে । ৩৫৯

নিতাই গোরান্দ খেলে কি রঙ্গে !
 নিতাই অদ্বৈতে জল ছিটাইতে
 কোন্দলভঙ্গী গঙ্গার তরঙ্গে । ৩৬০

উদয়াস্ত খেলা চাঁদের হ'ল ;
 চাঁদ ডুবে যবে, ভাবে ভক্ত সবে—
 "অই যে পুন উদিল উদিল" । ৩৬১

মুন্দর সোণাল মাখন-তনু
 মিশে বুঝি গেল, ভক্তে ভর হ'ল
 লুকার যথা মেঘে রামধনু । ৩৬২

গুরুর-রক্ত-কলসী তুলে
 দেবী শ্রীজাহ্নবী মাখি কেন হরিঃ
 অভিষেক ক'লা দুগধ ঢেলে । ৩৬৩

তুলি পদ গোরা পুলিন-স্তনে
করিল মর্দিত, পদচিহ্নাক্ত
বিদায় করিলা কৃতার্থ যেনে। ৩৬৪

ভলে স্থলে এই প্রভুর লীলা! —
গৌরঙ্গ দেখিতে দায় পথে পথে
নদীয়া-লোক, আনন্দের মেলা। ৩৬৫

প্রভু নবদ্বীপে সুমেরু-ভূজ,
কে না তারে চিনে, কে না যুদ্ধ গুণে,
সদা উড়ে হরিনামের ভূজ। ৩৬৬

অষ্টমত নিতাই তবাহ্ বাব,
তুলি সে ছবাহ্, বিহরেন প্রভু
মাহত হ'য়ে কলি-গজপরা। ৩৬৭

জয় পতাকার স্বর্ণ নেতে।
হরিনাম লেখা, মণিময় রেখা,
বিশান ফুরিয়া উঠে স্বর্গেতে। ৩৬৮

ইন্দ্রচন্দ্রানি দেখে নবদ্বীপে,
অমরা উদ্ভাস, চতুর্দিকে হাস,
নন্দনকাননে কুলের ক্ষুণ্ণিত। ৩৬৯

চন্দ্র সুধা খেল সে ফুল তুলি;
তারকা চকোরে বেটে দিল করে
পূরিল গুহুখে আপন ঝুলি। ৩৭০

অমরা ভরিয়া পড়িল সাড়া,
গন্ধর্ব্ব অঙ্গুরী আসি বিদ্যাধরী
উৎসবে শিল নামানুতধারা। ৩৭১

সবাক্ষবে ইন্দ্র অমরা-পতি
মন্দারক ফুলে মন্দাকিনী জলে
পূজিলা সে নাম বিগুহুমতি। ৩৭২

নাম-সুধাক্ত অই পতাকা—
প্রভুর রসনা— করিছে ঘোষণা—
“নাম বিনে ভবে সকলি ফাঁকা”। ৩৭৩

উড়িতে পতাকা নামের সুধা
পড়িল সাগরে “টপ টপ” ক’রে
ক্ষীরোদ তা দিয়া নিভা’ল ক্ষুধা। ৩৭৪

অবশিষ্ট যা ফলিল রতন;
যানসেতে প’ড়ে পদ্মজন্ম ধ’রে
সন্তোষিল যোগী-ঋষির মন। ৩৭৫
সে পতাকা-ছায়া সজ্জন-চিত্রে,
পতি ভক্তচিত্রে, যথা দর্পণেতে,
বিস্তৃত হ’য়ে সিঞ্চিল অমৃত্রে। ৩৭৬

হেথা নিত্যানন্দ উলঙ্গ বেশে
প্রেমোন্মত্ত মনে গৌরঙ্গ-অঙ্গণে
যান ক্ষণে ক্ষণে নাম-আবেশে। ৩৭৭

শ্রীহস্তে প্রভু পরা’ন বসন;
কিসে কিবা কহে দিশা নাহি দেখে
এক ক’তে আন করে রটন। ৩৭৮

প্রভু কহেন “পরহ বসন”;—
নিত্যানন্দ কয়, “খেতে ইচ্ছা হয়”
এহেন কত রঙ্গ আলাপন। ৩৭৯

শচীমা দিলেন সন্দেশ করে
খাইয়া একটি, ফেলিলা তিনটি,
আরো আনিতে কহে শচীমারে। ৩৮০

সন্দেশে মাতা কহিলা—“বাহা,
আর কোথা পাব, কেমনে বা দিব,”—
কহে নিতাই “মা, কখনা সাচা”। ৩৮১

পাক দিয়া আই দেখিলা বরে,
পাইয়া সন্দেশ ফিরিয়া সন্দেশ
পাইয়া দিলেন নিতাই-করে। ৩৮২

ভাবে গদ গদ কহিলা মাতা,
“আর কেন ভাঁড় বুঝিছ ব্যভার,
তুমি সে ঈশ্বর পরমপাতা”। ৩৮৩

নিগম-গোপ্য নিত্যানন্দ-লীলা,
ভাবানন্দ লীন ত্বদিন কি তিন
ধাকেন মুচ্ছিত গৌরাঙ্গ-ভোলা । ৩৮৪

অক্রোধ পুরুষ সদা-আনন্দ,
সদা বাল্যভাব, সরলস্বভাব,
কণ্ঠে বা লক্ষ্য, কণ্ঠে গতি মন্দ । ৩৮৫

যা তাঁর কিছু সকলই খেলা ! —
জীবের সম্পদ, প্রভু তাঁর পদ
পুঞ্জিয়া শ্রীমুখে যশঃ গাহিলা । ৩৮৬

কহিলা প্রভু “তনু ভক্তগণে,
কৃষ্ণরসোৎসব— ব্রজের বৈভব—
পর্যাপ্তি—নিতাই রূপা বিনে” । ৩৮৭

“নিত্যানন্দের পাদোদক বিনে,
তাঁর পদরঞ্জ— সৌভাগ্য-সরোজ—
মন্তকে না নিলে, মিলিবে কেনে ?” ৩৮৮

“কৃষ্ণের কে আছে নিতাই বিনে ?
কারুণ্যের নিধি নিত্যানন্দ যদি
করুণা করে, কৃষ্ণ হয় কিনে । ৩৮৯

“নিতাই-দত্ত এই যে কোপীন
খণ্ড খণ্ড কর, সবে শ্রদ্ধাপর
বোধহ উন্মীষ হইয়ে দীন ।” ৩৯০

“নিতাই-পাদোদকামৃত পিয়া
লভ শুদ্ধ ভক্তি এই মোর যুক্তি
সর্বজ মাথ পদধূলি নিয়া ।” ৩৯১

প্রভু আজ্ঞাপর ভক্ত যত
উষ্ণি গঙ্গা নিয়া পদ পাখালিয়া
পান ক’লা সবে মনের মত । ৩৯২

বাহু নাহি, যুগ্ম হাশে নিতাই ;
নিজে গৌরমণি কোতুকের খনি
নিতাই-পাদোদক দিলা লুটাই । ৩৯৩

পাদোদক পানে প্রমত্ত সবে
পাগলের প্রায় “হরি হরি” গায়
এর চেয়ে যেন কিছু না ভবে । ৩৯৪

উঠিল মঙ্গল-লহরে প্রেম,
প্রেম নিয়ে বৃকে বৃকে বৃকে মে’খে
কিবা সুখে তারা বিলায় ক্ষেম । ৩৯৫

কত ঢলাঢলি ধুলির টান,
বাঁজা ধূলি নিতে, বাঁজা তা না দিতে
দৈন্তবিনয়ে মাথা প্রতি প্রাণ । ৩৯৬

শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-চাকু-চক্ষ
নাচে ভাববোণে প্রেম-অমুরাগে
হইয়া ভক্ত-তারাবলী-কেদ্রে । ৩৯৭

সুধা পিয়ে পিয়ে কেউবা হাসে,
হরিহরি-বোল, লম্প রাম্প কোল,
কেউ বা কেঁদে কত দৈন্ত ভাষে । ৩৯৮

প্রবেশ ছিল শুধু অন্তরঙ্গ ;
বাল বৃদ্ধ যুবা পুরুষ নারী বা
সবেই লুকে কীৰ্ত্তন প্রসঙ্গে । ৩৯৯

প্রভুর কীৰ্ত্তন বিচিত্র এক,—
ছিল এই কথা— প্রচার বরুণা,
প্রাণে চায় করিতে পরতেখ । ৪০০

পঘিণীরা আসে হাসিতে শুধু ;
জোভে সে চাতক, কোপে সে পেঁচক
ফিরে যায় ঠেকে নিন্দিয়া বিধু । ৪০১

প্রভুর কীৰ্ত্তন মন্দিরে আঁটা ;
নাচেন হুভাই শ্রীগৌরনিতাই
বৈষ্ণবে বাড়িল বৃকের পাটা । ৪০২

শ্রীবিষ্ণুর-দয়া-পারাবারে
আর এক নব— তরঙ্গ-উদ্ভব—
ইচ্ছাময়ে ইচ্ছা নাম প্রচারে । ৪০৩

শ্রীনিত্যানন্দে আর হরিদাসে
করিলা নিয়োগ দিতে ভক্তি যোগ
বিলাইতে নাম কাঞ্চালবেশে, ৪০৪

উদ্ধারিতে জীব, নাম-অমৃত
যে'তে বিনা মূলে ব্রাহ্মণ চণ্ডালে
দিতে ঘরে ঘরে করিয়া প্রীত।— ৪০৫

কৃষ্ণনাম সার জীবের বন্ধু,
কৃষ্ণ প্রাণ প্রিয়, স্নেহের অমিয়,
কৃষ্ণে অভিন, স্নেহ-মধু-সিদ্ধ। ৪০৬

শ্রীনাম প্রচারে বে'বল তারা,
ফুকরি ফুকরি “বল হরি হরি”
প্রভুর আশ্রয় আনন্দভরা। ৪০৭

দিনযনি' চির বিতরে দিন,
এর চেয়ে দিন সকল মলিন,
আজি সে তরিল কাঞ্চাল দীন। ৪০৮

গৌর-গরি হ'তে ছইটি ধারা
পাখালি মলার অই ব'য়ে যায়
সুধাবারি দানে জীয়ে মড়া। ৪০৯

শুকতরুতে মুকুল বেরল;
ভূমি যা উষর আজি সে উর্বর
স্নানে পানে তপ্ত শীতল হল। ৪১০

নিতাই যেন পথের কাঞ্চাল
কতই কাতরে যাচেন লোকে
কেউ দয়া করে যে জন ভাল। ৪১১

কেউ নাম নিলে কৃতার্থ হন,
মত মন্দ লোকে গালি পাড়ে তাকে
তাদেরে হাসিয়া মধুর কন। ৪১২

শ্রীনিতাই যেন কতই ঋণী;
“গৌরাঙ্গ দোহাই, কৃষ্ণ কহ ভাই”—
কহিয়া তিনি বেড়া'ন অমানী। ৪১৩

জীবমুখে নাম করেন ডিঙ্গা
কেউ মুখে বন্দে, কৃষ্ণ করে নিন্দে,
পাষাণী চাহেনা নামের দীক্ষা। ৪১৪

তবুও তাদের ধরেন গলে,
অক্রোধ আনন্দ! রায় নিত্যানন্দ
কেউ ছুটে বলে, কেউ বা গলে। ৪১৫

একদা ধরিতে দেখিলা পথে
পতিত ভয়াল, ছইটী মাতাল
উদ্যত লোকে মারিতে ধরিতে। ৪১৬

লোকের মুখে জানিলেন তথ্য—
জন্ম উচ্চকূলে ব্রাহ্মণের ছেলে
নবদ্বীপেতে প্রবল প্রমত্ত। ৪১৭

মদে এদের এই সর্বনাশ
হানা ডাকাচুরি, খুন, মারামারি,
বল, অত্যাচার, নিত্য অভ্যাস। ৪১৮

হেন পাপ নাই এরা না করে;
এ ছই ভুট্টেরে কে না ভয় করে?
সাক্ষাৎ নরক বিধা হয়ে চরে। ৪১৯

জগাই মাধাই এদের নাম;
শুভ দিন এল, পূর্বে কেবা ছিল,
শাপগ্রস্ত বুঝি এলো এ ধাম। ৪২০

নিতাই চাঁদের দয়া যে হল।—
অমাবস্তা তিথে চাঁদ ফুটাইতে
নিতাই করুণা প্রকট ক'ল! ৪২১

কহে নিতাই ব্রহ্মহরিদাসে,—
গোরা-কৃপামুতে নাম সঞ্চারিতে
পতিত সুযোগ্য পাত্র এই সে”। ৪২২

হরি দাস কহে “করুণা ভোর”,—
মদের যে মদ নিয়ে সে সম্পদ
ষায়রে নিতাই প্রেমিতে ভোর। ৪২৩

নিকটে যেতে 'হরিবোল' বলি,
দুইটা মাতাল অম্বর করাল
ধাইল বেগে ; জীবোদ্ধার ফেলি । ৪২৪

কষ্টে প্রাণ লয়ে আইলা দোহে,
জগাই মাধাই কেমন দুভাই
বর্ণনা এ লীলা-চরিত্র বহে । ৪২৫

জরাসন্ধ ভয়ে পলা'ন করি ;
এও সে মাহাত্মা, করিতে আশ্রয়,
হার মানি রূপা শারে নেহারি । ৪২৬

প্রভুর সভায় উঠিল কথা,—
কহে নিত্যানন্দ জগামাধা-কাণ্ড,—
“এ দুই ছাড়িয়া প্রচার রূপা” । ৪২৭

“এ দুটার পথ করিতে পার,
তবে বুঝি তুমি দয়াময়-নাথ
বুঝিব নাম-মহিমা অপার” । ৪২৮

“পতিত পাবন হে সত্যবত,
এই রূপা কর, তাদের উদ্ধার
উদ্ধারি মোবে মহিমা কি তত” ? ৪২৯

কহিলেন প্রভু অমৃত ভাসে—
“যে পেয়েছে তব দরশন শুভ
তাহার উদ্ধারে বাকী কি আছে” ? ৪৩০

শ্রীমুখবাণী শুনি ভক্তগণ
জয় জয় ধ্বনি করিল তখনি,
আনন্দোচ্চ্বাসে প্রফুল্লমন । ৪৩১

একদা নিতাই গভীর নিশে,
নগর এমিতে শুনিল চকিতে
জগা মাধাই “কেরে কেরে” ভাষে । ৪৩২

“কিবা নাম তো'র” শুনি জিজ্ঞাসা,
কহে অবধূত “নাম অবধূত”—
বাণ্যভাবে কহে মধুর ভাষা । ৪৩৩

উদ্ধার করে এসেছে নিতাই ;
শুনিয়া অদ্বৈত নাম অবধূত
শুভ লগনে কুপিল মাধাই । ৪৩৪

জগৎ আজ চিনিবে নিতাই,
অদ্বৈত চরিত্র জীবের বহিন,
প্রেমের বৈচিত্র্য দেখবে ভাই ! ৪৩৫

শত্রু মিত্র আজ কাঁদবে দে'থে
শুভিত ব্রহ্মাণ্ড হবে দে'থে কাণ্ড,
আদর্শ দুঃখী সে পতনের দুখে । ৪৩৬

অক্ষয় সুশিক্ষা জগতে রবে,
শুনিলে কথাটা মারে যে গুণাটা
অলস্তু ক্ষমা দেখা'বে সে ভাবে । ৪৩৭

ক্রোধ নাই, হেন নিতাই বিনে,
প্রেমানন্দময়, রূপান্ত, অভয়,
খুঁজিবে কোথা দেখিনে দেখিনে । ৪৩৮

মটকী ফিকে মারিল মাধাই,
নিতাইর শিরে রক্ত রাধা ধরে
তবু যাচে নাম প্রভু নিতাই । ৪৩৯

“বোল, মাধাই, হরি বোস” ব'লে,
কোল দেন ধ'বে, প্রেমে মাধায়েরে
প্রেম বিলা'ন রক্তধারাছেলে । ৪৪০

নিজ রক্ত দিয়া নিশ্বাসে পানী,
হেন কন্ড যার, দয়া-অবস্তার,
ভজ সে দেবে প্রাণমন সাঁপি । ৪৪১

সম্মাসী-শিরে রক্তপাত ছেরি,
মাধাই মারিতে জগাইর চিতে
দয়া সঞ্চারিল, রাখিল ধরি । ৪৪২

“কি করিলি ভাই, গুরে মাধাই,
একে তো বিদেশী, তাতে সে সম্মাসী
সম্মাসী মারি নব্বরে ভাণাই” । ৪৪৩

আশ্রয় দেখি জগাইর দয়া,
প্রভু নিত্যানন্দ পাইয়া আনন্দ
জগায়ে করিলা আপন-কায়া । ৪৪৪

জগাই-বাক্যে, সাধুদল-গুণে
মাধা'য়ে চৈতন্য, উপজিল দৈন্ত,
ওস্তিত র'লা সঙ্কুচিতমনে । ৪৪৫

জগাইর নেত্রে আসিল বারি,
তুই এক বিন্দু — প্রেম-স্রোত-ইন্দু —
নিভাট বা দিলেন কৃপা করি । ৪৪৬

পাপ গেল তার অশ্রুতে ধু'য়ে,
গুনার নাডায় বিঘ যথা যায়
পাপের মড়া উঠিল বাঁচিয়ে । ৪৪৭

বুদ্ধি-উজ্জ্বল্য, প্রেমের সঞ্চার,
ঘটে যার ভালে স্রুতির ফলে
কুপে মাণিক —, সেই সে নিস্তার । ৪৪৮

হকভূমি দিয়া উৎস কুটে,
সাধুর শোয়াসে করুণা-বাতাসে
অঙ্গারে আগুন জলিয়া উঠে । ৪৪৯

পাপ যেই দাস্তি, খাটিতে খাদ ;
টিকে তা কদিন, এলে শুভ দিন
ভাঙ্গে সে চমক, দম-প্রমাদ । ৪৫০

আইলা প্রভু সান্নিপাতে তথা,
ডাকে "চক্র চক্র," ভাগ্য নয় বক্র
নিভাইর প্রাণে লাগিল ব্যথা । ৪৫১

জগার মাধার জীবনভিক্ষা
মাগিলা গোসাক্ষি দয়াল নিভাই
কহিলা জগার প্রেমের নীক্ষা । ৪৫২

মাধা মারিতে রে'খেছে জগাই,
শুনি বিধস্তর আনন্দিত বড়
জগাইরে কোল দিলেন বাই । ৪৫৩

কৃষ্ণের কৃপা-পাত্রে জগাই,
রাখি নিভাইরে, কিনিলি আমারে
প্রেমভক্তি তোর ক্ষুণ্ণ তাই । ৪৫৪

জগারে বর দেপি ভক্তগণ
গাহে "জয় জয়," প্রেমোৎসবময়
মূর্ছা পে'রে জগা পড়ে তখন । ৪৫৫

কহিলা প্রভু "দেখ'রে, জগাই —
দেখ'নেত্র স্থলি, হারে, ভাগ্য বলি," —
চতুর্ভুজ মূর্তি দেখিলা চাই । ৪৫৬

মূর্ছা এলো পুনঃ পুনঃ বকে ।
বক্ষে শ্রীচরণ করিলা অর্পণ
কাজলনিধি, তরা'লা মূর্ছাকে । ৪৫৭

জাগিল নিবেদ মাধার প্রাণে,
জগার স্রুতি, প্রভুর চরিত,
নিরখি মাধা পড়িলা চরণে । ৪৫৮

প্রভু কহে, "তোর নাহিক ত্রাণ,
নিভাই হিংসিল, শোণিত পাড়িলি"
মাধাই কহে "দেখাই প্রমাণ" । ৪৫৯

"অসুর-বাণে বিদ্ধ হ'য়ে তুমি
তাদেরে সম্পদ দিলে হে শ্রীপদ"
"লগ্নু সে দোষ" কহে লোকস্বামী । ৪৬০

মাধা কহে, "মোর নাই কি গতি" ? —
নিভাই চরণে অপরাধ গণে
কহিলা প্রভু, "কর গিয়া রতি" । ৪৬১

প্রভু আজ্ঞা পে'য়ে ধরিল মাধা
নিভাই-চরণ অমূল্য-রতন
যোগি-ঋষি বারে ধোয়ায় সদা । ৪৬২

প্রভু বলেন "ঠেকেছ নিভাই
করুণা না ক'রে পার কি তাহারে" ?
কহে নিভাই, "ভদ্রী তব এই" । ৪৬৩

অম্বো, অম্বো মোর যা কিছু পুণ্য,
যদি কিছু থাকে সব দিহু ভাকে
অপরাধ তার না করি গণ্য। ৪৬৪

“মায়া ছাড়ি কৃপা মাধারে কর”
কহিয়া নিতাই প্রভু আজ্ঞা পাই’
আলিঙ্গন দি’লা মাধারে দৃঢ়। ৪৬৫

অলৌকিকের নিত্যানন্দ শক্তি !
আলিঙ্গি আবেশে মাধা-অঙ্গে পশে
মাধা পে’ল অপূর্ণ প্রেমভক্তি। ৪৬৬

মুহুর্তে কি হল পরশ স্পর্শে !
জগামাধা সোণা ত্রিদিবে ঘোষণা।
দোহে স্তম্ভিত করে পুলকহর্ষে। ৪৬৭

জগামাধা-তোরা প্রিয় বে মোর
ক্ষমিত হরিভ কোটি জন্মজিভ,
ক’র না হেন” কহিলা শ্রীগোর। ৪৬৮

শুনিতে তারা আনন্দে মুচ্ছিত ;
প্রভুর আশ্রয় ব’য়ে নিয়ে যার
প্রভুমান্দরে ভাগবত যত। ৪৬৯

কপাট পড়িল প্রভুর দ্বারে ;
শত শত ভক্ত গোর-অমুরক্ত
দাড়া’ল বেগ্নি নিত্যানন্দ-গোরে। ৪৭০

মধ্যে শায়িত জগাই মাধাই ;
বাজিলরে খোল করতাল রোল
উঠিল মঙ্গল মন্দির ছায়ি। ৪৭১

প্রেমানন্দ বহে অশেষ ঘন ;
তা দিয়া মজিয়া নামেতে শোধিয়া
করিলা শুদ্ধ বৈষ্ণব হুজন। ৪৭২

কহিলা প্রভু “শুন ভক্তগণ,
এই বৈষ্ণব জগতে হুজু
নিশ্চিন্তা পাপে ম’জনা কখন।” ৪৭৩

বহান্তোজ পড়ে জগামাধাই,
বর্গ-মর্ত্য-ভলে প্রতিধ্বনি ফলে
মধ্যে বসি শুনে গোরনিভাই। ৪৭৪

জগন্নাভা শচী, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া
দেখি সে উৎসব পরমবৈভব
ভাসিলা দোহে সুখসিদ্ধ দিবা। ৪৭৫

জয়াত শ্রীগোর অনিন্দ্যা বন্দা
জয় নিত্যানন্দ জয়দৈবতচন্দ
জয় শ্রীগণ গৌরভক্তবৃন্দ। ৪৭৬

জয় জগন্নাথ, জয় মাধব
তোমাদের ভাগ্য স্মরিলে আরোগ্য
বাহি তাই পদ রজঃ-আসব। ৪৭৭

নবযুগ এক শ্রীনবদীপে।—
“বলেন কি, একি, জগামাধা না কি,
বৈষ্ণব হলো, মুক্ত হলো পাপে।” ৪৭৮

হেন আলোচনা নগর ত’রে,
অলোকসামান্য গোর গণ্যমান্য
বৈষ্ণবের জয় নগর খুঁড়ে। ৪৭৯

দৈনিক হুজু কৃষ্ণের নাম
জপেন জগাই, জপেন মাধাই,
নয়নে অশ্রু বরে অবিরাম। ৪৮০

হাররুদ্ধ করি নিশার ভাগে,
শ্রীধাসঅঙ্গে নামাহুকীর্ণনে
নাচেন শ্রীগোর প্রেমাহরণে। ৪৮১

হুর্ভাগের ভাগ্যে ঘটনা দেখা ;
শ্রীধাস-শাশভী দিবা ডোল মুড়ি
দেখিতে বাহ্য, কপালে না লেখা। ৪৮২

জানিবা না ভাষে, কহেন গোরা
“আজিকা কীর্ণনে সুখ নাহি যনে
কেন বা হয় কৃষ্ণকৃপা ছাড়া।” ৪৮৩

“প্রেমহীন দেহ বৃন্দিকে খায়,
গা কামড়াইতে পারি না সহিতে
ছার দেহ ছাড়ি, বালাই যায়” । ৪৮৪

মহাত্মাসে বিশ্ব ভক্তগণ
প্রভু-বাক্য শুনি ফেটে যায় প্রাণি
‘যোরা অপরাধী, তাথে এমন ।’ ৪৮৫

“নচেৎ বহিরঙ্গ দেখি না এথা ;—”
অবেষণ করি পেল সেই বুড়ী,
চুলে ধরা, তাড়া, আর কি কথা ! ৪৮৬

গোরা-মুখচন্দ্র, শ্রীবাস-মুখ
হঠল উজ্জল, তা দেখে সকল
প্রিয় ভাগবত পাইল সুখ । ৪৮৭

একদা নাচিতে রসের গোরা
সলিলতরঙ্গে পয়া যেন রঙ্গে,
আবার যেন মকরন্দ-হারী । ৪৮৮

“প্রভু কহে” কেন জ্ঞান না পাই,
দাস্ত দৈন্ত যার, শুক অলঙ্কার,
“অপরাধ বৃদ্ধি কাহারো ঠাই ?” ৪৮৯

ঠাকুর যখন, নাড়া-শিরে পা,
পুন দাস্য নিয়ে পড়েন লোটায়
ভক্তের পদরঞ্জে মাখেন গা । ৪৯০

স্বয়ং না দিতে প্রিয় সে নাড়া,
নিছে পদধূলি প্রেমের পুটলী
অবৈতে জোয়ার, শুধিল গোরা । ৪৯১

শিখান ভক্ত-পদরঞ্জ-গুণ ;
লাভ বড় পেলে, ক্ষতি বড় দিলে
চরণ স্পর্শে ভক্ত হয় খুন । ৪৯২

আত্মধিকার প্রভুর চিতে
দস্তে তৃণ ধরি কাদে গোরহরি
পাষাণে গলে সে কান্না শুনিতে । ৪৯৩

“বাপ কৃষ্ণ” বলি কাদেন গোরা
পুনঃ দাস্ত ভাবে পুঙ্কে ভক্ত সবে
চাঞ্চল্য যোর দেখিলে কি তোরা ? ৪৯৪

চকিতে ধরিলা অবৈত-পদে
বারে বারে চুরি এবার তোমারি
ভাঙার খানা লুণ্ঠিলাম হেদে । ৪৯৫

“সংহারিলে তুমি কে রাখে দাসে ?”—
স্মিয়মান যেন অবৈত কহেন ;
ধূলি নিয়া প্রভু আনন্দে হাসে । ৪৯৬

কহেন, প্রভু, “ভক্তপদসেবা,
আর পদধূলি, অলঙ্কার বলি
তপস্তা করিলেই পায় কেবা ?” ৪৯৭

“তুমিই জগতে ভক্তি-ভাগ্যবান ।
তুমি নাহি দিলে, কোথা বা তা মিলে
কেনা বেচা যোরে শক্তি তোমারি ।” ৪৯৮

“হরিবোল” বলি উঠিলা গোরা,
“জয় কৃষ্ণ” বলে আচার্য্য উথলে
আঙটা আলোড় প্রেমাক্রিভরা । ৪৯৯

ব্রহ্মচারী ভিখারী শুক্লাধর
কাঁধে ঝুলি করি ভিক্ষে বাড়ী বাড়ী
“কৃষ্ণ” নাম জিহ্বায় নৃত্যপর । ৫০০

একদা নিমাই ধরিলা ঝুলি,
ক্ষুদ্ কে’ড়ে নিয়ে খায়েন হাসিয়ে
চিবান মুষ্টি মুষ্টি তুলি তুলি । ৫০১

“কি সর্বনাশ !”— কহে ব্রহ্মচারী,—
এ বে ক্ষুদ্রকণ, সাজে কি এমন ?
“সানন্দে কহে প্রভু গোরহরি । ৫০২

“তোমার খুদ্রকণ সেই ত মিঠা,
উলটি না চাই, খাইতে ডরাই,
অভক্তের অন্ন অমৃত-পিঠা । ৫০৩

একদা যজ্ঞলপ্রেমকীৰ্ত্তনে
না পাইয়া হৃথ গোরা স্নানমুখ
কহিলা আচাৰ্য্য উল্লাসমনে, । ৫০৪

"তিলী মালী সনে প্রেমবিলাস,
বকিলে আমারে, এদাস কি করে !
শুধিবে প্রেম অগত্যা এ দাস । ৫০৫

প্রেমোন্মত্ত যে কিসে কি কয় !
উত্তর না দিয়া প্রভু গেলা ধা'য়া
"প্রেমহীন দেহ রেখে কি হয় ?" ৫০৬

ঝাঁপ দিয়া প'লা গন্ধার জলে'
গৌরগত-প্রাণ নিত্যানন্দচাঁদ
আর হরিদাস খে'য়ে গে তুলে । ৫০৭

গৌর কহে "কেন রাখিলে যোরে"
এই প্রাণ দিতে পুণ্য-জাহ্নবীতে ;
নিতাই কহে, "দণ্ড সে দোষেরে" । ৫০৮

"যা হোক, ভাই, থাকিব গোপনে,
কহ গে তোমরা নাপাইহু গোরা'
কহি প্রভু গেলা নন্দনস্থানে । ৫০৯

আত্মদোষজন্ত বিবাদবিষে
হেথা বৈষ্ণবেরা জীযন্তে ও মড়া
আনন্দের দিনে শোকের নিশে । ৫১০

কি করিহু, হায়, খেদাহু গোরা
গৌর প্রাণে ব্যাধি কত যে দুর্গতি,
হুখে উপবাসী শুয়িয়া নাড়া । ৫১১

ভক্তের ব্যথা হেথা ভক্তনিধি
জানিয়া অন্তরে, কিবা তারে তারে
প্রবাহিত ক'লা অশ্রু নদী । ৫১২

গোপনে শ্রীবাসে ডাকা'লা বরা ;
শ্রীবাস নিবেদে দাকণ নির্বেদে
"আছে কি নাই তব প্রিয় নাড়া" । ৫১৩

নন্দনে যাগি চলে বিশ্বস্তর
যথা শ্রীঅদ্বৈত সংহতি পণ্ডিত
দেখিলা নাড়া মুচ্ছিত কাতর । ৫১৪

অদ্বৈত প্রভুতে, তোমার প্রভু
কাতর নয়ানে চেয়ে ভব পানে,
বার লাগি মুচ্ছা, মুচ্ছিত তব । ৫১৫

লজ্জিত প্রভু ডাকিলা অদ্বৈতে ;
চিন্তি পদ ছুদে, কহিলেন খেদে,
সীতার পতি কষ্টে কোন মতে, । ৫১৬

"অপরাধীকে আর কেন, নাথ !
নাহি তব যোগ্য, গৰ্ব্ব যোর ভোগ্য,
দাস্য যারে দিছ, তাহারি হাত । ৫১৭

"তব সম্বন্ধে হয়েছি অপাত ;
তবে যদি দয়া কর দাস্ত্র দিয়া
অমুপ্রাণিত, বাসনা এ যাত্র" । ৫১৮

ভনি শ্রীপ্রভু প্রবেশিলা তারে,
জন্মে জন্মে দাস জানিও নির্ধাস'
দণ্ডেন কৃষ্ণ অপরাধে যারে" । ৫১৯

জট্ট হাসিয়া উদ্গিলা অদ্বৈত ;
ঠাকুরালী হেরি পুলকেতে জড়ি
প্রাণে মাখি নিলা গৌরাক্ষপদ । ৫২০

বিরহান্তে পুন মিলনানন্দ !
ভক্ত তারাগণ কীৰ্ত্তনমগন
বেড়ি ভাহুশলী গৌরনিত্যানন্দ । ৫২১

বুদ্ধিমন্তে প্রভু আদেশ ক'লা,
শ্রীচন্দ্রশেখর যন্দির ভিতর
সাজাও রঙ্গ তবে নাট্যলীলা । ৫২২

সাজকাচ হলো অদ্বৈত বড় ;
শ্রীরঙ্গমণ্ডপে জগন্নাথারূপে
নাচিবেন শ্রীপ্রভু বিশ্বস্তর । ৫২৩

গন্ধার নৃত্য কল্পিলীষে,
বৈকুণ্ঠ কোটাল করিদাস ভাল
চাঁড়ি ঘোড়ার কঠিকে ছেঁসে । ৫২৪

শ্রীবাস প্রবেশ নারদ হ'রে,
আইলা মিতাই সাজিয়া বডাই
লক্ষ্মীপা প্রভু-চতু ধরিয়ে । ৫২৫

ব্রজাণ্ড-সিদ্ধর মাধুর্য্য সার
নাছিল সে রক্ত হাবভাব ভঞ্জে
মুগ্ধ ত্রিলোক, কি কব সভার ! ৫২৬

কি কব যারের রূপের কথা,
"মাগো মাগো" বলি কীদে সভাস্থলী
কি ক'ব যারের স্নেহের প্রণা ! ৫২৭

একেতো গোরা রসের সিদ্ধ,
তার্থে বাড়ভাব কত সুধাস্রাব
স্তনে বসনে বিগলিত ইন্দু ! ৫২৮

শ্রীশচী-আদি দেবী অন্তরালে
"মা"—"মা"—করি, বায় পড়াগড়ি,
সুধাভাণ্ড বাতা দিল যে ঢেঁলে ! ৫২৯

বা করে গোরা তাই ভাল সাজে ;
গৌর চিত্তাশনি নবতরু ধনি
উজ্জ্বল রহত খুলিয়া নাচে । ৫৩০

অভেদ তবু-সিদ্ধ সে মোহান্ত ;
কিঁতু-খুলে পঙ্করস গলে—
শাস্ত, দান্ত, বাৎসল্য, সখ্য, কান্ত । ৫৩১

শান্তিপু্রে যেহে সীতার নাথ
হল পাতি স্থখে জানে বড় ব্যাধে
চলিল প্রভু নিত্যানন্দ সাধ । ৫৩২

মদ্যপ সন্ন্যাসী উদ্ধার পথে,
"বিহু বিহু" করি, যদ্য ভিক্ষা ছাড়ি
অবশ বিহু দীনা-বন্ধার প্রৌতে । ৫৩৩

গঙ্গাবাহনে শান্তিপু্র আসি
কহে উগ্রমুণ্ডি অধৈতের প্রতি
কোণবহি যেন ব্রজাণ্ডনাথ । ৫৩৪

ভোর লাগি নাড়া-কীরোল ছাড়ি,
এহু অবনীতে ভক্তি বিলাইতে
কটক রোপিতে বতন তোরি । ৫৩৫

প্রভু মুগ্ধি হেরি কল্লিত সবে ;
শ্রীঅধৈত প্রভু দণ্ড করি তবু
ভক্তি নিন্দা করে নির্ভীকভাবে । ৫৩৬

অযনি পৃষ্ঠে শুভম্ শুভম্ ;
বুড়া অর্দ্ধ খুন যারে পুনঃ পুনঃ
ব্যাকুলিতা সীতা নয়নে ধুয । ৫৩৭

প্রভুর শ্রীহন্তে যে খেল মা'র,
কেন কি সাধারণ ?— তার কি মরণ ?
সুধা মুগ্ধি ধেরে আনন্দ তার । ৫৩৮

করতালি দিয়া উটিল নে'চে
ঠাকুরালী দেবি, পঙ্করস চাষি,
স্তবিকা প্রেমে যরা বেন-কে'চে । ৫৩৯

সিদ্ধ হলো সে দণ্ড কামনা ;
জ্ঞানে-অলাভাল, তবে ভক্তি বলি,
"রাম" বলিয়া কাপড় ছুঁলমা । ৫৪০

ভিন প্রভু বসিলেন ভোজনে ;
পরিবেশে সীতা দেবী হরষিতা
হারে হরিদাস প্রসন্ন মনে । ৫৪১

অর ছিটার নিত্যানন্দ ঘরে ;
ভদ্রীতে অধৈত, গালি পাড়ে কত,—
"ভক্তি মেশ এ'নে জাতিনাশারে । ৫৪২

কোন্মল আনন্দ কত বা হল !—
গৌর নিত্যানন্দ নীলার প্রবন্ধ
সখক না হলে জন্ম বিরল । ৫৪৩

সাক্ষী তার পণ্ডিত দেবানন্দ,
পড়ে ভাগবত নিত্য বিধি যত
দক্কী ছেন না পায় প্রেমগুরু । ৫৪৪

একদা শ্রীধাস হইলা শ্রোতা ;
শ্রবণ-অঙ্গ-কম্পে উঠে পড়ে লক্ষ্যে
তথ্য না বুঝি সকলে বিস্মিতা । ৫৪৫

গৌর কৃপা বিনে কে বুঝে মর্থ
বিরক্ত সভাস্থ শিষ্যগণ ত্রস্ত
বের ক'রে দিল, হায়রে ধর্ম ! ৫৪৬

বৃক্ষে বসতন, না চিনে ফল
গ্রন্থ যত্নে শুনে, মহিমা না মানে,
উপেক্ষে সিদ্ধি লাভ করতল । ৫৪৭

কালে পরম সৌভাগ্যের যোগে,
দণ্ডিলা পণ্ডিতে প্রভু কৃপামতে
অধিকার দিয়া অধাসভোগে । ৫৪৮

দয়াল প্রভু নগরে নগরে
অস্তরঙ্গ সঙ্গে করতালি রঙ্গে
বোলা'ন কৃষ্ণ নাম ঘরে ঘরে । ৫৪৯

কতই কাকাল আহার গোরা ।
দন্তে তৃণ ধরি— "বোল হরি হরি"—
কত আর্তি কান্না লোটায়ে ধরা । ৫৫০

গলায় মালা পরকে দিয়া
প্রেম-আলিঙ্গনে মত্ত আকর্ষণে
চলিতে আই পাগল করিয়া । ৫৫১

মুদঙ্গাদি যন্ত্র যন্ত্রনিদানে
নাথ সঙ্গে মিলে কত সুখা তালে
জীব মুক্ত হলো সে রসাবাদে । ৫৫২

নগর ছাইয়া তরঙ্গ হায় !
পান্ডুর চক্রে কাজী হ'লা বক্র
কীর্তন ভাঙ্গিয়া চ'লে সে যায় । ৫৫৩

দিনে দিনে ছেন শুনি নিবাই
কুণ্ড মূর্তি ধরি কহে দন্ত করি
দেখিব কাজীর কত বড়াই । ৫৫৪

করগে ঘোষণা নগর ভ'রে,
সকীর্তনোৎসবে মহা বজ্রা হবে
খেদাব কাজী ভেঙ্গে দ্বার ঘরে । ৫৫৫

তুর্দিন কি দিন এলো কাজীর
দণ্ডে দ্বিগ্না রোগ, পাবে তত্ত্বি যোগ
মরুভূমে ব'বে গঙ্গার নীর ! ৫৫৬

কীর্তনের সাড়া নগর ভ'রে
উড়িল নিশান বাজিল বিঘাণ
লক্ষ লক্ষের করে করে করে । ৫৫৭

সহস্র দেউটি উঠিল ফুটে ;
কীর্তন শুনিতে তারা অবনীতে
গঙ্গার তরঙ্গ ত্যাগিল উঠে । ৫৫৮

মানব মালায় ফুলের মালা,
ছলে লক্ষে লক্ষে রামধনু বক্ষে
রামধনু ক'ল রজনী আলা । ৫৫৯

নবদ্বীপের সব নব নব ।
চাঁদেই বাজায়, চাঁদে গেয়ে যায়,
দলে দলে চলে আনন্দার্ণব । ৫৬০

খোল করতাল শত সহস্র
যাতে কাম্ কাম্ কর্তৃ পিপকোপম
কর্ণরসোৎসব ধারা অজস্র । ৫৬১

ত্রিভাঙ-পিক-অলি সমবেত ;
নবমুদল আসিয়া মিলিল
সুমন্ত্র মধুর মধুর গীত ; ৫৬২

তুলিয়া বাহ নে'চে দলে দলে
নগর বাহিয়া বারেরে গাহিয়া
শোণার তরু শাখা নাড়ি ভুলে । ৫৬৩

মজলনিধি চিন্তাঘণি গৌর
সথে নিত্যানন্দ আনন্দের কন্দ
মধ্যে নাচেরে, সুখে নাহি ওর । ৫৬৪

যায়রে নে'চে ছুটি স্বর্ণ গিরি ।—
তরুণ লাবণ্য কিবা সে কারুণ্য
দৈন্তোৎসব আই মুরতি ধরি । ৫৬৫

কি মনোহর রসের উদধি ।—
রত্নভার ব'য়ে বিলায়ে বিলায়ে
প্রাণ কে'ড়ে নিল রূপের নিধি । ৫৬৬

ভাবভরঙ্গ কত সে সাগরে ।—
তন্তু, কম্প শ্বেদ, অশ্রু, স্বরভেদ,
কম্পিতা দিক্ হা-কারে হকারে । ৫৬৭

গেছ কুল-কুল, কোণের বধু
ধেয়ে যায় ঘারে জিজ্ঞাসি নেহারে
“অই অই বৃক্সি প্রাণের ঝুঁকু ।” ৫৬৮

শু'নেছি যেমন দেখিছ আজ ।
আহা মরি চাঁদ যায় পাতি কঁাদ
সচন্দন মালে কিবারে সাজ ! ৫৬৯

ঘারে ঘারে আশ্র পলব কুন্তে
ছলু পুষ্প বৃষ্টি উত্তরোল দৃষ্টি
পুষ্প মালা ছলে তোরণস্তম্ভে । ৫৭০

বংশী বে'জে যায় আকুল করি ।—
ত্রফাণ্ডের বস্ত্র লতি তার মস্ত
বাজিল অই সমস্তর ধরি । ৫৭১

সঙ্কীর্ণন-গজা যায়রে ব'য়ে
ভাবের তরঙ্গ চুয়ে গগনাজ
পাবতী বশ হাবুড়ু বে'য়ে । ৫৭২

এমন কে র'ল নগরে আজি,
বেণা গলিলনা, বেণা মজিলনা,
সথে বলে হয়ি, বাকী সে কাজী । ৫৭৩

সুক মুখে হরি, অঙ্গেও চায়—
“হরে কৃষ্ণ রাম হরে রাম রাম”—
গাহিতে গাহিতে পশুও ধায় । ৫৭৪

গর্ভের সম্ভান উঠিল নে'চে ;
শিশু অপগত লেহে ঘন গন্ধ
বাণবৃদ্ধ নাচে কমর কে'ছে । ৫৭৫

কত গড়াগড়ি মালসাটরে,
“ওরে কাজী যেটা বাবে কোথা টেটা
কত জনে কত কথা ভগ্নেরে । ৫৭৬

গঙ্গাতীরে তীরে যায়রে নাম,
মাধাঘের ঘাট, বার কোণা ঘাট
ক্রমে চলিয়ায় শিমুলি ধাম । ৫৭৭

অস্তরীক্ষে দেব বরষে ফুল—
ধূল কড়ি থই এত পায় কই
নেত্র জলে ভে'সে পায়না কূল । ৫৭৮

কেহ কারো কাঁধে কেহ বা পদে,
দণ্ডবৎ কোল, লক্ষ উচ্চ রোল,
কেপার রাজ্য হইল ন'দে । ৫৭৯

যায়বে আমার নিজাই গৌর,
আগে হরিদাস অধৈত শ্রীবাস
নে'চে চলে যায় প্রেমোত্তে ভোর । ৫৮০

কাজীর তনিয়া লাগিল ধন্দ ;
দক্ষ বজ্র নাশে যেমতি তা ভাসে,
থাকে কিনা থাকে কাজীর যুগ । ৫৮১

জানিতে কাজীর কি রল বাকী ?—
লুকায়ে কি হবে, কোথা বা লুকাবে ?
রাজার রাজকী আর থাকে কি ? ৫৮২

*
সর্বের সর্বা আজ গৌরঙ্গ রায়,
যা করে তা করে, রাখে কিছা মারে
বিধবস্ত কাজীর বা কিছু হায় । ৫৮৩

কিবা দৈব শক্তি ভীষণ খেলা,
দেখে মিঞাগণ হলো স্রিয়মান
কেহ হরিনামে মাতিয়া গেলা । ৫৮৫

নিমাই রাজার হইল ভয়
কাজী পদানত, পে'ল পদামৃত,
হিন্দু যত পাপী অবাক্ ভয় । ৫৮৬

সর্বনাশ দেখি কাঁপিয়া কাজী
করিল শবণ চৈতন্ত চরণ
মানি-মান গোরা রাখিলা বুঝি । ৫৮৭

সংসার মূর্তি হলো মধুময়,
কাজী বাহা দেখি প্রাণে নিল লিখি
তা পড়ে এমন ক'জন রয় । ৫৮৮

গৌরান্ধবিকর-পতাকা-ছায়ে,
কোটি কোটি লোক পেয়ে কিছু শ্রুণ
উল্লাসে মজিল নাচিয়ে গে'য়ে । ৫৮৯

শুদ্ধ কুপতুলা বৈষ্ণবসঙ্গ
গৌরান্ধব কুপায় হলো সিদ্ধ প্রায়
কিবা সে প্রোভঃ, কত বা তরঙ্গ । ৫৯০

নিজাই চাঁদের প্রেমের বেগে
কেঁজে গেল বেলা পাখণ্ডীর খেলা,
স্বন-পাতাড এ শুভ যোগে । ৫৯১

আইলা প্রভু শ্রীধরের ঘরে,
'নৃত্য ক'রে ক'রে লোহ পাত ধ'রে
পান ক'লা বারি, কিবা প্রেমেরে ! ৫৯২

"ছি চি ! কি হলো !— কাদেন শ্রীধর ;
কক প্রেমের ভোর পরাণ প্রভুর
হাসি ফুটিল শোভি রক্তাধর । ৫৯৩

কহিলা প্রভু "কি সৌভাগ্য যোরে !—
তুচ্ছ, অমূল্য, কক পদে তুচ্ছ,
লভিহু আজি এই জল ধারে ।" ৫৯৪

কহিতে প্রভুর নমনে বারি ,
বৈষ্ণবের জলে কি মহিমা খেলে
শিখাতে প্রভুর এই চাকুরী । ৫৯৫

ভক্তের অব্য কলপভর ;
বিষয়ীর বাহা পরশিলে তাহা
জদর শুকায়ে হররে মরু । ৫৯৬

প্রকাশি এ তব শ্রীধর ঘরে,
নীরদের জায় প্রেমধারা দেয়
নাম-বিজলী খুলি করে ধরে । ৫৯৭

লক্ষ লক্ষ লোক চলিছে সাথে,
পূর্ণ মনোরথ চাতকেরা যত
উড়িয়া গাহিছে জুটিছে পথে । ৫৯৮

গৌরান্ধব সাগরে তরঙ্গ ভয়ে,
উদ্ভাস উদ্ভাস ধায় মাতোরা
মরে মরে বাঁচে, মরে বাঁচিয়ে । ৫৯৯

এ ভাবে গৌরান্ধব নিতাই মনে
ভক্তগত প্রাণ আনন্দ নিদান,
আইলা কিরে নিজ নিকেতনে । ৬০০

শচীগর্ভ-সমুদ্র-সারসঙ্গ
প্রেমব্রহ্ম-সিদ্ধ দীপ্তি দিয়া মুক্ত
ক'লা স্বরগম্বর্ত্য বিনা বৃত্ত । ৬০১

আবার শ্রীপ্রভু তুলিলা ডেক্সে,
শ্রীবাস-অঙ্গণে নন্দমুখোর্বতনে
মান-পান-ন্যায়ি বোণান কেউ । ৬০২

শ্রীবাস-দাসী হৃদীর এ কাম
তানি প্রভু সুখী, হৃদীর বে হৃদী,
রাখিলা "সুখী" গোরা বিজয়াজ । ৬০৩

হৃদী-ভাগ্য ক্লান্তি-হৃদী কি থাকে ?
কেবা জ্বরে ক'ল জ্বল যোগাইল,
এ সুখ্য-হৃদী-কিহিল-কতকে । ৬০৪

ওষ ভীববন্ধু গোর গোপাল,
 নৃত্য পরায়ণ ভৃত্য-কেনা-ধন
 সেবা দিয়া রাখ দীনদয়াল । ৬০৪

 প্রেমেই মিলে চিত্তামণি দন ।
 মুড়াইলে মাথা, গায়ে দিলে কাঁথা,
 মিলে কি করি, চাড়ে কি শয়ন ? ৬০৫

 একদা প্রভু নাচেন আনন্দে,
 শ্রীনিবাস-আদি ভক্ত সুখান্দী
 ভাসিতেছেন প্রেম মকরন্দে । ৬০৬

 চকিতে গৃহে উঠিল রোদন ;
 শ্রীনিবাস দেখে অন্তরে আসিয়ে
 দেখে গতপ্রাণ নিষ্ঠ নন্দন । ৬০৭

 ওষুস্ত্র নিজে কহিলো 'দীর্ঘপণে,
 "যার নামে সিদ্ধি সর্ব পাপ ভঞ্জন
 সে প্রভু সাক্ষাৎ আর শোক কেনে ? ৬০৮

 জগৎ প্রভু যে নাচেন ঘরে
 হেন ভক্তবোণে, বে তত্ত্ব বিয়োগে,
 সে শিশুর ভাণ্ডা হবে কি যোরে ?" ৬০৯

 কাঁদিও কিঞ্চিৎ থাক যোরে চেয়ে,
 চাপ এ সংবাদ, নহিলে বিষাদ,
 প্রভুর নৃত্যস্থলে ভক্ত দিয়ে । ৬১০

 স্থির হ'লা সবে ভূনি এ বাণী ;
 চলিল শ্রীবাস শ্রীগোবিন্দ পাশ,
 প্রভু পার্শ্বদ-গুণে বস্ত্র মানি । ৬১১

 নাচেন গোরা স্বাস্থ্যভাবানন্দ ;
 কুকথা বাতাসে সর্ব কর্ণে পশে
 ব্যক্ত না করে হৃৎখী ভক্তবৃন্দ । ৬১২

 কহেন গোরা সর্বজ্ঞের চূড়া
 "যম চিত্ত ভ'রে কেমন বা করে ;
 পণ্ডিত গৃহ বেন হৃৎখী ভরা । ৬১৩

শ্রীবাস বলে তব ফুল মুখ
 রাজে যার ঘরে, পূর্ণ চন্দ্রাকারে,
 সে ঘরে থাকে কি আদার হৃৎখী ? ৬১৪

 অগ্নি যে মহাস্ত্র কহিলো তথা,—
 "শ্রীবাসের মৃত বহুক্ষণ মৃত
 তব রসভঞ্জে সে ভীত-চিন্ত । ৬১৫

 কহেন প্রভু "ছাড়িবে কি ক'রে
 হেন সব সজ পুত্র শোকে ব্যক্ত
 করিছে বারা চাহিয়া আমারে ?" ৬১৬

 ভূনিয়া সবে প্রভুর ইঙ্গিত,
 সন্ন্যাস সংবাদ গনিয়া প্রমাদ
 কি জানি কি বটে সবে চিন্তিত । ৬১৭

 শিশুর সংকারে গেলেন সবে ;
 প্রভু প্রসন্ন ভূনি কহে শিশু জানী
 "ভূঞ্জি কণদেহে চলিলু এবে ।" ৬১৮

 "আমার আমার বৃথা সংসারে,
 তব পদতরি চলিলু নির্ভরি
 নির্বন্ধে ছিলাম শ্রীবাস ঘরে ।" ৬১৯

 বলি নীরব হ'লা মৃতশিশু ;
 অদৃষ্ট কাহিনী মৃতমুখে বাণী,
 শোক ভুলে স্থখী সকলে আস্ত । ৬২০

 প্রেমের বস্ত্রায় ভাসিল সবে ;
 কারুণ্য বারিবি প্রভু, গুণনিধি
 কহিলো শ্রীবাসে মধুর রবে । ৬২১

 তব কিবা হৃৎখী, তোমা যে দেখে,
 তার তাপলেশ মুহূর্ত্তে নিঃশেষ
 কিবা হৃৎখী মোরা হ'পুত্র ঘেঁকে । ৬২২

 গৌরনিত্যানন্দ নন্দন যার,
 হেন শ্রীবাসের দণ্ডবৎপ'ড়ে,
 তাঁর শ্রীপদে কোটি নমস্কার । ৬২৩

প্রভুর লীলা সমুদ অকুল,
সুক্রাশ্বর ঘরে ভ্রষ্ট গর্ভধোরে.
আলগোছে রাধা সুধা অতুল । ৬২৪

প্রীরত মুদিকা অঙ্গুলীদাম
প্রীত লাগায়ে আঁখি বিজয়ে
দেখালা বৈভব পরম ধাম । ৬২৫

সপ্ত দিবারাতি পাগল প্রায়
বুরিল বিজয়, কথা নাতি কয়,
এমনি দশা যে পরশ পায় । ৬২৬

অপূর্ব গোবর পেয়ভক্তির,
নিভা নব নাট্য বা করে অকাটা
দিন দিন জেপার দশারতি । ৬২৭

একদা প্রভু জপে "গোপী গোপী."
মর্ম্মচক্ষে ধরা একটি পড়ুয়া
পুছিল "কেন জপ 'গোপী গোপী' ?" ৬২৮

"কৃষ্ণ নাম জপ ছাড়ি এ নাম" । —
অবোধা ভাবধি কহে গোরাবিশি
"দম্ভা কৃষ্ণে ভক্তি পূরে কি কাম ?" ৬২৯

কৃতয় সে কৃষ্ণ বধিল বালী.
স্ত্রীর নাক কাণ করে খান খান
ঠকায় পাঁতালে পাঁঠাল বলী" । ৬৩০

এত বলি ভাবে বিভোর গোরা
তপ্তে ঠাঙ্গা নিয়ে, যায় খেদাডিয়ে
প্রাণ ল'য়ে সে গেল অলু পাড়া । ৬৩১

ভক্তগণ ধরি থামা'ল গোরে;
পড়ুয়ারা মিলা বড়বর ক'লা
নিমাত্তি কোন্ গাছের গোটারে । ৬৩২

সাদু ভ'লে কেবা মারিতে আসে
যদি সে বৈষ্ণব, কিবা যুখে ক'ব,
কৃষ্ণে গালি পাড়ে, ধন্য সাহসে । ৬৩৩

তিনি মারিবেন সহিব যোরা !
তিনি কোন্ রাজা, মোরা বা কি প্রভা,
সেদিনকার না সে চুই ছোড়া । ৬৩৪

কাল তার সনে প'ড়েছি দোলে,
আজ সে গোসাঞি, শুনে হাসি পাই,
শিখা'য়ে দিব যে আবার এ'লে ।" ৬৩৫

চায়বে, এও বে লিখিতে হলো !—
মন্ম ভেদী কথা !— প্রভু প্রাণ বাধা !—
যা শুনিয়া গোরা বাউল হলো ! ৬৩৬

অন্তর্গামী প্রভু জানিলা সব ;
চায়রে কি ক'ল, গোরায়ে খেদালি,
দেশত্যাগী ক'লি— তার নীরব । ৬৩৭

নদীয়ার প্রাণে মারিলি ছুতী !—
অহে প্রীনিবাস তোমার নিবাস
ভাঙ্ক-শূন্যাকাশ হবেরে মরি ! ৬৩৮

মাতঃ নদীয়ে, শূন্য হ'বে কোল,
অঞ্চলেব নিবি কে'ড়ে নিতে বিধি
বিপ্র পুল্ল বেশে বাঁধিছে গোল । ৬৩৯

কি দোষ তাদের ? প্রভুর স্বয় ;
ভক্ত লীলা দায় সঙ্কেতে নাচায়,
ছাড়িতে ইচ্ছা, এতো চল যাত্র ! ৬৪০

কিন্তু বড় দুঃখ মারিতে চায় ;
ননোকাছ দেহে প্রহার কি সহ ?
জীবের লাগি এত দুঃখ ভায় ! ৬৪১

যার লাগি কাঁদ, না কাঁদে ফোটা,
ব্যাধিতে ঔষধ দিতে তব সাধ,
মারিতে উঠে রোগী সে উলটা ৬৪২

জগে জনমে মহাপুরুষের
যুগে যুগে যুগে দেশে দশ যোগে
হেন কদম্ব গ্রন্থে দেখি টের । ৬৪৩

তোমার তবে যে অভ্যাস আছে ;
 গেলিতে গেলিতে সন্তিতে সন্তিতে
 কোমল পাশাণে স'য়ে গিয়াছে । ৬৪৪

মারিবে যারা তাদেরই লাগি,
 তাদের উদ্ধারে চিন্তা ক'রে ক'রে
 গৌর উদাসী জামী সর্কৃত্যাগী । ৬৪৫

তা না হইলে ঈশ্বর বলে কে ?
 নহিলে কি আর প্রেম অবতার
 ব'লে জগত বাপানিত তাকে ? ৬৪৬

মম্বা হুংগ গোরা কাগারে কয়,
 মম্বা মম্বা ভাই এক সে নিতাই
 কহিলা কেঁদে করিয়া বিনয় । ৬৪৭

"কীবোদ্ধারে এসে হলনা তাই,
 কাঁদি কাঁদাইতে চাহি দবাইতে
 না দ্রবি আরো কষ্টিন ভাই ।" ৬৪৮

আমারে মারিতে লোকের মতি,
 হইব সন্ন্যাসী দেখে হুংগে ভাসি
 দয়ার্দ্দ হইয়া পাইবে গতি । ৬৪৯

"তোমার কি মত আমারে কহ ।"
 শুনি হুংগে অন্ধ কহে নিত্যানন্দ,
 "কে বাধে তোমার ইচ্ছা প্রবাহ ?" ৬৫০

এটাচর কেশ ছিন্ন দেগিতে
 তুগি-শূন্য দেশে ভাঙ্গা হাটে ব'সে
 পারে কি নারে নিতাই বাঁচিতে । ৬৫১

"যেক্রমে জগৎ উদ্ধার হবে,
 তুমিই তা জান, যায় যাক্ প্রাণ,
 হেন অনুষ্ঠানে কে বাধা দিবে ?" ৬৫২

প্রসন্ন প্রভু ভাঙ্গে একে একে
 মুকুন্দের ঠাই, গদাধর ঠাই,
 ভালু জিহ্বা শোষ অন্ন খায় কে ? ৬৫৩

হবে কি প্রিয়জন বধভাগী ?
 জামী কৃষ্ণ পার, গৃহে হারায়,
 হেন উপদেশ জীবের লাগি । ৬৫৪

"যা ইচ্ছা কর"— কহিতে গদাই,
 হইলা মুচ্ছিত, সবে ভগ্নচিত্ত,
 বিরহ নিশার গোধূলী পাই । ৬৫৫

সেবক সন্তোষে গোধূলী আভা,
 আসে আসে তমঃ তবু মনোরম,
 গুলিলা পুন নামানন্দ-প্রভা । ৬৫৬

ভক্ত-অনুরোধে বিলম্বে কচি,
 করেন কীর্তন, (এল বিশ্বরণ)
 বিজলী যেন দিতে বজ্রহুঁচী । ৬৫৭

প্রভু যেন ঘরে রহিয়া গেল,
 সবে পূর্ব মত প্রেম্যানন্দে রত,
 হুংগের বুকে কত মুখ পেল ! ৬৫৮

মায়ের পরাণে আইল শান্তি,
 পুত্রের মা যিনি বুঝিলেন তিনি,—
 ধন্য ধন্য ধন্য তুমিগো দাস্তি । ৬৫৯

হিমগিরি যেন খামিল নড়ি ;
 কুম্বা যেই স্থির, জীব জগৎ স্থির,
 প্রেম্যানন্দ পূর্ণ বৈষ্ণবপুরী । ৬৬০

বুকের পরাণ রহিল বুক,
 গোপা পরলীলা প্রভু ঢাকা দিলা
 ভক্তবান্ধা পুরে নিজের ঢে'কে । ৬৬১

জগতের ভাগ্য সুপ্রসন্ন সে
 ন'দে কুণ্ড ছাড়ি বীধ ভাঙ্গি চুরি,
 ধরা আগ্রাবিবে ভক্তি গঙ্গা বে । ৬৬২

গৌরান্দ যে শুধু ন'দের নয়,—
 জীব জগতের বস্তুটি প্রাণের
 যথা গৌর তথা ন'দে হয় ? ৬৬৩

ফুটেও কুণ্ঠম রহিল বুজি,
আসব চুয়ায়, ভক্ত-অলি খায়,
ফুটিয়া বন্ধ তব্ব বা কি বুঝি ! ৬৬৪

ফুটিয়া বন্ধ ; এ ও কি সম্ভবে ?—
এ যে কি রহস্য, দিবে তার ভাষ্য,
ফুটন্ত ফুল অবশ্য খুলিবে। ৬৬৫

আজিরে গোরা আবার কি বলে,
তন তন সবে থাকিছে নীরবে
অই দেখ, নিতাই কর্ণমূলে। ৬৬৬

জগজ্জীবের ভাগ্য কোটিখানি
এই খে পলকে উঠিবে ফলকে
শূন্যে উঠি যেন জলিবে মণি। ৬৬৭

অই অই দেখ উঠিল বাড়,
কুল মান চির বিপুল-প্রাচীর
পতনোন্মুখ কাঁপে ধর থর। ৬৬৮

নিভিতে চলিল দিবা দেউটি
শ্রীবাসের সরে, আজ চির তরে
সুপপাখী যাবে পিঞ্জর কাটি। ৬৬৯

জাহ্নবী কেন তরঙ্গ তুলে না ?
কি বাণী শুনিতে র'ল কাণ পে'তে ?
বজ্রপাত বুঝি জলদ বিনা। ৬৭০

কৈ, গোরার মুখে নাহি কালিমা
গোরা আজি দীর, চোখে নাহি নীর,
সঙ্গীর্ভনে বুঝি এ হলো সীমা। ৬৭১

নিভুতে কহিলা নিতাই চাদে—
জানিলেন মাতা সে নিগূঢ় কথা,
আইল রজনী আঁধার কাঁধে। ৬৭২

ভক্ত একে একে জুটিল আসি
প্রভুর মন্দিরে বসিলেন ঘেঘে
কতই আজি প্রমালাপ হাসি। ৬৭৩

আজ যে যামিনী অঞ্চলে ঢাকি
এনেছে অ'গনি, পাঁচ জন বিনি,
পারেনা তুলিতে রহস্য ঢাঁকি। ৬৭৪

কথার কৌশলে প্রাণের গোরা
লইছে বিদায়, যারা বুঝে তায়,
মুখ চাপি, আভা কাঁদিছে তারা। ৬৭৫

যাঘরে নিমাই ভক্তগণে চলি ;
হায়, বুঝিলেনা, পরে যাবে জানা
আজ গোরার বড় চতুরালো। ৬৭৬

আজ গোবার এত হাসি কেন ?
কত বা লৌকিকী কত সামাজিকী
মোচিনী বাণীতে হৃদার ফেন। ৬৭৭

কি যেন ঢাকিতে পয়াস বটে,
তুমিছে ভক্ত প্রভু নানা যত
কারো দৃষ্টি বা পড়ে চিত্ত পটে। ৬৭৮

ভক্তই সম্প্রতি, সে ভক্ত ছেড়ে
যে'তে কেনে গোরা এত হর্ষ ভরা
কত চাঁদ যেন মুখে সম্বরে। ৬৭৯

কণিকা বা কি ছাড়িয়া দল !
প্রাণ বা কি থাকে ছাড়িয়া তত্ত্বকে
ভক্ত বিনা প্রভু শূন্য কেবল। ৬৮০

তবে হুঃখ কি ?— প্রভুর সম্বাস ;
কিবা আকর্ষণ দেবনরগণ
ভেট নিখা আসে প্রভুর পাশ। ৬৮১

প্রভুর বাঙা হৃদ্ধ লাউ খে'তে,
অহরে হুঃখিনী রাখিলা জননী
ধাওয়া'লা শেষ যতনে স্মৃতে। ৬৮২

তব্ব স্বপ্নে প্রভু ভুলায়ে মায়ে,
ভুঝিয়া প্রিয়ায় লইয়া বিদায়,
নিজিতা ক'লা আনি যোগমায়ে। ৬৮৩

নিদ্রা নাই শচীমাতার চোকে
পু'ড়ে যায় মর্ষ পুত্রপ্রিয় কণ্ঠ
সাধিতে আশ্রয় লইলা বুকে । ৬৮৩

স্বার্থতাগ এই দেখিল ধরা।—
জগতের হিতে ভিক্ষা দিলা স্নেহে
জীবের দুবা'তে পাপের ভরা । ৬৮৪

ত্রিবিম্বপ্রিয়ার আজি কি দশা!—
কীরোরের ছানা সোণার ললনা,
লজ্জাদেবী বার নয়নে বসা' । ৬৮৫

অধরে লুধা বিন্দু বিন্দু বাণী,
আদ আদ চাহে রূপায়ুত দোহে,
নয়নে নয়নে, নামে চাহনৌ । ৬৮৬

কেমনে সে বালা নবনীবুকে,
কোটচন্দ্র-শান্তি গোরা-স্বর্ণকান্তি
পেদায়ে ধরিবে বিরহ ভ্রুংগে । ৬৮৭

যে মুক্তি মাধুর্য্যে জগৎ ভুলে,
সে চাঁদ ছানিয়া হৃদয়ে মালিয়া
কি ক'রে সে বালা ধুইয়া ফেলে ? ৬৮৮

তত্ত্ব-রূপে গোরা হৃদয়ে গেলা ;
শান্তি পেয়ে বালা ঘুমিয়ে পড়িলা
প্রাণের রতন প্রাণেই র'লা । ৬৮৯

নিশি শেষে গোরা স্নেহের মণি
প্রিয়ামুখ তেরি স্বর্ণলতা ছি'ডি
উঠিলেন ত্রস্ত সময় গণি । ৬৯০

জাগিলেনা গো গোর-আক্সাদিনী
ভারতী-গোসাঞি চরিত্রে নিমাত্রি
তব পরাণ সরবস্ব-খনি । ৬৯১

দেখিবে জে'গে আধারে আধার,
নয়নের মণি জগদীশ্বি-খনি
ছ'লে যে গেল, আসিবে কি আর ? ৬৯২

“নিমাত্রি বৃক্ষি গেল, বের'ল মাতা,
কার সে নিমাই নাই, নাই, নাই !!
কহিতে কহিতে ছড়া'ল কথা । ৬৯৩

মুচ্ছিতা জননী পড়িলা ভূমে,
জাগি বিম্বপ্রিয়া, ঘর শূন্য পা'রা
তরু টাঁড়াইলা সম্মলা প্রেমে । ৬৯৪

গোর-প্রাণপ্রিয়া কোণের বধু
ভ্রুংগ চাপি বুকে, বাক্য নাহি মুখে
একাকী আঁকিছে প্রাণের বিদু । ৬৯৫

জাগিলা গদাধর, চরিত্রদাস,
দুখিলা সিদ্ধান্ত, শচীর প্রাণাল
ভাবি সম্বরিল শোকোচ্ছ্বাস । ৬৯৬

“নাই বে নিমাই পলা'য়ে গিছে”—
যতেক বৈষ্ণব ধৈর্যে এয়ে সব
শোকের সাগরে সাঁতার দিছে । ৬৯৭

“তা, ততোহস্মি, তায় তায়,”—ধনি,
শোকের তিমোল গগন ভরিল
কান্না-রোল বিনা অশ্রু না শুনি । ৬৯৮

নদীঘা-লোক হল এক ঠাঁঠ,
সকলেই কাদে,— কে কারে প্রবোধে ?—
“কোথারে গেলে আধারি নিমাই । ৬৯৯

প্রভুর পুরী সে শোকের সিদ্ধ,
আছে কিবা নাই, শচীমাতা আই
ভারাইয়া পুল নদীঘা-ইন্দু । ৭০০

শত্রু মিত্র গলা ধরিয়া কাদে,
ভূমে লোটাইয়া বক্ষ প্রহারিয়া
গোরা বিনা কিসে পরাণ বাধে ! ৭০১

কান্দ'নে অবতার তবে গোরা,
অন্ধ-প্রাণ-চোক পাষণ্ডী নিদ্রুক
গোরাঙ্গ হারায়ে হইল মরা । ৭০২

বিরহ-নাগ দংশিলরে পাণে ;
নয়নে পশিয়া, গঙ্গা নিলা ধু'য়া,
ভাব উদিল বিলাপে বিলাপে । ৭০০

লক্ষ লক্ষ জীব নিদ্রার ক'লা
প্রভু জগদগুরু, প্রেমকজতরু,
কাঁদায়ে পাতি সন্ন্যাসের ছালা । ৭০৪

আইলা প্রভু কাঁটোয়া নগরে ;
দেখি অঙ্গজ্যোতিঃ কাঁটা'লা ভারতী
স্তুতি করেন গোরা করযোড়ে । ৭০৫

পতিতপাবন দয়াল তুমি,
কৃষ্ণ তব অঙ্গে খেলিছেন রঙ্গে,
কৃষ্ণদাস ভিক্ষা দাওগো স্বামী । ৭০৬

কহিতে বহে প্রোমাঙ্গ প্রবাহ,
ভাঙব হৃদয়, ভাবের বিকার
ভারতী কহে আর কিবা চাহ ! ৭০৭

শ্রীঅবধূতচন্দ্র, গদাধর,
দত্ত শ্রীমুকুন্দ, আর ব্রহ্মানন্দ,
আর আচার্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর, ৭০৮

গোর ইঞ্জিতে এল পঞ্চজন,
পাইয়া প্রভুরে আনন্দ না ধরে,
প্রেম বজ্রায় কাঁটোয়া মগন । ৭০৯

বুঝিলা কেশব এ যে কেশব
প্রেমানন্দ পে'য়ে গোরক্সব গে'রে
কহিলা গোরায়ে, গুরু কে তব ! ৭১০

জগদগুরু গুরু কি মিলে ?
ব্যাকুল নিমাই কহিলা গোসাই,
দীক্ষা যে মাগি ভূলা'ওনা ছলে । ৭১১

গেল সে যামিনী আনন্দে বড়,
মহা সমারোহ, সামগ্রী সংগ্রহ,
বিধিবোধ্য ক'লা চন্দ্রশেখর । ৭১২

লোক-সংঘট্ট প্রভূমে বিপুল,
মুকুন্দের গীত, সমীর উখিত,
উথলিল গোর-সিদ্ধ অতুল । ৭১৩

লক্ষ লক্ষ লোকের ফাটে বুক
হেন গোরশশী হইবে সন্ন্যাসী
আবাল বুদ্ধ উথলিল হুঃখ । ৭১৪

সাজেরে গোরা নবীন সন্ন্যাসী !
কি নবযৌবন, তপত কাঞ্চন !—
রসের চাঁদ ভাবের উদাসী ! ৭১৫

লোম কূপে কূপে করিছে সূধা,
কিবা প্রেমন্তা প্রাণ করে ভূতা
লাবণ্য চাখিয়ে মজেনা সূধা । ৭১৬

কোন্ জগত হ'তে নামিয়া এলো !
নেত্রামৃত দৃষ্টি চে'ড়েছে এ সৃষ্টি
উচ্ছৈ কার ভাবে নয়ন দিল ! ৭১৭

ওর যেন কেহ নাহি এ ভবে,
কোন্ লোক হ'তে ধ'সে এ জগতে
বিভোর সদা সে লোকের ভাবে । ৭১৮

এ জন কি কারো গর্ভে জন্মেছে ?—
যদি বা পাইল, কেমনে ছাড়িল ?—
এ পুরুষযোগা নারী কি আছে ? ৭১৯

প্রভু, এ দেহে সাজেনা সন্ন্যাস,
সৃষ্টি নাশ হবে, কাঁদিয়া মরিবে,—
মরিবে ভক্ত, অমুরক্ত দাস । ৭২০

হৃদ্ধ মুইলে কিবা পরিহার !
গোরার দীক্ষায় শুদ্ধি কি বাড়ায় ?
জীবে শিখাইতে এ সন্ন্যাস । ৭২১

পূর্ব জনমে কে ছিল নাপিত !—
চাচর চিকুরে উড়াইলি ক্ষুরে
তোর সনে প্রভুর এত পিরিত ৭২২

ফুলে গড়া ছিল কি তোর ফুর ?
তা ন'লে কেমনে, চিকুর মুণ্ডনে,
সহিল কান্ন মন্তক প্রভুর ! ৭২৩

চাঁদ মুখে মেঘ, কমলে অলি
হারে স্নেহে, কিবা দোষে শেষ,
ভাগ্য লভি পুন বঞ্চিত হ'লি ! ৭২৪

সুমেধ-অঙ্গ-গলাধারা ছিল,
অরে বজ্র সূত্র পরম পবিত্র,
বন্ধন বোধে উপেক্ষিত হ'লি ! ৭২৫

কাঁটোয়া তুই কাঁটোয়া বড় !—
সংসারের বৃত্তে কুসুম কুটন্তে
করিলি ছিন্ন প্রাণ মনোহর ! ৭২৬

কিবা মন্ত দিলা ভারতী গোসাঞি,
জপিতে জপিতে পবন বেগেতে
কেমন করে পাগল নিমাত্তি ! ৭২৭

নেত্র যুগলে রায়ে প্রেমমধু ;
কাঁটোয়া ত্রীক্ষেত্র সে মধুতে আর্দ্র,
কাঁদে বাল যুবা বৃদ্ধ বধু ! ৭২৮

কাষ্ঠ পাষণ বায়রে গলিয়া,
হেন সন্ধীর্ষন ত্রয়নি কখন
সে দিন যথা কাঁটোয়া ভরিয়া ! ৭২৯

ভাঙ্গু হেন দিন দেখেনি কভু
হেন পুষ্পবৃষ্টি ডুবাইয়া সৃষ্টি
করেনি কখনো অমরপ্রভু ! ৭৩০

দণ্ডকমণ্ডলু শোভিছে করে,
পার্বতীর দণ্ড, ভক্ষে প্রেমভাণ্ড
এমন কাগাল কে দেখেছে রে ! ৭৩১

নব ত্রিবিগ্রহ আজিরে গোরা !—
ত্রি বার ত্রিরাধা, কৃষ্ণ অস্তঃ সূধা,
অকচন্দনলিঙ্গ, শোভার পারা ! ৭৩২

"ক" বোলায়ে চৈতন্ত কীর্তনে
হল এই নাম নব রস ধাম—
"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত" নিখিল প্রাণে ! ৭৩৩

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত" উঠিল ধ্বনি—
কিবা প্রতিধ্বনি— শকার্ণব যলি !—
বিদীর্ণ হল পাণ বক্ষ খানি ! ৭৩৪

মনপ্রাণ বিজ্ঞানানন্দ কোষ
বিদীর্ণ-চকিতে ভকতে ভকতে
কি নবজ্যোতিঃ প্রবাহ-সন্তোষ ! ৭৩৫

উঠিল নাম স্বর্গেরো বিমানে,
স্থান নিল তার অপূর্ণ প্রভাষ
চন্দ্র সিদ্ধস্থিত যথা গগনে ! ৭৩৬

ব্রহ্মাণ্ডমথিত-নির্ধাস-রস !—
অমর অমরী কোর চকোরী
উড়ি উড়ি সূধা পিয়ে অবল ! ৭৩৭

ভাঙ্গু মরুভূমি হল উর্ধ্বর ;
সে সূধাকিরণে নন্দন কাননে
অমৃত তরু ! অমৃত নিব্বর ! ৭৩৮

গাওরে জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত,
দীন অবতার, সম্রাসীর সার,
শরণ্য জীব পরম বদান্ত ! ৭৩৯

সে, কাচাত্তর চন্দ্রভাঙ্গু যথা
সাজিয়ে সম্রাসে এ নব বয়সে
রহিলে নয়নে প্রাণে আঁকা ! ৭৪০

নবীন বয়সী সম্রাসীরূপ
পড়িল যে ছন্দে, কৈদে কৈদে কৈদে
লাগাল পাইল রসের কূপ ! ৭৪১

অবহৃত চন্দ্র নিতাই চাঁদ,
তঁার পাদ পদ্ম সূধামৃত সঙ্গ
গৌর ধরিবার সেইতো ফাঁদ ! ৭৪২

করুণা কর নিত্যানন্দ দাসে
 পাছে পাছে ধেয়ে আশ লুকাইয়ে
 দেখি সে গোরা বায় কোন্ দেশে । ৭৪৩

গুরু পরানন্দ দেবেন্দ্র মোর,
 যাহার কৃপায়, এ সব ফুরায়
 বন্দ তার পদ, না লভি ওর । ৭৪৪

• বৃন্দাবনদাস-পদবী অরি,
 কালীহরদাস গায় লীলাভাস
 কি হল, জানি না কেমন করি । ৭৪৫

ঐতৈত্তলীলাপর্বাবগাথী
 নিত্যানন্দ রায় প্রেম্যানন্দ রায়
 ভক্তি বিত্তরণে পরমোৎসাহী !
 (যার চরণে কৃপা ভিক্ষা চাহি) ৭৪৬

ঐগৌড়মণ্ডলে—মধ্যলীলা সমাপ্ত।

রাজকর
শ্রীগৌরান্ধলীলামৃত
(অস্ত্যলীলা)

সর্বভূত যার অদ্বুত তমু,—
কান্তি-সরোরেরে পদ্ম স্তরে স্তরে
সে পদ্মে ব্রজাঙ্গ পরাগ-রেণু । ১

যিনি জীব-পদ্মে অক্ষর মধু,
যিনি জগদে হৃদে, যেমতি কীরোদে,
সুধামৃতভরা অক্ষর বিদু । ২

তাজিয়া অই নবদ্বীপ-সিন্ধু
নিজ করামুতে ভগত ভাতিতে
অই যায়রে শ্রীগৌরান্ধ-ইন্দু । ৩

শ্রীমুখে—“রা রা”—চলিয়া পড়ে,
কোথা বৃন্দাবন, ভায়ে অন্ধকর্ণ,
অজুরাগ-সিন্ধু তরঙ্গে গড়ে । ৪

“অই বৃন্দাবন”—বলিয়া রাস—
“অই বে যমুনা, কৃষ্ণের বাসনা,”—
আনিলা গোরে শান্তিপুৰ ধাম । ৫

মহামহোৎসব অদ্বৈত ঘরে,
আ'লা মাতা শচী, ভক্ত গোব-কুচি,
নবদ্বীপে যত বসতি করে । ৬

পুত্রের মার কি দেখিতে হলো !—
মাখে নাই কেশ, সম্মাসের বেশ,
মায়ের পরাণ বিদরি গেল । ৭

অদ্বৈতের ভাগ্য সবাই মানে,
দিবা আলাপনে, নিশা সঙ্কীৰ্তনে,
বৈকুণ্ঠধাম তাঁহার ভবনে । ৮

মাতৃ-নেত্রবারি পুছিয়া গোরা,
ভিক্ষা নিলা পাকা, নীলাচলে থাকা,
শান্তিপুৰ হ'ল গৌরান্ধ-হারা । ৯

মাতৃ ধূলি-আজ্ঞা মাথায় নিয়া
চলিলা নিমাই নীলাচল ঠাই
শোকের বজ্রা শান্তিপুৰ দিয়া । ১০

সঙ্গে নিত্যানন্দ আনন্দময়,
মিশ্র গদাধর সেবার প্রথর
একানন্দ, মুকুন্দ গাহে জয় । ১১

ক্রমে প্রভু এলেন রেমুণায়,
নমি পোপীনাথে, চুড়া পেয়ে মাথে,
শ্রেম বিলায়ে পথে চ'লে যায় । ১২

তবে প্রভু এলেন যাজপুরে,
দেখি শ্রীববাহ পেয়ের প্রবাহ,
কটকে পা'লা সাকী গোপালেরে । ১৩

ভবনেশ্বর দিয়া কমলপুবে,
ভাগবীতে স্থান করি গোরাচাঁদ
সভক্ত দেখিলা কপোতেশবে । ১৪

থেথা নিত্যানন্দ প্রভুর দণ্ড
কিবা কুতুহলে ভাসাইলা জলে
ভাঙ্গিয়া তারে করি তিন খণ্ড । ১৫

আইলা প্রভু আঠার নালা,
য'নি একা আগে শ্রেম অজুরাগে
দণ্ড ভাঙ্গা দৃষ্টি কবিয়া চলা । ১৬

পশি শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে,
মুক্তি আলিঙ্গিতে, পাড়িলা ভূমিতে,
দৈবে সার্কভোম রাখিলা ধ'রে । ১৭

নিয়া গেলা প্রভু নিজ ভবনে,
শ্রীমহাপ্রসাদে, পরম আফ্লাদে,
নিত্য সেবে অতি প্রীতি বতনে । ১৮

নিত্যানন্দ আদি পার্শদ যত
লোকমুখে শুনি, "এই জন"—চিনি,
মিলিয়া করেন কীর্তনব্রত । ১৯

শ্রীনবদ্বীপ আইলা পুরীতে !—
দ্বিধা, এক বঙ্গ— মিলে পুরী-অঙ্গে
মণিকাঞ্চনযোগে কিবা প্রীতে ! ২০

নীল-অচল লাগিল গলিতে,
সিদ্ধু স্নেহে, মরি, অধর পসারি,
ইন্দু পেয়ে কাছে চাহে চুম্বিতে । ২১

জগন্নাথের কিবা অভিষেক !—
প্রেমাক্ষধারায় ধারা বয়ে যায়,
সিদ্ধু পায়নি হেন বারিসেক । ২২

প্রসাদী মালিকা প্রভুর গলে,
মুগ্ধ নীলা চল চ'লা সমতল
ছোট বড় গড়ায় দলে দলে । ২৩

গঙ্গার গুণে জলনিধি ধন্ত,
আজি সে জলধি পেল মহানিধি
আজি সে ধন্ত, বহিঃ অদৈন্ত । ২৪

কদিন গেলে সার্কভৌম চাহে
পড়া'তে বেদান্ত, গৌরের আনন্দ
"গৌর ঈশ্বর" গোপীনাথ কহে । ২৫

জায়ের পণ্ডিত ভারতে শ্রেষ্ঠ ;
প্রভু কৃপা বিনে, বুঝিবে কেমনে
বালক গোরা যে সবার জ্যেষ্ঠ ? ২৬

ভাগ্যে পণ্ডিত শিখা'তে গিয়া,
শিখিলা সকল, সেবার যে ফল,
ভাঙ্গিল চূড়া, রহিলা বিকা'রা । ২৭

শ্রীভক্তির জয় গাহিল সবে ;
জয়ের ঘোষণা দেশে দেশে জানা,
নিভাই গোরান্ন-নাম-গোরবে । ২৮

সার্বভৌম হরি ব'লে নাচে,
তর্ক-ফণা-নিধি, তাজি শাস্ত্রবিধি,
কে'দে কে'দে যে ধূলার লোটা'ছে ! ২৯

ভান্দয়ে যত পদার্থ যথা,
গৌরোদয়ে শত পার্শদ ভকত
প্রকাশিত হলো স্থলয়ে হেথা । ৩০

প্রভুর আমার অভাব কিরে !
সর্বত্র অদ্রুত, পূর্বেরি প্রস্তুত,
পূর্বের যুক্তি অরিয়া ফিরে । ৩১

ভক্তেরে বিদায়, প্রসাদ মালা
ধরি নিজ শিরে প্রদক্ষি মন্দিরে
সঙ্গে কৃষ্ণদাস দক্ষিণে গেলা । ৩২

চলিলা প্রভু মত্ত গজ প্রায়,
নাম মদবারি পড়িতেছে ফরি
দলে দলে লোক অলির জায় । ৩৩

আলালনাথ দিয়া সিদ্ধু তীরে
আইলেন চলি প্রভু চুলি চুলি
গোদাবরীতীর বিদ্যানগরে । ৩৪

রায় রামানন্দে মিলিলা তথা,
রসতত্ত্ব পুট, বার কর্তে বৃট,
শুনা'ল যে সাধ্যসাধন কথা । ৩৫

শুভ্র কি বৈশ্য রাজমন্ত্রী রায়,
শ্রেষ্ঠ অধিকারী, রসের ভাণ্ডারী
সন্ন্যাসী প্রভু আলিঙ্গিলা যায় । ৩৬

শ্রাম মুগ্ধতির বলকে রায়ে
বিরহেতে ফেলি, যা'ন প্রভু চলি
নাহিলা গিয়া গৌতমী গঙ্গায় । ৩৭

মহাতীর্থ করি কোটি তীর্থেরে,
"রাঘব পাহি মাং, কেশব রক্ষ মাং"
গাহি কোটি কোটি জীব নিত্যরে । ৩৮

কর্মী, জ্ঞানী, দণ্ডী, পাবণী সবে
হইল বৈষ্ণব, তাজিয়া গোল্লব,
দেশভুক্ত লোক প্রভু প্রভাবে । ৩৯

মহেশ দেখিয়া মল্লিকার্জুনে,
গেলেন ত্রিমঠে, পুনঃ সিদ্ধি বটে,
তর্কে জিনিলা দার্শনিকগণে । ৪০

ত্রিপদী ত্রিমল্ল বেকট দিয়ে
আ'লা শিবকাঞ্চী, তবে বিষ্ণুকাঞ্চী,
গেলা মহাবন কাথেরী গিরে । ৪১

কুন্তকর্ণের মুণ্ড-সরোবর,
শ্রীঅমৃতলিঙ্গ, স্নেহেত্র শ্রীরঙ্গ,
দেখি রঙ্গনাথ আনন্দ বড় । ৪২

শ্রীবৈষ্ণব বৈষ্ণবটুট নাম,
তার সেবা শ্রীত সক্রম চিত
গোষ্ঠীভুক্ত ক'লা পূরণকাম । ৪৩

দশবর্ষের বালক গোপাল,
তারে ক্রুপা করি মহাশক্তি পূরি
গেলা প্রভু,—কিবা বড় কপাল ! ৪৪

শ্রীপুরী পরমানন্দেরে দেখি
আইলা শ্রীশৈলে, শিব ভূগা মিলে
ব্রাহ্মণ বেশে ভিক্ষা দিলা সুখী । ৪৫

সেতুবন্ধের ধনুতীর্থ স্থান
করি লোকনাথ, লইলেন সাথ
ব্রহ্মসংহিতা, শ্রীকৃষ্ণপুরাণ । ৪৬

আইলা প্রভু কৃষ্ণবিহা তীরে
কৃষ্ণ কর্ণামৃত শুনি বিহ্বলিত
সঙ্গে নিলা গ্রন্থ যতন করে । ৪৭

তাপতী মহেশ্বতী, ঋগ্মুখ
পবিত্রিত করি তীর্থ—নদী, গিরি—
আইলা শেষে অরণ্যদণ্ডক । ৪৮

সপ্ততালতরু আলিঙ্গি তথা
করিল উদ্ধার, লোকে চমৎকার—
“রাম অবতার সন্ন্যাসী এথা !” ৪৯

পঞ্চবটী, ত্র্যম্বক, ব্রহ্মগিরি,
ঘুরি পদব্রজে মাখি পদব্রজে
উপনীত বিদ্যানগর ফিরি । ৫০

গাড়ী, যান বিনে এ পর্যটন ;
রাজাননী পদ কত বা বিকৃত !—
জীবনিস্তারে এ দুঃখ সহন । ৫১

রায় রামানন্দ পাইল প্রাণ,—
স্পর্শ সজীবনী,— অমৃতের খনি,—
রামানন্দ ক'লা অমৃত স্থান । ৫২

আনন্দের আজ আছে কি সীমা ?
চন্দ্রেতে চন্দন হলো বিলেপন,
শীতল চন্দন, হিম চন্দ্রিমা । ৫৩

পুরুষোত্তমে হইল জ্ঞানী,
রায়ের শিক্ষায়, রাজার আজ্ঞায়,
প্রস্তুত হ'ল শুভ অভিযান । ৫৪

আনন্দ সিদ্ধি ডুবা'ল সিদ্ধারে !
যায় নিত্যানন্দ, সঙ্গে ভক্তবৃন্দ
শ্রীসার্কভোম ভেটলা প্রভুরে । ৫৫

শুভ বেন পূর্ণ হইল পুন ;
হরিবোল, বোল কিবা মহারোল
পুরীতে আনন্দ প্রভা দ্বিগুণ । ৫৬

শ্রীগোবিন্দকল্পতরুর কোলে
প্রেম-ইন্দু-ফল, সে কলে উজল
রহে কামধেনু বীজের ছলে ! ৫৭

দোহে সে দেখু রায় রামানন্দ,
পীযূষ ধারায়, পুরী ভেসে যায়,
ভক্তগণের পিয় আনন্দ । ৫৮

প্রতাপরুদ্রের হইল সাধ
নাহিতে সে প্রোতে, দুবিত্তে অমৃত
পূর্ণ বুরি তার সংসার স্বাদ । ৫৯

সন্ধ্যাসী ছোবেনা কাঠের নারী,
দেগিবেনা রাজা, বিষয়ে যে তাজা,
কি উপায় সবে চিন্তিত ভারী । ৬০

ঈদ্রিতে শ্রীপ্রভু ভূতের ওমা,
মুখে বড় রোষ, অস্ত্রবে সন্তোষ,
নামাইলা বিধ—বিনয় বোঝা । ৬১

বিষয়ের লেজ খসিল যবে,
জল ছাড়ি স্থলে, কর্তৃত্ব মূলে
লভিল ফল তকতি-বৈভবে । ৬২

প্রতাপরুদ্রের প্রেমামুরাগ
কে পারে বর্ণিতে ?— গোরাক পাইতে
ঝাঁটা নিলা করি দণ্ড তিয়াগ । ৬৩

কাজাল-দয়াল গোরাক বটে ;
কাজাল কাচনা মুখের কথা না,
বাতাসে কখন বৃক্ষ কি উঠে ? ৬৪

রত্নমালায় যথা চন্দ্রমুখ,
কোটি ভক্ত সঙ্গে কি শোভা গোরাকে !
নর্তন কৌতুকে অপার অশ্রু ! ৬৫

তত্ত্ব, প্রেম, রস কুটিল কত !—
অমূল্য শিক্ষায়, জীব সে নিশায়,
ধর্ম কর্ম ছাড়ি গোরাকগত । ৬৬

এ ভাবে দুবর্ষ হইল গত ;
যেতে বৃন্দাবন প্রভু ক'লা মন,
বিদায় মাগিলা ভক্তামুগত । ৬৭

"গৌর এল" পথে ছুটিছে লোক ;
লক্ষ লোক ভিড় চৌদিক গভীর
নচিয়া ধায় অন্ধপঙ্খুক । ৬৮

আইলা প্রভু শান্তিপুর ধামে,
গঙ্গা ভরি কোল, ডুবাইল কুল,
মাতৃবৃকে বক্সা পুত্রের নামে । ৬৯

গৌরনিধি অই আইল গোড়ে.
যরা শচী বেঁচে এল কেথা নে'চে
দলে দলে ভক্ত আইল দৌড়ে । ৭০

শান্তিপুর হল আনন্দপুর ;
নিলা মাতা ক্রোড়ে চাদ গৌরান্বরে
দগধ স্বর্ণাঙ্গে রসসিন্দুর । ৭১

আছে নিধি চেয়ে হারা যে নিধি
বাড়ায় আনন্দ জ্ঞান হয় অন্ধ
এলাইয়া পড়ে বড় যে সুখী । ৭২

কল্পনাও হারে বৃষ্টিতে দশা ;
শচী বৃক হ'তে ভক্ত-চিত্তে-চিত্তে
মাথিয়া তরঙ্গ ছাইল আশা । ৭৩

আইলা তথা দাস রঘুনাথ
লক্ষেশ্বর পুত্র— বৈরাগ্যের স্তম্ভ
এড়া'য়ে বন্ধ প্রহরীর হাত । ৭৪

ভীরের ত্রায় পহিছিল লক্ষ্যে ;
কারুণ্যের নিধি, বিধির যে বিধি,
তুলে নিলা তারে আপনা বক্ষে । ৭৫

চিত্তাবেগ সহসা যা, তা কাটা ;
কর্ম্মাত্মরে যদি টিকে নিরবধি,
তবে তা মানিবে অবশ্য সাচা । ৭৬

তাই প্রভু মিষ্ট বচনে ভুবি,
পাঠাইলা গৃহে, রঘুনাথ রহে
নির্লিপ্ত কর্ম্মী প্রশান্ত উদাসী । ৭৭

পিতা মাতার অপার সন্তোষ ;
পিতৃমাতৃসেবা বিনা তরে কেবা ?
কর্ম্ম ফেলি ধর্ম্মবুলেই দোষ । ৭৮

অমূল্য কৰ্ম ভগবৎ সেবা ;
 বায়ে তুমি সেব, লন সেই দেব,
 চিত্তভক্তি কণ্ঠে, সেব যা বাবা । ৭৯

সেবিতে সেবিতে হইবে ধীর ;
 লভিবে প্রসাদ, চিত্তভক্তি স্বাদ,
 জাগিয়া উঠিবে আশ্চর্যরী । ৮০

পাবে ব্রহ্মজ্ঞান আনন্দ ধন ;
 আনন্দ—হৃদাদিনী, প্রেমভরঙ্গিণী
 রূপাতরঙ্গে পাবে ভক্তি ধন । ৮১

ভক্তিতে হইবে মাহুয জ্ঞান—
 প্রেম বলি বায়ে— কৃষ্ণ যেই তারে
 সতত বাধা,—সেবাই প্রধান । ৮২

আইলা প্রভু রাম কেলি গ্রাম,
 রূপ সনাতন, ভেটিলা তখন,
 স্থগিত গতি বৃন্দাবন ধাম । ৮৩

“লোক সংঘটে, কেন বৃন্দাবন ?”
 বুঝিয়া প্রচুর গোরাঙ্গ ঠাকুর
 নীলা চলে পুন ক’লা গমন । ৮৪

কিছু দিন স্থির রহিলা স্থখে ;
 প্রাণে বৃন্দাবন করিছে নর্তন
 কহিতে ইচ্ছা, কহেন না মুখে । ৮৫

আইল শরৎ চাঁদের প্রিয়,
 ব্রজের লাগিয়া উঠিলা কাঁদিয়া
 কৃষ্ণ চৈতন্ত, নির্ঘাস অমিয় । ৮৬

প্রাণের স্বরূপ রামানন্দেরে
 কহিলা কাতরে প্রাণে বাহা করে
 ধীরে ধীরে ধীরে প্রেমের ভরে । ৮৭

দাও বিদায় বাই বৃন্দাবন,
 না ভাবিও হুখে, না কহিও লোকে,
 বনপথে একা করিব গমন । ৮৮

মন্দের ময়ী তোমরা দুজনে,
 মন্দ অন্তর্জর বুঝি কন্য় কর
 বাধা’ওনা গোল, রাখ গোপনে । ৮৯

প্রভুর যা ইচ্ছা কে তারে বাধে,
 সকল নিস্তর, নাহি সাড়া শব্দ,
 ব্রজে যা’ন প্রভু মনের পাথে । ৯০

নবদ্বীপ চন্দ্র নদীয়া ছাড়ি
 পলা’লা যে দিন সে দুঃখের দিন
 উদিল বুঝি নীলাচল ঘেরি । ৯১

এমন দিন গোরা-অমুচর,
 কাঁদানিয়া বিদ্যা গোরাটাঙ্গ-সাধা
 অশ্রু সিক্ত যে গোরার ভিতর । ৯২

সে সিক্তর মেঘ ছাঁইল জগৎ,
 বাহা ফোটা ফোটা কুত্র ধারা-ছটা
 বরষা করিল পাষাণ গলৎ । ৯৩

হায়রে চাঁদ কোন্ বা স্থপে,
 কিবা তার প্রাণে, কিবা কোন্ টানে,
 পশিল যেয়ে বনরাহু-মুখে ! ৯৪

সে চাঁদের স্থখী কাদেরে প’ড়ে !
 এক হাট ভেঙ্গে, পুন কোন্ রঙ্গে,
 ভাঙ্গিলে মৃতন আবার গ’ড়ে । ৯৫

ঝাড়ি খণ্ড পথে চলিছে গোরা,
 পরশ অমৃতে পথে পথে পথে
 শুক লতাগুচ্ছ মুকুল ভরা । ৯৬

ননী পদম্পর্শে প্রাপ্তর ননী ;
 বত পুষ্পনেত্র পাদপের গোত্র
 ফুল ফলদানে সেবিয়া মানী । ৯৭

কোমলাঙ্গ দেখি কণ্টক নিজে
 ব্রহ্ম-আর্দ্র হয়ে, বাধা দিবে ভয়ে,
 পরশিছে অজ ভীকৃত্য ত্যজে ! ৯৮

বিষ নিভাইতে অমৃত দিয়া
 বিষধর যত পিয়ে রূপামৃত
 কিবা প্রসন্নতা হিংসা তুলিয়া । ১০৯

বাঘ ঠেলি পদে যায়রে গোরা,
 বাঘী মৃগী শত, কিবা অলুগত,
 সারি দিয়া হেরে রূপের পারা । ১১০

“কহ কৃষ্ণ” কহে কৃষ্ণ চৈতন্য,
 অমনি তাতারা নাচে আশ্চর্য্য
 কহে “কৃষ্ণ কৃষ্ণ,” কত বা দৈন্য ! ১১১

পত্নীপক্ষিকণ্ঠে, ফুলে কি ফলে,
 লতায় পাতায়, অঙ্কিত আভায়
 করিছে “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” গ’লে গ’লে । ১১২

বানর ভক্ত লইয়া রাম
 ক’রেছিল রণ, আজি সঙ্কীর্ণন
 প্রভুর সঙ্গে গাহি “কৃষ্ণ” নাম । ১১৩

অন্নপূর্ণা-অন্ন-কল্ললতিকা-
 দয়বী-কুন্ডমে কত মধুরিমে !—
 প্রভু আগমনী চিত্ত-তুলিকা । ১১৪

কত বা আনন্দে অঞ্জলি পাতি
 নাচিয়া নাচিয়া তাধিয়া তাধিয়া
 অন্ন খান ভোলা ভবানী-পতি । ১১৫

যোগমায়া-রাজ্যে শিবস্ত্র মিলে
 নহিলে শিবস্ত্র কোথা কৃষ্ণ তত্ত্ব !—
 ব্রজ যে মিলে কানী হ’য়ে গেলে । ১১৬

কানীতে আসি মণিকর্ণকার
 প্রভু করে স্নান, ঘাট দীপ্তমান
 তপনমিশ্র হেরিলেন তায় । ১১৭

অদ্বৈতমূর্ত্তি হেরি কানীবানী
 যেন মুগ্ধমনা করে আনাগোনা
 প্রকাশানন্দে কহে আসি আসি । ১১৮

মায়াবাদে তিস্ত সবার কাণ,
 শুনি “কৃষ্ণ” ধ্বনি স্বধা তুল্য গণি
 অকুচি যেতে সরস্বতী স্থান । ১১৯

তবু সবে ভয়ে পড়ে বেদান্ত ;
 মায়াবাদ ঘোরে “কৃষ্ণ” নাহি ক্ষুণ্ণে,
 নামস্বরূপে বঞ্চিত একান্ত । ১২০

কানী ছাড়ি প্রভু এ’লা প্রয়াগে,
 যমুনার জলে পড়িলেন ঢ’লে
 অকস্মাৎ যেন খাইল নাগে । ১২১

বলভদ্র ভট্ট সেবক হুসুং,
 কাল জল হ’তে তুলিল ব্রজিতে
 যেন হ’তে যেন থস’ল তড়িৎ ১২২

নীলাচল হ’তে মথুরাপুরী
 যমুনাম গেরে, প্রেমে ঢলাইয়ে
 কাটিল জাগাল পাষণ্ডী-তরি । ১২৩

ব্রজের বস্তু ফিরে এল ব্রজে !
 যতন করিয়ে আনগে আগিয়ে
 চিনা বস্তু এ সে অচিনা সাজে ! ১২৪

যস গো চন্দন, গাঁথগো মালা,
 কণ্ঠে কনুধ্বনি— লীলা গীত-ধনি,
 জুগুণ্ডে তোরণ রচগো বালা । ১২৫

কালব্রজে সে খুলিবে আল,
 স্পৃহ বা স্পৃহ বা ভে’সে উঠিবে তা
 চোখ ফুটিলে যেমতি উজল । ১২৬

দুম ভাঙ্গিলে যেমতি জীবিতে,
 শীতান্তে যেমনি ঝলে কণী মণি
 বরফ গলিলে শোভা গিরিতে । ১২৭

ব্রজমজ্জা খুলে নিয়ে যাবে,
 মুরলী বাজিবে, ময়ূরী নাচিবে,
 মৃগযদগন্ধে বিশ্ব বোহিবে । ১২৮

মুক মঞ্জীৰ আবার বাজিবে,
 হুয়া কপা রংবে খেয় বৎস গাবে
 তমালে পুলক কদম্ব ফুটিবে। ১১৯

পূৰ্ব স্বত্বির তরঙ্গ জাগিবে
 কাল "কলু কলু" কালিন্দীর হুসু
 আলু থালু সে শ্রেয় উথলিবে। ১২০

আদর করি নিয়া বাও যত্রে,
 আজি সে অতিথি এই শুভ তিথি
 থাকিতে দিওনা হুলায় প'ড়ে। ১২১

ওর কান্নায় পশুপক্ষী কাদে ;
 তাড়িতে তাড়িতে সহানুভূতিতে
 ব্রহ্মাণ্ড ফাটিছে কাদিয়া খেদে। ১২২

ওরো জন আছে, যতন করে,
 এখানে একাকী "রাধা রাধা" ডাকি,
 কান্দাল হেন অচেতন প'ড়ে। ১২৩

ভিক্ষা দাও গো যত এজবাসী,
 দয়ার পাত্র সে মুখে "রাধা" ভাষে
 ভিক্ষা দিলে একেই দাও আসি, ১২৪

জীব তরা'তে এত হুঃখ যার ;
 আজ কেন ব্রজ— অমুতে অমুজ—
 ফুলোজ্জল লভি রসমঞ্চার ! ১২৫

গাভীগণ কেন চাটে তাঁর গা ?
 কেন শুকসারী পড়ে হাতে উড়ি ?
 হবে কোন জন পূরব চিনা। ১২৬

মৃগকণ্ঠ ধরি কাদেন গোরা ,
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ বোল, মৃগনেত্রে জল,
 ছুটিল পুলকে অজস্র ধারা। ১২৭

কোটি নরনারী বিশ্বয়ে হেরে,
 পুরুষ অহুত, লীলা বা কিস্তৃত,
 কোথা হ'তে এল কোন বা ভোরে। ১২৮

শুখ লতায় আলিঙ্গন করি,
 হা-কৃষ্ণ বলিয়া, পড়িছে ঢলিয়া,
 সোণার চাঁদে কি বিরহ মরি ! ১২৯

শ্বেদ অশ্রুজলে ভিজা'লা যাটি,
 বর্ণ হস্তী যেন কর্দ্দমে লোটেন
 হেন রক্ত কার অঞ্চলসাটি ! ১৩০

চিনিতে চাও কর সে উপায়,
 কালিন্দীর তোয়ে আন গিয়া ধু'য়ে
 দেখ ডু'বে বা গতিয়ে না যায়। ১৩১

সুবাসিত তৈলে শ্রীঅঙ্গ মাজি,
 বেড় পীতবাস, কটির উদ্ভাস
 শিরে চুড়া বাধ চন্দ্রকরাজী। ১৩২

কঙ্কণান্দমুপুর পরাও,
 শ্রীঅঙ্গে চন্দন কর বিলেপন,
 ভালো গোবোচনা তিলক দাও। ১৩৩

গুঞ্জামালতীর গাঁথিয়া মালা
 পরাও সে গলে প্রীতি কুজুহলে
 তার পরে দেখ গোরা কি কালা। ১৩৪

নিরথ যতনে কার মত সে,
 গাশী—না, না,— সে কথা ক'ব না
 নিশানা আছে, এতেই হবে বে। ১৩৫

চাঁদ, পদ্ম, ধার তনুতরুতে,
 শোভে পুষ্পরাশি উগারিয়ে হাসি
 ভাবরত্নদল হলিছে যাতে। ১৩৬

সন্ন্যাস-ভাষের তলেও থাকি
 লাবণ্যের প্রভা, কিবা রূপশোভা
 বহি শিখা যেন দিতেছে উকি। ১৩৭

লুপ্ত রাধাকুণ্ডে জাগ্রত করি,
 তাথে কুতস্মান, ক'লা স্তুতি গান,
 তার যাটি দিয়া তিলক পরি। ১৩৮

রাধা রাধাকুণ্ডে অভিন্ন-মান,
রাধাকুণ্ডে শ্রাম গেয়ে রাধা নাম
রাধা প্রেমে ডু'বে জুড়াত প্রাণ । ১৩৯

ভাবের মানস নব সন্ন্যাসী
উর্দ্ধবাহ নৈ'চে বৈচে ম'রে বৈ'চে,
অম্লপ্রাণিত ক'লা তীর্থ রাশি । ১৪০

গোবর্দ্ধন হেরি কি আনন্দরে !—
তুলিয়া উপা'ড়ে আলিজিতে তারে
বুক উচু করি হুবাং বেড়ে । ১৪১

সোণার ময়ূর হুপাখা মেলি,
সুপেখম ধরি নৈ'চে নৈ'চে উড়ি
নিজ বাহ্যমদে করিলা কেলি । ১৪২

আইলেন প্রভু প্রয়াগে কিরে,
জাহ্নবী বমুনা— ও যা পারিল না
কৃষ্ণ প্রেমরসে ভাসাইলরে । ১৪৩

শ্রীকৃষ্ণ আসি মিলিলা প্রভুরে,
দন্তে তৃণ ধরি কর যোড় করি
গুণিলা প্রভুরে পরাণ ভ'রে । ১৪৪

সাদরে অলিঙ্গি বিরলে ভক্তি-
তত্ত্ব দীক্ষা দিয়া প্রস্তুত করিয়া
বৃন্দাবনে দিলা করিয়া যুক্তি । ১৪৫

কানীতে আসি সরস্বতী ভরা
রসের সিঁদুরে— কৃষ্ণ স্বরূপেতে—
ডুবায়ে করিলা অমুরাগে মরা । ১৪৬

বৈরাগ্য-চূড় সনাতন তথা,
লভি অলিঙ্গন সুখেতে মগন,
কল্পল তেয়াগি পরিলা কাঁথা । ১৪৭

তত্ত্ব-ভক্তি-প্রেম-রস-অমৃত
লকতি সঞ্চারি শিখাইয়া ধরি,
পাঠা'লা প্রভু বৃন্দাবন ভিত । ১৪৮

প্রভুর লেখনী দুভাই তারা
ভক্তি পারাবার, তার রক্তসার,
রচিল তু'লা মালা প্রমোদকার । ১৪৯

জয়জোকার নীলা চল ভরি,
অমুরাগ-সিঁদুর প্রেমপার ইন্দু
আইলা অই, বল হরি হরি ! ১৫০

বাহার ছিল আসার আশায়
"হা গোরাঙ্গ" বল প্রেমোতে উদেলি
"কইরে কোথা" উচ্চলি ধার । ১৫১

প্রভাপের পুন মিলিল নিধি
স্বরূপ রামাই "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" গায়ি
পথ তাকায় প্রাশংসিলা বিধি । ১৫২

সাগর স্তম্ভিত আনন্দ বোলে
প্রভু আগমন হইল ঘোষণ
দিগদেশ-ভক্ত এল দলে দলে । ১৫৩

নীলাজি হইল উৎসবময়,
হরি হরি বোল, "বোল বোল," বোল
সাগরে গগনে গোরাঙ্গ জয় । ১৫৪

শ্রীনিত্যানন্দাধৈত, ভক্তগণ,
আ'লা গোড় হ'তে গোরাঙ্গ দেখিতে,
গোর যানের গতি প্রাণ মন । ১৫৫

মঙ্গল কীর্তন উটলি কিবা !
মনোমদরসে ভাবের তরঙ্গে
উৎসব প্রবাহ রজনী দিবা । ১৫৬

সিঁদুরানুস্থ মধ্যাহ্ন কালে,
করে জলকলি, প্রেম কুতূহলী
ভাসিয়া ডুবিয়া তরঙ্গ কোলে । ১৫৭

ভক্তের আনন্দ বাড়ান গোরা
হাস পরিহাসে কৌতুক উল্লাসে
ভক্তের হৃদেই হৃদ বিভোরা । ১৫৮

ভক্তগণে প্রভু ঠাকুর নিজে
সুখে পরিবেশি প্রসাদের রাশি
খাওয়ান বেশী আনন্দে য'জ্ঞে । ১৫২
রঙ্গরস তাথে দেন আচার,
চিতদিন হস্ত, প্রভুর প্রশস্ত
বেশী খে'য়ে ভক্তে উদর ভার । ১৬০
আচরিয়া ধর্ম শিখান জীব-
নীতল প্রীতির অমল নীতির
উজ্জ্বল শিখা নীরবে নীরবে । ১৬১
বিদীর অজানা রাগের ধর্ম
করিল প্রচার পরম উদার
আত্মদিতে নারে যা বেদ কর্তব্য । ১৬২
কোটিন্দু-মাধুর্য্য বাঁহার রূপে,
গলিত-কারুণ্য তরল-তারুণ্য —
সুখা শুদ্ধিত বাঁর লোমকূপে, ১৬৩
তাঁর বদনেব ললিত বাণী
নিষ্কল অশীতল, আনন্দ উজল
কর্ণে রোপিল কত সুখা-ধনি । ১৬৪
রাধাকৃষ্ণরসবিগ্নেহ গোরা,
ভকত বিভূতি করে নিষ্ঠারতি
কর্ণিকা যথা দল দিয়া ঘেরা । ১৬৫
একদা শ্রীরূপ প্রভু দর্শনে,
আসি নীলাচল ভকত বৎসল
প্রভুরে বন্দিয়া বন্দে ভক্তগণে । ১৬৬
শ্রীরূপ গ্রন্থরস আত্মদিতে
মহা সভা করি বসিলেন হরি—
সে চাঁদ সভা কে পারে বর্ণিতে ! ১৬৭
চাঁদে চাঁদে চেউ শুনিয়া শ্লোক ;
প্রভুর করুণা রূপেতে প্রেরণা
বুঝি বিহ্বল চ'ল ভক্ত লোক । ১৬৮
রাধানন্দ-কণ্ঠ, রূপ-লেখনী
অভিন্ন দেখিয়া, আনন্দে ভাসিয়া
অতৃপ্ত সবে রূপেরে বাখানি ১৬৯

ধূলি-আজ্ঞা রূপ মন্তকে নিয়া,
গেলা বৃন্দাবন আ'লা সনাতন,
কণ্ঠরস করে সর্বদা দিয়া । ১৭০
প্রেম্যানন্দে প্রভু ধরিতে গেলা
এ তনু ঘণিতে প্রভু পরশিতে
"ছি ছি" বলিয়া গোসাঞি সরিলা । ১৭১
বুঝি প্রভু বলে মাখিলা বুকে,
কহিলা গোসাঞি "এই তব গারে
সুখাধারা, তাই পরশি স্তখে ।" ১৭২
"কত অমৃত তোমার পরশে !" —
কণ্ঠ আর নাই, দেখিয়া গোসাঞি
ভাসিলা প্রেম-ককণা রসে । ১৭৩
ভক্ত গোষ্ঠীতে প্রভু নিজে নিয়া
দিল পরিচয়, এবা কোন্ হয়,
নতি-কোলাকোলি, সুখ-অমিয়া । ১৭৪
প্রভুব জন সবে এক প্রাণ,
গৌরঙ্গ-তাড়িত করেছে জড়িত
এ মহা তাড়িতে প্রেম আখ্যান । — ১৭৫
প্রেমিক বা দিয়া বাঁচায় মড়া,
কণ্ঠ দ্রুত চয় বাতে গ্রাহ নয় ;
ভালবাস'-রাজ্য ভ্রান্তিতে জড়া । ১৭৬
প্রেমের মহিমা কেমন, মরি ! —
চটক পক্ষিতে গোবর্দ্ধন প্রীতে
ধাইয়া ধরিতে রহিলা পড়ি । ১৭৭
সাগরের জল দেখিয়া কাল,
হা কৃষ্ণ বলিয়া প্রেমে উছলিয়া
অতল সাগরে ডুবিয়া গেল । ১৭৮
তবুনা মরিল নোণার গোরা,
ধীবরের জালে দৈবে অঁটকিলে,
মরে নাই, কিন্তু প্রেমের মরা । ১৭৯
ধীবরেরে বুঝি পাইল ভূতে ?
কৃষ্ণনাম কহে : নাচে, চূপ রহে,
পাগলপ্রায় গৌর পরশেতে । ১৮০

সিন্ধু শীতল নাশামুকীর্তনে
 একদা গোরাক ভক্তাবলী সঙ্গ
 উদ্বেল রঙ্গে ডুবিল নর্তনে । ১৮১
 মস্তপে বসি দেখে জগন্নাথ ;
 হরিদাসে এ কি ? চকিতে হলো কি ।
 মুচ্ছার ক্রোড়ে শুয়িল হঠাৎ । ১৮২
 কাঁধে করি যত ভক্ত গণ
 পরম উল্লাসে তাণ্ডব বিলাসে
 নাচিল মত্ত আনন্দ যগন । ১৮৩
 প্রভুর আনিতে ছিলনা বাক্য,
 বাহ্য পূর্ণকারী নাচিছেন হরি,
 পাগলের যেন উঠিল খুঁকি । ১৮৪
 হরিধ্বনি মুখে, প্রভু আজ্ঞায়,
 মৃততমু খানি বড় ভাগ্য মানি
 সিন্ধুসৈকতে কাঁধে ক'রে যায় । ১৮৫
 শ্রীহস্তে শ্রীপ্রভু খুঁড়িয়া মাটি,
 দিলেন সমাধি শেষ যা উপাদি,
 নাম হৃদায় ধরি পরিপাটি । ১৮৬
 প্রভু করিলেন পুত্রের কৰ্ম্ম ;
 পুরী দ্বারে-দ্বারে নিজে ভিক্ষা ক'রে
 করিলা যোগ্যসব শ্রদ্ধা ধর্ম্ম । ১৮৭
 হরিদাস ভাগ্য, ভক্তের ভাগ্য,
 অরিলে, স্বরগ প্রভীত নরক,
 ভক্তিতেই জীব জীবনে শ্লাঘা । ১৮৮
 ভক্ত সেবা যত করিলা প্রভু,
 তার এক আনি, হেন অনুমানি
 ভক্তে কি সে'বেছে প্রভুরে কভু । ১৮৯
 নামে রুচি, জীবে দয়া, আর সে
 বৈষ্ণব সেবন, করা'লা শিক্ষন,
 আপনি আচারি কাঙ্গাল বেশে । ১৯০
 বিচ্ছেদ মানের উন্মাদ দশা !—
 প্রেমের উন্মাদ, কিবা রসাস্বাদ !
 যুগপৎ ফোটে কাঁদাহাস । ১৯১
 ক্রোধোন্মাদে গোরা কিসে কি কর,
 কিসে কি করে, ধৈর্য নাহি ধরে,
 কণে জীয়ে, কণেকে ম'রে রয় । ১৯২

কর্ণে সবে শুনার কৃষ্ণনাম
 কৃষ্ণনাম হৃদে স্খান্বিত মুখে
 লুকায়ে গেলা পূর্ণানন্দ ধাম !! ১৯৩
 অগতির গতি প্রাণ গোরাক !
 কোথা নিত্যানন্দ আনন্দের কন্দ !
 এই কি হইল লীলার সাক্ষ ! ১৯৪
 তুমি বা লিখাও, লিখিযু তাই,
 দোষ গুণ যাহা তুমি জান তাহা,
 তব পদে রতি, এ ভিক্ষা চাই । ১৯৫
 শ্রীগোরাক লীলা অপার সিদ্ধ ;
 গোসাঞি বৈষ্ণব-গুরু-কৃপা-প্লব
 বিনে অসাধ্য তোলা তার বিন্দু । ১৯৬
 শ্রীগোরাক লীলা অমিয়া পারা ;
 নিতাই কৃপায় লিখিতে যে যায়,
 লিখিতে ভোলে যেন আশ্রহার । ১৯৭
 খাদ্যের ভাণ্ডারে ক্ষুধিত যথা
 কোন্টি বা খাবে, কোন্টি না খাবে,
 বাছে ছাড়ে ছাডেনা,— এতেও তা । ১৯৮
 শ্রীগ্রন্থ চৈতন্য-চরিতামৃত—
 সাক্ষাৎ চৈতন্য, হেন কেবা অজ্ঞ
 ভেঙ্গে সে মূর্তি করিবে নির্ম্মিত ? ১৯৯
 তবে শ্রীমূর্তির নকল যথা,
 পুতুল গাড়িয়া শিল্পী হাটে নিয়া
 বেচিতে থাকে,—এ চেঁচাও তথা । ২০০
 অবধূত চন্দ্র নিতাই চাঁদ,
 তার পাদপদ্ম, স্খান্বিত-সদ্য,
 গোর ধরিবার সেইতো কাদ । ২০১
 করুণা কর নিত্যানন্দ দাসে,
 যেন পাছে ধৈর্য আধ লুকাই'য়ে
 দেখি সে গোরা যায় কোন্ দেশে । ২০২
 প্রাণ বলজ শ্রীগোরাক ইন্দু,
 গঙ্গাতীরে তীরে লুকাল সাগরে,—
 চিরতরে রাখিবে কি সিন্ধু ? ২০৩
 শ্রীগোড় মণ্ডলে মধুর লীলা সমাপ্ত ।

দুর্গা

আমার দেহটি দুর্গ— যত দুর্গতির ভূমি।
এ দুর্গে আবদ্ধ থাকি, করি সদা “আমি আমি” ॥
আমিও স্বামিও ভাঙ্গি মুক্ত কর তুমি জীব।
তাই সে তোমার নাম দুর্গা ওগো মাতঃ শিবে ॥
দুর্গবাস দুর্গতির বিনাশিনী যাগো তুমি।
রক্ষ গো মা দুর্গতির মূল দুর্কাসনা দমি।
কৈতবাদি দূরি দাও কৃষ্ণ ভকতি বৈভব।
প্রেম রসে ডুবিয়ে দাও দেহ হোক শব ॥
শব বলি কাকে যে কারিক চেষ্টায় মরা।
রাম বলতে অধিকার তার কয় কালীহেরা ॥
লুট পাট খুন করি নিজ পোষ্য পেট ভরা।
স্নানপানের বেলা তার ভরা গঙ্গায় খরা ॥
দুর্গতের দুর্গতিহরা সদগতি দায়িনী দুর্গে।
ভক্তি বিনে সদগতি কি, থাকি নরকে কি স্বর্গে ॥

রামনাম ।

রামহে, রাম নামে যত মধু
খুরে দিচ্ছ হনুমানের বুকে।
আজ্ঞা কর হনুমান্ দিচ্ এক কণা
তা নিয়া থাকিব পরম সুখে ॥
রাম হে, তুমি সে কর তরু
তোমার নাম সে তরুর ফল।
সে মঞ্জু ফুলের মকরন্দ ভক্তি
যার আমোদে স্বাদে ভক্ত আকুল ॥
চাঁদ যদি ফোটে সরসী সলিলে
সুখ হয় তার মধু চমৎকার।
রাম হে, তোমার ভকতি দান
সুখ সুখা মধুরী পারাবার ॥
রাম হে, প্রাণ কোটরে দেও ভক্তি ভরি
যেন দেখাতে পারি বিশ্বাসীয়ে
প্রাণ খুলে বা এ বুক চিরিয়া
ভক্তি কি, কেমন, ভাসি অশ্রুস্রীয়ে ॥

রাম হে, কোন জন যদি চায়
তোমাতে দেখিতে ঈশ্বর কেমন।
দেখা'ব ভক্তে ধরি দেখ ঈশ্বর,
পুলকাক্ষ স্বৈদ কম্পাদি-ভূষণ ॥
তাই হনুমান্ তোমার প্রকাশ
তোমার স্মরণ হয় তার স্মরণে।
তোমার দরশ হয় তার দরশে
কবে চিনিব বল পূজিব ভক্ত হেনে ॥

তব নাম আঁকিয়া দাও বুকে
মুখে গাই তব মধুর নাম।
রাম হে যেন আজ্ঞাবহ থেকে
সেবি ও পদ গাহি “রাম রাম” ॥

পাদপের রস সারাংশ যথা
প্রসূনে হৃদয় প্রকাশ পায়।
তথা তব চিদানন্দ রস ধারা
তোমার নাম কুশুমে ফুটয় ॥

রাম হে, খুলে দাও নামের উৎস
করণা করি এ দাসের বুকে।
বহায়ে দাও তারির প্রবাহ—
রসনাম, তপি পলকে পলকে ॥

তব সুখা নামে যার গাল উচ্চ
তারির নাম হয় হনুমান্।
কাঞ্চনাদিতে তুচ্ছ এ যার পুচ্ছ
তারির নাম হয় হনুমান্ ॥

হ'মু হ'মু বলি করব গৌরব
রাম হে যদি তব কৃপা হয়।
তোমাতে দেখি বসে উপহাস
বিশ্বাস নাই, লোকে পাগল কয় ॥

পরমেশ এক পরকাশ ভেদ
প্রবোধন ভেদে অল্পাধিক।
যে রাম-সে কৃষ্ণ পূর্ণ ব্রহ্ম হরি
ভকত বাৎসল্য-গুণোপাধিক ॥

রাম নামে মুক্তি—প্রাণের উল্লাস ।
রাম নামে মুক্তি—স্বরূপ প্রকাশ ॥

"আমি" নাম নহি, 'ব্রহ্ম' নাম নয়
আমার নাম দাস-অমুদাস ।
ব্রহ্মের নাম হরি রাম কৃষ্ণ—
স্বরূপ রূপ লীলার প্রকাশ ॥

রাম হে তুমি পরব্রহ্মস্বরূপ ।
নব চর্যাদলশ্রীম মানবরূপ ॥
পিতৃ সত্য পালনাদিক লীলা-ভূপ ।
ভক্তত বাৎসল্যাদিক রস কূপ ॥

পিয়াও এদীনে তব নাম পুষ্প মধু
হে রামাভিরাম বিভাবসুকুল-বিধু ।

তুমি যদি হও আমার ।—

(ভাটের সুর)

- ১। তুমি যদি হও আমার নাথ
তুমি হও আমার ।
সপ্ত সিদ্ধ সপ্ত স্বর্গ যাউক্‌ ভার খাব
যদি তুমি আমার ॥
- ২। যদি তুমি আমার রতন ভাণ্ডার
জন্ম জুড়ি বস ।
চাঁদ কৌমুদী সুখ খেলবে কত হস্ত রস
যদি তুমি আমার ॥
- ৩। যদি তুমি আমার, সুখ পারাবার
স্বাখের নাহি ওর ।
তোমার সুখে সুখী থেকে
চালব নহন লোহ ।
যদি তুমি আমার ॥

- ৪। যদি তুমি আমার, সারার্থ সার
জীবন রস যানিক ।
তীক্ষা মণি চুণী মুক্তা সকলি অলীক
যদি তুমি আমার ॥
- ৫। যদি তুমি আমার, রস সুধাসার
ভব কুখা দুচে ।
যড়রস হব্যাকব্য রসনায় না কচে
যদি তুমি আমার ॥
- ৬। যদি তুমি আমার বন্ধু গুণাধার,
গুণে থাকব মজ্জি ।
তোমার মত মনের মাছুষ ছেড়ে কারে ভজি
যদি তুমি আমার ॥
- ৭। যদি তুমি আমার, ডিঙ্গা সোণার
মানস জলে ভাস ।
টেউ তুলিয়া নাচাইব, মধুব সন্তাষ ।
যদি তুমি আমার ॥
- ৮। যদি তুমি আমার, পীষু বাসার,
পীষু ঢাল বকে ।
তোমায় ভুলে কেমন ক'রে মস্তক অঙ্গ স্নেহে
যদি তুমি আমার ॥
- ৯। যদি তুমি আমার, আনন্দাবতার,
আর আনন্দ কিসে ।
অমৃত কেলি পান করে কে হলাহল বিধে ।
যদি তুমি আমার ।
- ১০। যদি তুমি আমার, হল মণি হার,
ভূষণে না গণি ।
চির আলিঙ্গন সুখ !—কালীদেহা বাণী ॥

“ব্রহ্মাকর” ২য় খণ্ড সমাপ্ত ।

হুজুৰ খাত

ব্রজলীলা-কমল

জন্ম—রাসলীলা

—:—

জন্ম নিত্যই

“হরি হরি কি যোর করম অতি মন্দ ।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পদ না সেবিছ তিল অ’ধ
না বুঝিছ রাগের সম্বন্ধ ॥”
(নরোত্তম দাস)

জন্ম

চলে নিজালয়ে নব দম্পতি —
দেবকী নন্দিনী, জ্ঞানীর অগ্রণী
বহুদেব ধীর অমল মতি ॥ ১

উগ্রসেনহু চলিলা কংস
ভগিনী বৎসল, সংকরে অটল,
বাজে যন্ত্রল্য ডেরী তুরী বংগ । ২

চলিল তরঙ্গে আনন্দ ধারা ।
চকিতে শুবিল, কে যেন গ্রাসিল
জহু, বেমতি ভাগীরথী-ধারা । ৩

প্রফুল্ল ফুল কতকণ রয় । —
পড়িল অশনি অশরীরী বাণী,
কংসের আনন্দ পাইল লয় । ৪

কংসরাস বাণী ধ্বনিল তবে—
“জন্ম গরভে কুলদীপ হবে
দগ্ধ করিবে কংস শলভে ।” ৫

কৈশিক কংস হার খড়গ লয়ে,
কাটিলে ভগিনী আশ্রয় বোনি—
দিকাইতে ভবন অধরাধ দিরা । ৬

দেবকী রমণ মধুর ভাষে,

“দিব তব করে তনয় নিকরে”
বহু হ’লা বলি প্রতিজ্ঞা পালে । ৭

দেবকী নাগের প্রতিজ্ঞা শুনি,
কংস লগ্নমতি আশাসিত অতি
বিরত হ’লা বধিতে ভগিনী । ৮

স্বধামে সদলে পশিলা সবে ।
কাল সহকারে দেবকী-উদরে
জন্মের ছয় তনয় জনমে ॥ ৯

সমপিলা পিতা প্রতিজ্ঞা শ্রি
এক এক ক’রে কংস মুহূর্ত করে,
বধিল ছুট শিশুগণে ধরি । ১০

পুত্রশোকে ভাসে দেবকী দীনা,
“বহুদেব কাঁদে জন্তুরে বিদায়ে
প্রতিজ্ঞা ব্রত পালিছে স্থানা । ১১

উদিল অনন্ত সপ্তম গর্ভে,
বিষ্ণু-কলাধর বলের আশ্রয়
বহু কুল হিতে শোভন পর্কে । ১২

বোগবায় ডাকি বজ্রেশ বলে,
বহুদেব পত্নী আছেন রোহিণী,
সম্প্রতি বসতি নন্দ গোকুলে ; ১৩

দেবকী গর্ভ স্থাপ আকর্ষণে
রোহিণী উদরে, যাও গো সত্বরে
কল গো দেখি, যেহে সাক্ষরে । ১৪

অষ্টমে পশিব পূরণ রূপে :
শ্রীনন্দেব ঘরে যশোদা উদরে,
জন্মগে যোগমালা কতাক্রমে ।” ১৫

ভগবন্মায়া অনন্ত শক্তি !
ইচ্ছা মাএ পূর্ণ হলে ইচ্ছা তূর্ণ
অবতারণ চিরি মায়াব কৃতি ! ১৬

ভক্ত বসুদেব-চিত্ত-মুকুরে
পূর্ণ ভগবান আনন্দ-নিধান
সমুদিত সে জীবন-সমরে । ১৭

অপিত সে তেজঃ আনন্দময়
দেবকী অন্তরে— দিয়া রত্নাকরে,
সিদ্ধিতে ইন্দু যথা সুধাময় ! ১৮

কংস কারাগার অন্ধ নিবাসে
পরমাত্ম জ্যোতিঃ দেবকী মুরতি
ছাইয়া অচিরে রূচির হাসে ! ১৯

কংসের পরাণে লাগিল ডর :
চিন্তিল অন্তরে হরি প্রাণ হরে
উদিত আই দেবকী উদর ! ২০

গভিনী-ভগিনী-স্ত্রী-বধ-ভয়ে
আলিঙ্গি নিবৃত্তি নির্ভরি নিয়তি
প্রতি কবে সদা বিমনা হয়ে । ২১

শিব, অজযোনি হেন সময়
দেবকী-অমর মূনি-সংচর
দেবকী পাশে সমাগত হয় । ২২

হরি সত্যময়ে করিলা স্রুতি :
সৌভাগ্য-অশুধি দেবকী সঙ্ঘোধি
হরি-গর্ভবাস কহিলা গুণি । ২৩

নবভাবময়ী প্রকৃতি কালে,
প্রসন্নতা খেলে প্রতি অণু-কোলে,
অমর বরষে কুসুমদলে । ২৪

গন্ধর্ব্ব কিম্বর ললিত গায়,
নাচে বিদ্যাধরী সুন্দরী অঙ্গরী,
নিবিড় তিমির ভূবন ছায় । ২৫

নিশীথে হেন ভগবান্ হরি
ইহা ভূমিষ্ঠ ত্রিলোক স্তম্ভীষ্ট
চক্ৰমতি সাধু অগং হরি । ২৬

শোভিল শিত দেবকীর কোলে
পবন সুন্দর চারু দাঁপ্তিধর,
নীল উৎপল কনক মৃগালে ! ২৭

হেরিলা বসুদেব দিবামুখি,—
নয়ন মৃগল কমলের দল
ভক্তিতে বাজে কোটি ভাণ্ড ফুটি : ২৮

শোভে চারু বাহু বহু লম্বিত,
নীরদ বরণ, শ্রীবৎস লাক্ষ্মন.
কৌস্তভ মণি গলে বিলম্বিত । ২৯

পাশ্বেটী কটি তলে উজ্জল
মহকে কিরীট প্রভাণ মণ্ডিত,
শ্রবণ মণ্ডন চারু কুণ্ডল ! ৩০

হেরি বসুদেব শ্রীবাহুদেবে,
উৎফুল্ল লোচনে ভক্ত রিক্তা মনে
সৌভাগ্য জানিয়া কুসিলা স্তবে । ৩১

কহিলা তনয়ে সে কংসভয়—
প্রহরী-সংবাদে আসি ভীমনাদে
বধিবে এখনি সে মন্দাশয় । ৩২

কাজল ঘরে হলে আবির্ভাব
বাটবে অশিষ কি দিয়া রাখিব
অমূল্য রতন ভাগ্যে উদিত । ৩৩

বন্দী হুজ্জন মোরা কারাগারে :
উরসে পাষণ রয়েছে চাপান
লোহিত হস্ত শোণিত ধারে । ৩৪

লোহার শৃঙ্খল কাটিছে পদে।—
 এ হুঃস সহিব কেমনে দেপিব
 তনয়-নিমজ্জন কংস-হৃদে! ৩৫

তুংগ বিমোচন তোমারে কর,
 আজি বিপরীত হোর তব রীতি।
 বাড়াইতে এলে তুংগের গয়। ৩৬

স্তনি ভগবান্ তুংগ ভগ্নন
 জনিলা পিতায় পেরোধি মাতায়
 অমৃত ঢালিল চন্দ্রবদন। ৩৭

“না কর ভাবনা যাতনা রাশি
 হৃদয়ে অচিরে বহুমতী পুরে
 বহুদেব-জয় খেলবে হাসি।” ৩৮

“শ্রী নন্দরাণী যশোদা উদবে
 জগ্ন নিলা মায়া জগৎ ভুলাইয়া
 নিদ্রামোহে সব বজ্র মল্লবে।” ৩৯

“সাত নন্দ এজে আমারে ল’রা,
 রাখণে আমারে যশোদার দারে
 ত্বরিতে আন কত্না মহামায়া।” ৪০

হ’লা বাহুদেব সামান্য শিশু,
 খসিল শৃঙ্খল, হইয়া সবল,
 চলে বহুদেব সশিঙ আশু। ৪১

খসিল কপাট মায়া-দুঃকারে,
 বৃষ্টি ক’ল মানা অনন্তের ফণা
 উপনীত আসি বসুনা ধারে। ৪২

মায়ার বন্ধন লইল বৃকে,
 কল কল্লোলিনী কালিন্দ নন্দিনী,
 পদব্রজে সে পার হ’লা স্নেহে। ৪৩

নিমিত্তা যশোদা বালকে দিয়া
 আনে মহামায়ে সে কারা আলয়ে
 সানন্দে শুইলা পূর্ববৎ হ’য়া। ৪৪

শিশু রোদনে প্রবুদ্ধ প্রতী
 চুই কংসবীরে বিজ্ঞাপিলা পুরে
 দেবকী প্রসব বরীতে দোড়ি। ৪৫

“এই মম কাল” আরিয়া মনে,
 শশবাস্ত্রে পেয়ে, কারাগারে যেয়ে
 কংস উপনীত ভাগিনী স্থানে। ৪৬

কহিলা দেবকী বিহ্বলা ভয়ে—
 “জয়েছে ভায়েয়ী, জগৎ অস্তায়ী,
 একটা সন্তান থাকুক মায়ে!” ৪৭

গলিল না তায় খলের চিত!
 লইলা কাড়িয়া, কল্যায় লইয়া
 নিকেপিলা শিলাতলে ত্বরিত। ৪৮

শূন্যে ছুটি মায়া অধূপ গতি
 “বুণা বদ মোরে তত্না ব্রহ্মপুরে”
 কহে অষ্টভুজা দিবা মূর্তি। ৪৯

দেবে ক্রোধী কংস মোচন করে
 ভগিনীর পতি দীনা ভগ্নী সতী
 বজ্র শিশু বদে পাঠায় চরে। ৫০

পুতনাবধ

কংস আদেশে পুতনা খেচরী
 চাক নারীবেশে নন্দ ব্রজে পলে
 পয় মুগে হাসি মৃগাল পরি,
 বসন-তরঙ্গ খেলিছে ঘেরি। ৫১

কটাক্ষে খেলিছে যুগল অলি,
 মেঘবিষ খেলে কেশ পাশঙ্কলে
 যুগল তুনে মরালমরালা;
 রূপে ব্রজ গোপে চলিছে ছলি। ৫২

গোপগোপীকুল না দেয় মানা;
 ভাবে মনে মনে কৃষ্ণ অশেষণে
 আইলা বুঝি লক্ষ্মী পতিপ্রাণা,
 বৈকুণ্ঠ কুন্তিতা কমলাসনা! ৫৩

শিশু অশ্রুধেয়ে কামচারিণী
সমাগতা শেষে শ্রীনন্দ-আবাসে,
নন্দনন্দনে তেরি মায়াবিনী
আপন কোলে তুলিল অমনি । ৫৪

ওষ্ট ভাবে কণে রুক্ষে কালে,
বাহে মাত্ৰভাব মুখে মিষ্টারাব,
স্তন দেয় মুখে অধর ঠেলে,
বিসমাখা বাহা বধিতে কলে । ৫৫

রজ-শিশু হরি মঙ্গলালয়
হেঁটে দমন করিয়া মনন
চুমিল ক্ষীণ পঞ্চপ্রাণময়,
ওষ্টী রাক্ষসী গলিয়া পড়য়' । ৫৬

ফাটিল মেদিনী চাঁৎকারে তার,
নিজরূপ ধরি ছ'কোশ পদারি
পড়িল তনু ভীষণ অপার,
চূর্ণ তরুরাজি না সহি ভার । ৫৭

গোকুলবাসী ভয়ে কম্পমান,
কংসের কৌশল বুঝিয়া সকল
বিহ্বল চিতে বুজে গোপীগণ,—
“কোথা গেল হায়, ভজেন্দ্র নন্দন !” ৫৮

খুজিয়া তেরিলা পুতনা-বুকে
শৈশব তারলা— মধুর সারলা
মাখিয়া খেলছে কোমল ক্রকে ;
নিপাইলা আনি যশোদা-শোকে । ৫৯

আনন্দের ধারা বহিল ব্রজে !—
রক্ষাধাষি যত গোপী শত শত
কংস ভীত, প্রীত, চলিলা কাজে । ৬০

একদা অচ্যুত-জন্ম বাসরে,
অভিষেকোৎসবে গীতবাহুববে
ব্রজবাণী সবে মাজলা করে । ৬১

স্বস্তায়ন করে ব্রাক্ষণ ব্রজ
বহুমাল্য লভি অলঙ্কৃত গাভী
অঙ্গে সুরভি মাগি মলয়জ ! —
হৃষ ভোর আজি নন্দের ব্রজ ! ৬২

শকতি ভঞ্জন

যশোমতী কোলে সে কালশশী
পুণ্যরাশি সম জ্যোতি অমূল্য
খেলিছে, হাসিতে অমৃত রাশি ;
জননীৰ বুক বাইছে ভাসি । ৬৩

নীল রতনের চকোর নয়ন
দিয়ে নিদ্রা ঢাকা শুটাইয়া পাখা,
অৰ্প ফুল অৰ্প মলিন,
নির্মীলিত যথা সাক্ষা-নলিন ! ৬৪

তরল স্তন দুই খসিয়া পড়ে,
যে মতি মুগ্ধন গগনের স্বন
মাতৃ অক্ষাংশ বহিতে নারে,
ধরাতলে শোয়ায় তারে ! ৬৫

শকট অধঃপাতে ব্রজেশ্বর
যশোমতী নৃদি আনন্দের নিধি
নিদ্রাবিভোর, নেত্র অকম্পিত ;
নন্দ পুরজন উৎসব রত । ৬৬

নিদাভঙ্গে শিশু হৃদয় লাগি
আঁচাড়ি চরণ, আধ আধ স্বন,
একাকী কাঁদে মাতৃ-অমুরাগী ;
শকট পড়িল চরণ লাগি । ৬৭

দধি হস্তভাঙ তুফল নাদে
পড়িয়া ভাজিল চৌধার ভাসিল
ক্ষীর ননী আদি রসের শ্রোতে ;
ব্রজবাসী শুনি আসে স্বপ্নিতে । ৬৮

গোকুলবাসী সমাগতা যারা
পিতা ব্রজপতি মাতা বশোমতী
নিরাশ সকলে বিষয় ভরা!—
ভঞ্জন কারণ না পাব তারা! ৬৯

অশ্রু শিশু বত খেলিত তথা,
তাদেরে ভিজ্ঞাসে বাকুল মানসে
হেঁসে বলে তারা অপূর্ণ কথা,—
চরণ শক্তি শিশুর যথা! ৭০

নিঃশক্তি যে শক্তিকান্তিময়,
যাগার প্রভাবে সঙ্গীত অভাবে,
বাঁধি ভাবে তারে উপেক্ষণ হয়;
নন্দ বশোদা না বায় প্রত্যয়! ৭১

এতের শাস্তি করি স্বহস্তনে
মাতা নন্দরাণী সুভাগা রমণী
কোলে কুলি মেয়ে তনয় বান
সানন্দ অশ্রুতে পিয়ায় স্নেহে। ৭২

তৃণাবর্ত বধ

একদা বালক বশোদা কোলে
পিয়ায়া পীযুষ অশ্রুতে সন্তোষ
গিরি তেন ভারী মায়ায় ছলে,
বিস্মিতা মাতা রাখে ভূমিতলে। ৭৩

তব ত্রি দৈত্য তৃণাবর্ত নাম
বাত্যাক্রপ ধরি চৌদিক আধারি
উপনীত সে নন্দ-ব্রজধাম,
হারল গোপেশনন্দন শ্রাম। ৭৪

ব্রজ পাংশু জালে নিরন্তর আঁধি;
কেমনে হেরিল কেহ না হেরিল,
বশোদা-পাংলী আধারে থাকি,
গোকুলে আকুল পরাণ পাখী। ৭৫

কোটি ভাঙ্গ দৃষ্টি রাহুর মুখে
দুঃখিল অচিরে গভীর তিমিরে
ব্রজনিবাসী ভাসিলেক শোকে। ৭৬

হেথা অস্তরীক্ষে শিশুর করে
লভি কঠোর জীবনের শোধ
ভূমিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করে। ৭৭

পাডল ভূতলে কোমল শিশু
মৃতত -গলে ধরি কর দলে;
গোকুলে ছাইল আনন্দ অশ্রু! ৭৮

নাচকরুন

বত পুরোহিত গরগ মুন
পুলক অস্তর পশে নন্দপুরে
একদা বাবে শুভ দিন গণি। ৭৯

ব্রজপুর পতি আতিথ্য ফলে
চরণ যুগল পুঞ্জিল সফল
মুন বাঁধা পুরে আতিথ্য ছলে।— ৮০

রোহিণী নন্দনে রাখিলা নাম,—
স্বপ্নের চিত করেন ধুলিত
তাই তাঁর নাম খুঁজিলা “রাম”। ৮১

বশোদা-নন্দনে রাখিলা নাম—
কষে জগমন, প্রেমানন্দ ঘন,
“কৃষ্ণ” নাম, হেরি স্তম্ভ শ্রাম! ৮২

কৃষ্ণ প্রতিবর্নি সাধুর হিয়ে
উছলি তরঙ্গে ছুটিল সুভঙ্গে
নামের মহিমা ঘোষণা দিয়ে। ৮৩

বাল্য-লীলা

যখন কৃষ্ণ হাটিতে শিখিলা,
শ্রুত মনোহারী বদন-মাধুরী,
বাল চাপলো গোপিকা ভুলিলা। ৮৪

কীর ননীনিভ গোপিকা-চিত
নিরমল প্রেমে মিলি মনোরমে
হরে দিন দিন অতিতপিত। ৮৫

দধি দুধ হরি পিয়েন হরি
কান্তিজ্যোতিঃ দিয়ে আধার হরিয়ে
আধার ঘরে করে লনী চুরি। ৮৬

ভিঙ্গ করি তল শিকার ভাঙে
বদন বিস্তারি উর্দ্ধ মুখে হরি
ভবিষ্যে পলায় মুছিয়া তুণ্ডে। ৮৭

ব্রজ বালা ব্রজ কালার কীতি
যশোমতী পাশে আসি হেসে হেসে
ভণে কণে ধরি কোপের মুষ্টি। ৮৮

নানা গোপিকা নানা কথা কয়,—
“কৃষ্ণের উৎপাতে না পারি থাকিতে”—
মাতা যশোদে তনয়ে ভৎসয়। ৮৯

যশোদে একদা কহিলা রাম,—
আর শিশু শত বাল্য ক্রীড়া-রত—
“মুক্তিকা ভবিছে তোমার গ্রাম।” ৯০

ব্রজরাসী ধৈর্যে ধরিলা কর;
“হরস্ত সন্তান মাটি খাও কেন?”
পুড়িলা কোপিতা কাম্পিতাধর। ৯১

“কে বলে গো মা খাটি খাই আমি?”—
তুনি কৃষ্ণ বাণী কহিলা জননী
“দেখিব রে বাছা হা কর তুমি।” ৯২

দেখালা গোবিন্দ বদন খুলি;
বিধরাজী রাজে সে আন্তর মাঝে,
বিস্মিতা মতি নিয়মে নৈহিলি। ৯৩

একদা নন্দর দাসী-নিকর

গেল কার্যসম্পন্ন নন্দ-পুত্র হেঁড়ে

দধি মধুনে যশোদা তৎপর
অধরে উথলে গীতি-লহর। ৯৪

হেন কালে কৃষ্ণ আনন্দাধার,
তুনেব প্রয়াসী মাতৃ পাশে আসি
দধি মধুনে করিছে নিবার,
দণ্ড ধরিয়া টানে বার বার। ৯৫

তনয়ের ভাব ভঙ্গিমা হেরি
জননী-হৃদয়-কন্দর ভরি
সেই সারিতে আনন্দ লহরী
ছুটিল উচ্ছ্বাসে তরঙ্গময়। ৯৬

দণ্ড ছাড়ি বাতী করিলা কোলে,
বাৎসল্য ঢালিলা পীষ্ম ভলে;
কৃষ্ণের চাক বদন অমলে,
নীল সাগরে যেন গঙ্গা বয়! ৯৭

উননে ওখ উথলিয়া পড়ে,
নিরখি হাবিতে জননী যশোদে
হুতে রাখি ভূষে চালিলা দোড়ে;
কাদেন ত্রীকৃষ্ণ কোপের ডরে। ৯৮

দধিভাণ্ড ভাঙ্গে পাথর মারি!
গৃহ মাঝে পশি ননী রাশি রাশি
করে ভক্ষণ হুলক্ষণ হরি,—
নন্দরাসী পুন আইলা ফিরি। ৯৯

দধিভাণ্ড ভাঙ্গা দেখিয়া আসি
ত্রীকৃষ্ণের কার্য বুঝিলা আশ্রয়
ফুটালা অধরে মধুর হাসি,
সুধাকর মুখে কৌমুদী-রাশি। ১০০

অমোহিতনয় হেরিলা স্বরূপ
উঠি উথলে উঠল উত্তম
শিকরানবনী লাইছে হার,
লাড়লালিলা পাশে বসি স্বরূপ। ১০১

জানি শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে নয়ন, ১০১
 হরি জননীরে . . . পাছে পাছে যাই কবে
 নামিয়া পলায় যেন ভীত যন,
 পাছে পাছে যাই কবে গর্ভন।

দাসলাল

বত কষ্টে কৃষ্ণে বরিণা যাত্রা
 নিজ অপরাধে চক্ষু মুক্তি ক্রীদে
 বুনি যশোদ যনে হবসিতা,
 বট নিশেপি বাবিত্তে উত্ততা। ১০২

শান্তিতে যেন করে শূন্য
 ভাস্কর্য্য কবি কয় হয় দড়া
 বিকলা যাত্রা রজ্জ্ব অনি আনি
 নত কম যুড়ি সহস্র পানি। ১০৩

বজ্রবালাগণ যোগাঘ দড়া
 তর্পণ জননী পরাভব মানি
 লজ্জায় বিষয়ে চইলা ভাকী,
 বিস্মিতা যত গোপের নারী। ১০৪

জননীৰ ভালে হেবি স্বেদবিন্দু
 মুকুন্দের মন, টলিল তখন,
 উথলি উঠিল দয়ার সিঁধ,
 বিধিত স্মৃতিমাথা মুগ ইন্দু। ১০৫

কৃপাবশে কৃষ্ণ দিলেন সাধা
 জননীৰ হেবি ব্যাকুলতা ভাবী -
 দীন ভকতে ভগবান্ সাধা। -
 আকুল দিয়া আটলা যশোদা। ১০৬

মানসাগোচর কৃষ্ণ বিগ্রহ,
 সামান্য রজ্জ্বভেদে . . . এক পাশে বাধিত? -
 ভক্তি ভাবে . . . ১০৭

বাধি খুইলা যাত্রা ঈদৃ খল্লো
 ভকত রঞ্জন . . . গোপিকানন্দন
 সফল করিতে নারদে বোল
 যমলাজ্ঞানে লক্ষ্য করি চোখে। ১০৮

অমপাত্তান রজ্জ্ব

কুবের কুমার নদীকূর্বে
 মণিগ্রীব আব অতি ছবীচাঁদ
 নারদে উপেক্ষি বিহার পর
 লইয়া নাবে বখা-নিকব। ১০৯

নখর তণ্ডুতে মন্তর্জী হেবি
 নাবদ দেবধি . . . কৃপাকুল বর্ষি
 পশিলা তাপেবে অন্তরে শ্রুতি
 পাপা পাপহব ব্রহ্মের হরি। ১১০

অলকেশস্থত শঙ্ক যুগল
 যমল অর্জুন রূপে . . . তখন
 নন্দের দ্বারে জন্ম নিয়াছিল;
 আজি তাহা সৌভাগ্য উদিক। ১১১

‘কুবের সন্নিধি লভিলে তারা
 লভিলে মুকতি’ নারদ ব্যাখ্যতি,
 টলি তাহাদের মাফল্য-তার।
 ভক্ত বাণী কবে সত্যতা তার? ১১২

তুষিতে নারদে তারিতে যবে
 হরি ব্রজ শিশু চলিলেন আশু
 টানি উদ্বল ভাঙ্গিলেন বৃক্ষে,
 বিশ্ববিচূড়িত বাব কটাক্ষে। ১১৩

ঠেকে উদ্বল যুগলজ্ঞানে
 টানিলেন বলে কৃষ্ণ কোতুলে
 কেবিলে ভাঙে বৃক্ষ-ব্রতনে
 কোলাকল ভ্রাতনন্দ ভবন। ১১৪

অগ্ন্যুজ্জ্বল সিদ্ধ পুরুষ ছটি
তরু-মুগ হ'তে নির্গত চকিতে
প্রণমি প্রণমো শির উলাটি
স্তব্বিলা স্তবে অতি পরিপাটি, ১১৫

"যোগেশ কৃষ্ণ ! কে বলে বালক ?
আদি পরব্রহ্ম অক্ষর অজন্ম
বাক্ত অব্যাক্ত বিশ্বের পালক,
তুমি হে ভব ত্রিতাপহারক ; ১১৬

"তুমি গুণময়ী সৃষ্টি-প্রকৃতি,
পুরুষ সর্বজ্ঞ ক্ষেত্রজ্ঞ-অধ্যক্ষ
কে জানে তোমার দেহ- আকৃতি ?
ভক্তশ্রীতে তুমি সত্ত্ব-মূর্তি ! " ১১৭

"যক্ষ-জনমে করিহু তুচ্ছতি,
বৃক্ষ জন্ম নিয়ে ব্রহ্ম তরু হ'য়ে
ভববন্ধনে লভিহু নিকৃতি ;
কে পারে বর্ণিতে তব চরিত ! ১১৮

উদ্ভলে বন্ধ দয়া-উদধি
ব্রহ্মেন্দ্র নন্দন ত্রিতাপগজন
সহাস্ত্রে ভগিলা গুহ্যকে শুধি.
বাও স্বধামে ধনেশ নিধি। ১১৯

"মদগত-চিত তোমরা তজন
সংসার ষাতনা ভূজিতে হবে না"
শুনি সানন্দে কুবের নন্দন
প্রণমি কৃষ্ণে করিলা গমন। ১২০

ব্রজবাসী ঘেরী গোপেন্দ্র হুতে
কহিতে লাগিল কেমনে ভাঙ্গিল
বমলার্জুন বিনা বস্ত্রাবাতে,
অক্ল বালকে লাগে জিজ্ঞাসিতে। ১২১

উল্লাসে ভাসে গোপশিশু বৃন্দ
"হেরিহু আশ্রয়ী শ্রীকৃষ্ণের কার্ধ্য

ভাঙ্গিল যুগল তরু গোবিন্দ,
নির্গত ধুমুহি তিনিয়া স্তম্ভ"। ১২২

শুনি সকলে না করে প্রত্যাহার :
উদ্ভলে বন্দী হোর কৃষ্ণ নিধি
শ্রীমদ নন্দনে মুক্ত করয় :
নিভ্যানন্দ মুক্ত যে, বাধা নয় ! ১২৩

বিচিত্র কৃষ্ণের সে বালা লোলা !
ব্রজ গোপী লজ, রূপেতে সরোজ,
ম'নাছ মোহনে গোকুল আলা —
করতালি দিয়া নাচায় ভালা ! ১২৪

প্রেম ভবক্ষে গোপেশ নন্দন
উমে, পড়ে, নাচে বসন্তের হাসে
সরোবর যথা নীল নানিন
অনিল ভরে নীরে কম্পমান। ১২৫

সরিৎ কূলে কৃষ্ণ বল রায়
একদা আনন্দে খেলে নানা হৃন্দে
রাম জননী ডাকে বরি নান। ১২৬

রামকানু-কানে না গেল রব ;
খেলার তরঙ্গে নানাবিধ রঙ্গে
প্রমোদ প্রসঙ্গে প্রমত্ত সব। ১২৭

ফিরে যায় তবে রোহিণী স্বরে ,
পাঠায় বশোদে, বশোদা আনন্দে
উপনীত আসি তথা সঙ্করে। ১২৮

করিল ফীর বশোদাতা শুনে—
হেম গিরি গায় প্রসবগ ধায়,
ভাগ্যবতী রাণী বাৎসল্য ধনে ! ১২৯

বাৎসল্য অধোরা ফুল নয়নী
নন্দের মহিলা নন্দনে কহিলা
"আর বাঁধা কৃষ্ণ স্বনীল-মণি।" ১৩০

"খেলিতে খেলিতে হয়েছে বেলা,
ক্ষুধার কাতর বিগুঢ় অধর
তবু কি তাদের হলো না খেলা " ১৩১

"স্বৈদনীর ধারা পড়িছে গলে,
সুখীল নীরদে ঝরবে যে-মতে
সলিলের ধারা বরিষা কালে।" ১৩২

"আয় বাছা কোলে পায়রে স্থান,
ধূলি দিয়া কাছ মাগিছাছ তুম
অঙ্গ মাজিয়া করাব সিনান।" ১৩৩

"অন্ন ব্যঞ্জনে করাব ভোজন
খাওয়াব নবনী ওরে যাত্ৰমণি
ক্ষীর মিষ্টান্ন বত লয় মন।" ১৩৪

"আগ্র তোর বাছা জন্ম নক্ষত্র ;
পবিত্র অস্তরে ব্রাহ্মণ নিকরে
বিতর দেখু সুন্দর অজস্র।" ১৩৫

"আয় বাছা রাম রোহিণী-প্রাণ,
আয়রে আনন্দে লইয়া গোবিন্দে
ব্রাহ্মণ-বৃন্দে কর দেখু দান।" ১৩৬

"সহে কি প্রাণে হেরি নন্দনের
বদন-নলিন কাতর মলিন
জননী-হৃদি-জলধি-টাদের !" ১৩৭

কহি জননী রামকৃষ্ণ করে
ধরিয়া ত্বরিতে আনিলা গৃহেতে
সাধিলা মঙ্গল্য উল্লাস ভরে। ১৩৮

থটে উৎপাত দিনে দিনে বনে ;
বৃদ্ধ গোপ যত অস্তরে চিন্তিত
সমবেত সবে ব্রজ ভবনে। ১৩৯

উপনন্দ শ্রীনন্দ উপকারী
জানী-অগ্রগণ্য গোপগণ মাঙ্গ
কহিলা শ্রীনন্দে বচন ধীরি। ১৪০

"চাও যদি সবে গোকুলহিত,
ছাড় এই বন, চল বৃন্দাবন,
চাকু পবিত্র অতীব ললিত।" ১৪১

তুনি গোপবৃন্দ আনন্দমনে
শকট সংযুজি ভরি ধন রাজী
উভষাত্রা কৈ'ল সে বৃন্দাবনে। ১৪২

গোপ-সুন্দরী ব্রজ-বধূ কুল
অন্দন উপরে প্রস্তুত অস্তরে
কৃষ্ণলীলা গীত গাহে আকুল। ১৪৩

যায় আসে আগে গোপন রাশি,
অগ্র করে করি, বাজাইয়া তেরী,
চলে সারি সারি গোপ সাহসী। ১৪৪

যশোদা রোহিণী আসীনা রথে
রাম কৃষ্ণ পাশে অবিরত হাসে
বধা পদ্মকলি পদ্মিনী সাথে। ১৪৫

পশে ব্রজবাসী শ্রীবৃন্দাবনে,
নিত্য শোভাময় আনন্দ নিলয়
নিত্য বসন্ত বিরাজে যেখানে। ১৪৬

রোহিণী যশোদা নন্দন যুগ
হেরি বৃন্দাবন যমুনা পুলিন
প্রমোদ-রসে হলো ডগমগ। ১৪৭

বর্জিত বয়সে হরসে দোহে
লিপ্ত গোচারণে বৃন্দার কাননে,
কেলি-নিরত সতত উৎসাহে। ১৪৮

গোচারণ

গোপালবালক যগুলো মিলি
ফিরে বনে বনে দেখুর চারণে
বাজায় সুবেশু সুবর তুলি। ১৪৯

শ্রীকরে কঙ্কণ অধরে বেণু	
শ্রীপদে মৃগুর কটিতে বৃক্ষ	
বাজে স্মধুর সাঙায়ে তলু।	১৫০
চুড়ে বামদণ্ড, চামিতে শলী,	
বরণে নীরদ পদে কোকনদ	
গরিবানে কাঁচা কাকন রাশি।	১৫১
বেলু ভানে 'অলি কোকিল বাজি'	
বদনে অনৃত অজয় নিঃস্বদ,	
ডকরে অধরে প্রবাল রাশি।	১৫২
কপালে তিলক নক্ষত্র শোভা।	
নলিন গজ্ঞন নয়নে অজ্ঞন,	
তিমির-ভঞ্জন তরুর বিভা!	১৫৩
কপের তরঙ্গে কমলা খেলে	
লইয়া কমল তরুণাভ দল	
দগ্ধকৃত্যয় কোমুদা বলে।	১৫৪
এ হেন কক মদন মোহন,	
নিভা রাখে গাভা বৃন্দাবন শোভি;	
কত খেলা খেলে রাখালগণ!	১৫৫
শ্রীদাম সুবল শ্রীমধু মঙ্গল	
কভু কাঁধে করে কভু কাঁধে চড়ে	
সখা রসে ভাসি অতুল অমল!	১৫৬
কভু ছায়াতলে শীতলে কায়	
কভু রবিতাপে কোমলাঙ্গ তাপে	
ভূষা কাতর সরোবরে যায়।	১৫৭
কভু ফল পাড়ি বিলায়ে খায়	
কভু বৎসবৎ "হম্মা" রব-রত	
কভু করতালে নাচিয়া গায়।	১৫৮

বৎসবৎ

এ হেন কালে বধিতে তাঁদেরে	
বৎস রূপ দরি দৈতা রম্য 'অবি	
গাভা বৎসদলে প্রবেশ করে।	১৫৯
হেরি হবি তায় দেখা'লা রামে,	
"জানিনা" এভাবে স্তম্ভ গমনে	
তপদে দরি তুলে শূণ্যধামে।	১৬০
দুরাই দৈত্য শৃণ্ণে চক্রাবর্তে	
কপিথ বধেতে নিমেষে চকিতে	
বদিলা মূল্যবর মুহুর্তে।	১৬১
দৈতা অস্ত্র ভরে কপিথ চার	
ভাঙ্গে মরমাদে বিস্ত্রিত অস্ত্রে	
মৃত হেরে সবে প্রশংসা কর।	১৬২

বকবৎ

একদা বনে গোপাল সকল	
পিয়ায় গোপালে জলাশয় জলে	
বকমুষ্টি হেরে বৃহৎ অচল;	১৬৩
চকিতে বক গ্রাসে বংশীধরে,	
গোপ বালকেরা হলো সংজ্ঞা হারা	
নেহালি বিপন্ন বিপদ-হরে।	১৬৪
অতুল কীর্তি ভগবান হরি	
দিয়ে উগ্রজালা পু'ড়ে বক গলা,	
যাতনায় বক ফেলে উগারি।	১৬৫
পুন সেই দৈত্য তুণ্ড প্রহারে	
বধিতে গোপালে ধায় ভীম বলে,	
তুণ্ডযুগে কক সবলে ধরে।	১৬৬

তৃণবৎ (শরপত্রবৎ) হরি করিলা বিদার,
বকের পতনে আনন্দিত মনে
অমর বরষে কুসুমধার। ১৬৭

রাখাল মণ্ডলে বিশ্বয় ভারী।
রাখালে রাখালে আনন্দ উড়লে
আলিঙ্গন দেয় বরিয়া হরি। ১৬৮

এজধামে ফিবি রাখালগণ
যবে ঘরে কয়, গোপ গোপি চয়
উল্লাসে ক্রন্দে কবে দরশন। ১৬৯

কৃষ্ণ গুল গাথা বদন ভরি
গোপ গোপাঙ্গনা তুলিয়া বেদনা
গাড়ে অহনিশ গগেবে স্মরি। ১৭০

একদা মুকুন্দ এজেন্দ্র সূত
কমলজ আঁখি বনভোজ লাগি
ঊষা সমাগমে উড়ে চরিত। ১৭১

ভাগ্যে ব্রজের বালক-ব্রজ,
শিখা বাজাইয়া সঙ্গে বংস ল'য়া
সানন্দ অন্তরে তাজিল এজ। ১৭২

সহস্র সহস্র বংস সংগতি
করে শিখাবেণু অনুসরি কাথ
সহস্র শিশু চলে দত্ত গতি। ১৭৩

কৃষ্ণ ধেনু বৃথে মিলায়ে ধেনু
রাখাল সকলে বালা কেলি ভলে
করিছে বিহার বাজারে বেণু। ১৭৪

মণি কাঞ্চন মুকুতা ভূষণে
অলঙ্কৃত বপু বনকুল তব
তুলি পরে যত গোপ-নন্দনে। ১৭৫

ভৃঙ্গ মনে রঙ্গ করিছে কেহ,
স্বাক্ষর মধুর গুণ, গুণ, সুর
অধরে তুলি পুলকিত দেহ। ১৭৬

প্রতিবিম্ব হেরি সলিল তলে
উপহাস করে আনন্দের ভরে
অঙ্গ ভঙ্গিমা করি কুতুহলে। ১৭৭

প্রতিধ্বনি শুনি বালা কোন
করিছে আক্রোশ অন্তরে সন্তোষ
ক্ষেণে ক্ষণে ক্ষণে করিছে যৌন। ১৭৮

ভাবভোর যত গোপতনয়
সুপ-নিমগ্ন করে গোচারণ
নন্দ সস্থ মনে লভি অবয়। ১৭৯

জিতাঙ্গ বোণী জনমে জনমে
কাষ স্তখে টেলি বার পন্দুলি
না লভি নীরবে জলে মরমে। ১৮০

হেন ভগবান্ সাদের স্ত
নিত্য কোলাকোলি নানা বঙ্গ কেলি
করেন লগ্নে স্তখে অহরহ। ১৮১

তাদের সমান ভাগ্যবান্ কে
জনম মুকুত নিম্মল চরিত
ভকত অগ্রণী আছে ত্রিলোকে ? ১৮২

অনুবন্দ্য

ব্রজের রাখাল এহেন মতে
করেন বিহার অটবার দার
অষাধুর তথা আসে চকিতে। ১৮৩

হেরি ব্রজ বাল-কমল দলে
বকের কনিষ্ঠ অতি দুষ্ট রুষ্ট
দলিবারে বাজা করিল বলে। ১৮৪

প্রতিহিংসা বহি "হুহ" শব্দে
জলিল অন্তরে প্রাণে নাহি ধরে
বাড়ব অনল যে মতি হুকে। ১৮৫

অজগর হ'য়ে উয়িল পথি,
বদন বিস্তারি গুহার আকারী
ওঠে ছুই মেঘ, অধরে ক্ষিতি । ১৮৬

বদন গহ্বর তিমির ভরা
দন্তরাজি তুঙ্গ মহাধর শৃঙ্গ
নয়ন বরষে অগিনি ধারা । ১৮৭

ব্রজবাল সবে বুঝিয়া তথ্য
বকারির পানে নির্ভর নয়ানে
প্রবেশিল সুখে বদন গর্ত । ১৮৮

না গিলে তাদেরে সে ভীম সর্প
কৃষ্ণের প্রতীক্ষে রহে এক লক্ষ্যে,
নয়ন বিক্ষারি করিছে দর্প । ১৮৯

নিখিল জীবের অভয় পদ
রাখাল রঞ্জন এক নিহদন
হেরি বিপন্ন নিজ সখাগৃন্দ । ১৯০

চিহ্নিলা অন্তরে কেমনে দৈত্য
সকালে মরিবে রাখাল বাচিবে
হাসিবে সে ব্রজ বিহার-মত্ত । ১৯১

অশেষ দর্শী ভগবান হরি
বুঝিয়া উপায় বখা ক্ষুদ্র ছায়
পশিলা অশ্ব-তিমির ভিতরি । ১৯২

হাহাকার ছুটে অমরা ভরা
অথের কুটুন্বে রাক্ষস কদম্বে
কংস বংশ মারো আনন্দ ধারা । ১৯৩

রাখালের প্রাণ কণ্ঠ ভিতরি
বিবজ্জিত তুণ্ণ হলা ব্রজ কায়
রুদ্ধ কণ্ঠে অঘ বৈকুণ্ঠচরী ! ১৯৪

বৎস বয়স্ক বিগত জীবন,
ত্রিষ্কণ্ড প্রীতিতে অমৃত দৃষ্টিতে
জীবিত নির্গত সবকী স্থান । ১৯৫

বৃন্দারকবুদ বরষে ফুল
নাচে অপ্সরী গায় বিজ্ঞাধরী
স্বতি ভকতি করে বিপ্রকুল । ১৯৬

একদা সবৎস বৎসহা হরি
গোপবাল সনে সরসী পুলিনে
করিল গতি গোকুল বিহারী । ১৯৭

বশোদার হৃদি আনন্দ-শলী
শশি মুখে হাসি ঢালি সুদারশি
কহে সখাগণে ব্রজ বিলাসী । ১৯৮

“শুন সখাগণ, সমান-প্রাণ,
সবে সুধাতুর ভাষিব প্রচুর
তৃণ-তপ্ত দেখু করুক পান ।” ১৯৯

শ্রাম অগুণত বালকগণ
শ্রাম মনোরমে ছায়াময় ভূমে
বাঁদি বৎসদলে করে ভোজন । ২০০

ফুল নয়ন বল্লভ নন্দন
শতদলনিভ কুচির সুপ্রভ
কৃষ্ণ-করণিকা বেষ্টি শোভন । ২০১

ফলফুল দল, পল্লব, পত্র,
ধবল উপল পাদব-বকুল
হলো বাল্যবন ভোজন পাত্র । ২০২

হাসিয়ে হাসায়ে উল্লাস ভরে
নানা রস রঙ্গে রসময় সঙ্গে
গোপমুত সজ্জ ভোজন করে । ২০৩

স্বরগে অমর মরতে মর
নব কোতুহলে পুণ্য আঁধি ঢে'লে
নিরপে সুখে ফুল অন্তর । ২০৪

এ অবসরে দেখু বৎসগণ
পুষ্পদল গুরু বন্ধনে; প্রকৃক
ছুটিয়া দূরে করে পলায়ন । ২০৫

ভীতি বিঘ্ননা বালকগণ
ধেহুর তালসে কামুর সম্ভাষে
স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ করিলা গমন। ২০৬

যায়াবালরূপী অদ্ভুত কন্দা
যোগিজ্ঞানানন্দ দেববৃন্দবন্দ্য
কৃষ্ণের আরো চোরিতে মহিমা। ২০৭

ব্রহ্মার চুরি

কমল-যোনি সবৎস রাখালে—
সত গোপস্থতে— হরিলা ত্বরিতে
অদৃষ্ট হইলা রাখি বিরলে। ২০৮

গিরী, দরী, গুহা, কুণ্ড কানন
নামি অগ্রেষণে আইলা পুলিনে
না হেরি শ্রীহরি গোবৎসগণ। ২০৯

না হেরি পুন তথায় রাখাল
অধীশ্র যোগেশ যোগে ছবীকেশ
ব্রহ্মার এ কার্য জানিলা ভাল। ২১০

তুষ্টিতে গোপাল-জননীগণ
তুষ্টিতে ব্রহ্মারে যাযার আসারে
হইলা নিজে গোপাল গোধন; ২১১

সেই রাখালের সেই মুরতি
সেই সে বসন সেকরূপ ভূষণ
সেই সেই বৎস তার সংহতি। ২১২

অবিকল সেই হলো পূর্ববৎ।—
বিশ্বের নিয়ন্তা সর্বভূত আত্মা
দেখা'লা কৃষ্ণ ব্রহ্মায় জগৎ! ২১৩

সর্বাত্মা শ্রীহরি পশিলা ব্রজে,
স্বয়ং গোপাল স্বয়ং গোপাল
গোষ্ঠের, বাতায় অন্ধেতে রাজে।— ২১৪

প্রতি গোপুলিতে গোকুল শশী
উদে বৃন্দাবনে প্রতিবিশ্ব সনে
উথলে জননী জলধি রাশি! ২১৫

গাভী গোপীগণে বাৎসল্য ভাষ
গোকুল স্তম্ভরে দিনে দিনে ষাড়ে—
ব্রজের ভাগ্যে অতুল বিভব! ২১৬

চাঁদিন স্তান বরষ এ ভাবে
হইল অতীত সন্ধ্যা অচ্যুত
পশিলা বনে লয়ে বৎস সবে। ২১৭

গোবর্দ্ধন গিরি শিখর-দেশে
বত গাভীগণ করিত ভ্রমণ
স্ববৎসে নিরখি ব্রজের পাশে। ২১৮

সুতরেহ বশে ছুটিল দ্রুত,
উর্দ্ধে তুলি পুচ্ছ গোপে করি তুচ্ছ,
পথে পথে ঢালি হৃদয়ের স্রোত। ২১৯

নিজ বৎস পাশে আসিয়া মাতা
সুতহু লেহিয়া উধঃ হৃদ্ধ দিয়া
মেনে সম্মানে তোবে হরযিতা। ২২০

ছিল যারা সে গাভীর রাখাল,
পাছে পাছে ধেরে অতি ক্রান্ত হয়ে
আসি নিবখে নিজ সুত দল। ২২১

নিজ নন্দনের নিরখি মুখ
শ্রেয় রস ভরে চক্ষিয়া অধরে
না ধরে অন্তরে অপার সুখ। ২২২

ক্রান্তি ক্রোধ আদি লখুড়ণবৎ
শ্রেয়ের উদাসে গেল ভে'সে ভে'সে
সুখ হঃখ ভবে সকলি চলৎ! ২২৩

টানি তনয়ে বাহর ভিতর
ঘন অলিঙ্গনে অঙ্গর মিলনে
বক্ষ ভাঙ্গিয়া মাথিলা অন্তর। ২২৪

হেরি ব্রজবাসী চিত্ত-বিকার,—
স্নেহ বাড়ে স্নেহে কমে নন্দ-হৃতে
স্মরি অধাতে ভাবে ইলধর। ২২৫

“দৈবী কি মানবী আহুরী মায়া!—
কৃষ্ণে নাহি ভঞ্জে অঙ্গজ্ঞেতে মঞ্জে,
কায়্য লভি হায়, কে চায় ছায়া!” ২২৬

“কৃষ্ণের এ মায়া বুঝিহু সার,
মোহিছে আমারে কি কব অপরে!”
জ্ঞান যোগনেত্র ভাবে আবার। ২২৭

দেখিলা রাম জ্ঞানময় চোখে—
কৃষ্ণ বৎসরাজী, গোপ শিশু সাজি
করিছে লীলা ব্রজে মনো সুখে। ২২৮

জিজ্ঞাসিলা হলী যশোদা স্নেহে,
শুন শুন ভাই ব্রজের কানাই,
ঠাই ঠাই জীব তুমিই তাতে! ২২৯

“জ্ঞানি ঋষি অংশে বৎসের দল,
দেববংশোদ্ভূত ব্রজবাল বত;
নিরখি আজি তুমিই সকল।” ২৩০

চাসিয়া মাধব কহিলা সব;
শ্রীষত্ নন্দন শুনিয়া তখন
আনন্দ ভরে হইলা নীরব। ২৩১

বরষ পূর্ণে ক্রটীকালে গগি,
দেখে পূর্কবৎ কৃষ্ণে লীলারত
ব্রজ বিপিনে আসি অঙ্গযোনি। ২৩২

“একি হেরি আজি!”—ভাবিলা মনে
ব্রজ বৎস পাল, আর বৎস পাল
সকলি আছে মায়ায় শয়নে। ২৩৩

“তবে কেন হেথা হেরি তাদেয়ে,”—
ভাবি ব্রজা দীর হইলা অস্থির
মোহিত স্বয়ং কৃষ্ণে মোহিবারে। ২৩৪

ভানু দ্যুতিতে যেমতি খজোত,
হয়ে হীনপ্রভ রহে সে নীরব,
বিরিকির মায়া তেমতি হত। ২৩৫

এ হেন কালে দেখিলা সহসা
বৎস, বৎসপাল বেগু বাটী জাল
জলদ বরণ ভরিয়া আশা। ২৩৬

পরিবাসে পীত বসন চাক,
চাক চতুর্ভুজে শঙ্খ চক্র রাঙে
শোভে পদ্ম গদা সুন্দর গুরু। ২৩৭

সবারি শিরে শোভিছে কিরাট
করণে কুণ্ডল কণ্ঠে বনমাল
বাহুতে বারে অঙ্গদের ত্রিট। ২৩৮

করে রত্নময় কঙ্কণ শোভে,
চরণে হুপূর “কু কু” হুর!—
উদ্ভাসিত দিক্ তরুর প্রভে! ২৩৯

কোমল নবীন তুলসী দল
মর্ক অঙ্গ ব্যাপী মনোহর শোভী
অর্পেছিল যা ভকত সকল। ২৪০

আব্রহ্মস্তম্ব যত চরাচর
হয়ে মুক্তিমান পূজার বিধান
নৃত্য সঙ্গীতে সাধিছে সুন্দর। ২৪১

যে ব্রহ্ম দ্যুতিতে বিশ্ব উদ্ভাসিত
ব্রহ্মা হেন মতে তম্বর জগতে
নিরখি পড়িলা মুগ্ধ চিত। ২৪২

পরব্রহ্ম কৃষ্ণ অজয় হরি
জানি মায়া বৃন্দা ভাঙ্গিলা সহসা,
বিরিকি বিস্মিত পূর্কবৎ হেরি!— ২৪৩

হেরিলা জগৎ আপনা সহ,
সপল্লব ফুল পাদপ সঙ্কুল
সেই বৃন্দাবন, ভাসিলে মোহ ! ২৪৪

নিদ্রা সহ স্বপ্ন ঘুচিল যেই,
ধন ব্রহ্ম শুধু গোপবাল-বিধু
নিরখিলা ব্রহ্মা নয়নে তেই । ২৪৫

ভোগ্য গোস কবে -যে পূর্ববৎ,
সখা অপ্রেমণে, বৎসের সন্ধানে,
নিরখি ব্রহ্মা হইলা প্রণত । ২৪৬

শ্রীচরিত্র মাহিমা অন্তরে স্থরি
হয়ে কৃতাজ্জলি প্রেম অক্ষ ঢালি
করিলা স্তুতি চারি মুখ ভরি ! ২৪৭

এ জনমে কি জনম অন্তরে
হয়ে তব জন, ও রাঙ্গা চরণ,
সেবি বেন, প্রভো ! ভকতি ভরে,—
এ ভাগা নাগ দিও তে আমারে ! ২৪৮

অহো, এজের গাভী গোপীকুল,
ধন্য ধন্য তারা তব প্রেম ভরা !
তুচ্ছ পিয়ায়ে আনন্দ আকুল !
প্রেম দিয়া হে, ভাসিলা গোকুল ! ২৪৯

ধন্য শ্রীমদ ব্রহ্মেন্দ্র যিনি,
ধন্য বশোমতী অসামান্য সতী
মাঝ করে যারে পিতা মা গণি
কৃষ্ণ প্রেমময় ব্রহ্ম অযোনি । ২৫০

সকল সে যে জনমে গোকুলে,
ব্রজবাসি পদ— রজঃ-সুসম্পদ
অবলু হুটে তাহার কপালে,
ধন্য সেই জন জীব যতলে ! ২৫১

কেন ধন্য তার বিভিন্ন হেঁচু—
কৃষ্ণপদ-কালি খুজি বেদ-অঙ্গি
না পায় সে পদ সংসার সেতু,—
ষোণীর ও তর্লভ বিপকেতু । ২৫২

করি হেন স্তুতি প্রণমি পদে
নিজে ধন্য মানি ব্রহ্মা অজ যোনি
ভাসিয়া পবিত্র আনন্দ নদে
উপনীত হ'লা স্বখে স্বপদে । ২৫৩

লীলামৃত ময় দয়ালু হরি
যমুনা পুলিনে আনে বৎসগণে
সখা সংহতি পুলিন বিহারী
পূর্ববৎ খেলে আনন্দে ভারি । ২৫৪

বয়ে ফণাঙ্গ গণি সখাগণ
কৃপায় কাতর করে ধড়-ফড়,
খাওয়া'ন শ্রীহরি ফুল-মন,
বজ্রধামে সবে করে গমন । ২৫৫

ঘরে ঘরে সে ব্রজ-বাল-দল
কহে সমস্বরে "অল্প অঘাস্থরে
বধেছে বনে কৃষ্ণ মহাবল ;
তাই সে ভাগ্যে পে'চেছি সকল ।" ২৫৬

এই ভাবে লীলা-মধুর আকর
করি নানা লীলা কৌমার কাটিল
ব্রজ-সরসী-পদ্ম চারুতর । ২৫৭

রাম কৃষ্ণ দুই ষষ্ঠ বরষে
সর্ব বাল্য প্রিয় চরিত্র অমিয়
খেলে বৃন্দাবনে বিবিধ রসে । ২৫৮

কৌড়া অভিলাষী একলা হরি
বাজাইয়া বাঁশী স্বরে সুধারশি
পশিলা সরাস বন ভিতরি । ২৫৯

আগে আগে ধায় পশুর পাল,
গায় শিশু যত কৃষ্ণগুণ গীত
নাচিয়া চলে যথা উন্মিচ্ছাল। ২৬০

দেখিলা মুকুন্দ স্নানর বন।—
ভৃঙ্গ বিহঙ্গম মৃগ মনোরম
গাহিছে নাচিছে প্রফুল্ল মন, ২৬১

মহত-মানসী-সদৃশ সরঃ
অচ্ছ নিরমল, বিকচ কমল
ভূষণ সম রাজে অকপব, ২৬২

শীতল সমীর শীকর কণ
পদ্মগন্ধ সনে অমৃৎ গমনে,
মাখিয়া মাগিয়া করে বহন। ২৬৩

নেহারি হরির বিহারে যতি,
বনস্পতি যত ফল ফুল নত
গোবিন্দের পদে করিছে নতি। ২৬৪

ভগিলা রামেরে আনন্দে শ্রাম
“লভি বৃক্ষ জন্ম বৃক্ষবাণী কণ্ঠ
নাশিছে সপুষ্পে পূজিয়া রাম।” ২৬৫

“ভ্রমর গাহিছে তোমারি বশঃ,
সমাগত হেরি ময়ূর ময়ূরী
তাণ্ডব করিছে আনন্দ বশ।” ২৬৬

“গোপী-প্রতিমা হরিশীগণ
অপাঙ্গে নিরখে তব মুখ অখে,
পিকবধু তোবে তোমারি মন।” ২৬৭

“ভৃগু-ভরু-গুহ্য ব্রততী রাশি
আজি হ’লা ধৃত কৃত অর্ঘ্যদায়ী
হুজুঁত তব হৃদয় পরশি।” ২৬৮

“নক-নগ-নগ-মৃগ-নিকর
জুড়ি তব দৃষ্টি করুণার বৃষ্টি
দৃষ্টিশালী অতি হে বহুধর।” ২৬৯

ভগিলা এতক রামের প্রতি
অমানী মানদ বশোদা সম্পদ
বিহারে প্রমত্ত হ’লা শ্রীপতি। ২৭০

চকোর, পিক, বক, চক্রবাক
ময়ূর মিথুন ডাকে উচ্চ স্বন
অমুকবি কৃষ্ণ ছাডেন ডাক। ২৭১

কভু মল্লযুদ্ধে বঙ্গব স্নাত
শোয় ক্রান্ত ত। রাখি শিশ কান্ত
সখিজন কোশে ভূতল নত। ২৭২

ভাগ্যবান কোন গোপনন্দন
প্রফুল্ল আননে পাদ সম্ভাটনে
“মারাস্থলে সেবে ভগবান।” ২৭৩

বাজনে বোজন করিয়া কেহ
শীতলি স্নতম্ব বিনিমিত ভ্রান্ত
কবিশা শাতল নিজের দেহ। ২৭৪

কমলা সেবিত পদ পল্লব।—
হবি হ’লা গোপ আবরি স্বরূপ
সামান্য সাজিয়া খেলে মাধব। ২৭৫

তাই সে কহে ত্রীদাম সুবল
আর শ্রোক কৃষ্ণ— জন সখা কৃষ্ণ,
অই ভালবাসন সকলে চল। ২৭৬

ধেনুক বধ

“তালের সৌরভে প্রলুক বোরা,
কিন্তু এক কথা এখানে লাগে বাখা,—
ধেনুক-করে হব প্রাণ হারা।” ২৭৭

ফের সে অমুর বান্ধব ল’য়ে
মাখে সেই বন, দেখে যদি জন
অমনি পাঠায় শব্দনাগর। ২৭৮

সদয় যোদের পূরাও আশ, মধুহা মাধব ; হইয়া গর্দভ সত্তত অহুর করিছে বাস ।	২৭৯
শ্রিতমুখে জুখে বহনন্দন শুনিয়া সে ভাষ অস্তরে উল্লাস স্বজন সঙ্গে কবিলা গমন ।	২৮০
সবলে রাম লাগিলা পাড়িতে, অহুর শব্দে আসি দ্রুতপদে প্রহারিল ষা রামেব বুক্রেতে ।	২৮১
হৃপদে ধরি রোহিণী-নন্দন ফেলি তাল বুক্রে বধিলা কটাক্ষে অঙ্গ চাপনে ভাঙ্গে তালবন ।	২৮২
গর্দভ রুগী আসে জ্ঞাতিগণ, এক এক করি তাল বুক্রে মারি বধে বামকৃষ্ণ প্রফুল্লমন ।	২৮৩
ঢালে দেবদল উল্লাসে মুখে কুহুম সুরভি, বাজায়ে হৃদ্যুভি বামকৃষ্ণ-জয় গাহিল মুখে ।	২৮৪
তদবধি সবে নির্ভয়-চিত্তে খায় স্বাহ তাল মধুর রসাল কৃষ্ণ-গুণ-গাথা-রসের সাথে ।	২৮৫
বায় ব্রজধামে হৃদয়জুত সটল-কমল কলিকা-মুগল গোপ অলিদল-গুঞ্জর-সুত ।	২৮৬
রামকৃষ্ণ-না বশোদা রোহিণী অপত্য-বাৎসল্যে স্নেহে করি কোলে চুষন ভোজনে তোবে তখনি ।	২৮৭

কালীন্দ্র দমন বালদল সনে একদা হরি বৎস নিয়ে চলে কালিন্দীর কূলে ; কালিন্দীর ছিল বিবাক্ত বারি ।	২৮৮
নিদাঘ তপ্ত গোপ-বৎস দল দৈব নিবন্ধন ভূমে অচেতন পান করি সেই বিবাক্ত জল ।	২৮৯
দৃষ্টি অমৃতে বৃষ্টি করি শ্রাম বাঁচা'লা সবারে, পতিত উদ্ধারে ভক্তি ভরে হেরে সবে অকাম ।	২৯০
কালসর্পবিষে কালিন্দীর হয়েছে দূষিত ভাবিলা অচ্যুত যোগেশ্বর হরি হইয়া ধীর ।	২৯১
কালিন্দীর মাঝে বৃহৎ হৃদ কালিয় বসতি বিষতপ্ত অতি শূন্তে সলিলে মরে প্রাণী বত ।	২৯২
দৃষ্ট দমনে অবতীর্ণ হরি কালিয় দমন কবিয়া মনন উঠিলা ত্বরিতে কদম্ব, পরি ।	২৯৩
বাধিয়া কাকী লক্ষ্মে রূপ দিহা পড়ে হৃদ তোবে, নাপগণ ভয়ে বিকম্পিত অতি ব্যাকুল হ'য়া ।	২৯৪
ব্যাকুলিত আশীর্ষকের বিধে ক্ষীত জলরাশি, বিষ ভাসি ভাসি ছাইল হৃদর, তরঙ্গ বশে ।	২৯৫
গজরাজ সম বিক্রমশালী, বিজরাজ সম অভিরাম শ্রাম আরজিলা মুখে সলিল কেলি ।	২৯৬

দ্বিভুজদণ্ডে বিদূর্ণিত বারি
নেহারি সে নাগ, অন্তরেতে রাগ,
আইলা ধৈয়ে বোধা মধুহারী । ২৯৭

শ্রীবৎস লাহিত স্তম্ভ যার,
কটি পীতবাসে হিঁহেলালিয়া হাসে
কঠে হলে যার অমূল্য হার ; ২৯৮

নবনী মৃণালে নিম্বিছে যার,
তনু কমনীয় অতি রমণীয়,
হাসি-দীপ্ত মুখ সতত যার । ২৯৯

সে জগদানন্দ নন্দনন্দনে
দংশি বক্ষে ফণী বংশ রক্ষা গণি
বাখিল আঁটি ভোগের বন্ধনে । ৩০০

কৃষ্ণাস্তক যত ব্রজের শিশু
নিরখি গোবিন্দ নীরব নিম্পন্দ
অচেতন ভূমে পড়িল আঁত । ৩০১

ধেনুবৎসকুল আকুলপ্রাণে
গগন বিদারি আর্তনাদ করি
অশ্রুবারিধারা শিশায় যমুনে । ৩০২

নানা উৎপাৎ জাগিল চৌভিতে
ব্রজে জনে জনে আত্মকেন্দ্র স্থানে
বিপদ শঙ্কা লাগিল ফুটিতে । ৩০৩

ব্রজবাসী সবে ভাবিয়া যনে—
“বিপদের তরী বিপন্ন শ্রীহরি”
বিপিনে ধায় কৃষ্ণ অবেবণে । ৩০৪

মধু-উদ্ভব ভগবান হলো
রোহিণী নন্দন হাসিয়া তখন
ভাবে ঢাকা দিলা গোকুলে ছলি । ৩০৫

ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-লাহিত পথে
উপনীত ধীরে রমুনার তীরে
ব্রজদর্শনা পড়িল দৃষ্টিতে । ৩০৬

নেহারি হরি নাগ-অঙ্গ-বোরা,
গোপবালগণ ভূমে অচেতন
গোকুলবাসী হ'লা সংজ্ঞা হারা । ৩০৭

গোবিন্দে অর্পিত গোপিকা-মন ;
শ্রীকৃষ্ণ বিভ্রম হান্ত মনোরম
অরিয়া শূণ্য ভাবে ত্রিভুবন । ৩০৮

কাঁদে বশোদে হৃদের তীরে,
আঁখি কৃষ্ণ লগ্ন, শোকে বুক ভগ্ন,
কৃষ্ণকথা শুধু স্বপন ঘোরে । ৩০৯

কৃষ্ণের প্রভাব না জানে তারা,
হৃদের সলিলে কাঁপ দিতে চ'লে,
রাজার মানায় সংকল্পহারা । ৩১০

ব্রজবাসিহঃপে থাকিতে নারি
কাঁদিয়া অন্তরে সচেতন ধীরে
উঠিলা দয়ার উদধি হারি । ৩১১

বাড়াগা শ্রীকৃষ্ণ ভূজপে ব্যাধি ;
কোপে ফণা তুলি কৃষ্ণেরে নেহালি
গর্জে নাগ ভীম শব্দে অতি । ৩১২

নাসারকে রক্ষে ছুটিলাবধ,
বিষাঘ্নি নয়নে ছুটিল সঘনে
দ্বিশিখ রসনে ধ্বনিল “হিস্” ৩১৩

গরুড়ের প্রায় গোকুল চাঁদ
লাগিলা ভ্রমিতে ফণীর চৌভিতে
পলাইতে ফণী না পায় কাঁদ । ৩১৪

ভুভঙ্গ ভ্রমি হইলা কাতর
আদি গুরু হরি শিরে শিরে চড়ি
লাগিলা নাচিতে ফুলঅন্তর । ৩১৫

অহীর বে শিরঃ ছিল উন্নত
শিরোমণি পরে কৃষ্ণ পদ ভ'রে
হায়রে ভাগ্য!— হলো অবনত ! ৩১৬

গর্বহারী হরি মুরলী স্বয়ং
মস্তকে মস্তকে নাচিলা কোতুকে—
সর্প জন্ম হলো তোর ! ৩১৭

ছুটে ভাবে তুই পালি কৃষ্ণ-পদ
যোগী ধ্যান যোগে জ্ঞানী জ্ঞান যোগে
দেবেন্দ্র পূজি না পায় যে পদ ! ৩১৮

মুগুর রণিত রাতুল পদ,
মাখি মণি প্রভা ধরিল যে শোভা
সে শোভা ভক্তহৃদ সম্পদ ! ৩১৯

অমেঘ অতুল সে প্রভা শোভা
শতেক শিখরে নব জল ধরে,
ধেলিছে যেন ফণ-প্রভা-প্রভা ! ৩২০

গন্ধর্ব সিদ্ধ মূনি দেবগণ
আসি তথা সদ্য স্তবগীত বাদ্য
পুষ্প উপহারে করিল অর্চন । ৩২১

ভুজঙ্গ মঙ্গল আকাঙ্ক্ষী হরি
চরণ দসনে শতেক বদনে
ছুটে বক্ত ধাবা মিশায়ো বারি । ৩২২

বৃষ্টিধারা বেন শিখর-গায়
গিরি মাটি মাখি ফণে থাকি থাকি
ধাবায় ধারায় অধঃতে ধায় । ৩২৩

অনন্তশাখী রম্যাকাণ্ড প্রায়
কালিয়ের শিরে কৃষ্ণ কেলি করে
হেঁবি ত্রিভুগৎ আনন্দে ভায় । ৩২৪

কাতর কালিয় ভকতি ভরে
স্মরি নারায়ণে কমলা রমণে
শরণ লইলা শরণ্য হরে । ৩২৫

জগদগুরু গুরুপদ ভরে
নিরখি পতিয় ভয় তমু শির
পত্নীগণ শোকে ঘেরিলা হরে । ৩২৬

হরি পঙ্ক ভলে পড়িরা ভারী
লাগিলা কাদিতে পদ পাখালিতে
অশ্রুবারী দিয়া মুকুতাকারা । ৩২৭

পতির মুকতি মাগিলা সবে
ছুটে সেই পতি, তবু তারা সতী
পতির কল্যাণে পূজিলা ভবে । ৩২৮

নাগপত্নীগণ করিলা স্তুতি,
তব তুষ্ট হবি জগৎ কাণ্ডারী
ভিক্ষা দিলা তবে সতীর পতি । ৩২৯

কিঞ্চৎ স্তম্ভ শাসিত সে সর্প
অবনত শিরে প্রণত কৃষ্ণেরে
স্তবিলা স্তবে ভীত বীতদর্প । ৩৩০

স্তম্ভ অচ্যুত প্রসন্ন মনে
আদোশলা সাপে “বয়ণকে দ্বীপে
করগে বসতি ত্যজি যমুনে” ৩৩১

সবাক্ষবে থাক অমুখি জলে ;
বিনতার পুত্র হবে তব মিত্র
মম পদচিহ্ন নিবধি ভালে । ৩৩২

“তিলেক হেথা না কর বসতি ;
কালিন্দীর তোয় হইবে অমিয়
গোন্ধিজ তৃষা লভিবে বিরতি ।” ৩৩৩

আনন্দে গোবিন্দে প্রণমি ফণী ;
করি প্রদক্ষিণ সস্ত্রীক স্ত্রীদীন
করিল গতি অতি ভাগ্য মানি । ৩৩৪

না পত্নিদত্ত ভূষণমালে
অলঙ্কৃত বপুঃ কৃষ্ণ মধুরিপু
মুণ্ডবে বন্ধারি উদিল কূলে । ৩৩৫

শীতান্তে বসন্তে যেমতি তরু
ফুল কিসলয়ে হাসে ফুল হয়ে
সরিৎ প্রবাহে যেমতি মরু । ৩৩৬

ব্রজোপবনে গোপব্রজ তরু
ভেষজি পুষ্পিত জীবন-ক্লমিত
গোবিন্দ-বসন্ত- আগমে চাক । ৩৭

গোপগণ দিলা মুকুন্দে কোল
প্রেমসিদ্ধি দিয়া তরঙ্গ হইয়া
নাচিতে লাগিলা তুলিয়া রোল । ৩৮

যশোদার লদে আঁটে না স্থখ ।
পরাণ পুতুলে নিল কোলে তুলে,
আনন্দ-বেরলো ফাটিয়া বুক । ৩৯

আনন্দ-নীরধি কৃষ্ণ নিধিতে
বিমুখে সে ধারা হলো আশ্রয়দারা,
মাতৃ বাৎসল্য অমূল্য জগতে । ৪০

দাশাঙ্গি আশ্রয়

কালিন্দীর তীরে বঙ্কিলা নিশা
গোপ গোপী দেখে সঙ্গে প্রাণ কাহ্ন
দাশাঙ্গি জলি বেরিল সহসা । ৪১

বহি শব্দে জাগে ব্রজবাসী
মুখে হাহাকার না হেরি নিস্তার
মুকুন্দে ডাকিলা বিপদে ভাসি । ৪২

অনন্ত শক্তি ভকতি বশ
স্বজনের হিতে, ভকত ভূষিতে,
কালানল ভষি লভিলা বশঃ । ৪৩

গোকুল শশী পশিলা ব্রজে—
গোকুল মণ্ডিত, গোপ-পরিবৃত—
সন্তত বসন্ত বধায় রাজে । ৪৪

বৃন্দাবনাকাশে গোবিন্দ-শশী
মায়া চঞ্জিকায় মোহিয়া সবায়
বিহরিছে ঢালি অশ্রুত-হাসি । ৪৫

সমাগত হলো নিদাঘ ঋতু ;
তথাপি বসন্ত নিয়ত হুটু
অসীমমহিম শ্রীবৎসকেতু । ৪৬

নিবরি নীর বরে "ঝরঝর"
পাদপ সজীব পৃথরে রাজীব,—
পদ্ম কোকনদ প্রফুল্লতর । ৪৭

শীতল সমীর শীকববাহী
মাধি মকরন্দ গতি মন্দ মন্দ
শীতলিছে তনু সন্তত বহি । ৪৮

অগাধ সলিল সরিৎ-তরঙ্গ
অনিলে আলিঙ্গি ধরি নানা ভঙ্গী
নাচিয়া চুমিছে পুলিন অঙ্গ । ৪৯

সৈকতশোভিত শ্রীবৃন্দাবন
নিদাঘ-সরস, না হলো নীরস
কাহ্ন-গুণে সিদ্ধ ভান্স-কিরণ । ৫০

স্বরম্য কানন কুহমে ভরা
ভ্রমরের গীত অতীব ললিত
পিকবধু ঢালে মধুর ধারা । ৫১

নাচিয়া হরিণী উল্লাসে ভায়
সারস সারসী ডাকিছে সরসি,
শিখি-কেকারব চৌদিক ছায় । ৫২

একদা গোগোপ সংহতি কাহ্ন
এ হেন বিপিনে প্রফুল্লিত মনে ।
পশিলা সরাস বাজারে বেণু । ৫৩

বিবিধ বিহারে প্রমত্ত হ'লা;
নানা রঙ্গ কেলি আনন্দেতে চলি,
রাখাল রাজা শ্রীহরি সাজিলা । ৫৪

প্রসঙ্গ স্বপ্ন

হরিবারে ছলে গোবিন্দ রাম এ হেন সময়ে গোপক্লপ হয়ে উদিল অম্বর প্রলম্ব নাম ।	৩৫৫
বুঝিয়া শ্রীমতি বধিতে তায় হাসিয়া অন্তরে সখ্যভাব ধরে দুদল বাঁধিয়া খেলিতে চায় ।	৩৫৬
দুপক্ষ-নেতা দু-যত্নন্দন ; যে পক্ষ জিনিবে পিঠে সে চড়িবে, বিপক্ষ বহিবে, রহিল পণ ।	৩৫৭
কুঞ্জ-মণ্ডিত ভাণ্ডারক বনে সবে কেলিরত হ'লা উপনীত প্রলম্ব ছিলা ভগবান্ সনে ।	৩৫৮
চারি শ্রীচবি বহিলা শ্রীদামে, সখ্যে ভগবান্ ভক্তে দিলা মান ' প্রলম্ব চলিলা বহিয়া রামে ।	৩৫৯
অচ্যুত-ভীত ছুট্ট সে অম্বর আনি নিরঞ্জে রোহিণী নন্দনে নিজ ভীম-মূর্তি ধরিলা ক্রুর ।	৩৬০
হেবি বলরাম পাইলা ভয়, কিন্তু শৌর্য ভরে আত্মরক্ষা তরে মুষ্টি ঝায় তারে করিলা কয় ।	৩৬১
অম্বর ধ্বংসে গোপবংশে যত যত্ন-অবতংসে রামের প্রশংসে ; কংসের মরমে ভয়ের স্রোত ।	৩৬২
একক গোপকুল রাখাল দল বনে কেলিরত খেয় স্বচ্ছায়িত তৃণ-লোভে পশে গহ্বর স্থল ।	৩৬৩

ভীম দাবানল পরস্পরি চিত্ত

আইল চকিতে তাদের গ্রাসিতে আত্ম ধায় পশু রক্ষিতে জীব ।	৩৬৪
এ দিকে যত গোপের পুত্র অমৃতপু চিতে গেলা অশেষিতে গো বাদে উপজীবিকা মাত্র ।	৩৬৫
রোকণমান যত ধেমুগণে আসি শুভক্ষণে ময়ূ যন বনে হেরিলা বুরিতে উদ্বিগ্ন মনে ।	৩৬৬
ডাকিলা তাদের নাম ধরি হরি ; নিজ নাম শুনি— শ্রীমুখের বাণী, প্রতিনাদ ক'ল সোহাগে ভরি ।	৩৬৭
উদিত কুলগ্নে দাবান্নি পুন “হুও” রবেতে ঘেরিল চৌভিতে ; অর্তনাদ ছাড়ে গোপগণ ।	৩৬৮
বিধ গোপকুল আকুল প্রাণে ডাকে যনে যনে শ্রীযত্নন্দনে— “বিপদে কৃষ্ণ রাখ গোপগণে ।”	৩৬৯
শুনি সে বাণী ব্রজের বজ্রভ কহিলা তাদেরে আঁখি বুজিবারে বুজিলা নয়ন বতোক বল্লব ।	৩৭০
ভাষিলা বহি নিজে নন্দহৃত, লুকা'ল ভীষণ দাব-হতাশন নবনীয়ে বে মতি তড়িত ।	৩৭১
ব্রজ গোপ-বৃন্দ খুলি নয়ন হেরে নিজগণে উল্লাসিত মনে আনীত পুন ভাণ্ডারক বন ।	৩৭২

বোঁগবল মুক্খ গোপ-আত্মজ
বিস্তিত-সন্নিত কৃষ্ণ-অমুগত
সক্কা হেরি সবে পশিলা ব্রজ । ৩৭৩

গোপীর যে প্রাণে গোবিন্দ কিনে
লাগিত মুহূর্ত যেন যুগশত
কৃষ্ণ হেরি স্ব হৃটে সে প্রাণে । ৩৭৪

কৈশোরী সৌন্দর্য

কৈশোরে কৃষ্ণ ক'লা পদার্পন ,
মুচাক হসন্ত— রূপের বসন্ত—
ফুটন্ত পদ স্নানীল বরণ । ৩৭৫

সখী-সজিনী পরা-প্রকৃতিবে
করি সমাশ্রয় গোপাঙ্গনা চয়
কৃষ্ণ জয় গায় অন্তর ভরে । ৩৭৬

অধারসময় গোকুল শশী
পুণ্য ব্রজাকাশে পূর্ণপ্রায় হাসে
গোপী কুমুদে মুচ্ছিক হাসি । ৩৭৭

গোচারণ ছলে সে ব্রজশশী
লুকাই জনদে ফেলিয়া বিপদে
গোপিকা কুমুদে গোকুলবাসী । ৩৭৮

শবত আগমে একদা হরি
ফিরে গোচারণে সরাখাল বনে
বদনে ঘন বাজিছে বাশরী । ৩৭৯

শুনি বেণুধ্বনি গোপিকা মনে
মনোভব মূর্তি ধরে নানা মূর্তি
কৃষ্ণচরিত্তিম্মুত্তিরতি মনে । ৩৮০

মুরলীর ধ্বনি লহরে ছায়
মধু কুঞ্জে কুঞ্জে ব্রজগৃহ পুঞ্জে
শুভে মিলাইয়া গগন গায় । ৩৮১

তরঙ্গ জিহ্বা পারি যমুনা
গাথে সে মাধুরী অমৃত লহরী
ছুটায় নয়নে শীকর-কণা । ৩৮২

শাখা পরে বসি বসন্তসখা
নিস্তকে সঙ্গীত শিখে সে ললিত
কণ্ঠে ভরি রাখে মাধুরী লেখা । ৩৮৩

বংশী রঞ্জে রঞ্জে বেরয় মধু
মুখ পদ্য হ'তে মুখরিত প্রোতে
ঝঙ্কারি ঘেরে অলি অলি বধু । ৩৮৪

চকোর পাখী অধোমুখী রয়ে
পিয়ে স্বরমুখা ঘুচাইয়া মুখা
গুণগণ চাঁদে রে বিম্বিত হ'য়ে । ৩৮৫

স্ববস্ত্রধাবস পবন লভি
পাদপ ব্রততী মুগ্ধরে ত্রুণিতি
স্তবকে তুটে কুহুম স্রবতি । ৩৮৬

স মধু নির্গাস তুলুতে মাখি
তরল সমীব অলস শরীর
চুষে গোপীকায় বিরলে থাকি । ৩৮৭

নাচে পত্ররাজী তরুর গায়,
নাচিছে তরঙ্গ ভরি বারি অঙ্গ
রঞ্জে নাচি নাচি কুরঙ্গী ধায় । ৩৮৮

বেণুর মাধুর্য্যে পাখালি তনু
ভানুর করণ দ্বিজ অতীথ্য
শশী অধাকর পাইয়া রেণু । ৩৮৯

শ্রামের সুরলী বাজারে বনে ।
ধ্বনি ব্রজপুরে পশে ঘরে ঘরে
আকুল তরঙ্গ গোপীর প্রাণে । ৩৯০

ସଖୀ ସଞ୍ଚୋଦି କହେ ଗୋପୀଗଣ,—
 ଅହି ବୁଦ୍ଧି ହରି ଶ୍ରୀମ ବଂଶୀଧାରୀ
 ବାଜାରେ ବେଳୁ କରେ ଆଗମନ ।” ୩୨୧

ଚାକ୍ର ଶିଖିପିଣ୍ଡ ଶୋଭେ ମୁକୁଟେ,
 ଗଲେ ବନମାଳ, ବରଣ ସେ କାଳ,
 କନକ-ଧଟା ଗୁଲେ କଟି ତଟେ । ୩୨୨

ହେନ ମୀତାନ୍ଧର କୀର୍ତ୍ତି-କପାଳ
 ଗାୟ ଗୋପୀଗଣ ଆନନ୍ଦେ ଯଗନ,
 ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଭୁଲିଯା ଅନ୍ଧ ଆଳାପ । ୩୨୩

ଶୁନି ବେଘୁଧ୍ବନି କାୟିନୀଗଣ
 ଭାବେ କୁଞ୍ଜରୂପ ଆନନ୍ଦ ଅରୂପ
 ପଦେ ପଦେ ଚିତେ ଆଲିଙ୍ଗି ଶନ । ୩୨୪

କହେ ପରମ୍ପର ଗୋପିକାଦଳ
 “ଗୋପେର ଯଶୁଳୀ ଅହୋ, ପୁଣ୍ୟଶାଳୀ”
 ରାମକୃଷ୍ଣେ ହେରି ସଦା ସଫଳ । ୩୨୫

“ନା ପୁରେ ବାସନା, ଯୋରା ସେ ଯେସେ,
 ଧାକି ଅନ୍ତଃପୁରେ, ଆଶା ନାହିଁ ପୁରେ,
 ମିଟେ ନା ପିୟାସା କି ଫଳ ଜିଣେ ।” ୩୨୬

କହେ କୋନ ଗୋପୀ,—“ଶୁନ ଗୋ ବାଣୀ
 ଭାଳ ପୁଣ୍ୟରାଶି କ’ବେଝିଲ ବାଣୀ,
 ଏ ବୁନ୍ଦାବନେ ତାରେ ଧନ୍ୟ ଯାନି ।”— ୩୨୭

“ବଂଶ ଭାଗ୍ୟବାନ୍, ବଂଶୀ ସେ ବଂଶେ
 ନିଆରେ ଜନମ, ଅରୁତ ପରମ !—
 ବଂଶେର କରମ କେନା ଶ୍ରୀରାମେ ।” ୩୨୮

“ଅହି ସେ ଦେଖ ବଂଶ ତରୁଗଣ,
 ହେରି ନିରକଣ୍ଠେ କୁଞ୍ଜକରବାନ୍ତେ
 ଅରଣ୍ୟେ ହେଲିନା ନାଚିଛେ ଶନ ।” ୩୨୯

“ଅପର ରମଣୀ କହିଲା—“ସାଧି,
 ଯହୁଁରୀ ସହୁଁ ଶୁନି ସେହି ଶ୍ରୀ
 ଅକ୍ଷୟ ତାଳେ ନାଚିଛେ ହୁଅ ।” ୪୦୦

“ମୁକ୍ତକନ୍ଦୁ ଦଳେ ଦଳେ ଦଳେ
 ଶୁନେ ବେଘୁବର, ନିକୃତ ନୀରବ,
 କ୍ଷଣେ କ୍ଷଣେ ପୁନ ନାଚିନା ଚଳେ ।” ୪୦୧

କହେ କୋନ ଗୋପୀ ବିଳାପଞ୍ଜରେ,
 ଶ୍ରୀମ ଅଞ୍ଜଳ ନେତ୍ରେ ଡଳୟଳ
 ସର୍ବ ବିନ୍ଦୁଦଳ କପୋଳେ କରେ;— ୪୦୨

“ଦେଖ ଯେସଦଳ ଗଗଣ କୋଳେ
 ପିୟେ ମୁହଁ ଘୁରି ବଂଶୀର ଯାଧୁରୀ
 ନିଜରୂପ ହେରି ଆନନ୍ଦେ ଗଲେ । ୪୦୩

‘ଯହୁଁରୀକ୍ଷେ ଆନନ୍ଦ ନା ଧରେ
 ଭାବି ନିଜ ପୁଣ୍ୟ— ଜଗତ୍ ଶରଣ୍ୟ
 ଯହୁଁରେର ପୁଞ୍ଜ ବାଧିଲା ଚୁଡ଼େ ।” ୪୦୪

କହେ କୋନ କୋନ ଗୋପେର ବନ୍ଧୁ
 କ୍ରମେତେ କୟଳ ପ୍ରେମେ ଡଳ ଡଳ
 ଚିତେ ଆକି ଚିତ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ-ବିଧୁ— ୪୦୫

“ଶ୍ରୀକ୍ଷେର ଯୋହନ ଯୁଗତି ଚେରି,
 ଶୁନିଆ ଚବିତ କୋନ ବା ବୋଧିତ
 ନା ହୟ ଯୋହିତ ଶ୍ରୀରାମେ ଜଡ଼ି !” ୪୦୬

“ଶୁନିଲେ ଯହୁଁର ବେଘୁର ଅନ
 ଶୁନେ ଯୁଧ ଦିଶା ରହେ ଶୁକ୍ତ ହ’ୟା
 ଅଞ୍ଜବାରି ଭରେ ଗୋବଂସଗଣ !” ୪୦୭

“ଶ୍ରୀତ ହୁଅ କର୍ମେ କରିନା ପାନ,
 କୁଞ୍ଜ ନାହିଁ ଧାକେ, ହୁଏ ନାହିଁ ଚାଷେ,—
 ପ୍ରେମସନ୍ଧୁ ମେ’ଲେ କେ ଚାନ୍ ଆନ ।” ୪୦୮

"বেণু-নাফে দরদর
হাসের ছলে বাহরাজী তুলে
গোবিন্দ পদে অর্পিত কমল।" ৪০৯

"যোষিতস্তনলিপ্ত কুমকুমে
বঞ্জিত ত্রীপদ চিহ্ন-কোকনট
রাজিছে বিগিনে অনুলীদামে।" ৪১০

"মদনকাতর শবরীদল
লভে উপশম মাখিসে কুসুম
পরম যতনে স্তনের তল।" ৪১১

তর্জনী তুলি কহে কোন নারী
"ঐ দেখ সখি, উজ্জ্বল লখি,
সৌভাগ্যভাগী গোবর্জ্জন গিরি।" ৪১২

"কন্দ ফল মূল স্বক্লেতে লয়ে
দাত্তভাবভরে কৃষ্ণ সেবা তরে
দণ্ডায়মান যৌনী নম্র হয়ে।" ৪১৩

রসবৃন্দাবনে রামকৃষ্ণ লীলা
বর্ণি এই ভাবে ব্রজবালা সবে
তন্ময়তা লভি কৃতার্থ হ'ল। ৪১৪

কাত্যায়নী ব্রত

কাত্যায়নী ব্রতে আগন মাসে
হবিষ্য ভোজন কবে গোপীগণ
কৃষ্ণপতিবাহ্নী অন্তরে ভাসে। ৪১৫

অরুণ উদয়ে কালিন্দী নীরে
মুদিয়ে তড়িত যেন শত পত
মান করি মূর্তি বাসুতে গড়ে। ৪১৬

পূজে কাত্যায়নী ভকতি ভরে,
"কৃষ্ণে কর যামী" মাগিছে প্রণামি
অপর বাহ্নী না করি অন্তরে। ৪১৭

সতত বসন বাণিয়া তাঁরে
ব্রজের কুমারী যতেক কিশোরী
শতদলনিভ শোভয়ে নীরে। ৪১৮

জলকলি করে হিল্লোলে ছলি,
কৃষ্ণগুণ গায়,— যধুধারা ভায়,
কুন্তল খেলে যেন মুক্ত অলি। ৪১৯

বস্ত্রহরণ

সংকল্পসিদ্ধি গুণনিধি হরি, —
ভকতের ডাকে আর কি সে থাকে ?—
কদম্বে উঠিলা অম্বর চরি। ৪২০

কালিয়-কদন কদম্বডালে
ধূলায়ে বসন ঘন-ঘন-ঘন
আনন্দে আসীন তবর কোলে। ৪২১

বেণু বাজায়ে ঢাক চাঁদ মুখে,
ক্ষণে পরিহাস,— কোয়দী ও কাশ—
গোপিকা কুমুদ বজিলা মুখে। ৪২২

প্রবাল অধর ফুটায় হরি,
হাসি মুখা দিয়া মাখিয়া মাখিয়া
কহিলা সম্বোধি ব্রজহৃন্দরী। ৪২৩

গোপবালক সঙ্গে মোর যত
তারি জানে মর্ম — মোর সত্য ধর্ম—
শুদ্ধকামা সবে করিয়া ব্রত। ৪২৪

"বসন লহ মিলি তব তলে"
প্রেম পুলকিতা যত গোপহুতা
চাহে অজ্ঞোক্তে পরিহসি জলে ৪২৫

ভণে শ্রামে নীভকম্পিত তরু,
"নন্দের মন্দন ব্রজপ্রিয়তম
ক'রনা হেন অপকর্ম কাণ্ড।" ৪২৬

“বিজ্ঞ বলি তোমা সবে প্রশংসে,
অর্পহ বসন মোরা দাসীগণ,
নচেৎ কহিব নন্দে বা কংসে।” ৪২৭

কৃষ্ণ কহে (যদি) “দাসী, রাখহ বাণী,
হেথা বস্ন ‘লহ’ যদি আজ্ঞাবহ
এসব ভয় আমি নাহি গণি।” ৪২৮

তবে এককরে লজ্জা আবারি,
দীর্ঘে উঠে তারা স্তম্বে আজ্ঞাপরা
নিরাপ ভাব স্তম্ভসন্ন করি। ৪২৯

কহে কৃষ্ণ তুচ্ছা কুমারী গণে,
“বিবসনা জলে তলকেলিহলে
অবজ্ঞা করেছ দেব বরুণে।” ৪৩০

“বরুণোদ্দেশে কৃতান্তলি গিরে
অর্পামি তীর্থাগ্রে পাপক্ষয় তরে
বসন লহ নিজ নিজ করে।” ৪৩১

শ্যাম দাসী তারা ক্রীড়াপুতুল,
নামি গ্রামে সিদ্ধ— মনোরথ, অঙ্ক
গ্রামস্থ, গোপীপ্রেম অতুল। ৪৩২

যে ভঞ্জে কৃষ্ণে আস্রার সঁপি,
ছাড়িয়া বসন ভূজিয়া যাতন
ধন্য সে জন!—ধন্য এক গোপী। ৪৩৩

সুচির বাঞ্ছিত লভিয়া কেবা
ভ্যঞ্জে অবহেলে যেমতি পুতুলে
ছেলেগণ ফেলে না করি সেবা। ৪৩৪

চির ব্রত বার লভিতে হরি
সে গোপী কিভাবে ত্যজিবে মাধবে,
আসবে লুকা যেমতি ভ্রমরী। ৪৩৫

করে কি আশ্রয় আস্রাস বাণী—
“যাও ব্রজধাম সিদ্ধ হই কাম
আশ্রয়িনী শরণ-যামিনী।” ৪৩৬

সিদ্ধ ব্রজ গোপী চলিলা বাসে
কনক কমল পূজাপদ-তল
তেয়াগি, কেবল সেই আশ্রাসে। ৪৩৭

বনে বনে বেহু চরায়ে হরি
বেগুণর গ্রাম পশে ব্রজধাম
অকুল-উদ্ধার গোকুল তারি। ৪৩৮

জগদ্বরেণ্য বৃন্দারণ্যাবধু
গোপতারা মাঝে সুশোভন রাজে
অপরে গালিত তরল সাঁধু। ৪৩৯

গোবর্দ্ধন পূজা

বজ্র-আয়োজন গোকুল ভরি
হেরি বক-আর পরাতত্ত্ব হরি
তত্ত্ব ঢাকা দিয়া জিজ্ঞাসে ঘুরি। ৪৪০

বৃদ্ধ বৃদ্ধ যত গোপের মুখে,
ভানি ‘ইন্দ্রযজ্ঞ’ গ্রাম সবে গুঞ্জে
নন্দে নিবেদিল! মনের হুগুখে। ৪৪১

নিবেদি প্রবোধি যশোদা-নাথে
নিবারি সে বজ্র, ব্যাধি হুরারোগ্য
আখণ্ডল-দর্শ খণ্ড করিতে। ৪৪২

নবোৎসাহে ব্রজ উঠিল মাতি,
ত্রীপতি-নিদেশে গো-গিরি-উদ্দেশে
নবযজ্ঞ-রসে সবার মতি। ৪৪৩

গো-গিরি-ব্রাহ্মণে বিবিধ বলি
অর্পি গোপগোপী কৃষ্ণে অগ্রে স্থাপি
প্রদক্ষিলা গিরি হুকৌতুহলী। ৪৪৪

আপনি ত্রীপতি পর্বতরূপে
লাগিয়া ভথিতে বলি ফুল চিতে
ভুলায়ে যত ব্রজ গোপী-গোপে । ৪৪৫

বিশাল মুরতি পর্বতরূপী
নমস্কৃত্য নিজে কহিলেন এজে
গিরির কৃপা দেখ গোপগোপী । ৪৪৬

মানিলা সকলে গিরি-মতিমা ;
যজ পূর্ণে এজে কৃষ্ণ গুণে ম'জে
যায় আনন্দে আনন্দ-প্রতিমা । ৪৪৭

স্বয়ং ত্রীহরি ভাখলা বলি !—
এর চেয়ে যজ কি জানে বেদজ ?—
প্রাজ্ঞজন শুধু শাস্ত্রের খুলী : ৪৪৮

ইন্দ্র দর্শ

নিজ মানে কালি মঘবা হেরি
ডাকি মেঘগণে ঘন রবে ভণে
ক্রোধ-অনলে বজ্রানলে জাতি । ৪৪৯

“বাও হে তরিতে তড়িত-পরি,
চড়ি প্রভঞ্নে ভীম গরুড়নে
নাশগে গোষ্ঠ ঢালি শিলা বারি ।” ৪৫০

“গোপস্পর্শ আজ বাড়িয়া গিছে ;—
অধোক্ষতাদেশে উপেক্ষে তুরেশে
দেখিব কেমনে ব্রজ রক্ষে সে ।” ৪৫১

ইন্দ্র নিদেশে সম্বর্জক দল
মহা আড়ম্বরে চলে থরে থরে
মহা ঘর্ঘরে ঢালি শিলা জল । ৪৫২

ভাসিয়া ধরা টলমল জলে,
মুঘলের ধারে, বৃষ্টি ধারা পড়ে
গিরি ভেঙ্গে চূ'রে গলিল টলে । ৪৫৩

ভূমিকম্প ঘন বজ্রের নাদে,
রজ গোপধেনু কম্পময় তনু
গোকুল—আকুল—ভরা আর্তনাদে । ৪৫৪

গোকুলবাসী করে ছুটাছুটি,
কয়ে নিরাশ্রয়, “কোথা দীনাশ্রয়”
ডাকিছে ত্রীনাথে ধরাতে লুটি । ৪৫৫

গোবর্দ্ধন প্রারব্ধ

অধোক্ষজ বজ্রশরণ্য হরি
আস্ত করি দার্গা বাসবেণ কাগা
বায়্য যার কণ বীর্ঘ্যাসিকুরি । ৪৫৬

ভীতভক্ত জনে করিয়া দয়া
আস্ত অবহেলে গায়-শক্তি বলে
গোবর্দ্ধন গিরি নিলা তুলিয়া । ৪৫৭

ঢণাকারে তারে বরিলা কলে
সত বজ্রবাসী তার গলে বসি
সপ্ত দিবানিশি যাপন করে । ৪৫৮

নিলাপদে সবে খানন্দে র'লা,
বার্থ হলো নৃষ্টি শিলাদি অরিষ্টি,—
হ'ার মেনে ইন্দ্র প্রস্থান ক'লা । ৪৫৯

অক্ষয় কীর্তি, অক্ষয় নাম !
সুবর্ণ সুমেরু যশে হল মরু
যে দিন তোমারে ধরিল গ্রাম । ৪৬০

ত্রীকৃষ্ণ-বল-মানদওরূপে,
ইন্দ্রপরাভব— চিহ্ন মূর্তি ওব
চির বিরাজিত আশ্বাসি গোপে ! ৪৬১

ব্রজ-সম্পদ-ক্ষীরোদ-সিন্ধুতে
অহে গিরিবর হইয়ে মন্দর
অনিবার যথ প্রেম-অগুতে ! ৪৬২

তার এক বিন্দু পাব কি বল !—
কবে বৃন্দাবন হবে দরশন,
প্রেমামৃত পিয়া হব সফল ? ৪৬৩

দরহে দীনের মিনতি গিরি,—
উচ্চ করি শিবে সর্গ ভেঙ্গে চ'রে
দেখা দাও দূরে জিনি হিমাদি !— ৪৬৪

নিরখি রূপের অদভলীলা,
অতুল বিক্রম, বল অগ্রপম,
গোপ গোপী, তপ বিম্বিত ত'লা । ৪৬৫

ইন্দ্র-অঙ্গণামী সম্বন্ধকদল,
বিস্মিত লজ্জিত, স্বপনে প্রস্তুত,
উদিত ভাসি হাসি নল, বল । ৪৬৬

জগত ভাসিল পরম স্বপ্নে,
ভাসিল অমরা তিনিলোক পরা
মলধারা যার সঙ্গ গগে । ৪৬৭

বপদে পর্কিতে রাখিলা হরি,
মিনি বিশ্বধারা হ'লা গিরিধারা
কলঙ্কে হারয়ে, মহিমা তারি ! ৪৬৮

প্রেমোচ্ছ্বাসে নেচে গোকুলবাসী
উল্লসিত মনে ঘন আলিসনে
মিশিলা অচ্যুতে অকতে ভাসি ! ৪৬৯

আতপ তুল উদক দধি
লয়ে ভক্তি ভরে সানন্দ অন্তরে
পুঞ্জিলা গোপী কৃষ্ণ-নীল-নিধি ! ৪৭০

ভাসিল অমরা আনন্দ ভরা
বাক্সিল হৃদুভি করিল সুরভি
বৃন্দারক তুল-মালিকা-ধারা ! ৪৭১

দেব, সিদ্ধ, সাধা, স্বর্গকরণ
সুবিলা সে স্বভেদে অবতীর্ণ মর্ত্যে
সর্বতীর্থময় যার চরণ ! ৪৭২

স্বর্গে গন্ধর্ব্ব ব্রজে গোপবধু
গাহে কৃষ্ণ গুণ আনন্দে মগন
দিগন্তে ছাইছে সঙ্গীত মধু ! ৪৭৩

গোবিন্দাভিষেক
বীতগন্ধ ইন্দ্র সুরভি সচ,
আসি কৃষ্ণ পাশে নির্জিন আশামে
প্রণমিলা নম্র লুপ্তিত-দেহ । ৪৭৪

মৌলি-মণি দিয়া পবনি পদ
কহিলা কাতরে কৃষ্ণ গিরিধরে
গালতিচিত ভকতি-গদগদ,— ৪৭৫

“পদমদ ভরে কবির গর্ক
তাই রূপা করি, গন্ধহারা হরি
দর্প গন্ধ ভারী করিলে খর্ব্ব ।” ৪৭৬

“অপরোধী ইন্দ্র উপেক্ষি তোমা ;
ক্ষম অপরাধ, সর্বলোকনাশ,
দেবনাথে ভিক্ষা দাও হে ভূমা ।” ৪৭৭

নববন শ্যাম হাসিলা শূনি,
হাসিতে তড়িত খসিল ত্বরিত,
মুদির গম্ভীর আননে ধরনি । ৪৭৮

বজ্রের মাধব গম্ভীর স্বরে
ভসিলা “বাসব মদাক্রতা হব
সৌভাগ্য ফলে ঘুচিল অচিরে ।” ৪৭৯

সুবে তুষ্ট করি সুরভি তবে
আনন্দিত হ'রা উৎস হৃদয় দিয়া,
অভিষিক্ত ক'লা কৃষ্ণ কেশবে ! ৪৮০

আকাশ-গঙ্গার পবিত্র বারি
আনে শুণ্ডে করি ঐরাবত করী
ক্ষণজন্মা সে পশু জন্মে ধরি। ৪৮১

অভিষেক করি সে বারি দিয়া
বৃন্দারক পতি আনন্দিত যতি
“গোবিন্দ” নাম রাখিলা বাছিয়া। ৪৮২

গন্ধর্ব, তুঙ্গুরু, চারুগগণ
সে শুভ সময়ে শ্রীকৃষ্ণে খেঁচেয়ে
গাহিল বশঃ কলুষ নাশন। ৪৮৩

লক্ষ্মী হ'ল মধুবসপুর!
নদীক্ষিতিপুষ্প মধুময় শম্প,
নাগে বাধে ভুলে থলতা ক্রুর! ৪৮৪

আনন্দে গলিল অগিল জগৎ!—
সপ্তসিকুময় স্বধাবারি বয়,
স্বধারসময়ী সরিৎ চলৎ! ৪৮৫

আনন্দে কমল ঢালিছে মধু,
লম্বরে না রুচে সরসীতে বিচ্ছেদ;
মধুময় স্তর সলিলে স্তবু! ৪৮৬

আধারের মণি গিরির শিখ্রে
ফুটিয়া উজ্জ্বল হাসে থলথল,
নিরমল জ্যোতিঃ আনন্দে ঝরে। ৪৮৭

ক্ষীরবতী গাভী ক্ষীরের ধারে
ভিতাইল মিতি ওষধি-প্রসূতি;
ওষধি পাকিল বিনা আসারে! ৪৮৮

অভিসেকোৎসব-মাহাত্ম্য জীবে
কে পারে বর্ণিতে? যে পারে বর্ণিতে,
সে ভাগ্যশালী ত্রিদিবে কি ভরে! ৪৮৯

ভব-আরাধ্য-গোবিন্দ-নিদেশে
স্বজনের সঙ্গে আনন্দ তরঙ্গে
ভাসিয়া ইঙ্গ আসিলা ত্রিদেশে। ৪৯০

নন্দমোক্ষণ

আশুরী বেলায় করিতে স্থান
বরণ আবাসে নন্দ কারাবাসে
ভনি নন্দমুগ্ধ করে গমন। ৪৯১

সপৰ্য্যায় পূজি বরণ হরে
চাহিয়া গোবিন্দে মুক্তি দেয় নন্দে
মুকুন্দ বাহার তনয় ধরে! ৪৯২

সনন্দ নন্দনন্দনে নিরখি
মহানন্দে ভাসি যত লজবাসী
খালিঙ্গল অঙ্গ অঙ্গেতে মাখি। ৪৯৩

কৃষ্ণের মর্যাদা কহিলা নন্দ
গোপগোপী ভনি কৃষ্ণে বদ্ধ মানি
প্রত্যক্ষিতে তা সবার আনন্দ। ৪৯৪

ব্রহ্মদর্শন

ভক্ত মনোবাহু পূরা'তে হরি
ব্রহ্মহৃদে নিয়া দিলা ডুবাইয়া
দেখিলা সবে শ্রীবৈকুণ্ঠপুরী। ৪৯৫

পুন ভগবান তুলিলা সবে
“মূর্ত্তে বৈকুণ্ঠ!” গদগদ কণ্ঠ—
নিরখি ব্রহ্মস্বরূপ মাথবে!— ৪৯৬

কেশব হে, সব তোমারি দয়া!—
কেহ বা মূর্ত্তে, কেহ না যুগান্তে,
কেহ বা সেবিছে অনিত্য কায়া! ৪৯৭

কেশব হে, সব তোমারি মায়া !
কেহ ম'জে ভজে, কেহ তোমা ভ্যজে,
কেহ সেবে জ্যোতি, কেহ বা কায়া । ৪৯৮

কেশব হে, সব তোমারি চক্র !—
কেহ তোমা দোহে, কেহ বা সন্দেহে
কেহ লেভে হুঁক, কেহ বা তক্র । ৪৯৯

কেশব, হে সব তব মহিমা !—
জাগ্রতে সংসার নিদ্রায় সংহাব
স্বপনে, ভব, তব মধুরিমা । ৫০০

নাচ জন পদ নেহারি হরি
ভকতের ছাদি অশ্রুনারিনিপি
প্রেম শিখাইতে জনমধারী । ৫০১

বরাহমুসিংহ যখন চিহ্নি
উঠে মন্য দিয়া, পরাণ ফাটিয়া,
“শ্রীহর আমাব অধম পাতি ” ৫০২

শ্রীহরি, এ ভাল হৃদে গোপ ।—
কাব লাগি গোপ ?— বুঝি স্বরূপ—
জাব বঁদাইতে ধরেছ রূপ । ৫০৩

(শ্রী রাস লীলা)

শারদ বামিনী বিমলপ্রভা
চাঁদেবে ছানিয়া নিভাঙ্গে মাধিয়া
সমাগতা ধরি অতুল শোভা । ১

কৌমুদী-বিধোত বিবিধ ফুল—
কুমুদ খঞ্জিকা স্নগন্ধ-পালিকা
নিখার ভয়তে ভূষণ কুল । ২

গাভী-বৃন্দাবন অপূর্বধাম !—
তারি বসন্তীর কালিন্দীর নীল,
বন-নবনীত পুলিন শ্রাম । ৩

তাতে সে শারদ শরীর সুধা ।
নিরতি শরীরী বনের মাধুরী
মাধবেব ছাদি উদিল যুদা । ৪

গোপিকার বাহা প'রাতে হরি
বাজা লা বাশরী শ্রীঅধবে ধরি
দেবো গোপমায়া আশ্রয় করি । ৫

সকাসিকিসর্বমঙ্গলপ্রদা
হৃৎগা মুরলী, গোবিন্দ-সঙ্গী
এক গোপিকার পেমেতে সাধা । ৬

ময়ূনা পুলিনে বাজিল অহা !—
শিখা বংশমধু শিখা গোপবধু
ছুটিলা পরাণে বিহ্বলা হহা । ৭

পতি, ধন, মান, কুলের দায়,—
মন্ধ কারাগার— মাথার বিকাব—
সকল কাটিয়া কাননে ধাব । ৮

যে নারী নারিল ছাডিতে গেহ,
বিরহের টানে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে
আলিঙ্গন হুখে ত্যজিল দেহ । ৯

হাসবে, কৃষ্ণপ্রেমের মহিমা!
প্রেমেতেই মরে, প্রেমে প্রাণ ধরে,
জানিলে গোপিকা জানে সে সীমা । ১০

কৃষ্ণ চক্ষে ঘেরি গোপিকা-তার
কৃষ্ণগত প্রাণা অতৃকনয়না
নিরাখিলা হরে অমৃতঘড়া । ১১

দৃষ্টিস্থধারসে নীতলি কায়
গোপিকারমণ মধুর শমন
মধুর ভাবে কহে গোপিকায়— ১২

“হিংস্র কলঙ্কিত এ বোর নিশে
কেন আগমন?— করহ গমন,
বন্ধজন দহে সন্দেহ-বিষে।” ১৩

শুনি গোবিন্দেব নিসিন্দে-বাণী
গোপাঙ্গনা কুল হইয়া আকুল
ধাকে অধোমুখী সুদীনা যোনী। ১৬

বিলু বিলু বারি উদিল আঁখে,
কমলে নীকর গভায়ে শ্রন্দন
কজ্জল ধুইয়া কুঙ্কমে মাখে। ১৫

শ্রীনাথের শুনি দাকণ কথা,
ধাব লাগি তারা হলো গৃহছাড়া
শুনিয়া চকিতে ঘুরিল মাথা। ১৬

মন্দকোপ ধরি কাতর ভাবে ১৭
গদগদচিতে কহিলা অচ্যুতে
যোষিতকুল প্রাণেব উচ্ছ্বাসে।

“হা কৃষ্ণ, প্রিয়, প্রেমের সাগর,
তোমায় মিলিতে গোপিকা-সরিতে
মুখেতে পড়িল কঠিন চড়।” ১৮

“জটিল কুটিল প্রস্তরপথ
আইহু ভাঙ্গিয়া, নিকটে আইয়া
ঠেকিহু দায়ে ভয় মনোরথ।” ১৯

“জগবিমোহন মুরলী ধনি
লাগিল পরাণে ব্যাকুলিত প্রাণে
ছুটিয়ে এহু বেষণি হরিণী।” ২০

“ভাগ্যদোষে, হায়, নিরাশা-জালে
করিলে জড়িত, এই কি হে রীতি?
হকুল নাশ গোপিকায় ভালে!” ২১

“যেদিন হইল প্রথম দেখা
ও রাগাচরণে সঁপিহু পরাণে,—
ধনজনবদ্ধ তুমি হে একা।” ২২

‘তবে কেন, ভাসাও তুংগের নীরে?
অহ কোকনদে— তুল্য ত্রীপদে
বিক্রান্ত হযোছ, চাও হে ফিবে।’ ২৩

“দাসী জনে দবা করহে হরি,
এই পদরজঃ রক্তপদ্মরজঃ
করেছে শরণ্য ব্রজের নারী।” ২৪

‘কমলা বাঙ্কিত বিশাল উরঃ,
স্রাবন্দ আনন, হাত্রে সুবা ধন,
নিরাখ নাথ হয়েছি বিধু।’ ২৫

“ত্রিলোকে এ হেন আছে কি বাণী
অমিয়া প্রারত তব বেণু গীত
শুনিয়া না ভুঞ্জে বিরহ জালা?” ২৬

‘ব্রজ গোপী বাঙ্কা পূবা’তে তুমি
হে নন্দনন্দন নরকগঞ্জ
পদাঙ্কে অঙ্কিত করিলে তুমি।’ ২৭

“তবে কেন আজ নিদ্রয় হেরি
কৃষ্ণগতা সতী গোপাঙ্গনা প্রীতি!
শ্রীতচিতে লও দাসীরে হেবি।” ২৮

শুনি গোপীজন-কাতর-বাণী
দয়া উদধিতে উষিত হরিতে
তরঙ্গ সে নব মাধুর্য্য ধনি। ২৯

হৃৎকণ্ঠে আশ্রয় হুমধুর হাসি
তুফিল শ্রীহরি বস গোপনারী
অরণ্যে বার হুমধুর-রাশি । ৩০

কালিন্দীপুলিনে জোসনা স্নাত
বৈজয়ন্তোদ্যাবী গিরিধর হরি
গোপিকা সনে হ'লা কেলিরত । ৩১

মদনমোহন, শ্রীকরে বাঁশী,
বিহার উৎসবে নৌহার সংশ্রবে
পরশন দিলা, অধরে হাসি । ৩২

গোকুলকামিনী মানিনী হ'য়া,
আনন্দে বিভোর হাসিলা মধুর
গুপ্ত মণ্ডিত চরণ চায়্যা । ৩৩

কৃতার্থ গোপিকা অচো রশ্মিকে !
ধন্য ব্রজধাম পেমে সিন্ধুকাম
অনুরাগ বিনা কৃষ্ণ পায় কে ? ৩৪

কৃষ্ণরস স্নেহে গাফিতা গোপী,
গোপিকার গর্ভে করিবাবে খল
অন্তর্যামন ক'লা দিগন্তকণী । ৩৫

এজ নারাগণ না তেবি হরি,
চকিতে উতলা বিরহ বিহ্বলা,
কহিলীগণেব হৃদয়া বাঁধ,
অলঙ্কিত হবে যুথপতি করা । ৩৬

কৃষ্ণের বিদ্রম, বিলাস, হাস্য,
আলাপ মধুব, কণিতা নপুর,
অঙ্গদ, কেশর, অধর, স্নায়,
স্মৃতিতে গুটিছে ধরিয়া লাস্য । ৩৭

স্বস্তির অঙ্কিত মধুর কান্দি
আবেশে ধেরানি যত বিরহিলী
ডুফিল কৃষ্ণে—হলি ভ্রান্তি ! ৩৮

“আমি সে গোবিন্দ” বলিয়া তারা
একট উল্লাস, বিদ্রম, বিলাস
খুলিয়া উল্লাস আপনা-হাবা । ৩৯

কণ্ঠে তনয়, মনয় বা কণ্ঠে !
বনে বনে ধায় পাগলিনী প্রায়
খুজিয়া না পায় নন্দনন্দনে । ৪০

চম্পক, অশোক, বিবিধ ক্রমে,
কৃষ্ণের তন্মাসে, ঘুরিয়া জিজ্ঞাসে,
পত্তবে সম্ভাসে, না পায় স্তামে । ৪১

হেরি অন্তবালে অরণ্যচারী
চন্দ্রকে প্রভে শিখর কলাপ
বিলাপ ঘুচায়ে ছুটিল দৌড়ি । ৪২

ভায় বজ্রাঘাত নিকটে যবে !—
ককন প্রহরে কপাল উপরে
ভ্রান্তি ভাঙ্গিলে না হোর মাধবে । ৪৩

বিহঙ্গমগীত শিলে কাণে
বেগ ধনি মানি যথা কুরঙ্গিনী
দায়রে গোপিনী প্রমত্ত মনে । ৪৪

তমালে নিরাধ বনের কোলে
পাগলিনী প্রায় আলিঙ্গিতে যায়
কে আগে ধরিবে তোলিয়া বলে । ৪৫

পূবেনা কামনা, যাতনা বাড়ে !—
তক সে কঠিনে গাঢ় ঘবধনে
বুকে আলা নিয়া তমালে ছাড়ে । ৪৬

পত্র মরমরি প্রবণে পশে ;
নবীন আশায় মন প্রাণ ধায়
তরঙ্গে উত্তিয়া তরঙ্গে ধসে । ৪৭

কাল দেয় জালা, কাল না হ'লে,
নিজের মানিয়া প্রেমতে মাতিয়া
তুলিয়া না লয় আপন কোলে। ৪৮

যারে ভালবাসে তারে সে পুড়ে,
পোড়ায় চকোরে— চাঁদ দেখা ক'রে
সুখা দেয় শুধু তারি অধরে। ৪৯

বর্ষান্তে সরিৎ শুকায় রহে ;
বাপ্পরস দিয়া বরিষা করিয়া
নিভায় বারিষি সরিৎ-দাহে। ৫০

না হেরি প্রকট, অন্তরে হরি,
ব্যাকুল হইয়া কৃষ্ণ লীলা নিয়া
অভিনয় করে ব্রজের নারী। ৫১

অনুরাগী-চিত গগনরত,
মুহুর্তে উজাল, মুহুর্তেই কাল,
নানা রঙ ধরি দেখায় রজ ! ৫২

আবার ভ্রমিতে পূর্ববৎ আহা,
ভাগ্যে করি ধন্ত দেবে পদচিহ্ন
ধ্বজবজ্রাকুশে অঙ্কিত যাহা ! ৫৩

পদাঙ্ক অঙ্কিত পদবী ধরি
ক্রমে অগ্রসরি ভ্রমে গোপনারী ;
নারীর পদাঙ্ক নয়নে হেরি। ৫৪

ভগিলা, "প্রেমসী এই বা সে কে,
মাধবের সনে বিহরিছে বনে,
শারদ চাঁদ্রিকা তমুতে মেখে !" ৫৫

"ধন্তা বৃন্দাবনে এই রমণী !—
চল চল সখি, আগুসরি দেখি,
এখনো গগনে বাসিনা-মণি।" ৫৬

"দেখ দেখ সখি, শশাঙ্ক-ভাগ্য !—
ও নয় যুগাক, কৃষ্ণ পদ অঙ্ক
অঙ্কে সে মাখিয়া হইল শ্লাঘ্য !" ৫৭

"কুসুমবরণ কোমল ফেন
মোদেব মুকান্তি,— আর কেন ভ্রান্তি !—
লোটাওয়া অঙ্কে মাখিনা কেন ?" ৫৮

সপ্ন মৃণালে মাঞ্জিয়া ধূলি
তুলি দিলা শিরে, মেখে যেন ফিরে
পঞ্চদল পদ্ম পরাগে ঝলি ! ৫৯

এণ্ডয়ে গোপিকা-তারকারাজী
কৃষ্ণচন্দ্রহার্য, মাধুর্যের পারা
শুধু হেরে ধ্বজচিহ্নাদি সাজী। ৬০

না হেরি নারী-চরণ-লাগন
ভাবে "বুঝি হরি তারে কাঁধে করি
ক্লান্তা নেহারি করিল গমন।" ৬১

"চারু শিখিপিত্ত শোভিত শিরে
বাহুলতে জড়ি ভ্রমিল যে নারী
তারি তৃষ্ণে কৃষ্ণ মুরলী ধরে।" ৬২

"মাধবের হৃদে কোস্তভ মণি
তারি সিংহাসন জ্যোতির্ময় ঘন
তারি প্রেমরজ্জু মালায় গণি। ৬৩

"চেয়ে দেখ সখি আইসে সতী,
সুনীল বসনা কনক বরণ,
সুদীনা বিমনা অসীনা পথি।" ৬৪

"উহারি অঙ্গের বরণ ধরে
পরিহিতাধরে কৃষ্ণ পীতাম্বরে
বসন-বরণ তমুতে জুড়ে।" ৬৫

“প্রেমময় হরি উহারি প্রেমে,
করে গলাগলি, জলসে বিজলী
রমের বৃত্তি বুঝাবন ধামে ।” ৬৬

“ওরি প্রেমে নামে বাজেরে বাঁশী,
তার রূপ আলা ভাবিয়া সে কালা,
ওই কুঞ্জেশ্বরী, মোরা সে দাসী ।” ৬৭

“অহ সে শ্রীরাধা স্বাতন্ত্র্য ভক্তি—
হলাদিনী-শর্কাত, বৃত্তিধারা ভক্তি,
মাধব জলদ, ফলেছে মুক্তি ।” ৬৮

“প্রেম মুক্তাফলাবণ্যে তনু,
মাধুর্য্যে গাঠত, সুন্দর মার্জিত,
তবঙ্গে বিধিত অগণ্য ভানু ।” ৬৯

“সচকোব সুধা, সমধুব্রত
কমলে ছানিবা প্রবালে চিত্রিয়া
মরিরে ওর আনন নিশ্চিত ।” ৭০

‘সুকোমল তনু নিতম্ব পবে,
তার পরে কনু তাজি সিদ্ধ অঙ্গ
কমলের তলে রয়েছে জুড়ে ।’ ৭১

বাহু যুগ শোভে মৃণাল ছুটি,
গোড়ায় কমল আগায় কমল,
কনক বরণ অফুটি, ফুটি ।” ৭২

নিকটে আইয়া ভণিলা সবে,
“বল গো শ্রীরাধা, মাধবের আধা,
একাকিনী তোমা হেরি যে তবে ।” ৭৩

শ্রীমতী তখন সখীরে তনি,
কাতর বচনে, কহে গোপীগণে,—
“কি কহিব সখি হৃথের বাণী ।” ৭৪

“শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন বাড়িল মান,
কহে আরোহিতে বাহুতা প্রকাশিতে
গর্ভ ভাঙ্গিতে ক’ল অন্তর্ধান ।” ৭৫

কমল কর্ণিকা রাখায় ঘোরি,
চলে গোপীদল,— বেন শতদল,
যা-৭ জোছনা যুজলা ঘুরি । ৭৬

গৃহে নাই মন গোবিন্দ বিনে,
না হলো মিলন, উৎকণ্ঠিত মন
আহলা পুন বহুনা পুলিনে । ৭৭

শ্রীগোবিন্দ লাগা গাহিয়া মূখে,
মিলন মাগিয়া কুতাজলা হ’রা
আরাধিলা কৃষ্ণে বিরহহুখে । ৭৮

“বেশুরক্ষে দিয়া কবপল্লব,
এভঙ্গ ভাঙ্গম, শ্রীঅঙ্গ বঙ্কিম,
বলবী মণ্ডলে শুনাও রব ।” ৭৯

“মোরা সে গোপিনী অধিনী নারী,
পদে পদ দিয়া করে বংশী নিয়া
দাঁড়াও নয়নে শ্রীবংশী ধারী । ৮০

“গোবিন্দপ্রাণা গোপালনা মোরা
চুড়াটি বাধিয়া শিখিপিচ্ছ দিয়া
দেখাও মুরতি কুরতি-হরা ।” ৮১

“ব্রজনভক্তলে মলিনা তারা
হৃথিত চকোর না হেরি উজোর
উদ শশধর সুধায় ভরা ।” ৮২

“ক্ষীরোদের মোরা মন্দরধরা,
উঠ ধবধরি ছদ রোগ হারী
অমৃত লইয়া অধরভরা ।” ৮৩

ললাট গগনে তিলক শশী
ক্রমুগের মাঝে মনোহর সাজে
নিরখিতে যোরা ভাল সে বাসি । ৮৪

"ব্রজ বিপিনের কুরঙ্গী যোরা,
মৃগমদ গন্ধে ঢলাও আনন্দে
গোপী বন্দ্য মৃগ মানসচোরা ।" ৮৫

"কেয়ূর শোভিত বিশাল বাত
স্থাপি গোপী স্বন্ধে পবন আনন্দে
শীতল গোপিকে তাপিতা বহ ।" ৮৬

"সুমণি-বলয়-মণ্ডিত আহা,
বস্ত্র সুপল্লব করযুগ তব,
গোপীতপ্ত অঙ্গে লাগাও তাহা । ৮৭

"কৃষ্ণ-মধুপমাখা বনমালা,
লঙ্ঘমান গলে, মন্দ মন্দ হ'লে
গোপীরে দেখাও সে শোভা, ক'লা ! ৮৮

"মরকতময় বে কোকনদ,
দেবের ছল'ভ,— ব্রজের স্নলভ—
রতনমঞ্জীর-মুখর পদ !— ৮৯

"বে পদ পঙ্কজে অঙ্কিত হ'রা
ধরি বজ্রধ্বজ, সকলিত ব্রজ,
ইন্দ্রজ রহে পদাঙ্কে লুটিয়া ।" ৯০

"বে পদ পঙ্কজে ভ্রমরী হয়ে
পেল দাসীবৃন্দ ভক্তি মকরন্দ
বৃন্দারক কাঁদে অমৃত পেবে !" ৯১

"সে পদ মধুব মঙ্গলময়
গোপী বক্ষধামে রঞ্জিতকুকুমে
নখবিধু সহ লভুক জয় ।" ৯২

'তোমার অধরমধুরহাসি—
জোসনার মাখা কুন্দ দস্ত-রাকা
গোপ্যঙ্গে ঢালুক সুধার রাশি ।" ৯৩

কহিতে কহিতে অবশ তমু,
কোমল লতিকা যতেক গোপিকা
হলে কি না হলে চিন্তিয়া কাহু । ৯৪

নয়ন চকোর সুধাশ্রমাবে
দিলেক সঁতার পদ্মপঙ্ক যাব
খন কম্পমান তরঙ্গাকাবে । ৯৫

বদনমণ্ডলে জ্যোতার বহে,
বিন্দু বিন্দু শ্বেদ অনঙ্গের খেদ
শোভিল সুন্দর সোণার দেহে । ৯৬

চকিতে গোপীতে সদয় হরি
সাম্রতবদন শ্রাম নবঘন
আবিভূত কবে মুরলী ধবি । ৯৭

মুদিতা কলিকা গোপিকাকূলে
নিরখি আনন্দে— পূর্ণ মকরন্দে—
স্বচ্ছন্দে ফুটিলা হাসির ঢলে । ৯৮

হরিণী নয়নো যতেক বলে
ধরিলা বলভে হৃকর পল্লবে,
হেমপদ্ম বেন শ্রাম-মৃগালে । ৯৯

চন্দনচর্চিত কৃষ্ণের রক্ত
ধরি কোন গোপী নিজ স্বন্ধে স্থাপি
তর্পিলা সুতনু হইয়া ব্রন্ত । ১০০

কোন বা রমণী অঞ্জলী করি
চর্চিত তান্মূল আনন্দে বিপুল
নিজ মুখে দেয় কপোল ভরি । ১০১

କୌନ ବା ରମଣୀ ଚରଣ ଭୂଳି
ସବଳେ ଧରଣେ ଆପନ ଉରସେ—
କୋକନଦେ ଯାଏ କୁହୁଁ ଶୁଳି । ୧୦୨

କୌନ ବା ରମଣୀ ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରୋଦେ,
ଶ୍ରୀମେ ହାସିହାଣା, କଟାକ୍ଷ-କୁଟିଳା,
ଜୁକୁଟି କାରଣା ଶିଖିବେ-ଭାଷେ । ୧୦୩

କୌନ ବା କାମିନୀ ଅନିମିଷ ଆଖି,
ଅନ୍ତରେ ଅବଶ ପିୟେ କପରସ,—
ଗୋବିନ୍ଦ-ଆନନ ଆନନ୍ଦେ ଦେଖେ । ୧୦୪

କାଟିବ ବସନ୍ତୀ ନୟନ ଦିଶା
ସେ ଗୁଣ୍ଡି ଟାନିଆ ହୃଦୟେ ହାସିପିଆ
ଆଳିଙ୍ଗିଲା ଧ୍ୟାନେ ନେତ୍ର ଯୁଦିଆ । ୧୦୫

କୌନ ବା କାମିନୀ ବସିଲା କୋଳେ,
ଧଟାତେ ନିଚୋଳ, କରେତେ କପୋଳ,
ଚପଳା ସେମିତି ନୀରଦେ ଝାଲେ । ୧୦୬

କୌନ ବା କାମିନୀ ଚୁମିବେ ଗାଳ,
ଅଧରର ହୁଧା କପୋଳେତେ ଖୋଦା,
ନାଳକାନ୍ତେ ସେନ ଲାଗେ ଶ୍ରବାଳ । ୧୦୭

ଅଧର ପରଶେ ଜାଣିବା ତରି
ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ସ୍ବନ ସନ୍ତୋଷ-ନନ୍ଦନ
ତୁଷିଲା ସବେ କରେ କର ଧରି । ୧୦୮

ହରି ଅଙ୍ଗେ ରାଧା ରାଧାଙ୍କେ ହରି,—
ଶ୍ରୀରାଧାର ଭାବେ କେବା କଥା କ'ବେ !
ହେମ ପରାଗ ନୀଳପଦ୍ମେ ଜଡ଼ି ! ୧୦୯

ଶ୍ରୀରାଧା—ବିଧୁ, ଶ୍ରୀରାଧା—ହୁଧା !—
ସତ ଗୋପୀଗଣ ତାରା ଅଗଣନ !—
ତବୁ ନା ତର୍ପିତ ଗୋପୀର ହୁଧା । ୧୧୦

କାଳିନ୍ଦୀପୁଲିନେ ନାଗର ହରି
ବ-ବୌଦ୍ଧଲେ, ରସେର ହିଜୋଲେ,
କେଲି-ନିମଗ୍ନ ସନ ହୁକରି !— ୧୧୧

ସେ ପୁଲିନେ ଅଳି କୁହୁଁ ପରେ
ଯନ୍ଦାର-ବାସିତ ଯନ୍ଦ ଶ୍ରବାହିତ
ସମୀରେ ଛାଲି ଦଳେ ଦଳେ ଘୁର । ୧୧୨

ସେ ଚାନ୍ଦୁ ପୁଲିନେ ଶାରଦ ଶଳୀ
କାଳିନ୍ଦୀ ତରଙ୍ଗେ ଯାଧି ନିଜ ଅଙ୍ଗେ
ଭେଙ୍ଗେ ଭେଙ୍ଗେ ହାସେ ଉଜ୍ଜଳ ଜାଣି । ୧୧୩

ଚନ୍ଦ୍ରବ ଚାନ୍ଦିକା ସମୁଦା ଝାଲେ,
କରେ ଯାଆଯାଧି ଅପରୂପ ଦେଖି !—
ରାଧା କୁହୁଁ ସେନ ମିଶିଆ ଥେଲେ ! ୧୧୪

ଶ୍ରୀରାଧା-କର୍ଣ୍ଣିକା ଆଶ୍ରୟ କରି
ରହେ କୁହୁ-ଅଳି କରେ ରସକେଲି
ଗୋପୀଦଳଦଳ ଶୋଭିଲ ବେରି ! ୧୧୫

ବିଦୟ-ବିଳାସେ ଜାଗିଲ କାୟ ;
ପୁନଃ ପୂର୍ଣ୍ଣକାୟା ସତ ଗୋପରାୟା
ପରାଣି ଶ୍ରୀଅନ୍ତ ଅମୃତଧାୟ ! ୧୧୬

ପରମ ଆନନ୍ଦେ ଗୋପିକା ଯାଳା
ଧରିଲା ଗୋବିନ୍ଦେ ଭୁଞ୍ଜଳତାବନ୍ଦେ
ଆରକ୍ଷିଲା ହରି ଶ୍ରୀରାମ-ଜାଳା !— ୧୧୭

ଯୁଧ୍ୟା ଶ୍ରୀକାଶେ ଦୟାୟ ହସି,
ହୁଗୋପୀବ ଯାକେ ଅପରୂପ ସାଜେ,
ସୁଗଳ ସୁଗଳ ପୁରୁଷନାୟୀ । ୧୧୮

ଯାଧବେର କର ଗୋପିକା ଶୁଦ୍ଧେ
ନୀତେ ଯରକତ ଯରକତେ ନୀତ
ଗୋପିକାର କର ଯାଧବକ୍ଷେ । ୧୧୯

নীলপীতমণি-প্রাণিত-হার ।—	
শ্রীরাসমণ্ডল, পরম উজ্জ্বল,	
বৃন্দাবনরসমাধুর্য্য-সার ।	১২০
করপদ্ম ধূলে সবারি গলে ।—	
প্রতি প্রজবালা গববে উৎফুল্ল	
“আমাব সে নাথ”—আনন্দে বলে ।	১২১
বৃন্দারক বৃন্দ নভোমণ্ডলে	
অমরীর সঙ্গে নিরাধেহে রঞ্জে	
বাজায়ে হৃন্দুভি, বরষি ফুলে ।	১২২
গন্ধর্ব্ব গন্ধর্ব্বী নিম্নল বশ	
গাহিছে আনন্দে তুষিতে গোবিন্দে	
বিজ্ঞাধরী নাচে হেমে অবশ ।	১২৩
রাসমণ্ডলে গোপিকা ভূষণ	
বলয় হুপূর বাজে হুমধুর	
কিঙ্কিনীর বোল ভুল্ল যন !	১২৪
ভূজবিকম্পন, চরণ-ভ্রাস,	
চন্দ্রযুখে হাস চারুক্রিয়াস,	
কুচের তরঙ্গ, বিশ্রুত বাস ।	১২৫
বন্ধিম কটিতে ভঙ্গিমা ভাল,	
শ্রবণে কুণ্ডল হুলিত উজ্জল,	
বদন চাঁদে স্বধা-স্বৈদ-জল !	১২৬
কটি তলে কাঞ্চী, কবরী শিরে,	
রাসরসে যোয় গোপিকা বিভোর,	
অঙ্গেন চালনে থসিয়া পড়ে ।	১২৭
যনচক্রে যেন তড়িত মালা	
গোপবালাধল করে ঝলমল	
অধরে করিছে সঙ্গীত-কলা ;	১২৮

গিককলকণ্ঠে বিবিধ রাগে	
গাহিতে গাহিতে নাচিতে নাচিতে	
পরশে কৃকাজ প্রেমামুরাগে ।	১২৯
সোণার গোপী সোহাগেতে গ'লে	
চুমিলা অধবে, পদ্মগন্ধি কবে	
সংবেষ্টি চন্দন চর্চিত গলে ।	১৩০
রোমাক তরঙ্গ, পুলক উৎস,	
স্বৈদবিন্দুধারা নিঝরের পারা,	
লাবণ্যেব জ্যোতি, মুখেন্দু-হাস্ত ।	১৩১
চাঁদের কিরণে হইয়া ছানা	
ছাইল ত্রিলোক, কৃৎসে সারস্বত ।—	
অহো, সে মাধুর্য্য স্বীরাঙ্গ-ছানা ।	১৩২
কোনও গোপিকা পুলক ভরে,	
গণ্ডে গণ্ড দিয়া পদ্মে পদ্ম যু'য়া,	
কব বিজ্ঞাসিয়া তাম্বুল হবে ।	১৩৩
কোন বা বালায় সদয় হাঁবি	
পদ্মদলাকুলে বালা বাত্ব ছলে	
বালা ধরে দেয় তাম্বুল ভরি ।	১৩৪
অলকে কপোল, পুলকে তম্বু	
অশ্রুতে নয়ন, কুণ্ডলে শ্রবণ	
যে শোভা ধরিল, তুলিল কাহু !	১৩৫
তাণ্ডবে মুণ্ডের মালিকা করে ;	
শ্রাম ধরে করে পুন গোপীশিরে	
বিজ্ঞাসিয়া দেয় আনন্দ ভরে ।	১৩৬
বৃন্দাবনাকাশে পূর্ণেন্দু হরি	
যন আলিঙ্গনে শ্রীকর মর্দনে	
কেলিগ্রন্থদোনে তুষিছে নারী ।	১৩৭

কটাক্ষ চিত্রমে, ব্রজহৃন্দরী,
উদ্যম বিলাসে হাত পরিহারে
পরশে, মুগধা, হারের মরি । ১৩৮

খসিল কাঁচলি, খসিল মাল,
বৌ এসে শিবে, আভরণ বাবে
অবশরে মুক গোপিকাদল । ১৩৯

ত্রীকৃষ্ণ বিহার পরম পুণ্য ।—
অমর, অমরা শশধর তারা,
তানন্দে নিরখি স্তম্ভিত, ধরা । ১৪০

শীত শুভ্রনে শাবদ নিশি
গোপী অমূল্য সুদীর্ঘা অতুল
বিপুল বসেতে তুমুল হাসি । ১৪১

বত বত গোপী একও তত,
স্বয়ং সে ব্যাপক প্রীত অনেক
গোপিকা মুকুবে সেন বিস্তৃত । ১৪২

বাসবসে শ্রীকান্ত কামিনী দল,
পদ্মকর দিয়া কপোল ধরিয়া
মুখালা মুকুন্দ বদনজল । ১৪৩

নখমণি স্পর্শে স্রগিতা গোপী
কুসুমভা দিয়া হানেবে মাখিয়া
দোপিত করিলা কৃষ্ণক লেপি । ১৪৪

সজীত মুখরা বসুমণ্ডলে
বেষ্টিত শ্রীহরি যথা কৃষ্ণ-করী
স্মরিতে নামিলা কালিন্দীভলে । ১৪৫

দলিত কুচের কুসুম মাখা
মালিকার সঙ্গে অলিরাঙ্গী সঙ্গে
কঙ্কারিয়া খাধ মেলিয়া পাখা । ১৪৬

জল কেলি ছলে বঙ্গবীগণে
চতুর্ধারে ঘেরি, চিটাইয়া বারি
অভিব্যেক ক'লা নন্দনন্দনে । ১৪৭

অমর অমরী অমনি ধরি ।
কুসুমের ডালা চাক গন্ধী মালা
ঢালিয়া দিল গোবিন্দ উপরে । ১৪৮

জল কেলি কবি বশোদা স্নত
প্রমদা সংহতি পশিলা তরিত্তি
চাক উপবনে মলয়বৃত্ত । ১৪৯

রাসলীলো রাস-প্রবল মুখে
কঙ্কণ হরি নাবী মনোহারী
পোহা'লা বজনী বিহারস্থখে । ১৫০

মাধুর্য্য নির্ম্যাস,—শ্রীরাসলীলা !
প্রেমানন্দ শুধু—আশ্বারাম সীধু
কামজয়ের অপূর্ণ উছিলা । ১৫১

পত্র সে সুশুব চবণে বাজি
ধন্য গুঞ্জামালা গলেতে জুলিলা,
ধন্য সে কঙ্কম তনুতে বাজি । ১৫২

ধন্যরে মল্লিকা গোপিকা-শিরে
রাসবসোৎসবে খসে পড়ে যবে
মাধব স্বয়ং তুলিলা করে । ১৫৩

ধন্য পূর্ণেন্দু গগনকমল
চাক স্রবধবে চুমিল কৃষ্ণেরে
ধূলি নিয়া ধন্য ধরনী তল । ১৫৪

অমর অমরী স্নদরে থাকি
পুজিলা শ্রামেরে কুসুম-আসারে ;
ধন্য ব্রজগোপী অধর চাখি । ১৫৫

ଧନ୍ୟା ଧନ୍ୟା ସେ କଳିନ୍ଦନନ୍ଦିନୀ !
 ସାର ଜଳେ ପଶି ବର୍ଣେ ବର୍ଣେ ଶିଖି
 ଛାନିଲା ରସ କୁଞ୍ଜ ଗୋପମଣି ! ୧୧୬
 ସାର ନୀରେ ଏହି ସଧୁର ଲୀଳା ;
 ସାର ଶୀରେ ତରଳ ଅନନ୍ଦେର କଳ
 କୁଞ୍ଜମ ପରାଗ ଧୁଇଁଲା ଦିଲା । ୧୧୭

ବ୍ରଜେର ଲୀଳା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ !
 ପଦ୍ମସମ୍ପର, ସଧୁର ସଧୁର,
 ସର୍ବତନ୍ତ୍ରର ସୁକୁଟ-ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ! ୧୧୮
 କୁଞ୍ଜମ କୁଞ୍ଜମ ପଦାଞ୍ଜ ଶୋଭି
 ଶ୍ରୀରାମଶୃଙ୍ଗ ଧୂଳି ରମୋଞ୍ଜୁଳ
 କାଳୀହର କବେ ହଇବେ ଲୋଭୀ ! ୧୧୯

ସେ ଧୂଳିତେ ହବେ ଅଳଙ୍କୃତ ବସୁ
 ମେଘାନନ୍ଦ ରସେ ଅବଶେ ଆବେଶେ
 କବେ ନାଚାହିବେ ଶ୍ରୀସଧୁରିପୁ ! ୧୨୦

ଶ୍ରୀବ୍ରଜମଣ୍ଡଳେ-ସଧୁରଲୀଳା ସମାପ୍ତ ।

ବ୍ରଜେ ଉଦ୍ଧବ

ସୋମାର ବ୍ରଜ ଡୁବିଲ ବିଷାଦେ !—
 ବ୍ରଜ କାଳଶ୍ୟାମୀ ଆସାରିଲା ଦିଶି,
 ଲୁକାଳ ହାସି ଆସାରି ଚଳେ ;
 ନନ୍ଦ ଯଶୋଦେ, ଅକ୍ଷ କେନ୍ଦେ କେନ୍ଦେ !
 ଶ୍ରୀନନ୍ଦ-ବ୍ରଜ-ସରସୀ ଶ୍ରୀହୀନ !
 କୁଞ୍ଜ-କଳିକା ଅବିନୀ ଗୋପିକା
 ଗୁନ୍ଦିତ-ଦଳ, ଅଫୁଟ, ଯଳିନ !
 ନା ଫୋଟେ ଅଧରେ ସଧୁର ହାସି,
 ଶୋକେର ଉଚ୍ଛ୍वास ବୟ,
 ଯରମେର କୋଳେ ଯୁକ୍ତ-ରାଶି !
 ନା ଦୋଳେ ଯନ୍ତ୍ରକେ ଶୁଣିବ ବେନୀ !
 ଫୁଲଦଳ-ଶ୍ରେଣୀ, ସମୁଦ୍ଧୂଳ ଯଶି
 ବାକାରେ ନାଚିବ ସେମନ ଫଣୀ ।
 ନୀରବ ବଳର-ଅଳି-ବାହାର ।
 ନାହି କୁଞ୍ଜ-ପଦ୍ମସଧୁ-ସନ୍ତାର !

ପଦବୀ ନା ଧରେ ଅଳଙ୍କୃତ-ରାଗ —
 କୋମଳ ଚରଣ ରଞ୍ଜିତ ଲାଞ୍ଜନ —
 ରଞ୍ଜିତ ଯାହା କୁଞ୍ଜ-ଅନ୍ତରାଗ ।
 ସଧୁପୁରେ ବସେ ଗିଛି ସାଧବ,
 ଅମୂଲ୍ୟ ସଧୁର ଧନ—
 ଗୋକୁଳ ଫୁଲେ ଫୁରାଳ ଆସବ !
 ଗୋପ-ସଂସାଗଣ ପାରମ୍ପରୀ ଫୁଲ !—
 ଭୋବନ-ବୃନ୍ତ ବାର ନୀରସ ଅସାଗ.
 ସଧୁ ଶୁଭ୍ର ସତତ ଆଦୁଳ !
 କି ଜ୍ଞାନ କଥନ ସେ ବୃନ୍ତ ଡିଝିଝି,
 କୋମଳ କୁଞ୍ଜମ ରାଜୀ.
 ଉଲଟି ପାଲଟି ଭୂତଳେ ଗଢେ !
 ନା ବାଞ୍ଛେ ଯୁଗଳୀ ଯୋହନ ତାନେ,
 ଉନ୍ନାସର ଭରେ, ସେହୁ ନାହି ଚରେ ।
 ଆର ନା ସନ୍ତାନ ଉଦ୍ଧଳେ ଗାନେ !
 କଦଧୁଲ ଲୁକାଳ ଜଳେ !
 ଶିଖି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ହାସ,
 ନୀରସା କାମେ କନା କହେ !

যমুয় যমুয়ী নাচেনা আর !—

হেরিত ভূতলে সে ব্রজ যমুলে
যন ক্রামলে মাধুরী-আধার ;
পবশে হরষ লভিত কত !
কলাপি-কলাপ প্রেমে
সে নবনীবদ চূড়ায় দিত !

এক নিকুঞ্জে অর্পিল বসন্ত !—

বসন্তের সখা বসালের শাখা
না কবে সঙ্গীত লহরীবন্ত ।
এন্দ্রোবত বিটাপচয় ,
কামল ব্রততী রাজী
তব তব কোলে অহুল রয় ।

বিহঙ্গমদল ন রবে নীড়ে

শত্ৰু নয়ন বৃক্ষ আশ্রয়
তন্দ্রা নিমগন, স্বপ্নে দেবে ।
জাগিয়া তব পা লগ্নয়
ওঁড় ওঁড় বুর ধান,
সাক্ষারি আবার পশে কুলায়

ধেমুরদল কর্ণপাত বয় !—

বেদুর শ্রব দুধায় নিবর
পশে পশে আশে তর্ষ উপজয় ,
শাপ বিচকনে দলন ঢলে ,
ভাগে অগ্নগর্ভা আশা,
অমানি ঢলে বিষাদ-অনলে ।

আকুল অনিল মুখ না বহে !—

শ্রীঅঙ্গ পরশে, নীর্ণশি না তোষে,
অঙ্গরাগগন্ধ মাংস্যা দেহে,
সে রসতৃষাণ তরসে ঘোরে,
খুজিয়া খুজিয়া ফিরে,
না লজি সন্ধান পুড়িয়া মরে ।

নিগদ্য কুসুম গজরাগ যিনে !—

উষাব শরণ্য, শ্রামের লাবল্য
বিচনে বিকাশ নাতি সে প্রস্থনে ।
না খেলে প্রভা শোভাময়
কুসুম-বদনময়,
কলি পুণ্য যেন কলিতে লয় ।

শোক-বিষ চালে কিরণে ভান্ন !

শশাঙ্ক কলঙ্ক— বিষাদের অঙ্ক—
বাঁচিছে বসন্ত, কোমলদীর তনু
কালিয়া মাখা, কমল কুমুদ—
মুখে ফোটে না প্রমোদ ,
কমল অ'ল কাঁবেছে বিবোধ ।

অর্দ্ধাঙ্গুট ফুল বৃক্ষেই শুখে !—

বগে নাই কালা, বনুল মালা
গোয়া মন ভোলা, কে পাঁখে শুখে ?
আকুল বকুল, বিবিধ ফুল—
মরমে ফুটিছে শুল ,
না হযে শ্রামের মালিকা ফুল ।

বসন্তেব স্তব্ধল পাকয়া পচে !—

তকতেই পচে, কারে নাতি বোচে,
বাখাল না যাম ধেমুর পাছে ।
কার করে দিবে পাড়ে না কেহ ,
রাখাল ছাড়ে না গেহ ,
কালাব স্বপ্নে পুড়িছে দেহ ।

ফলভরে নত পাদপচয়,

ফল ক'বে করে, ডাকিছে ক্রোধেবে
কাতরচিত্তে ভূমিতে লোটয় ;
শোক ভাব বেন বহিছে শিরে ,
মেলিয়া সহস্র আঁধি,
পথ পানে চায় সিকন্ত-নীয়ে ।

গোপী মহিলা কৃষ্ণগত-প্রাণা।—

হৃৎকর অলস, না ঘুরে সরস
মহান দণ্ড—শোকে বিমনা!
কীর না প্রসবে প্রচুর ননী,
দিয়ে কাহার আননে,
ভাবিয়া ভাবিয়া নিরত যোনী!

উদ্যতে শুকায় গাভীর কীর!

দোহা দধমনা জাহ্ন'পরে দোনা,
জঙ্ঘতস্থ, শৌকে নোড়াই শির,
ধেছুর দোহনে কবে যতন,
হার হার, উচাটন,
লাধি মাঝে তারে গাভী রতন।

মুখর ভ্রমব ভুলে গুঞ্জন।—

রতন মূপুর রুণু রুণু মূর—
সোণার মূপুর, কটিতে মধুর,
না বাজে ব্রজে লিখাইতে বোল;
তাই নাহি মধুপ-রোল;
নীরবে তত্যাশে অবেষে ফুল!

গায়ক বিহঙ্গ ভঙ্গ-কাকলী!—

মুরলী-ধর— বাজুলী-অধর—
না বাজার বীণী অধরে তুলি;
কে শিখাবে আর বিহঙ্গে গীত?—
তাই সঙ্গীত বিবৃত,
লতা-ফুল-ফল-মাধুরী স্রুত।

কোকনদ সরে কালিয়া মাথা।—

কৃষ্ণ-হৃৎপদ— দিবা কোকনদ—
আদর্শ না হেরি মালিন্যে আঁকা!
নীলপদ্ম সরে সরে সুমার।—
খলি প্রাণান হার,
না হেরি হৃদয়ে হৃৎপদে তার।

গোপিকা-হেমতরু বলিনাত।—

গীতাম্বর কটি বৃত পীতবস্ত্রী,
অতি পরিপাটি বিশাল-প্রভ,
না হেরি সে ছেড়েছে বরণ,
বসিছে রত্ন ভূষণ
না হেরি ব্রজে কোমল-রতন!

সোণার ব্রজেব এ হেন দশা!

কে পারে বর্ণিতে?— রেণুতে রেণুতে,
বিবাদ-রেণু।—খেবা কালনিশা।—
অক্ষ ফুলি, নখন বয়ুনা,
অন্তর্কর্ষি হিম কৃষ্ণ বিনা!

এতদিনে ভাগ্যা উদিল ব্রজে।—

জাগিল কৃষ্ণচিত-কমলজে,
ব্রজ-স্মৃতিমধু।—

কৃষ্ণ মধু-অরি থেকে মধুপুরী
ব্রজেব মাধুরী অরণ কৈল;
প্রিয়জন ব্যথা স্বচিতে লাগিল,
উদ্ধব সখারে ভাবে,—
অনুরক্ত ভক্তে—মধুর ভাবে।—

উদার উদ্ধব প্রাণের সখা,

যাও ব্রজপুবে যথা শোকভরে
কীদে পিতা মাতা, —কর গে দেখা।
পিতার মাতার নয়ন আসার
ভীক্ষ ধারে মম হৃদয়ে ফুটে!
পোগণের লীলা স্মৃতিতে লুটে!

ব্রজ গোপীকুল আকুল কীদে।—

“আইব সত্বরে”— আশ্বাসের ভবে
রয়েছে এখনো পরাণ বেধে।

সঁপেছে পুরাণ লক্ষ্য-কল-মান

পতি পুত্র সন্তান আশার কল

কোনো আশা নিশিদ্ধি হারিয়ে

চিব-অন্ত মেলে গগন ভাঙ্গ
 সরসী-রওন কমলিনীগণ—
 লসে কি কখন প্রফুল্ল-তনু ?
 বিরহের শিখে মনোজ বিশিখে
 সতত জলিষা পরাণ চাড়ে ,
 তবে যে গোপিকা পবাণ ধরে,
 বিভিন্ন কাবণ বয়েছে তার,—
 আশায় অর্শিত আত্মা প্রাণ চিত
 তাই সে পবাণ পুড়ে না আর ।
 প্রাণের সখা বলগে ভাদেবে,—
 নন্দ নন্দবাণী— নয়নের মণি
 বজ্রকান্ন বেমুখর সরলে,
 হাসিবে গোকুলে তুষিবে সকলে,
 পুলকের কোল আশ্রয় ক'রে,
 মজ সকলে আনন্দ-সাগরে ।

নয়নের বারি শুকাবে এ'ব,
 সুখবিন্দুদল— মুকুতা তবল—
 যেমতি শোষে ভানুদয় যবে,
 স'নেব ধন করিবে শোভন
 এজেল-ক্রোড মাতৃ-অঙ্গদেশ
 সন্তপ্ত প্রাণ জুড়াবে নিঃশেষ ।

বদেব যা মণী প্রভাতা প্রায় ।
 বেণু, পিকববু চানিবে তুমধু
 জাগিবে সকলে স্তনিয়া তায় ।
 নপুর কঙ্কন করিবে শ্রবণ
 অ'ল-রাজ্য ছাইবে অঙ্গণে,
 উগা উজালবে মণি কিরণে ।—

স্তনিয়া উদ্ধব সানন্দ-মতি,
 মুখে মৃদুভাসি, চাঁদ্রকার রাশি,
 ছডায়ে শুন্দনে করিলা গ'ত !
 আলাহু লুপিত, বাহু লুপে'ড়িত ;

নয়নঝলে নবীন কমল ;
 বনঝালা ছলে গলৈ অমল ;
 কপের তরঙ্গ মু'অঙ্গে খেলে ;
 বদন মণ্ডল, রাকেশ নির্মল,
 যুগল কুণ্ডল শ্রবণে ছলে,
 হবিদ্যা বরণ কটিভে বসন ;
 দ্বিতীয় অচ্যুত যেন সে সাজে,
 পিতাম্বর-ছায় বথেতে রাজে !

উদিল উদ্ধব ব্রজের উষ্ম !—
 গলে ফুলশোভা অধরে সুপ্রভা,
 কৃষ্ণভানু-বার্তা পূরিল আশা ।
 এজরাজ পাশ, অন্তবে উদাস,
 সমাগত অচ্যুত-অমুচব,
 আনন্দে হিরোলে ভরা অন্তর ।

ভাসিলা শ্রীনন্দ আনন্দ-রসে
 গদগদভাষে উদ্ধবে সম্ভাষে
 আলিঙ্গিয়া তোবে প্রেম-উল্লাসে
 নেত্রে গলিল সালিল বিন্দু,
 বাৎসল্য-কমলের মধু !

কহিলা তবে গোপাল পালক,—
 ছুটি কুলাঙ্গারে কংস হুরাচারে
 বধিল অক্লেপে ব্রজবালক ;
 হয়েছে সম্প্রতি মথুরার পতি
 এজের কথা কি শ্রবণ করে ? —
 'অভাগা মোদের বারেক মরে ?

'মরে কি তার সখা গোপগণে ? —
 বাজাইয়া বেণু চরাইত খেজু,
 বহু ছায়া সম কিরিত্ত বনে,
 সদা সঙ্গে সঙ্গে বেলাইত বদে,
 প্রাণের সমান দেখিত তার,
 এখনো কাঁদিয়া গতাহু প্রায় !"

“যরে কি গোকুলে গোকুল ভবা ? —

যার সে গোকুল শৌকেতে আকুল

আজাব তাজিয়া তুলতে সারা!

কানুর পিপাসী হইয়া উদাসী,

পুচ্ছ তুলি আর গোষ্ঠে না ধায় ! —

রাখিলি রক্তা বনে কে নাচার ?”

“যরে কি সে এবে বৃন্দাবিন ?—

কালিন্দী করোণে আর না উছলে,

কুম্ভ-আস্ত্রের হাত মলিন :

“গোবিন্দ কি শ্রীভজ-বৃন্দাবন,

বরন প্রভায়, ঈশ্বর-জোড়নার,

করিবে না কুশী-দীপিত পুন ?

ব্রজের মাখন ভাবিয়া আননা

পাবে নাকি আনন্দে নাচিয়া

আর কি সে খেয় চরাবে বুরিয়া ?”

“নন্দ-জীবনে হবে কি জোয়ার ?

নন্দেব জীবন স্থনীল রতন

গোকুল-নিধি আসিবে কি আর ?

ব্রজ-দ্বিজরাজ গোপের সমাক

ঢালিবে কি আর রূপের স্রাব ?

নিভিবে ব্রজ-কাগালের কদা ?”

“তানিনা কেমনে রয়েছে প্রাণ

একট কাননে দাবের নতনে

চকসগতি হরিণ সমান !

বশোদে বিপদে মরিয়া আছে !

নয়ন পুতলী চলি গেল চলি

নয়নের ডিম্ব ঢালিয়া দিছে !

মৃণালের কোলে ছিঁড়িলে কমলে

মৃণালের ভালে কি দশা বটে !

কটক লইয়া শুকায়ে লুটে !

বলি ব্রজের অশ্রুপথে ধামে !

নয়নের কোলে তরঙ্গ উছলে ;

বাৎসল্য পলিত উরসে নাখে,

যেন শীতলিতে সজ্জাপিত চিতে ;

নীরধির নীর নীরব-আসারে

শীতলে সাগর সরিৎধারে !

উত্তরিয়াঞ্চল জড়ায়ে করে,

ফেলায়ে বদন, মুচিয়ে নয়ন,

কলঞ্জের রাগ দিল আগিরে !

এই অবসরে বিগলিত স্বরে

তকত উচ্চর যিনীত ভাবে

নন্দে ভণিলা গোবিন্দ নিদেশে ।

কুম্ভগত প্রাণ, সজ্জক, তুমি !

গোবিন্দ বিচ্ছেদে এ বোর বিপদে

কৈদে আকুল জানে অন্তর্যামী,

যিনি পরমাত্মা, আত্মার স্বামী ।

অন্তবে জানিয়া কাদিলা হবি,

শ্রীনন্দন-দমন কালিদ-গজেন,

নন্দ-সংঘোষতা-সাতনা মরি,

বাকুল নয়ন থাকি মধুপুরী !

সদয়-অমল-রমন তব

করি বিপুল নাশ, কুম্ভ শ্রীনিবাস

পরানে ঢালিছে মুরলী রব

নয়নে গলিছে প্রেম-আসব ! —

দত্ত ব্রজপতি কুম্ভ বৎস ! —

ব্রজের রোদন দিয়েছে বেদন,

মুকুন্দ লোচনে কঁদেছে জল !

গোকুল প্রেম অকুঙ্ক অমল !

কেন ব্রজধামে প্রেরিলা যোরে

করুণা প্রকাশি বৃন্দাবন-শশী

অমৃত ভবিতে পরাণ পুরে ;

প্রতি মুখে হেথা অমিমা করে !

শ্রোত্রী দাসের তব সঙ্গ,
মুহুর্তে ব্রজের নয়নের বারি,
আনিয়া হেথা আশ্বাস বচন,
“গোকুল যেন না করে বোদন!”

ব্রজ-কমলিনী দুটিবে বরা;
গোপানন্দ ভাঙ্গ গোফুলের কাণ্ড
অচিরে উদ্বিগ্নে উল্লাস ভরা;
* নাহিবে প্রচুর মধুর ধারা!

ফুরাল বোদন ব্রজের ভালে,
দুরিল বেদনা, পুরিল কামনা;
বিযনা কেন সৌভাগ্যের কোলে?
নাটক বজ্র আনন্দ-হিম্মোলে!
* * *
আনিয়া উল্লাসে ভরিল মূখ।

নন্দের আনন্দ, হাসি মন্দ মন্দ,
পরান ভারি ফুটিল সুখ!

এতক্ষণে রাই নয়ন খুলে!
মিটি মিটি চায় নবীন আশায়;
উজ্জ্বল বাণী শ্রবণ মূলে
‘জাড়িৎ প্রবাহে অমৃত ঢালে!

খেলিল সুহাস, আনন্দ-ছায়,
অধরের দলে পরাধরের ছলে,
যকরন্দ-ছাঁটা পড়েছে তায়;
যধুমাথা ভাবে কাহলা তায়,
“চিরজীবী হও অরেবেরে বাহু!

সেই যধুনাথ সজ্জারের সাথ
মায়েরে বধিমা গেলেন যধু,
তুসি সে জীয়ালে, তুযি সে সাধু!

ষিভার মুরারি তোমায় হোরি;
নেহারি তোমারে হোরি গোবিন্দেরে,
নেহাল নয়ন শীতল করি!—
অতুল সারঙ্গ্য আশা কি যারি!

ব্রজ-ঘরে-ঘরে পড়িল সাড়া!
কক্ষ ভয়ে কেউ সরিতের ঢেউ
উজ্জ্বল আঁসি করিল ঘেরা,
চক্রে চৌভিতে কোটে যেন ভারী!

গোপবধু-ভালে কপোলে প্রভা,
খুলিছে বদনে অতুল শোভা!
অধর পরবোধবিহের বিভা!
কত কক্ষকামা মাথিছে দধি;

শত শত রামা গোরাঙ্গী বা স্ত্রী
আলোড়িত যেন রসেই জলাধি,
কক্ষলালাগীত অধরে তুলি;
নিতম্ব হলিছে,
দোলায়ে দোলায়ে কাঞ্চী-আবলী—
তরঙ্গ বহিছে!

ধ্বনিতে নিচোল মন্দ সুমুগ!
ঢালিছে ভূষণ বাজন-মধু!
কাচুলি প্রবাহে তরঙ্গ শুধু!

কি জানি মিলেছিল, স্থগ-স্বপনে
বিরহ-স্নানাগে মলি-সুখ-রাগে!—

কোলাহল এক পলিল কালে,
অমনি ধাইল উল্লাস মনে,
যেবিল আসিয়া উজ্জবে,
না থাকিল কেহ নিজ ভবনে,
সমবেত এথা সবে

ব্রজ-ইন্দু-সিদ্ধ-তরঙ্গ হেরি;
গোপিনী তটিনী কল্লোল ধরি,
ধামিল মন্দ তরঙ্গে জড়ি।

যত গোপবালা ব্রজ সুন্দরী
আশায় মাতিয়া বজ্র ভাসাইয়া
চাখিতে উজ্জবে রূপ-চকোরা,

অভিমান-ছায় ছাইল, মুখ

অপাঙ্গ ভরিয়া :

হৃৎগেরে না তারা গণিল মুখ,

গোবিন্দ অরিয়া !

কৃষ্ণ প্রেমে যার মগন হৃদি,

অহরে জাগ্রত গোবিন্দ-নিধি,

কুল রহে তার চিত্ত বিরোধী ।

জিত-মধু-ভক্রে জিজ্ঞাসে তারা ;

কোকিল-কৃজিত মধু-বিকসিত

কুশুম্বের মুখে মধুর ধারা !

অধরে কেমন লুকান হাসি,

প্রাবণের মেঘ-মাগান শব্দী !

ব্রজ-নলিন-দিনেশ-বারতা

জিজ্ঞাসে বত গোপের বর্ণিতা,—

“উদিয়ে কি গোপকুল-সাবতা ?”

মুরহর-সখা কহিলা হাসি ;

প্রেমের গুণলী রূপসীর মৌল

কমলিনাদল, ব্রজ উল্লাসি,

অগণ্য অমল ফুটিয়া রাজে :

অহো, তাদেব মানে !

নীল চক্রবাক চারু উল্লাসে

মনোহর সাজে !

* কমলদলে চক্রবাক বলে,

প্রেমের উচ্ছ্বাসে অধর টলে,

পরাণ ভরে আনন্দ উঠলে ;

সুসংবাদ দানে বত আনন্দ,

প্রেমিকের সনে প্রেমিক-মিলনে

প্রেমিকের মনে সত অ নন্দ,

মুগপৎ বটে উদ্ধব ভালে !

সর্বমুখ ছার, অসার শুধু,

এ সুখের তুলে ?

ধন্য দোহা তার !

বদন ভরি উদ্গারে সংবাদ ;

প্রবাহিত হল ভাবে উদ্গাদ,

বিনিময় ব্রজ রসস্রোদ !—

“ভূর্নগো, ভূন গো কুল শোভনে !

এ কুঙ্ক-কুটীরে উদিয়ে অচিরে

উল্লালি ব্রজ অমৃত-কিরণে ।—

অহো প্রেম-উজ্জ্বল ভাগু,

যারে বলগো প্রাণ-কাণ্ড ।

ভবে-বিভাবরী পোতা'ল প্রায়,

পূরিবে বাসনা :

নদী দিনে সিদ্ধ কভু কি রয় ?—

ঘটিবে বেদনা ।”

প্রেমময় শুধু প্রেমেরি বণ !

ব্রজগোপীপ্রেমে অকামরস,

ভায় বে প্রেমে ত্রিলোক অবশ ।

তেরাগি পতি পুত্র ধনমান,

সেই বংশীসরে অনুরাগ ভরে

পালিলে দাঁই প্রেমসিদ্ধ স্থান ।

মায়ামোহরাত বাসনা-শির

দালিয়া প্রবাহে,

অপিলে রত্নাকবে আস্থানীর ;

ধন্য গোপিকাহে !

হরি সরবস ইন্দ্রিয় প্রাণ,

নিভের করিলে প্রেম নিধান !

বাঁধা কলবক্ষে আর কি ফলে ?

কৃষ্ণ ওদের কোন্ কোঁলে !

দাগু রাসাপদ এ যোর শিরে,

তোমরা সকল, করগো সফল

এদাসে !—এ মিনতি কাতরে !—

কুলিয়া উদ্ধব নীরব ভয়ে,

ঢালে অঙ্গ-ভলে ;

রজঃ পাইবারে পড়ে লোটায়ে

গোপী পদতলে

তরু লতা গুল্ম লভি রঞ্জে জগ্ন
সফল বটে ।

ধন্য ধন্য যানি সৌভাগ্য বাথানি
রজঃতে লোটে !

গোপিকা-প্রেম-কনিকা পিয়াসে,
মাগিছে কাতর কাকাল বেশে ।

যোগতত্ত্ব ছার, গোপী-প্রেমসার
বিকা'লা উকব গোপিকাপদে,
সর্বসারস্বদা-রসসম্পদে !

ঐশি হল চল আকুল প্রাণে ;
গোপিকাকুল কহিলা তখনে ; —

"কাল আইবে বলে গিছে কাল :
ব'লে কাল কাল গেল কত কাল,
আল কত কাল সতিব জালা !
কাল কাল শুধু কিতব ছলা ।

গেলে কিছু কাল, মোরা পাব কাল ;
অকালে মরণ প্রেমের ফলে,
দিবানিশি ভাসি নখন জলে !

যধুর আশ্বাসে বিপাস করি,
বিপিনে ভবনে বিরহ দহনে
অধিনী গোপিনী জয়ন্তে যরি,
প্রাণেশ বিহনে বাচিতে নারি !

জানিতাম যদি প্রেম জলবি
ভাষণ-বিরহ-বাড়ব ভরা
নাহি বাততাম রতন ধরা !

প্রেমাতুত দার সুধানিধি সে !
আমিরা চকোরা, নেত্রে হিমবারী,
না পেয়ে স্নেহা কুধার বিসে,
কত না কাতর পূর্ণিমা নিশে !

সুভগা মথুরা কুজাপ্রেম ভয়া—
কৃষ্ণসেবা-মগ্ন ভাল সে জানে ;
তা না হ'লে কৃষ্ণ ভুলিবে কেনে ?

ধলকৃষ্ণ সখা, বল মোদেরে,
মথুরা বিহারী ত্রজের কাণ্ডারী
বলবীজনে কি স্মরণ করে ?

বলেছে কি কিছু মোদের তরে
চন্দ্রমা, কুমুদ, যামিনী-সম্পদ
রস বন্দাবন রাস মণ্ডল,
স্মরে কি নাথ সুনীলকমল ?

ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডার মথুরাপুরী ;
বাজাইত বেণ চরাইত বেগু ;
চন্দ্রভি, দামামা বাড়িছে তুরী ;
শসিছে দণ্ডে প্রজা ভূরি ভূরি ।

কাল তরুণে, আজ চন্দ্র শালে
করিছে আরাম উল্লাস ভরে,
দুবিয়া বিলাস-মানস-সরে ।

গলে ঢলে কত রতন হার
সেই বনমালা নাহি লাগে ভাল
না ধারে আর গোপিকার ধার !
পল্লী-বলী কুজ এবে অসার !
প্রমোদ উত্তানে বিলাস ভবনে,
নাগবিক ফুলে লইছে বাস,
পোরকপসী করিছে উদাস ।

বলবী-কদম্ব নিতম্ববতী
বংশ কলাবনে বিমোহিত মনে
যমুনা পুলিনে করিত গতি ;
হায়রে উদাসিনী কত সতী !

শ্রিত মনোহারী পুলিন বিহারী
ভুলেছে কি রস-যমুনা-কেলি ?
ভুলেছে কি মুদলী-স্রাবলী ?

গোপী-মানস-হংস আসিবে কি,
রস-ভাস্বরসে পুরিত মানসে ?
হায়রে উড়িয়া গেল সে পাখী !

ফিরিয়া আসার কদিন বাকী ?
 “বউ কথা কও”—পাখী
 আরকি মাতাবে ডাকী ?

বলো সে নাথেরে, গোপিকা কাতরে
 মাগিছে ভিক্ষা মুখু দরশন ;
 অথ কামনা না করে ধারণ !

নারীর পরাণ নাথের করে !
 নাথ যদি মারে কে রাখবে তারে ?
 সঁপেছি পরাণ প্রাণেশ করে ;
 গার নামে প্রাণে পুলক ধরে !
 সে মধুসূদন বিপত্তি দমন
 বারেক কটাক্ষে যদি না চায় !
 রমনী পরাণ কেমনে বাঁচায় ?
 কৃষ্ণ-প্রেম-নিম্নল-গঙ্গাজলে,
 কে জানিত এত বাড়ব জলে ?

এখনো আশা ঙাগিছে অন্তরে !
 পারি কি ভুলিতে জীবন থাকিতে ?
 কুঞ্জ, গিরিপুঞ্জ এখনো ধরে
 ব্রজেন্দু-পদবী-চিহ্ন শরীরে ।
 করে চিহ্ন দল পদরেণু তুলি
 শিরে বুকে মুখে লেপন করি,
 কিঞ্চিৎ নীতলি পরাণ ধরি !

তমালে কোকিলে হেরিয়া কাল,
 কালিন্দীর জল জলদের দল,
 কালার মুরতি ক্ষুরে উজাল ;
 ভ্রান্তি ভাঙ্গিয়া নিক্ষেপে পাতাল !
 হরিষ বিবাদ, মিলন বিচ্ছেদ,
 ঘটে অহরহ আকুল করি,
 তরঙ্গে উঠিরা তরঙ্গে পড়ি !

ব'ল ব'ল ব'ল তব প্রভুকে
 তাহার অধিনী গোপনিতম্বিনী
 শত শত পুড়ি মরিছে শোকে,
 অরি সে কটাক্ষপূরিত মুখে !
 গোপ-অবতংস করে করি বংশ
 মোহন ললিত ত্রিভঙ্গ পরি,
 উদিত হউক প্রাণের হরি !

তবে সে বাঁচে দাসীগণ-প্রাণ !—
 বলিয়া নীরব অশ্রুসিক্ত সব
 চিত্রপুত্তলীবৎ দণ্ডায়মান ।
 প্রেমিক উদ্ধব কহিলা পুন,
 “ভক্তি বার যত তারে করে তত
 আকুল ব্যাকুল গোকুলহরি !
 আকুলে গুলভ অকুল তরি !

গাও কৃষ্ণজয় ব্রজের জন,
 মাঙাও কুঞ্জমন্দির-তোরণ
 গাণ কুলমালা, পরিবেন কালা,
 উৎসবের কর বিপুলায়োজন ;
 পথে পথে রচ কুল আন্তরণ ।
 কদলি রোপি স্থাপ মঙ্গল ঘট,
 “কৃষ্ণ” নাম লিখি উড়াও পট ।

চলিলা উদ্ধব এতেক কহি,
 প্রেমকণাশিষ মস্তকে বহি ।
 ব্রজগোপী প্রেমগভীরতার
 মাপিতে পাঠায়েছিল শ্রামরায় !
 কৃষ্ণলীলা অপার বুঝা ভার ।
 বুঝা যায় কি, বিনে কৃপা তার ?

সৌরবিবাহ ।

(চিত্তশুদ্ধি)

— ২০২ —

দ্বিবর্ণী যামিনী চক্ষিকাশাসিনী
উপনীতা হাসি হাসি মুগাক-বদনে—
কোটি নেত্র সার তরল তারকা,
অনন্ত কুন্তলরাজী সুনীল গগন,
মলয় অনিল মুখ অঞ্চলচালনে
নাচায় শিল্পে চারু প্রস্তুত কুণ্ডল
বাব অঙ্কর ভূষণ ।
বৈনতেয়-প্রভাদল মাধুরী-নিহার
চারু বিজরাজি বিজরাজ-করে ।
পাখালি পাখালি তরু পালক যুগিত
পদ্মঝারা দিয়া সুধার শীকর
হৃটায় ভোভিতে আঁহা, মনের আনন্দে !
তাদের মধুরভাণে বাজিছে কিঙ্করী,
ককণ মঞ্জার, তায় মধুর শিয়নে
যামিনীর অঙ্গে মণ্ডল রূপিনী !

মুদিল নয়ন পয়া বিভাবরী-রূপে ;
জগন্মোহিনী শক্তি—শরীরী কুহক ;
অবশ করিল অঙ্গ ভূতের বিকার ;
ভারাসনা সেই নিদ্রা কোমল পরশে,
ফুটাল শান্তি-কুমুদ বিধুসুধা দিয়ে,
স্বপ্ন-চিত্তামণি-হার গলায় বাহার ।

কণে কণে ছলি ছলি চারু মণি
সুমুহু গ্রহণ করে শান্তি-কলেববে—
দ্যুতিময় মণিরাজী যাহার সম্পদ ;
মণি-অঙ্গে হাসি খেলে চপলার ঝলা,
কণে জালা—চিত্তবিনোদিনী, কণে কালা—
জুহু প্রদায়িনী ; কণে নিভে কণপ্রভা
ব্রাহ্মবিষ মণিভিষোদরে—স্বপ্নশ্রোত !

সেই স্বপ্নশ্রোতে তরঙ্গের নবলীলা
হোরলাঘ আঁজি শান্তি শীকরোংকপি
আবার নয়নযুগ নিদ্রায় হকুলে!—

মকর বাহিনী যথা ভাগীরথী শ্রোতে,
ভাসিলা রূপসী এক স্বপ্ন-তরঙ্গে!—
পরিচয়ে জ্ঞানিলায় দেবী বাগ্‌দেবী
রূপা করি আবিভূতা হৃদয় মন্দিরে
বিদ্যারূপিনী ।—

লোচন কটাক্ষে বার কল্পনার শ্রোত
নরে দরদর, অনর্ঘল ধারে, মিশ
প্রেম-অক্ষবিন্দুদলে অমৃতায়মান
তরঙ্গ আকারে, যথা গঙ্গাদর-জটে
ধরে অমৃত অমৃত কল কল রবে
ধরি কল্লোলিনী ধারা ! হাসি প্রবাহে বার
জ্ঞান অকুন্তলরাজী নাচিয়া শিল্পে
সুখপারমল-শান্তিপরাগ-রঞ্জিত
দেয়ে দেখে অবিরল অনন্তের কোলে,—
প্রেম রক্তাকর-জপে—হতেছে বিলীন !

কবিপ্রহু মাভা

মানসে নিবসে সদা কভু নাহি পশে
ধনেশ-অলকাপুরে, ইন্দ্রি-আসন,
সপত্নীর ভয়ে ।

সিতপদ্মমুখে তার আনন্দ-প্রবণ ;

ধরন্তার উপবিষ্ট কর্তৃবিসেধদরে

নিয়ত কণক কুন্তে অমৃত পূরিত—

বিমুগ্ধ নিদেশ বশে জোরোদ মস্তনে

উদীলা বধন—চালে অমৃতের ধারা

রসনার মূলে,—অফুরাত সুধাধারিণী ।

উজ্জানের মালী যত্নে যথা আলবালে

চারু ফুলতরু মূলে সিঞ্জে বারিদল

সজীবন-রস যোগাইতে তার ; আহা !

তেমতি সে সুধার সিঞ্জে অনিবার

রসনা-পাদপ সর্দা পূর্ণপরিফ্রুট
অঙ্গে অঙ্গে রসের সঞ্চার ; তরুশিরে
বাকা পুষ্প ফুটিছে সতত !

সে পুষ্প ভিতরে গেলিছে তরঙ্গধানে
মাধুর্যের গেলা দিবা কবিত্ব সুমধু !
সে কবিত্ব-পরিমল-কণায় কণায়
মন্দাকিনী মালা শত মন্দন বিরাজে !
সে কবিত্ব-পরিমল-প্রতিবিম্ব মাবো,
কত পল্লব শরী খেলে কোটাঙ্গুর প্রায় !

উদিলেন বাগ্ম্যিকর মোক্ষপদাধিনী
মরা ভ'তে অমৃতের দারা করে বার
কৃপাপরশ পরণে ; কবিত্ব কলিকা
যাব লভি রত্নাকর পাপকর্মরত
কালারত্নাকরে নীপি সুদম্বর
উদ্ধারিলা কাব্য সাধা সাহিত্যের মণি !—

আগা ! অবিদ্যার মোহ বিনাশিনী !
উদিলেন কাহিদাস-লজ্জা নিবারণী !
ভারত-মানস রাজী উজ্জয়িনী-বিসে
যে রত্ন সর্বোজ্জ চাক কবিত্ব মধুর
অক্ষয় ভাণ্ডার খুলি হৃদয়-উচ্ছ্বাসে
অক্ষয়-অমর-কোহি-পতাকা তুলিল
কাব্যধ্বজ'পরে প্রাচ্য ভাষার গগনে,
ভারতীর ও মাতৃভাষা বাহা, সেই ইন্দ্র
কাব্য-অমরার পতি মহাকবিশ্রুত
অমরের দলে সংবোধিত, লাভিলেক
ইন্দ্রপদ কাব্য-স্বর্গপুরে, কৃপাবলে
বার,—অভিমান ভরে দংশিল দয়িতা,
কটুভীরভাষে ; সে বিধ মরমচারী
অমৃত হইয়া শ্রোতে আগ্নাবিল দেশ,
বার কৃপাকটাক-সম্পাতে !

উদিলেন বীণাপাণি কপূরবরনী
দেব ঋষি নারদের কণ্ঠনিবাসিনী !
অজ্রযোনি স্তম্ভজ টেক্ষিধ্বজ ঋষি,
ধনু যিনি কুটি কোটি-দেব নর-ধাত্ত
খুলিতেন গোশারশি—বিবাদ মাগিষ্ঠ,
সে তুলে ভক্তিভলে করিয়া সুদিক
বিষ্ণুর স্তোভগা ভোগে করিত উৎসর্গ
হরিনামামৃতরসে ভাসিয়া ভাসিয়া
খুলিতেন ত্রিভুবন আনন্দপ্রবাহে ;
তাড়িত বারংবার ত্রিলোকের ঋষি !
সঙ্গীত মাধুরী বার আকাশের সম
শব্দ, স্বচ্ছ, সর্বব্যাপী ছিল সদা কাল,
গুঢ় শব্দশ্রবণ বার আশ্রয় আশ্রয়
রাগমিথুনের চাক্র লীলা-নিকেতন ;
মুগ্ধিমতা হারনায় প্রকৃতির সার
নাচিত তরঙ্গ হেন রসনা সরিতে—
নয়নের ডিম্ব যথা ভাহ্নবিশ্ব পরে ;—
মাহার করুণাতীর্থে করিয়া সিনান,
লভিল এহেন জিভা নাবদ ঋষির
পুত অমৃত !

বঙ্গবিদ্যা প্রদায়িনী উদিলি ভারতী !—
চতুর্থা শব্দভ্রম ফুটে চতুর্থা—
জিহ্বা-চতুর্থে, অক্ষয় অক্ষর চারি
অতি দূতিমান শোভে যেন চতুর্দলে
অক্ষপায়ে বার কণ্ঠমণাল-আদীন !

সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী উদিলি ভারতী !
প্রিয় পুত্র বার পক্ষী, নারদের গুরু ।
গন্ধর্ব্ব অম্বর বার চরণজয়গুণ
আপ বহ্নাজল নিত্য পূজে ভক্তি ভরে !
গোকুলের কুলনাশী বংশীর অধরে
গুপ্তলীলা বার !

অবতীর্ণ নরে দেবী মধুপকমোষ্ঠে—
 চাকরুপা রোপ্যে মাষি সবুজ প্রলেপ !
 পত্রে পত্রে ফুলে ফুলে রূপের মাধুরী ;
 অনন্ত সে রূপ ! দিবা বাণাপানি-বীণা
 সুরনরবিমোহিনী নরকনাশিনী
 রাখিতে বজায় নিজ পবিত্রতা-ধন
 আবরিলা নিজতনু চতুর্কিশলয়ে,
 মাণি ঘনকাণি, ধরি নব চন্দ্রাবেশ,
 প্রচারিয়া নব নাম মধুসখা পিক,
 চায়রে কলির ভয়ে ! কিঙ্কিনী ভ্রমিছে
 ভ্রমর হইয়া !—

কে ছেঁদে মায়েরে ?—

কিন্তু আজি মম পূর সুরতির ফলে,
 নিরখিলু মৃতিমতী যথা কালিদাস
 শ্রুতি-রাকেশ ভারত গগনে ।

বক্রজ্যোতিষ্যর পারদর্শনে
 ধ্বনি অচিরে, আহা, তময়ত লভি
 ভুলিলু আপনা ! এতলু মায়ের হলো ;
 আগে আমি, অন্তে আমি—তা ননা দ্রুত,
 কত কাল ছিলাম আমি ভারতী হইয়া ।
 আমিহু ভাগিল অন্ধে করি কণ্ঠা—স্মৃতি ;
 অতীত সমাধি, বাৎসল্যে চোরিলু মুখ :
 শশীলার ললাটফলকে মুকলিত
 যাহা, নিরখি বিশ্বয়ে পড়িলাম চাকরু
 অতুল অপূর্ণ “সৌরবিহর” কাহিনী !

গুরুডের সহোদর প্রভামাখা পাখা
 তুলিয়া মারিল ঝাড়া ছিটায় কিরণ ;
 পক্ষের প্রহাঃ খেয়ে নিশার কলঙ্ক
 ত্রাহি ত্রাহি রবে ছুটে করিল পয়ান ;
 হরিতাষ খুরাষাতে তুলি রশ্মি-ধূলি
 ভরিল গগন-ভরু ; স্বর্গদণ্ডযুত
 চামর, চলিত ধীরে, তুলিয়া যেরূপ

মলয় সমীর, লাগে অন্তে ; নিদ্রা ভঙ্গে
 উঠিলু সম্রাট, মসী লেখনী সঙ্গমে
 নাটলোকে অবতীর্ণ স্মৃতিলোক ত্যজি,
 সূর্য্যকূলে অবতীর্ণ ভগীশ্বর যথা
 সে “সৌরবিহর” !—

পটক্ষেপ ।

—:—

প্রবাস (কারণ)

(প্রথম দৃশ্য—অমরাপুরী ।)

ইন্দ্র । ওন প্রিয়ে ইন্দুমণি,
 গুনিলে সুখিতা হবে অপরাধ যথা,
 কহিব তোমারে সেই শুভময়ী কথা !—
 অমৃতবিকার দেহে অভিনবায়ুত
 উথলিছে সুতরঙ্গে, সুত-রঙ্গে যথা—
 কারোদ-উদধি নাচে পূর্ণিমা তিথিতে,
 গদগদ-ফেন রাজি সমুদ্রগত তার
 দ্রবঘন একীভূত কণ্ঠবেলা ভূমে ;
 না পারি বলিতে তাই আনন্দ-কাহিনী !

শচী । বল, নাথ বৃন্দারক পতি !—
 আনন্দের বেলা কেন বেলা আগ্রাবিত
 বৈধ্য নিরমিত ? লগ্ন উপাধান বৈধ্য
 সমভাবে ভাসে সম্পদ-সাগরে,
 যথা বিপদ-উদধি-নায়ে ; সর্বকালে
 জ্ঞানিতন সমাশ্রয়, অময় সত্তত,
 হরষ বিবাদে যারা পেলে ভাসমান ।
 বল, প্রিয়, প্রিয়রুচি রুচি বা বলিতে ;
 কোতুল তত শন হ'লে উদ্যোপিত,
 বৈধ্যতনু নাশে দহি নয়ন পলকে,
 যদিও মাধুর্য্যধরে উল্লাসের খনি,
 মার্ত্তণ্ড প্রচণ্ড যথা ক্ষণত ভরিয়া
 সঞ্জীবন-পীণুঘেও দহে চরাচর ।

ইঙ্গ । তারাশশিময়-মাড়-রতন প্রদীপে
আলোকিত গুণ্যামিনী-মন্দিরে, তহো,
হেরিলাম নিদ্রা-ঘবনিকা-অন্তরালে,
সদাশিবে সমাসীন স্বপ্ন-সিংহাসনে !—

বিরাট মুরতি রাজে ;—

রজত ধবল-কান্তি, তরঙ্গ তরল,
অমৃত ভাস্কর-বিশ্ব সস্তরিছে বাহে
প্রমোদ-আনন্দে, যেন জল কেলিচ্ছলে ;
বিপুল দর্পন সম বদন মণ্ডল ;
ভ্রমর-পদ্বিরস্তিত কোকিল আঁখি ;
অর্দ্ধেন্দু-শেখর শিব পরমসুন্দর ;
ধুস্তুর-কুণ্ডলযুগে কর্ণ স্মৃণ্ডিত ;
দ্বীপ-দ্বীপদ্বীপ-খটী কটিতে বেষ্টিত ;
জীবের সন্মুক্তি সিদ্ধি সিদ্ধেশ্বর-কবে
শোভিছে প্রজ্ঞাত ; সামীপ্য লভিয়া নন্দী
যেই সিদ্ধির ভাণ্ডারী, অবস্থিত পাশে ;
অমৃত-উদবে যবে পান করি বিষ
তুষিলেন আশুতোষ সমদর্শী রোমে ।
রোষের লাক্ষ্মী সেই বিষের নালিকা
বিরাজিছে নীলকণ্ঠ-কণ্ঠদেশ ঘেরি,
ধবল জলদ মাঝে সুনীল গগন
মেঘ ফোঁরি দৃশ্যমান যথায়।—

হাসি আমিয়া প্রবাহে,

বচন মন্দির রাজী দিলেম চালিয়া !—
কহিলা আমারে সুখে সম্মেল সন্তোষে ।—

“দেবরাজ, দেবালয়-দেবতরু-ফুলে,
পদ্মসম মানসের তামরস দলে,
অর্চ মোরে সবতনে, লাভবে মঙ্গল ।”
কহি অন্তহিত শূলপাণি ঋকুলের
তরী ।— হায়, প্রিয়ে, নিদ্রায় চৈতন্য লভি
জাগি অচেতন !

শচী । কলতরু বিলাসিতা অমরার পতি,
শচীন্দ্র, সুরেশ, অমরে শোভে কি ক্ষোভ ;
মরতের স্বোরপদ নর-অঙ্গ-শোণী ?
জীয়ে শরণ্য শিবে দেবের বাক্তিত
নিষেধ নিরখ কেন করিতেছ ক্ষোভ ?
সন্তোষ-সাধন-মগ্ন অমরের ভালে
সেই তো দুর্ভা !—

দৈব পঞ্চ ফুল আর মৃত্যু পদ্মকুল
সবর সংগ্রহি কর পূজা-আয়োজন ।

ইঙ্গ । দুর্ভা-দুর্ভা-দুর্ভা, দুর্ভা লাভের
লোভ, মূর্খ অসম্ভব ; সন্তোষ—বৈভব,
অসন্তোষ—দারিদ্র্য-নির্বর,— সত্য বটে ;
বিষয়ে তা খাটে ; বিষয়-অরণ্যে শুধু
শরণ্য সন্তোষ, — পরম সন্ন্যাস বাহা ;
সাদ্য সাধনের অন্তরায় তোষ ।

খাউক সে কথা,

বিলম্বের আলপনে বিড়ম্বনা হবে ;
কারণে শিবের সুখে পূজা-আয়োজন ।

(পটশেষ)

(দ্বিতীয় দৃশ্য—চন্দ্রলোক ।)

রোহিণী । অন্ধি সে বিশাল তরু,
অমৃত বাহার রস ; তারির নির্ধাস
তুমি, সে তরুর ফল, তারকারমণ !
ওষধির অধাশ্রয়, মরত-পালন ;
সোমলতা তব পত্নী, সতিনী আমার
সাধিছে দেবের তৃপ্তি তব নিয়োজিতা ;
পঞ্চদশ রমণীর রসিকরমণ
বহুরূপ হয়ে, তিথি-পতি কলাধর,
তুবিছ তুদের মন সতত প্রফুল্ল ;
আবার আবার নিকুঞ্জে হইয়া কালা,

লুকায়ে সে কলা— অমা, কত খেলা খেল,
অমাবস্তা সন্তিনীরে কাদায়ে কৌতুকে ;
তাতে পুন কুন্দিনী কোপোল চুপন !
উল্কে গাল খেয়ে নাহি অপমান,—
সদানন্দ তুমি । করুণের উপমান
জগৎ ভরিয়া ; আনন্দে মগন দশ
ককুভ নিরখি তব সখামাথা মুখ ! —
তাই সে “আনন্দকর,” “চন্দ্র” চাক নাম !

সদা সেবী পুণাপদ,
তারার বাসনা ; কভু হেরি নাই তব
আনন্দ-উচ্ছ্বাস এত, আভরে যেমন !
কি আনন্দে আচ্ছাদিত সেই অধর ভূষণ.
কলঙ্ক হলেও যাহা গৌরবের হেতু
কাব-লাকে, (অকলঙ্কে অঙ্গ হ'লে
জল রাশি ভাসে এসে অধিক উজল,
কালির তিলক যথা শিশুর কপালে ।)
খাসল শশক চাক হুচাক-নয়ন ?
সুখার নির্যাস কেন হইল তরল ?
কাব্যময় সে কলঙ্কে তুলে লও তরা,
বল মোরে কেবা অই নিরাকার জ্যোতি
এসে গেল তব ঠাই কি কথা কথিয়া ।—
য'লে কহ কুন্দিনী-প্রণয়-রতন,
চকোরিণী-ভৃগু-নিবারণ !

চন্দ্র । গত নিশে বাসবের হৃদি-উপবনে
নিদ্রা-মোহ-লাতকার তমুর ভূষণ—
স্বপনমুকুল-কোলে বুটেছে সুবাণী, —
মঙ্গল কুমুদ !—

তাই সে ত্রিদিবে হবে আগামি বাসরে
দশমহাবিছাদের চন্দ্রাপীড়-পূজা ।
সুরেশ-নিদেশে অই অমৃত অমর,
অমৃত-শিখর-বালা বিমান-দু-পারে
স্বরগ-মরত ভরি করে ছুটাছুটি,

জ্যোতির্পর্য তরী যেন পারি দিয়া বেগে,
দেবতরু-কুল আর উৎপলের লাগি ।
পবিত্র মানস, পম্পা, বিন্দু সরোবর,
সত্যক পুঙ্কর পুণ্য পদ্মের আকর,
ভ্রমিছে নক্ষত্রবেসে ; বহুমতী কিবা
অনবদ্য বিভূষণ-পদ্মসু-তীনা
অজস্র অক্ষর ধারা ঢালিবে সত্যত !
নিমগ্নন ইন্দ্রপুরে যোগাইতে সুখা,
প্রহ্ন-প্রলেপ বাহা স্বর্গ আয়তনে,
মর্ত্যে মলয়জ যথা,— সুগন্ধ দম্পতী
তোষে দেবতা-চরণ ।—যাবে কি সুন্দরি ?

রোহিণী । এমন উৎসবে কার যেতেনা বাসনা,
কিস্ত, নাথ, ভীবে কি হে সুখার লাগবে,
তোমার পরাণ প্রিয়া সেই ভামিনীর
শোকে, যখন হেরিবে বদন দলিত
তার, সরোজের সনে শিবপাদ মূলে ?
কেন কহ ভলে শান্তি-শোকতাস ?
যে নেশা অমরগণে কমলচয়নে,
বাছবে কি কেহ কমল কুমুদ, চাক
কুমুদিনী-প্রণয়-ভিখারী ?

চন্দ্র । হলে, আমার তরাস বটে, তোমার হরষ !
সত্য হৃদিশা তেরি হবে প্রমোদিনী ।
অমরে আছে কি নেশা ? বুখা সে জন্মনা ।

রোহিণী । যে তোষে আমার নাথ, সে ত সখা মম
সমপ্রাণা, পতিভুখে হয়রে স্তম্বিনী,
সে কেমন সন্তী, পতি-হিত কামা ?

চন্দ্র ! চল, চাকলীলে, প্রিয়ে বাই ইন্দ্রপুরে ;
ব্যথিতা হওনা প্রাণে আমার বচনে ।

মোহিনী । জলদ-কুলিণে কভু ডরে কি বিজলী ?
পয়োধি লম্বণ কভু বিধে কি সরিতে ?—
চল, নাথ, স্নানাসিক্ত, ইন্দু, হিমকর ।
(পটক্ষেপ)

(তৃতীয় দৃশ্য—মানস-সরোবর ।)

অমরগণ । এইতো মানস, অবনী মানস-খনি
পদ্মমণি-প্রস্থ ! জীবন-বোবন ভরা
সরসী মন্দরী অচঞ্চলা নিদ্রা-অঙ্গে,
কমল-নয়ন-মুদি, অমৃত নয়ন—
জগন্ময়ন-জ্যোতি না নিরখি আছে,
নির্জনবাগিনী সত্য মানস-কুমারী !
কেমনে পবিত্র অঙ্গ করি পরশন,
খুলি অঙ্গের ভূষণ তাঁর, সহচরী
যিনি দেবী কমলার,—সুপট্ট সৈরিক্রী
চাক্র লক্ষ্মী ভারতীর ?— অমর তরু
নয়, সঙ্কর প্রাতিমা ! পারে কি কখন
হবিত্রে এ নিরমল কমল ভূষণ,
দিব্য নীল প্রাতিমার তমু বিমণ্ডন ?—
জাগায়ে সতীরে অমুমতি লহ !

“বোবন তরঙ্গময়ী জাগগো রূপসি,
হর পাদোদকময়ি, কৈলাস-মুকুর :
সরসীকুলকুন্তল মণি, তীর্থকুল-
সুতিলক, বোবার মানস, পুণ্যতোয়া
স্বর্গবিষ বক্ষে ধরি, কত নিদ্রা বাও !
নলিন-নয়ন খুলি চাওগো, শোভনে,
লীকর-মুকুতা-বিন্দু-রাজি-বিরাজিত ।
অই দেখ চেয়ে, দক্ষ অঙ্গভার পতি
গগন-ললাম চাক্র অমৃতের তরী
খেলিছে উবসে তব তারায় বেষ্টিত !—
ললাটে তিলকবিন্দু ইন্দু সে রাজিছে ;
ষিঙপিত তব তনু মিডুষণ কোটী,—
পদ্মমণি মিলি স্থখে তারা মণি সনে !

অমরে সুখা আর নর-সুখা—মধু
একাধারে সমাহিত তব এ তমুতে ;—
মধুভাও—পদ্ম, আর সুখাভাও—শলী !
নিদ্রিতে কেমন শোভা ধরেছ জাননা,
যোগীর আরাধ্যা দেবি, কবির ভরণা !
দেব, নর, যক্ষ, সিদ্ধ, অঙ্গর, কিন্নর,
চারণের তরে—সর্বলোক তরে, আশা,—
পরচিত-সন্তোষণ তরে, উদাসীনা
নিজে, ধরি অতুল সুখমা স্বর্গ ভোলা
হংসের পালনী দেবী ত্রক্ষর বাহন,
উষা সে বান্দনী আসি গাতি কলকলে
জাগায় প্রভাতে নিত্য ভাঙ্গু আগমনে ;
আজি নয় সুখের সঙ্গীতে অমরার—
ইন্দ্র অনুরোপে, জাগিলে বারেক নিশে,
কাঁচা ঘুমে ! মিরুপমে সহস্র নয়নে
সহস্র নয়ন-কণ্ঠে হওগো সহায় !
নীলোৎপল-সুনয়নে চাহগো উম্মীল
কোকনদাধরে হাস গুললিত হাসি
উগারি মধুর ধারা দেব প্রীতি ভরে ।
মকরন্দ মাখা গুণা প্রসন্ন-সলিলে,
অমরের কাস্তি জ্যোতি শুবিমল শত,
ত্রিমিছে তোমার বক্ষে উল্লাস অন্তরে
মৃণালে কারিয়া হর—ধিত, অমরে !
পুজার ভাণ্ডার-গৃহ তুমিগো ললনে !—
কমল নয়ন তব চাক্র উপহার

গন্ধ মধু দুহ বাহে নিত্য বিজয়মান,
কৈলাস, ধনেশ-বাস—অলকাসপুরী,
দক্ষিণার ধন লয়ে উরসে তোমার
সন্তত বিরাজমান প্রতিবিম্বজলে !
তোমার নয়নে তুই বিধিবিস্মৃতিশব,
শক্তি ব্রহ্মময়ী ! মানস-আদর্শ, দেবি,
ভাগবতে, মেলগো নয়ন ভব-শিব—
প্রীণয়নে ! তরঙ্গ তরল কর তুলি

অর্পণো কমলরাজী, করপুট-সাজী
ভরি, বাই অমরায়, বাসবের প্রীতে ।
আখণ্ড-নিকেতনে আশুতোষ-তোষে
হবে অচনার ঘটা আগামী বাসরে ;
হেরিবে নয়নে, তব পুরিবে মানস,
মানস-সরসি, ঘোড়াশা রূপে ।” —

অনিল-অঞ্চল তুলিল অই,
প্রবল তরঙ্গে জাগিলা, কাঁপায়ে আঁগি ।
“শুন শুন, দাতৃগণ, কাবণ-ব-বে,
কি বলেন দেবী চারু নালিন নিলয় ।”

মানস ! বৃন্দারকবৃন্দ-পদ-তীর্থ-পরশন
আজি সে সৌভাগ্যে হলো দীনার তরুতে !
কি মানসে পদার্পন মানসের বিসে ?
কি আদেশ বাসবের অদিনীর প্রতি ?

মরকত জ্যোতিঃ ।

দাও, দেবি, হাত ভরি শত দলদল,
পশুপতি পুঞ্জিবেন অমরার পতি ।

মানস ।

স্বধনে লবেন ধনা নির্দনে জিজ্ঞাস ?—
লয়ে যাও নয় কোষাগার তুলি !

ইন্দ্রনীলজ্যোতিঃ ।

নিঃশেষে সরোজরাজি নিয়ে বাই দেবি !
তোমার নিদেশে, অঙ্গ করি তোমা ।

মানস । সার্থক জীবন ধরি !

(পটক্ষেপ)

দ্বিতীয় অঙ্ক (কার্য)

(প্রথম দৃশ্য—হৃৎলোক)

অরুণ । তপ্তকলধৌত-কান্তি ভাস্কর্য্যী উবে,
হুকোমলা নলিনীর পরাগ তোষিণী

ভ্রমর-অধরে চাক্র মধুরভাষিণী,
তাণ্ডুলহস্তা মৃদু বাজন কারিণী,
অচেতন-জগজীব-জীবন-দায়িনী,
তব অপরূপ-রূপ-দীপ্তি ক্ষুণ্ণিনেহে
নাহি সম তাই নিদ্রাদেবী জড়সড়
ভয়ে, পলায় হরিণে বিধুপ্রাণিণী
কুমুদিনী-নেত্রদলে !—বল দূতী উমে,
আজি কেন হেরি তব কনকবদনে
ভয়-বিলেপন—মালিঞ্জের ছায় ?

উষা । অরুণ হে অরুণদ বাণী,
যা শুনিব শিলাগুণমুখে, নিরখিব
আঁখে । বলিতে বিদরে হিয়া সে দারুণ
বাণী ! চক্রবাক-বাক্ কহিব তোমায় ।
ত্রিদশ-আলয়ে আজি ত্রিপুরারি-পূজা ;
বজ্র হানি চক্রবাক-চক্রবন্ধু-শিরে
বজ্রধর হরিলেন শতদল-দলে ।—
হের না মলিনা ধরা অঙ্কশোভা বিনে ।

অরুণ । হেরিলাম, চক্রবাকবাক্ সত্যগর্ভা !—
আনন্দেতে আঁকা এক অমরের মুখ
দেখেছি আজিকে হেথা নিমজ্জিতে প্রেত,
ইন্দ্রালয়ে যেতে, বেধা শূলীর অর্চনা,—
যাও সখি, বলগে দিনেশে ।

উষা । শুন হে অরুণ অরুণ-সারথি পাশে
কহিতে অন্তরে ডরি ; তোমারি উচিত ।

অরুণ । বিমান-উদ্ভাসী যণি, অরুণ-আশ্রয়,
কর-বজ্রাকর, চাক্র-কমলিনী-প্রাণ,—
উষা যার উড়ে রথ-ধ্বজের পতাকা,
চেয়ে দেখ অই প্রভু পুঙ্করে পুঙ্করে ।

হৃৎ । একি হেরি ? রবিবণ আধার হৃদি ?
কোথা শ্রমে, প্রাণময়ি ! (মূর্ছা)

অরুণ। হায়, উষে! মুর্ছা-কৃয়াসায়
 বেরিল ভাসরে, ধ্বংস-গজ-মৃগরাজ!
 রমণীস বিগ্না ভাল শোক নিবারিতে,
 সাধ্বিনিতে তত্বাশের চিত, মুষ্টিবারে
 অশ্রুবারি, অপনোদিবারে মুর্ছাভার
 প্রকৃতি-মাদুরারসে, পুরুষে হৃদভ;
 তাই উষে, সরোজিনী-স্বচর্চা শুক্রে
 দিনমণি তপনের কর মনোযোগ;-
 তরলকিরণময় স্নেহকোমল করে
 হিম-অশ্রুবিম্ব মুছ অরুণ-নয়নে,
 খেদাও কৃয়াসী-মুর্ছা অঞ্চল-অনিলে;

উষা। যতলায় বহুক্ষণ, হইল অক্ষম।
 নিবিড়-ভলদ মুর্ছা, এ নয় কৃয়াসী।
 উষার অসাধ্য ইহা!-গরুড়-অগ্রজ,
 পক্ষপুট আলোড়িয়া ভাঙাও নাটিকে।

অরুণ। মুক্তি-করে পক্ষফল সতত সুখাও।
 সুপবিত্র জুড়ে উদে সফল যা হবে।
 তপনের হিমমুর্ছা এই বিদ্রুপিতা
 চেয়ে দেখে সখি উষে বুদ্ধিমতি সতি!

স্বর্ঘ্য। সারথি হে, এই কি সে উদয়-মহীধর?
 এই কি মলিনা ধরা নলিনীর প্রস্থ?—
 না, বিপথে বিভ্রান্ত বৃষ্টি চালাইলে রথ!
 না!—অপক্ষ এ কক্ষ মম চির স্থিরতর,
 অয়োময় সুদৃঢ় গঠিত; অখালিত
 সদা চক্রে গ্রহের প্রণয়ে। কহু নয়
 দ্রাবিড়,—শান্তি তপ্ত তপনের, ধরা ধাত্রী
 বাহা পালিত বতনে পক্ষপয়োদানে
 কোমল সরসী অঙ্কে বসিয়ে আদরে,
 নিশ্চয় সে ভাগ্যদোষে ত্যজিল সুতর
 শীতল মৃণালময়!

অথি উষে প্রভাবুগী কুহুম-নয়না,
 কমলিনী-মিলনের দূতী, অঙ্গভাণে

রক্তময়ী ছিল মহা সরসীর নীরে
 অদূর-ধরণী-কোলে, তুমি ছিলে যাকে
 বারত-বাহিনী প্রণয় কাহিনী-মধু—
 পিয়াইতে দোহা!—ফুরাইল কক্ষ তব,
 নন্দ ভ্রম্মে পরিণত! কোন্ বা বন্ধনে
 আর যাবে সখি শুভ-সরসী-মন্দিরে!
 ধরা-বক্ষে বহিবে কি উল্লাসের ধারা?
 সে মন্দিরে বাণিবে না স্নেহ-মঞ্জীর!
 মলয়-চামর আর হুলিবে না তথা!
 কার কাছে বুলকুল দুটিতে শিথিবে?
 নীরস ভটবে ভবে কবির রসনা।
 স্তম্ভ আজি দীপ্ত ভাষা নলিনী-বিরহে,
 স্তম্ভি যাবে রসাতল, অচল ভটব।
 কার পানে চাহি চাহি ব্রিহৎ মণ্ডলে?
 বিরহ-ক্লশা মুখ ভাঙুর কিংবা,
 ব তাপ সবে কি লোকে? যাও, সখি, যাও
 লোবের মঙ্গল হেতু সুমঙ্গল মুখী,
 য'জ্ঞে দেখে কোথা যোর জীবন-পুতুলী
 জীবনবাসিনী শ্রিয়া চাকু মধুমুখী!—
 তুমি কেন, আমি বার তার অহেষণে।

গগন-চাপের প্রান্তে অর্ধেক-আকার,
 ব্যাসের সম্মুখে পশ্চিম-বিন্দুতে,
 বিরহের রক্ত-বহি দহে মম তম্বু,
 প্রতিদিন প্রাণময়ি তোমা হারাইয়ে!
 আরস-নিশ্চিত বপু: সদা বহুময়,
 তাতে পুন: এ দারুণ জ্বালা স্তপ্রবল,—
 দ্বিতীয় আগুন, দহে স্বাদশ ঘটিকা,
 ভীম-অতলের তলে!—তব রূপচিত্তা
 শুধু শান্তি-বারি-ছিটা, পুষ্পক-বিমান
 বধা নারক-নয়নে আশার নিষ্কার।
 অজিমান-শিলা-ভরে লভ নেত্র-দল
 মুদিয়া চলিয়া থাক বিবাদের কোলে
 আঁধার-মালিন্য মাঝি কলক-কপোলে।

সরোষ-কুঞ্জ তব স্থান তখন !—

শোচ্য সে দোহার দশা !

আজি কি মানিনি সেই বিরহ-দহনে
পরাণ আহতি দিলে, তপনে ডুবায়
ঘোর নরক-ভিত্তিরে ?

ভাননা গগন ভাঙ্গ, তব চিত্ত-ভাঙ্গ,
বিভাবদী-অবসানে উদিবে বিমানে
ঘুচাইতে তব মান কর-পরশনে !
এই দেখ তব প্রাণ তপ্ত বিভাবস্ত্র,
মধুমতি, বস্ত্রমতী-তমুর শোভনে,
নববেশে সমাগত ফুটা'তে নয়ন !
মানস-সুনীল-তলে, কলনার প্রস্থ,
হেরলো নয়নমণি দিনমনি-পানে !
মধুময় চাকুগোজা, বিকাশ-নিদান,
এনেছি কনক-থালে, করগো ভোজন !
উপবাসী কাল নিশি নিদারুণ মানে,
সতীত্ব-সহে কি লো পতির পরাগে ?
আম-আম ভাসে নীরে, চারুরসভরা
স্থপক রসাল ফল ডুবে যায় নীরে,
ভেষ্যতি পবিত্র প্রেম মানের সলিলে !
প্রেমের পরম রুচি ছায়া-পরিচ্ছদে !
কালির তিলক মান প্রেম-চলমুখে !
প্রেমের বঙ্গল মান রত্নাকর ফেনা !
নিবমল লঘু বায়ু গাঢ়তায় নীল;
ভেষ্যতি প্রেমের অঙ্গে মানের মালিকা !
প্রেমের গাঢ়তা মান—অধৈর্যের ফল ;
প্রেমিক বধিতে নয়, জীয়াইতে তারে ।

ভ্রমর-বান্ধিতা, প্রিয়ে, চাকু-মৃণালিনী
রূপা তোমা গজি ভুক্তি-শোক ভাস্কি-বিষ !—
কটকিত কর্তে হেরি নখ-খড়্গাঘাত,
অবহেলে লুশির আই বিসতলু ;
খজিত মৃণাল-শেষ ; কে করিল হেন

দশা আমার নলিনে, প্রণয়-মধুর
কোটা সিন্দুর-মণ্ডিত !— বলগো ধরনি,
দেবি, পুথুর নন্দিনী, কে হেরিল রত্ন
তব অঙ্গ বিভূষণ, ভাঙ্গুর শীতল
শান্তি, শান্তি-নিবারিণী নিয়ত-গতির ?—
জীমূত-অমৃত সিঞ্চি বার জলুরোধে—
পতির কর্তব্য বাহা,—তুঘিতাম তোমার,
কালের করাল দস্তে হায়রে দুর্গতি !
সেই আমার নন্দন, দুই বিমাতার
প্রাণে হানিল দারুণ শর, মাতৃঘাতী
পিতৃঘাতী, কুলাঙ্গার, অকৃতজ্ঞ, ক্রুর !
পিতৃভক্ত শনি তার হৃদয়ে সমাসীন !

অরুণ । নিরপরাধের নিন্দা সজ্জনামুচিত ।
দেবালয়ে হরপূজা, পথ্য অপহৃত ।

স্বধা । পত্নী-মুগ্ধ নিরখিতে নিমন্ত্রণ মম !
ঢালাও সারথি রতা হাট তিস্রালোক
ঘুচাইতে শোকতাপ কমলার পাশে ;
যাব না অমরালয়ে, স্বর্গ-পতি যাক
স্বর্গে শিব পূজা করি ।

(পটক্ষেপ)

—:—

(দ্বিতীয় দৃশ্য—বিহুলোক ।)

বিষ্ণু । নিখিল রত্নের খনি বিশাল জলধি,
সপ্তরসে পূর্ণকাঙ্ক্ষি ; অমর স্তম্ভ
যার কণিকা অমৃত ; সুধানিধি বার
একবিন্দুসুধা ; শত পরাশ্বিনী বার
বিপুলবপুঃতে ঢালিছে পীব্য ধারা
প্রণয়ের ছলে ; গোক্রপিনী-পুণাধরা—
পরশ্বিনী অমুদিন ধারাধর-পারে—
সে পয়োদ বৈদবিন্দু যে পয়োনিধির ;
সুবিশাল কীর্তি সেই সিদ্ধ গুণাধার ;

তাহার নন্দিনী তুমি জগত-বন্দিনী,
নিখিল রতন তব শ্রীকর-খেলনী।
কোঁকিল মণ্ডিত মম বক্ষ-নিবাসিনী,
বলগো কমলে, প্রিয়ে, সায্যন্ত কমল,
ধরার কুমুম, এতই প্রিয় কি তব,
চালিতেছে অঙ্গ মুক্তা চরণ সাজারে ?
ইন্দ্রপুরে শিবপূজা, চল যাই তথা ;
শুনযুগে জিনিল কি সরসী-সরোজ ?
কোকিল পদ যুগে অই যে বিরাজে
পঞ্চ পঞ্চ-নখমণি পদ্ম নিত্য-নব—
বিকসিত ! ভ্যজ ফোভ প্রিয়ে !

শ্রীকলে বিরাজমানা কীৰ্ত্তি তব, যার
অনুকম্পা-বলে,—মৃত্যুঞ্জয়-জয়ধ্বজ ;
ধনুদেবপত্নী তব দযিত-প্রেরণা
কলিন্দনন্দিনী-তীরে বৃন্দা দেহান্তরে
কটাক-সম্পাতে যার ; বিজিত-বাসব
রত্ন শূলী যে শূলীর শূলে—রূপাচিহ্ন,—
সে মৌরচন্দন-কাঙ্কি-সেবানন্দ-স্থখে
কুন্তিতা কেন গো আজ বৈকুণ্ঠবাসিনি ?

কমলা । কেন বল, নাথ, এ হেন বাণী ?—
পদ্মপাণি-পাণি, নাথ, করিছু গ্রহণ,
আশ্রয় কমল মম ; কমল অঞ্চল—
মণ্ডল-আকার নাভী শক্তির নিবাস ;
ষোল্লীঙ্গ সোপান দীপ্ত কমলে কমলে
হুনির্শিত !—জানতো সকল, কেন ছল ?—
কমলের গুণে নামটী কমলা, বড়
সাধের সে নাম, তব রসনার প্রিয় !

বিষ্ণু । মানসকমল মিশিবে মানসময়ে !
ভুভদিন আজি শুনগো শোভনে-রমে !—
অই হের স্বর্ঘ্যদেব সমাগত ।—
কি মানসে দিনেশের আগমন হেথা ?

স্বর্ঘ্য । বিপন্ন দিনেশ আজ, প্রপন্ন দিনেশে,
জুদয়-কমল মম দক্ষ রত্নানিলে !

সদা-তত্ত্ব নয়নের শীতল অঞ্জন
নাহি অক্ষি-পরে, প্রাণপকী যায় যায়
দারুণ জালাম ! মামসে রাজিত নিত্য
শ্রিত-ফাত-মুখে,—লাবণ্যমধুর-কুণ্ড,—
প্রসাদ-অমৃত দ্বাখি শিলাযুগ্ম মুগে,
বন্দিতা নলিনী, শীতল তপন তাপ
পরশন-দানে ! কাহার বদন হেবি
সত্তাপিয়া হিয়া যুরিব গগনপথে
ক্রান্তির অস্পৃশ্য রাগি নিজস্বর্ণতরু ?
সত্য-মিথ্যা-স্বপ্নালেয়া-যুগ্ম আবণ্ডল
মানস মণ্ডন মম ছিঁড়িল চকিতে
উৎসব উদ্ভূত সেই স্বগ অদিপতি
বিলাসভিলাষ-দাস আত্মহরণপর,
অমরা ভূজিয়া বার সঙোষ হৃদয়ে।
দণ্ডে দণ্ডে মরে যেই অপ্রাপ্তির দণ্ডে,
ভণ্ড সেই দেব অমর অমর-পতি।
বাবনা ত্রিদেশপুরে, পরণ্য চরণে
কমলের অধীশ্বরী কমলা সেবিত,
লইলু শরণ আজি ত্যজিয়া গগন ;
কমলা-কমলপদে মম নিবেদন,
করণ-বিচার এই ইন্দ্র-আচরণে।
বৈকুণ্ঠ-অধীশ দেব তব রামা রমা—
ত্রিভুগত-মার চরণ লুপ্তিতা চারু
কমলিনী মম লাক্ষিতা অমর-করে
বৈকুণ্ঠ-মহিষী তাই স্নানমুখী বসি
নিরাথছে মোর পানে করুণা-কটাক্ষে
প্রতীকার কর প্রভো পত্নী-অমুরোদে,
কিহা অমুগত প্রতি করুণা প্রকাশি ?
নোচেৎ নিজের কক্ষে করিবনা গতি,
কমলার পদে লাগি বাবিব জীবন,—
কমল সেবিত বাহা মধুতে পাখালি !

কমলা । কল্পপনন্দন বৎস, নলিনীরমণ,
তেজস্বর বোগ্যভাষ ভণিলা হে তুমি ;
প্রতীকারে মম প্রীতি,—কিন্তু এককথা,—

কমলের কোমলতা, শৈত্য কমলের
পাব কি পরশে তব, লাগিলে চরণ ?
কমলার তাপ তায় বাড়িবে দ্বিগুণ ।
প্রতীকারে হিররুচি হও দিনমণি ।

বিষ্ণু । ভকত সে ভাগ্য, কেন ঠেল তারে পায় ?
তপন ওপদম্পর্শে-শীতলিবে মুখে ।
প্রেরসি ! উত্তলা কেন, আমি যার, তার
কিসের অভাব ? কলতরুতলে বসি
কড়ি-অদেবণ, মাটি খুঁড়ি অশ্লীলিতে ?—
শুনরে কিরণ নিধি, চারু-উষা-কারু,
না হও অধীর এত ; প্রণয়ের নাহি
নেত্র, তীর দণ্ড মুখে—বিষম বিরহ !
বসে ধরি রক্ষা যদি না করিতে পার,
তবে কেন জড় প্রণয়-কণ্টক-লতে !
প্রণয়িনী-রূপগুণ-বিচারে প্রণয়ী
নিজ অযোগ্যতা ভূরি না ভাবি অহরে,
বিপদে পড়ে ।

অমোঘ প্রতিজ্ঞা একি যাবেনা হ্রিদিবে ?
চল যাই সুরপুরে নেহারিব হরে ;
কিবা তেজধর হর-কোপানল তেজে
অনঙ্গ হইবে পুড়ি তেজোময় রবি ।
উপেক্ষা অবজ্ঞা নয় কেবল বাসবে,
অবজ্ঞা ভবানী-নাথে, কোপে কল যার !
চল প্রিয় ভানুদেব, ধৈর্য ধরি !—

চল লক্ষি কমলাক্ষি ইন্দ্র-নিমন্ত্রণে,
ঘূচিবে বেদন তথা শিবকুপামূতে,
নিরখিবে পদ্মরাজ্য ভবেশের পদে !—
নখে নখে লাখে লাখে খেলিতে ভাস্কর,
কত লক্ষ্মী, চারু শোভা, ছটায় ছটায়,
মাখিয়া কমল-অঙ্গে !

কমলা । চল, নাথ, যাই ।

স্বর্ঘ্য । দাসের কি আর গতি ?

(প্রস্থান)

(পটক্ষেপ)

(তৃতীয় দৃশ্য—ইন্দ্রলোক ।)

বিষ্ণু । অগ্নি প্রিয়ে, অই হের
সুরপুর-তোরণ-দ্বার বিচিত্রিত—
রামধনুঃ-ময় ; অই শুন, প্রাণময়ি,
নানা বজ্র সনে বাজিছে হ্রস্বভি গন
গম্ভীর আরাবে, জলপি যেমতি ঘোষে
মিশি শ্রোতবতী-কলকলে ; অই দেখ
অমরীর বৃন্দ নানাবর্ণালোকময়
বিচিত্র বসনে, পারিজাত-বিভূষিতা
চলে দলে দলে, স্বর্গীয় কোকিলকণ্ঠে
দিয়া হলু-ধ্বনি,— চাণিয়া অমৃতধারা !
দুর্ল-পারিজাত-গন্ধে মোদিতা ককুভ !
কোথায় কমল-বাস, কমলবাসিনি ?—
সামান্য কমল তরে কাতরে রোদিছ
নভঃচর বিভাবস্থ লোকনেত্র-মণি ।
পার্থিবে বিমুক্ত তুমি আনত-নয়ন ।

স্বর্ঘ্য । শ্যামান-নিবাস শিব শশাঙ্ক-শেখর
ত্রিলোক-পূজিত ; আসনে মর্যাদা নয়,
মর্যাদা সে ফল গুণবৃক্ষে ধরে ।
দেবেত দুটেনা ফুল, তরু কোলে ঝলে ;
কুশুমে যেমতি গন্ধ, গুণে আকর্ষণ ;—
মোহিনী-শকতি সেই বহি শিখাময়—
মোহিলে পরাণ কীট, কোথায় বিচার ?
পার্থিব কলঙ্ক আরো নিবেদি রমেশ,—
নীলকণ্ঠ-কণ্ঠে কেন নীলিম প্রলেপ ?
বাসনা-বাসনা পয়ে অর্চিবারে হরে,
তোমারো করের শোভা একটা কমল !
বহতে নাহিক দেবি, দন্ধ ভানু-ভালে
কলঙ্ক-রোপণ ! তোমার আদেশে ঋষি
পবিত্র নারদ মন্ত্র দিল বাণীকরে,
জগতের আদি কবি, ঘটাইতে মম
শুভ পরিণয় চারু সরোজিনী সহ ;
আজি কেন নিন্দ মোরে ত্রিজগত কবি ?
সকলি করাও তুমি, করে যে সে দুখী !
বা কয় প্রভু তুমি সেইতো প্রসাদ ।

বিষ্ণু! তুমিইহু! তুমি তব সারগর্ভা বাণী!
অচিরে ঘুচবে দুঃখ, অই শ্রীমন্দির;
লক্ষী অমুসরি কর আগমন।—প্রিয়ে,
হাস্তমুখ ফুল অই আসনে বাসব
গললগ্নকৃতবাসে।

ইন্দ্র। সুরপতি-বাণী-লতা ফলবতী আজি!
শ্রীপাদপদ্ম-পরাগ-রতঃ দেবরাজ-
শিরে!—দশশতনেত্র-মধুকর বার
সতৃষ্ণ চঞ্চল সদা মকরন্দ লাগি।
দেবপতি আজ পূর্ণ-ভাগ্য-অধিপতি
কমলার পদার্পণে সৌভাগ্য-কমল
বিকসিত চারুগন্ধ অমরা-মানসে।
কমলিনী-নাথ এই বে সঙ্গে!

সূর্য্য। সৌভাগ্য কমল, চারু কুহুম-কমল—
কমল মাত্রই ফুট তোমার কপালে!
অঙ্গভরা তব অই নয়ন-কমল
সংযো দশশত-সহস্র কলঙ্ক-কৃত
এই ভাগ্য তব, কুকর্ম্মও শোভা পায়
পদের গোরবে: অমরুণ কত আর
কখন যে ঘুটে, জানিনা সে ভবিতবা।
ভানু-ভালে সহিল না একটা কমল!
ধনু ইন্দ্র স্বর্গপতি, পাপ-পাকস্থলী!
তোমার সৌভাগ্য নয়, সৌভাগ্য বা কার?

বিষ্ণু। সূর্য্য অতি ধৈর্য্যহীন, শুন সুরনাথ,
কমলিনী-হারী, মণি-হারী ফণী বেন:
সম্প্রতি কমলা দীনা, তোষক তাদের।

ইন্দ্র। ত্যজ রোষ, বিভাবসো, আগুতোষ-তোষে
লু'ঠেছি কমল তব সুকায় কুকায
ভানেন ভবেশ; দিনেশ, আদেশ তাঁর
লজ্জিতে কি বল, ভাই, জিজ্ঞাসি তোমার

সূর্য্য। স্বপন-কুহুম-মধু মধুর আদেশ
দুর্জল রসনা শুধু লয় তার রস।

ইন্দ্র। হর-স্বপ্ন-অঙ্গে নাহি অসত্যের ব্রণ,
নরের ভাগ্যভ-জ্ঞান অমর স্বপন।
বিষ্ণুর নিপাত আছে, তুমি কি অমর?
নৃত্যজ্ঞানে সচকিত *হৃদয়-প্রহরী,

পাপের প্রদেহ তাহে আকাশ-কুহুম।

স্বপ্ন—দৈবচক্র, ঘটে পরীক্ষা-মানসে।

হিংসা করি তর পূজা—তাপিরা তপনে!—

পরীক্ষায় উত্তীর্ণতা লভিলে সুন্দর,

এই কেশব সাক্ষাতে।

বিষ্ণু। হুরেখর, ভাষুকরে পরাভব আজ।

লক্ষী। পরাজয় শুধু আয়কর্ম্ম-তরু-ফল!

ইন্দ্র। বুকিলাম শিবপূজা নিফলা-আমায়;

বিতুই রাসব দীনে লক্ষী নারায়ণ!

তুমি ধন বিভাবসো, ক্ষম অপরাধ।

অর্চনার বিষয় নাশি গোলোকের পতি

কৃতার্থতা দাও দাসে!

বিষ্ণু। শ্রুতকণ্ঠে বিষয় নাই সংকল্পে সুফল;

অর্চনান্তে দিনকান্তে হুবিবে সমুদ্রে,—

অমৃতের ছিটা দিয়ে মৃণালে মৃণালে

জীয়াবে জীবন-পত্নী এ দিনমণির;—

চল মন্দিরে। (পটক্ষেপ)

(চিতোচ্ছ্বাস)

মহোৎসবে শিবে পূজি বাসবের পুরে
ভাসিলা আনন্দ প্রোতে অমর অমরা।

বাসব-কমলে চারু আনন্দ-আসব,

বহিল প্রবলোচ্ছ্বাসে; শচীর আনন্দ

সম্প্রতি কুবেরের বদনমণ্ডলে,

খুলিল আনন্দ ভ্যোতি: কোটি মণিবলা

নীরখি-নন্দন বিধু হর্ষে ডগমগ

প্রফুল্লবর্ণনে ঝরে অনর্গল সুধা।

কমলার প্রসন্নতা অমল তরঙ্গে

খেলিতে অমরা ভারি প্রবল প্রবাহে।

সহস্র-রত্নির তরু কাঞ্চনবরণ,

বিরহ-অগ্নি-দহ, আনন্দের কবে,

সুকাণ্ডি উজ্জ্বলতর ধরিল সুন্দর,

রমেশ-আশীর্বাদে রসের পরশে।

অমৃতের প্রোতে দেখে লাগিল মৃণালে,

ফুটিল নবীন পদ্ম পুঙ্করে পুষ্পে

ভবেশ প্রসাদ স্নাত-বিশদ-প্রফুল্ল।

দিনমণি-কমলিনী-বুগল-মিলনে,

জগদ্বয় চারু প্রভা শোভা নিরুপম।

সমাপ্ত

(পটক্ষেপ)

সুধনা-কাব্য

(প্রথম সর্গ)

১) বিশিষ্ট প্রহৃষ্ট যজ্ঞের গোটক
পীতপুচ্ছ পুষ্ট শ্রামল বরণ
সাজাইলা আনি ললাট ফলক
ভয়পত্র দিয়া ধর্মের নন্দন :—
অগিনি-অক্ষরে স্নানাম অঙ্কিত
ঈলসে সুস্থির চপলাসুন্দরী
শ্রামল জীমূত-ললাট শোভিত !—
কিবা সে সুধমা, কিবা সে মাধুরী ।

২) গেছেন তুরঙ্গ সুন্দর প্রথর
ধরি দিবা পুণ্য নামাক্ষের জ্যোতি
ছুটিলা বেমাৎ মন্থপূত শর
বন্ধিম সুগ্রীব সরল ত্বরিত ।
হুঙ্কারে দরপে করিয়া ঘোষণ
কার কি শক্তি ধরুক আমারে,
পশ্চাতে সহায় নরনারীগণ,
ধর্মপুত্র নাম প্রজ্জ্বলিত শিরে ।

৩) পাণ্ডবের বলে অচেয় সরল ;
যদব যাদবের বাঁধা সখ্যভোরে
যে পাণ্ডব নামে কাঁপে সে অচল
যেদিনী কম্পিতা ভীমপদ ভরে ;
যুগল-শ্রামল-মুরতি রক্ষক
পুলকে শক্তি নাশিতে জগত ।
কি ভয়, কি ভয়, কে মোর কণ্টক ?
হুলিয়াং হবে চরণে দলিত ।

(৪) এই জাব বেন ধরিয়া কস্তুর
দর্প-অভিনয় করিছে চরণে ;
চতুপদী-চতুপদ-ব্রবধারে
বিক্ষত ধরনী স্থলীলা সখনে
উগারিছে বেন ফেন রজঃ-রাজি
অথবা সভয়ে লুকাইতে কার
খুঁজিছে বসন ঘন ধূলিরাশি
গতি ধনি ভনি প্রাণিগণ ধায় ।

(৫) বিজন কাননে পশিয়া ত্বরিতে
যন্তক-আধাকে চরণের দ্বার
কোমল ত্রতী ছিড়িতে ছিড়িতে
নবজ্বর করি দর্পে আঙুর ;
অলুন উন্নত নবশল্প দল
ধরিছে বিনয়ে পদাঙ্কিত রেখা
গভীর খোদিত মৃত্তিকা কোমল
ধরিছে অক্কেতে ধরপের লেখা ।

(৬) গর্জ-বিক্ষারিত যুগল নয়ন
অদ্বৈ নিবদ্ধ সত্তত সরল,
মানিনী রমণী গুপ্তিতা যেমন
নাহি তোলে মানে বদন কমল ।
সুপথ বিপথ নাহিক বিচার,
নয়ন অলস—চালায় চরণ
নগর প্রান্তর পর্বত পাহাড়
প্রমত্ত উৎসাহে, করিছে ভ্রমণ ।

(৭) প্রফুট-প্রস্থন কানন-মাঝারে,
শ্রামাঙ্গ পরলি কুস্তমের দল
কাকন পরাগে অঙ্গরাগ ধরে
কুস্তমের বেন সজ্জাতা উজল ।
সৌরভ শ্লিষ্ট চাক্র অঙ্গুর,
শুষ্করি মধুর মধুগিহ কুল
কুস্তমের ভ্রমে সঙ্গে সঙ্গে রয়
উঠে পড়ে উড়ে সুগন্ধ-অঙ্গুর ।

(৮) বিটপি-নিচয় সরস-অন্তরে
মোহাগ-গলিতা লতিকা-বাসনা
পুরাত্নে খুলিয়া রাখিছে স্বকণ্ঠে
তুরঙ্গ-অঙ্গের স্তচাকু গহনা।
হেমপদ্ম সম জয়পত্র ভালে
আশায় বহিছে শোয়াস-উচ্ছ্বাস
মত্ত শিখিকুল গরজি বিবলে
অহানমে ধায়, হরষ উল্লাস।

(৯) স্বৈদ-শ্রোতঃ বহে সহস্র ধারায়
দরদর অঙ্গে তিতায়ে ভূতল
ধূল সচল অচলের গায়
বহুধারে যেন নির্যাসিণী জল
অথবা চঞ্চল হরিত গমন
দল-দ্বষ্ট এক জলধর-শিশু
চপলার দ্বাতি উজল নয়ন
বর্ষে যেন ঝরি ভিজায় পাংশু।

(১০) জনপদ বাসী পুরুষ রমণী
ছুটিছে তরঙ্গ বা তুরঙ্গগতি
রঙ্গে বালগণ স্বভাবের মণি
যুবজনমন লিখনের প্রতি।
“যুধিষ্ঠির” নাম উঠিছে অধরে,
চকিতে সকল হটিছে তখন।
সশিশু যুবতী নিরাখিছে দূরে,
ফুটায় স্থাসি নিরসি শুঠন।

(১১) হৃদয়ে উহার আনন্দ অপার—
কৌমুদী প্রভাত-পূর্ণিমা গগন ;
উৎসাহ-সাহসপূর্ণ মাতোয়ারা
পাণ্ডব মহিমা কারিতে ঘোষণা ;
উপেক্ষিয়া যেন রাজক-নিচয়
চরণে তাড়িছে উপল রাজী
চৌদিকে ধ্বনিত “জয় জয় জয়,”
স্বপ্ন জিনি যেন-চলিছে রাজী !

(১২) নির্যাস-ম্যাটিক রেখায় শোভিত
অম্লমত গিরি সবুজ বরণ,
বিশাল শ্রাজ্জর চ্যুত পতিত—
হরিত ধবল নয়ন-রঞ্জন,
পিক মুগুরিত মৃদুল কানন
হৃদয়ানিকেতন হরষা নগর
অতিক্রম ধায় প্রাণুজিত মন
সে তুঙ্গ তুরঙ্গ জয়পত্রধর।

(১৩) মানব-নিচয় চারু প্রীতি ভগ্নে
পাণ্ডব নামের গৌরব মাহিমা—
গাহিছে উল্লাসে একান্ত-অন্তরে—
দিগন্ত প্রতীত বশঃ-ধবলিয়া ;
চারিদিকে উঠে আনন্দের রোল
মুখে মুখে যথা তরঙ্গে তরঙ্গে
ফেন রাশি মাথা স্থাসিসিধবল
জলধিগৌরব জলধিউৎসঙ্গে।

(১৪) “পাণ্ডব অগ্রজ রাজরাজেশ্বর
অতি দানশীল মথুরাতে ব্রতী
ধনরত্নদান দিবে মুক্তকর
অন্নাদি বিলাবে অকাতর মতি
থাব পাব মোরা আনন্দের দিন
নিকটে আগত ; নাচিছে অন্তর—”
আলিঙ্গিয়া পরস্পরে যত দৌন,
হাসিয়া বলিছে, প্রাক্ষণ ইতর।

(১৫) অমিয়া পূরিত স্নানীতল কায়া
ঢালিয়া ঢালিয়া মানবের অঙ্গে
মলয় অনিল শীতলিয়া ধায়
পথে পথে চারু হরষবিভঙ্গে—
অথবা যেমন বরষা সরিৎ
আল্লাবিয়া বহে প্রফুল্ল প্রবর
ভৈরবতি সে রঙ্গে তুরঙ্গ তুরিত
ঢালিছে মাতায়ে উৎসবে অন্তর।

- (১৬) দারুণ বিবাদ শুধু রাজকুলে
 ডুবিছে কেবল রাজ সিংহাসন
 কণেক খেলিয়া সে সোতের জুনে
 খসিয়া লুটিছে শিরের ভঙ্গণ।—
 কোন বা ভূপতি, রাজার নন্দন
 ধ'বেছে ঘোটক বীররাভিমানে,
 পড়িয়া চকিতে কপাল-লিখন
 অবনত অহী যেন মস্ত গুণে।
- (১৭) কোন বা ভূপতি উপেক্ষিয়া নাম
 দর্প গর্ভ ভরে বাধিছে ধামিয়া,
 লজ্জা মিময়ান হারিয়া সংগ্রাম
 কাঁঠনে সময়ে দিতেছে ছাড়িয়া।
 বশ্রতা পূরিও বাহু-পত্র-কবে
 ছিটায় ছিটায় অধীনতা-বারি,
 অগ্রগামী হয়, বাজগণ শিরে,
 পাণ্ডবের কোর্সি আঁকে সাবি সাবি।
- (১৮) তুরঙ্গ মুখব দিগ্ভ্রম-ধ্বজ,
 রাজপরিচয়ে অগ্রগামী দাঘ,—
 পবনের মুখে উড়ে যথা বতঃ,—
 ধূলয় পথিক নখন চাবায়
 পবন পশ্চাতে প্রহারে নির্ধাত
 তেমতি পশ্চাতে নরনারায়ণ
 স্বাধীনতা গর্বে করিছে নিপাত,
 হৃয়কৃতবন্ধে পশিয়া তখন।
- (১৯) জনৈক ভাবুক পবিত্র হৃদয়
 যুবনাগ-অশ্ব-প্রবল-উচ্ছ্বাস
 গঙ্গোদ্রি-প্রতিম হেরি অঙ্গময়
 হৃদয়ে বিবচি ভকতি বিদ্যাস
 ভাবিছে অন্তরে কৃষ্ণপদ হ'তে
 বহে ইতস্ততঃ তরঙ্গ মালিকা
 ভাগীরথী যেন পুন উদ্ধারিতে
 সুবিমল তোয়া কলুষমাশিকা।

- (২০) অনিমিষে তেরি বিহ্বল-অন্তরে,
 প্রশংসে উদ্দেশে সুবদনরাজে,—
 বিজয়ের কেতু পাণ্ডবের করে
 বিমান উড়িছে বিচিহ্নিত সাজে,
 অতি পুণ্যশালী তুমি ভাগ্যধর,
 অসীম অতুল তোমার প্রভাব
 কোত্তর মহিমা তোমার অপর
 নিঃশব্দে গাহিছে বিজয়-আরাব!
- (২১) রুণ্ডার্জুন তব সেবা-নিয়োজিত,—
 গাভীর হুলিড়ে চামর সম্মান
 অরাতি-মক্ষিকা করি বিতাড়িত,
 পুণ্যক্ষার ছত্র তরপত্র স্নান
 রিপুতাপে সুরক্ষিত উচ্চশিব
 বলের নিদান সতীর মঙ্গল।
 নির্ভয় অন্তরে চলিছ সুবীর,—
 হুচিহ্নে কভু ডবে কি অচল?
- (২২) নিবিড় জলদ নিরবি স্রবণ,—
 কঠে বিহ্বলিত নকুতা মাল,
 লজ্জাহত দূবে লুকাল স্বরূপ
 ঢাকি ইজ্ঞাপে—মুক্তা প্রবালু,
 নিরাপদ ভানু কিরণ-অধবে
 আনন্দে চুম্বিয়া শ্রামল কার
 পিবিছে ঘটনে শ্বেদস্থধাধাবে,—
 উজল নয়নে কত না চায়।
- (২৩) নিম্নিখে নীরদনিম্মুক্ত গগন
 অনন্ত প্রসারী সুনীল বপুঃ
 বিকাশি অগণ্য তারকানয়ন
 হাসিছে বিশদ বিগতবিপু।
 ফুলকুল মাঝে বেষতি কমল
 শগির সমাজে কৌন্তভ যথা
 নক্ষত্র বেষ্টিত সুধাংগু বিমল
 গাহিছে তোমার সুগুণগাথা।

(২৪) অমৃত পবন আলোক সাগরে
হবষ ছিলোলে ঢালিয়া অঙ্গ
ভাসিয়া ভাসিয়া উৎখল অস্তরে
খুলিছে কোন্ডের গৌরবরঙ্গ ।
অধাসিদ্ধ ইন্দু সেই হাসিময়
গণিত কাঞ্চন কৌমুদী-বাহ
পসারি আলিঙ্গি, আনন্দে তোমার
প্রেমের উচ্ছ্বাসে তুলিছে রা ।

(২৫) কোকিল ক'কলা কনে কনে বনে
গলিয়া গলিয়া ললিত ধাবে
শ্রবণ জুড়ারে পশিয়া পবাণে
অমিয়া সিকি তোষিছে তোমারে ।
বিবিধ কুশুম বিজনবিপিনে
মুটায়ৈ হাসি হাসি-মধুমুখে
অর্জিছে তোমার প্রেম আলাপনে
অঙ্কলি অর্পিয়া মনের সুখে ।

(২৬) কি আব বলিব তব সৌভাগ্যে ।—
ভৌর্যময়ী সরিত পুণ্যতোষা
বহু—বিপুল যাহাঙ্গা বাদে —
পবিত্র করিল তব চারু কায়া ।—
অভ্যর্থিতে যেন তোমা পথে পথে,
কৃষ্ণদূত, পূত, গাত্রে পরশে
পুরা'তে এবাব চির মনোরথে,
আগুসরি লয় সলিল-বাসে ।

(২৭) মানস সরস হেরিয়া তোমারে
উজল বিকচ কমল আঁখে
মিলন মানসে চক্রবাক-স্বরে
ভরজে নাচিয়া সন্তপ্ত ডাকে !
হিমাজি অচল অগ্নান বদনে
সহিছে শরীরে বুকের ক্ষত
সৌভাগ্য মানিয়া চরণলাঞ্ছনে
প্রেম অশ্রুধারা ঢালিছে শত !

(২৮) পবন-বাহিত নীবদের প্রায়
নাবাষণ-করে উড়টীন ভূমি
একান্ত বাসনা অ গিজি তোমায়
কলুষ মজ্জিত অধম আমি ।
কিবিটী-কাণ্ড ক সঞ্চালিত শর
নমিছে প্রোজ্জ্বল অনল সম
নৃপতি-নিচয় দর্প গর্বহর
ধরিতে উরসে সাধ সে মম ।

(২৯) চর্জিত, চুর্জার বীবচুড়ামণি,
পশুপতিভিত, বাণের বলে
যাব, কৃষ্ণবল অদ্বিত্য অগ্রী
দুঃখিছে বিজয় পতাকা তু'লে
অশ্বের বন্ধন করিয়া মোচন,—
ভাসু যথা ভাসি নিবিড় কুমা
পাঠায় স্বকীয় অগ্রগ কিরণ,—
উপাটি সমূলে বিপক্ষ আশা ।

(দ্বিতীয় সর্গ)

(১) ভদ্রাবতীখব হংসপক্ষ নরপতি—
ভকতি-কেতন, বৈষ্ণবের শিবোমণি,
অভিধি সংকারে সদা শুদ্ধমতি,
সত্যালোকে যাব মুখে জ্যোতির্ময়ী বাণী,
মানসসরসীসম বিরাজে জদয়,
প্রশান্ত বিনয় বাসি তরল নিষ্ঠুর
খেলিতেছে টলমল; বহিছে মলয়—
বৈরাগ্য-অনিল—গতি স্মৃদ সুরল ।

(২) জ্ঞানভক্তি, তেজঃ-কমা, সাহস-বীরতা
প্রেম-প্ৰীতি—মনোহর মরালমিথুন—
মানসে হরষে খেলে প্রণয়পূরিতা
প্রদক্ষিণ করি প্রেমে মলিন-প্রস্থন,—

শ্রীকৃষ্ণের হু-মোহন রূপ-নোলোৎপল ;
গ্রহগণ যথা ভাসি প্রশান্ত গুণে
পরিবেষ্টি চলে বেগে ভাসু সমুদ্রল ।
আনন্দ-উৎসবে মজি উপগ্রহ সনে ।

(৩) অস্তরে বৈবাগ্য নলে—শবীরে নৃপতি,—
শাসিতেছে প্রজাগণ, নীতি পরায়ণ,
মুকুতা ধরিছে যথা উদরে শুকতি,—
মুকুতা বমনী করি কবিছে শোভন,
ভিক্ষকন করে শুকতি মলকনন্দিত,
ভকতি সূতায় গাথা বৈবাগ্য রতন—
গোবিন্দের মণি বন্ধ ইন্দুবিদ্যুত
বিমল সূর্যমা ধবে পাইয়া বন্ধন ।

(৪) দিনেশ করিয়া কেন্দ্র যেমতি ধরণী
নিয়ত পরিদি পথে করিয়া ভ্রমণ
স্নেহের মাধুরী মুখে দিয়া সঙ্গীবনী
বাৎসল্যে ধরিয়া অঙ্কে পালে জীবগণ,
তেমতি ভূপাশ্রয়ঃ মাধুর্য্যপ্রবণ
সমগতিভরে করে সদা প্রদর্শন—
দ্বিসংসার জ্যোতির্ময় গোবিন্দ চরণ,
প্রজাব পালনে তবু কভু নয় ক্ষণ ।

(৫) গলিত কাঞ্চনকায়ে বহিছে হিলোল—
বার্দ্ধক্য প্রবলবাত্তে, পঞ্চ বাতায়ন—
ইঞ্জিয়নিচয়—কলেবরে অচঞ্চল,—
নিমোলিতপ্রায় ; —সংসার-সুমধু-গাণ
বিলাস-আলোকা-জ্যোতি, অক্ষয় পশিতে,
অস্তর সুন্দর দীপ শান্তির নিদান
জ্বলিছে উজ্জ্বলতর নিবৃত্তি সাধিতে ।

(৬) তরুশিরঃ শোভী যত পক্ষ পত্রাবলী
প্রভঞ্নে ককটিকা-পরশনে ঝরে
তেমতি বার্দ্ধক্যবাত্তে তাড়াইল ঠেলি
রাগদেব ক্রোধ আদি যত অনাদরে ;

বদন-গান্ধীর্বো ভাসে অধব-সুহাসি,
বহেনা উপর দিয়া বিকারের ঝড়,
নয়ন-নলিন স্থির দেহুরসবাণি
ছড়ায় চৌদিকে দৃষ্টিধারে দরদর ।

(৭) রসনাটি অফুরন্ত রসের ভাণ্ডার- ;
দীনে দান করিবারে কর নিয়োজিত ;
সম্ভতিরঞ্জে বেন রাম অবতার ;
ভর্তৃক-প্রবেশ পথে দ্বাব অর্গলিত,
এলীর আলোকসম সুবিচাব-জ্যোতিঃ
সবাবি অঙ্কেতে পড়ে কাল কি ধবল ;
কৌটিল্য স্তম্ভনায় পাতি না ধরে অরাতি ;
সারলা শিশির-সিক্ত চিত্ত ফুলদল !

(৮) কলকল বন্দীধ্বনি বাজাইয়া হরি,
সোনার মুকুট শিরে আভায় মুগ্ধিত,
উজালি ককুত পূর্ব চক্রবর্তে চড়ি
অভিসাবে অন্ননিদ্রা লোচন লোহিত ।
ধরণী-নিকুঞ্জে আসি দিল দরশন
গোপাল পাচনো করে মাঠ পানে চলে,
পিঙ্গল ধবল কাল বিনিব বরণ
ধেনু, ধেনু-বৎস লয়ে দলে দলে দলে ।

(৯) সোণাল-গগন দীপ্ত-সাগবের নীরে
সাঁতাবি সাঁতাবি স্নেহে ঢালিছে ললিত
মিশায়ে অনন্তগায় আনন্দের ভবে
গায়ক বিহঙ্গরাজী মধুর সঙ্গীত ।
ফুলতরুগুল নাচি বাতাসের কোশে
সাশ্র সমুজ্জ্বল ফুল ফুটায় নয়ন
ভাসু গম্যগম শোভা আনন্দে নেহালে
বালভোগস্থালী পানে বধা বালগণ ।

(১০) শ্রামশপ্তবধুরাজী—করে উপহার—
নয়ননীরেরবিন্দু—মুকুতা উজল,
শোধিতে জীবন তরে জনমের ধার,
দাঁড়ায় রয়েছে লক্ষি ভাঙ্গুপদতল ;

কাঁদিয়ে মরমে পুড়ি উরননয়ন,
কহিছে রবির প্রতি—ধরছে জীবন,
অস্ত্রিমের উপহার নয়নজীবন,
দেহগ্রাসে মাঝে প্রাণ, বাকী অলক্ষণ।

(১১) করে ক'রে হৃকরক, প্রস্থনের ডালা,
সেত কেশ বুদ্ধবেশ মুকুট প্রেমে
উল্লাসে তরল কাস্তি নেত্র রক্ত-বলা
ভিক্ষুপ্রায় শূন্যপদে ইতস্ততঃ দ্রমে।
কুম্বরতনশালী ধনীরা হুয়ারে
মাগিছে রতনভিক্ষা দরশ-রঞ্জন
পদতলে দলি চক্রে শোভনশিশিরে
তুচ্ছ যেন কোটি মুক্তা কুম্বকারণ।

(১২) নমি দিবাকরে করি প্রভাতী সিনান,
পশিলেন নরপতি দেব-আয়তনে ;
ছটমনে ইষ্ট পুজি যেমতি বিধান ;
মভাগুহে সমাসীন রাজসিংহাসনে।
সে সজামণ্ডপ যেন পূর্ণিমা-আকাশ
তাপিত পরাণে হেরি অমৃত উথলে,
শান্তি সুখ, সুশীতল রেহ সুখাশাস,
ওষধি প্রজারগণে সুগৈখর্যা ফলে।

(১৩) ভানুকুলচূড়া ভাগুগীপ্তধর
ভগীরথ বধা বণ্টা নিকনি
প্রকাশিল হাশ-উল্লাস-অস্তর-
মঙ্গলগঙ্গার স্তভাগমণী।
অথবা যেমতি কল কল রবি
প্রভাতী সজোতে সন্তাষিয়া তপে—
“জাগ জাগ সবে, আইলারে রবি”—
গায়ক বিহঙ্গ হরবিত মনে।

(১৪) নিবেদি ওপদে রাজপদেধর,
পাণ্ডব-যজ্ঞের অতুল হয়,
নাগের গর্জনে পশিল নগরে
যাদব অর্জুন পশ্চাতে রয়।

রণ-হয় বধা আগে আগে ধায়,
রথী ও সারথি থাকয়ে পিছে।
সারথি মাধব পাণ্ডবের দায়,
সাথে মৈত্রেয় অগণ্য আছে।

(১৫) শুনিয়া সে শুভবাণী পদগদ ভাসে
কহিলা নরেশ দূতে “শুন, প্রিয়সুদ !
তোমার বদন চাকু অমৃতকলসে
আনিলে অমৃতরাশি পরম সুখদ
ক্ষীরোদ-পয়োদি থেকে যথা ধনন্তরি
উদিত অমৃত-রাজী দেবের প্রসাদে,
তাদের প্রসাদে এ সৌভাগ্য মরি।
মোর ভাগ্যে আজি, কিবা সুখ সুসংবাদে !”

(১৬) কহিয়া নৃপতি মুখে দাঁড়া'লা তখন,
গান্ধীর্ঘো-সাগর যিনি বাহু আফালিয়া
তরঙ্গের আয় তুলিয়া নিনাদ বন
ভগিলা আবার দূতে আকিনা চাহিয়া,—
আজ্ঞা মোর দ্রুতগতি বাদগে সে ঘোড়ী,
রক্ষ পূরবাসী অথ বলী রণবেশে,
না তাজিবে লক্ষরত্ন বাবৎ না মতা
পাণ্ডব সখার দেখা ঘেঁষে কি উদ্দেশে।

(১৭) আজ্ঞা পেয়ে রাজদূত সবারি যা মনঃপূত
দিশি দিশি ঘোষিল ফুকরি।
“রণসজ্জা কর সবে জিনি পাণ্ডবে আহবে
রাথ তুরঙ্গে না দাও ছাড়ি ॥”
সৌরকর বধা ছায় একত্র সকল গায়
নগরেতে হাইল খোষণা।—
“নৃপতি আদেশ ধর রণসজ্জা শয্যা কর
অস্ত্র কাজ ভূপতির মানা ॥
মুখে খাও পান চূর্ণ পৃষ্ঠে ধর বাণ ভূণ
বিষাধরে ফুটাইয়া হাসি।
কসিয়া পর পিকুন কটিদেশে সারসন
ফলক বঁধহ আঁটি শলী ॥

বায় করে কর ধরু কবচে আচ্ছাদ তপু

শিরোদেশে ধব শিরহাণ
লাঠি কাঠা শেলশূল ভিন্দিপাল হুবিপুল

সাজ, করে খডগ খরশাণ ॥

সাজ বত সেনাদল সেনাপতি মহাবিল

পাণ্ডবে ধরিতে রাজপণ ।

বিলম্বে সে বিড়ম্বনা নাগরিক কিবা সেনা

সাজ রণমদে মত্তমন ॥

(১৬)

সাজিল সমররঙ্গে কুমাব সুবধ ।

সাবধি সাঙায়ে আনে অগ্নিময় রথ ॥

সাজিল সমররঙ্গে বত সেনাপতি ।

যমের কিঙ্কর যেন ভীষণ মুরতি ॥

সাজিল সমররঙ্গে অগণিত বল ।

কুপাণ ফেনিল যেন তরঙ্গপ্রবল ॥

সাজিল সমররঙ্গে তেজস্বর সাদী ।

বায়ুগতি অন্তর্গতে ঘোরনাদে নাদি ॥

সাজিল সমররঙ্গে নিবাদীর গ্রাম ।

সাক্ষুশ গজেব স্বক্কে ধবল স্তম্ভায় ॥

সাজিল সমররঙ্গে বৃক্ষ অগণন ।

যাববার অল বাকী কি ভয় এখন ?

সাজিল সমররঙ্গে বত যুবজন ।

বিলাসে নিবাস করি ক্রেশে আশিসন ॥

সাজিল বালক বত ক্রীড়া কুতূহল ।—

“দিব না দিব না মিতে তুরঙ্গটা ম’লে ॥

শয়ন ভোজন সম রণের কোশল ।

অবিদিত নয় কাবো—সংগ্রামে অটল ॥

লজ বটী তুরী ভেরী বাজিল ভীষণ ।

উড়িল পতাকা লক্ষ শূণ্ডে নাগগণ ॥

সৈন্তের পশ্চাতে থাকি সাজে প্রজাগণ ।

* শান্তি ফলকতলে আছাড়ি যেমন ॥

নারীগণ খাড়া শুধু গবাক হুয়ারে ।

অতি বৃদ্ধ অতি শিশু ধরে কিবা ক্রোড়ে ॥

(১৭)

বোষণা-কাটিকাধাতে উৎকলিত হ’রা ।

অগণ্য তরঙ্গে সিঁদু উঠিল নাচিয়া ॥

“মার মার, ধর ধর” তুমুল ওকার ।

নৃপতি কঠোর আজ্ঞা কবিলা প্রচার ॥

বিলম্ব না কর বাক্য নাগরিক জন ।

পুরুষ যে জন বাও পণ করি রণ ॥

বিলম্ব দণ্ডিত হবে তপ্ততৈলে ডুবি ।

বিলম্ব আকিষে লোকে অন্তরের ছবি ॥

(২০)

ঘোষণার জিহ্বা লেহি লোল ঘন

বিমানে পরাণে ভয়ের ঢেউ

আত্মা মরণ গেহেও ভেমন

নিশ্চিত মরণ চাহে কি কেউ ?

(২১)

কেহবা উৎসাহ অগ্নিনি-পরশে

ছুটিয়া ভরিতে বহুপের প্রায়,

রণরঙ্গরসস্রোতের উদবে—

মূর্ত্তে আনন্দে ঢালিয়া কার ।

(২২)

পদ্মীর সিন্দূর-বিন্দু না গণি

শোণিত লাগিয়া কেহ বা ধার ।

জননী অঙ্ক ভাবিয়া কঠিন

রণরঙ্গকোলে ঝালিতে বার ॥

(২৩)

কার্য্যক সহ জ্যার পরিণয় ।

শরবাজী যেন হাসির ছটা ।

কিবা সে প্রণয়, কিবা সে সজীত ।

যুগল মিলনে আনন্দ ঘট ।

(তৃতীয় সর্গ)

(১)

প্রসন্ন সলিলা সরসী-নীরে

চাক নীলেংগল কি শোভা ধবে ।

হিরক ফলক মাঝে নীলকান্তমণি রাখে !

ভেমতি সুধবা ডকতিভূষণ

ধরিয়া হৃদয়ে মদনমোহন

নয়ন যুগল জ্যোতিঃ শত্ৰু দিবাকর শ্রুতি
 ঘনিলে মিলায়ে উরধগতি
 ভাবিছে ভবভাব্য ভূতপতি ।

মঙ্গল আলয়ে হৃদয়ে ধরি
 কক্ষয় জগৎ নয়নে হেঁচি

বাবোচিত রক্তবশে ভ সমান প্রেমরসে
 ডুবিতে প্রয়াসী ছুটিল ত্বনিত—
 আচম্বিতে ভাগ্যে ঘটে বিপরীত ।
 বংশধনি-বিমোহিত মুগ বনে প্রধাবিত
 স্বর্ণলতাপাশে নিবদ্ধ-বিবাগ,
 প্রণয়ে ভাবিল ভক্তের মান ।

(৩) প্রভাবতী অঙ্গে চপলা-প্রভা
 তরঙ্গে খেলিছে খুলিছে শৌভা ।
 রূপপায়ী বনন হেরি বাধিল তখন
 না হেরি পথ ছিন্ন ঘর গতি
 কুলিশে কাতর প্রভাবতী-পতি
 দীক্ষা হারিল মাথে বাকি বিদূর্ণিত তাত্ত্ব
 হু করে ধরিয়া পতিব বরে
 বিনয়ে ক্রান্তবে কহিছে বাবে ।

(৪) সুধীর জ্ঞান শশাঙ্কে চকোব
 ভক্তিকোমলী বিধোত বিভোব—
 এহেন জীবনপতি প্রেমমুখারসে বতি
 ভাগ্য দোষে আজ্ঞা প্রাপ্তির আধানে
 সংসারে অধম—ভাগ্যে কাতারে ।
 রূপপরিণাম নাথ নিবসে অদৃষ্ট সাধ
 পত্নী পারণাম উচিত হেরা ।
 পুণ্যম-নরকে তুমিও ঘেবা ।

(৫) বচন চাতুর্য্য বুঝিয়া বীর
 কহিছে লাগিলা অবনতশিব,—
 'এই কি সম্ভবে প্রিয়ে? হুরু হুরু কাঁপে হিয়ে,
 হৃদয় কমলে কালিমা-ময়
 প্রেম-আলাপনে করিছে গুঞ্জর

সে চারু প্রেমিকবরে ইতব প্রণয় তরে
 খেদায়ে বসাব নিদারুণ কীটে
 দলে দলে দলে নাশিবে কেটে

(৬) অমৃত গ্রহিয়া বদনে কেবা
 "খু" ফেলি করে বিবেকসেবা ?
 বদ্ধ-অটালক-ছাদে আবোহিয়াঙ্কবা সাধে
 লক্ষদিয়া পড়ে কুপে অমুদার ?
 দিব্যালোক তেজি প্রবেশে আধার ?
 ছাড়ি কুম্ম উত্তানে কি মুগ কঁকর বনে ?
 পুরোছ অন্তর পবনধনে,
 অত ধনে সাধ নাহিক মনে

(৭) স্রুদিবা আশোক অশেহে চন্দে,
 কেমনে নিভাব নিজেই সেধে ?
 প্রেমমণি-আবরণে বেখেছি যা সঙ্কটনে
 ভাঙ্গিলে সে মণি সংসার-নিখাসে
 নিভবে সে আশো করম দোষে ।
 যে পাখী আকাশে উড়ে ধরিতে কে বন্ধ কবে ?
 মনচকোব চন্দ্র পানে ধায়
 কি ফল টানিয়া এ দেহ কুলায় ?

(৮) হেরিব নয়নে সে বাঙ্গাপদ
 জীবের বারিষিত নিত্যসম্পদ ।
 যোণী যোগে অসন্তোষী, সে ধনের অমুরাগী
 এচিত উজর ভকতিবস্ত্রিত
 বিরাগ জাগায়ে ক'র না বিকৃত ।
 এ নয় উচিত প্রিয়ে, বাধা দিতে এ সময়ে,
 ফিরে যাও স্বর মিনতি মোর,
 নতুবা পড়িব বিপদে ঘোর ।

(৯) রাজাজ্ঞা প্রচার অবশ্য মীত্র,
 না মানিলে সেই বিদ্রোহী গণ্য ।
 ভাতে পুন পিত্রাদেশ, দুর্গতির নাহি শেষ
 অবহেলি যেই সংসারে বিচরে
 পরকাল তার নরক বিঘোরে ।

দগ্ধ হব তন্তু তৈলে পরন্তু নরকালনে;
সামান্য সে পাপ উপেক্ষি নক্স,
কি দশা হটিবে উপেক্ষি হরে।

(১০০) বাজার ক্রমাৎ রাজাঞ্জালজন,
জীবো-রাজা যেই প্রভার পালন।
ভাবন্য তা নব প্রিয়ে, ভাবিতেই ফাটে চিরে।
সুখদার হাতে পিতৃ-অপমান।
হউক ধবনী শত শত খান।

কুইনা ও কণা মুখে চলি যাও গৃহে স্নেহে
তোষিতে লুই পঙ্কির মন,
তাজিব রাজ-পিতৃ-রক্ষণ ধন।

(১০১) তুনিয়া নাথের দাকগবাণী,
কল্পিতা ধরিয়া যুগল পানি,
সপদ্য হুগালে জড়ি যেন ফণিগুণে ধরি
কহিতে লাগিলা মলিনমুখী
অন্তবে অন্তবে দাকগ হুগী,
সুনীল নয়ন পরি রাবে অশ্রুহিন্দু ধীরি
কপোলে গেলিছে রক্তিম আভা,
যথা পঙ্কিনা সায়ন্তনী-শোভা।

(১০২) পতি রমনীক, নাথ, জীবনের ভেলা,
সম্পদে বিপদে পতি আশ্রয় সহায়,
পাদপ কভু না ত্যজে আশ্রিতা লতায়,
নিষত নীরদ-অঙ্কে খেলয়ে চপলা।

(১০৩) রাজীব রাজিত স্বচ্ছ সরসী-উরসে
চক্রবাক চক্রবাকী খেলায় সতত,
বিজরাজ-প্রণয়িনী উজলি বিরত
বিজবাক্তমুখহাসি-তরঙ্গে নিবসে।

(১০৪) সত্য-চিন্তা বিনোদন পতির কর্তব্য,
কুমুদিনী কমলিনী মৃগাক ভাস্কর
তুঘিবারে সদাগতি বিতরিছে কর;
পঙ্কীর বাসমা-বাণী পতির শ্রোতব্য।

(১০৫) সঙ্গে বাব রণরঙ্গে এ নয় বাসনা,
রবি গেলে অস্তাচলে অনন্তগামিনী
ম্রিয়মাণা রহে সুরে মরমে পঙ্কিনী
ভয়ালোকে মুখ তুলি দিমেশ কিসুনা।

(১০৬) তেজতি তুমতি, প্রিয় হউক তোমার
দেবের দৃষ্টান্ত দেখিতেও হই আশ্রয়,
স্বকরে কে পাতে বল অনর্থ-আনার ?
প্রেরসীর সন্তোষে মঙ্গল অপার।

(১০৭) ধরণী বিখ্যাত বহু বীরচুডামণি
সম্বোধিয়া নির্জপত্নী রণযাত্রা-কালে,
মধুর সন্তোষে ভোবে টিপিয়া কপোলে,
অধাত তোমার যত বীরক কাহিনী।

(১০৮) তুমি কেন সঙ্গোপনে কর পলায়ন ?
ফির দ্বির, ছিঁচ, নাথ। হইল বোধিনী
পড়িবে পাতকে আজি তেজিলে ভামিনী,
বাইবে আহবে, তার করিনা বধিণ।

(১০৯) সেবিব স্বারে ক আশা অই শ্রীচরণ,
এ দাসীক গতি যাহা একান্ত বাঞ্ছিত;
কেমনে নৈরাশ দিয়া কবিবে বঞ্চিত ?
দাম্পত্য ধরম আসি করহ পালন।

(১১০) চাক্রপ্রিয়া মুখে গুনি সারগর্ভ-ভাষা,
মকরন্দ ধারা যেন কমলিনী মুখে,
চকোরিণী যথা পিয়ে সুধাবাণি মুখে,
তথা পিয়ে মুখমুখা মুখদার আশ্রয়।

(১১১) স্ববাস্তব মাথা ভাব যুক্তির বাহন,
নয়ন ভঙ্গিমা, আর বদনমাণিক্য,
লাবণ্যতবলদ্যুতি অন্তরের দৈর্ঘ্য,
চৈত্রেব চাকল্য পঞ্চ সাবিশ তখন।

(১১২) স্থির-গীর সর্বোবরে পড়িলে প্রস্তর,
স্বনবটা মুখে যদি ছুটে প্রভঞ্জন,

যেমতি চাকলা ঘটে, ঘোর আলোড়ন
তেমতি সে ভক্তবীর সন্ধিগ্ন-অতুণ।

(১৩) ভাবিয়া আকুল কূল না হেরে নয়নে,
নিদাকণ সন্দেহের গভীর আঁধারে—
একদিকে আলোভ্রম, এক অন্ধ ধারে,
অনুসরণীয় কেবা বিচিন্তিত মনে,—

(২৪) পিতৃদেব নরপতি, অলঙ্ঘ্য আদেশ!
জীবলক্ষ সাররত্ন, অগত-আশ্রয়,
কর্তব্যের সার বাহা, সুখেব আলম,
পরিহরি, ধরি হৃদে পদ্মীর নিদেশ।

(২৫) সংসারের সারমন্ড,—কর্তব্য বিশেষ,
অপালনে প্রত্যাবার, উপেক্ষি কেমনে?
বিষম সজট ঘোর, না পাই বিশেষ—
ভালমন্দ বুঝা ভার কৃষ্ণ-ইচ্ছাবিনে।

(২৬) কেমন করিয়া প্রিয়ে, উপেক্ষি তোমাধ ?
হৃদয়ের শত ভাব মিশি এক শ্রোতে
উচ্ছাল, উলটি গতি, ধায় তব ভিতে,
দিবা, চাক্ষু প্রেমোচ্ছ্বাস সংসারে উজায়।

(২৭) মায়ায় স্মৃতি ধরি চক্রের আদেশে,
উপনীত হেথা বুকি বাধিতে সংসাবে
বুঝিছ তাঁহারি লীলা সর্বত্র বিচরে।
অই যে নয়ন করে কুহকের বেশে।

(২৮) ও নয় নয়নবারি দস্তোলের ধাব,
অই যে কাম্পিতা নাসা কটকের সার,
অধর-নোলমা অই বিবাদ-আঁধার,
অই যে তুলিত বেণী দংশে বার বার।

(২৯) যে অধর-উষা হেরি সানন্দ অন্তরে
গাহিত ললিত গীত হৃদয়বিহঙ্গ,
সে অধরে বিরিঝাছে নিশিথিনী-অঙ্গ
সে পাণীর আঁধার-নীর জ্বলিতবে করে।

(৩০) যে নয়ন-নীলাকাশে তারা বিরাজিত,
খেলিত শীতল জ্যোতি চিত্তবিনোদন,
সে নয়নে ধোঁয়াছে নীরদাবরণ,
দরদব ধারে অই ধারি বিগলিত।

(৩১) তত্ত্ব কলধৌত কান্তি ছিলিখে ললাট,
বিবাদদহনফলে বিভূতি লেশিত,
হৃন্দরসিস্মুরঝিলু হুগোল শোভিত,
দলিত হৃদ্যধ ধরে বহিঃশিখানাট।

(৩২) যে নিবিড় কেশদামে রাজিত সীমন্ত
আঁধার গগনে যথা শোভে ছায়াপথ,
উজলিত পুষ্পরাজী-তারকা ফুটন্ত;
তুধুই হিমিরে মগ্ন সে শোভা সম্পদ।

(৩৩) নীলাশ্ববী-শাড়া মাঝে কলিত বদন্ত,
নীলনীর সরোবরে যেমতি সরোজ;
পরিধান এবে হোব মলিন বসন,
পঙ্ক-নিপতিত যেন সে মুখপঙ্কজ।

(৩৪) যে চাক স্ককণ্ঠ ছিল কোকিল নিবাস
বসাল লতিকা অঙ্গে কুজিত মধুর,
বিষাদের বাতে এবে খন খন খাস,
সে কণ্ঠে ফুটে না অব বেদনা-বিধুব।

(৩৫) আর কেন নলমুখি মানমুখী দেখি ?
চল চল বাই মোরা বিলাস-কেতন।
নিরবিতে নারে আঁধি অই রক্ত আঁধি
বিলম্বের আলম্বন বিফল এখন।

(৩৬) শ্রীমন্মথ কুঞ্জবনে হৃন্দর দম্পতি
পশি সমাধিলা স্তম্বে রতি-পতি-বাগ।
হায়রে কলক বসে চাঁদ-বসন্ত পতি—
সুখবা সে সুখাকরে কালিয়ার দাগ।

(চতুর্থ সর্গ)

- (১) শুক্তি ফেটে মুক্তা বধা তিমির ফাটিল তথা
পূর্বভাগে নবতনু দিল দরশন ।
ভবিষ্যেব ছবিখানি করিয়া বটন ॥
- (২) স্মৃৎসাব আচরণে তামসী লঙ্ঘিত যেন
রক্তজিহ্বাখানি যেন লংশিল দশনে ।
রক্তলোভে লেহে কিংবা সমরপ্রাপ্তনে ॥
- (৩) বর্ণবোল, রণরোল উধলিল গণ্ডগোল
ভেরী শব্দ ঢাক, ঢোল উঠিল গরজি ।
ডাকিনী, যোগিনী যেন হুঙ্কারিছে সাজি ॥
- (৪) উড়িছে গগনে পাখী রক্তলুক দুটা আঁখি
পাখশাটে প্রকম্পিত সমীব-নীরধি
গগনেব গর্ভে ফোটে শব্দ নিরবধি ॥
- (৫) লক্ষ লক্ষ গুনি ধ্বনি কম্পিত পবাণি গুনি
পারি দিয়া লাগে ধ্বনি বিমানের পারে ।
প্রতিধ্বনি ব্যপদেশে পার ভাঙ্গি পড়ে ॥
- (৬) রবিব হুর্ভাগ্য আভি নয়ন-কিরণবাজী
খুলিয়া হেরিতে হলো দৃশ্য অকরাল ।
মাখিতে হইল অন্ধে কলঙ্ক ভরাল ॥
- (৭) পতির কলঙ্ক ভয়ে জলে জড়সড় হয়ে
কাঁপিছে নলিনী সতী না মেলে অধর ।
“শুণ্, শুণ্” দূরে থাকি কাঁদিছে ভ্রমর ॥
- (৮) মনোহব স্থলনল নানাবিধ ফুলদল
হিমবিন্দুহলে যেন করিছে রোদন ।
সবারি অন্তরে বহে নীরব বেদন ॥
- (৯) বিভীষিকা চারিদিকে পরাণে পরাণে হাকে
বিষাঘের একস্তরে ডুবিল সকল ।
ভবিষ্যৎ-লিপি পড়ি প্রকৃতি বিকল ॥

- (১০) শশব্যস্তে শশধর সপত্রীক স্মৃৎসাব
পশিরা বিশ্রাম নিল স্নানীল মন্দিরে ।
ভাগ্যবতী কুমুদিনী স্নানিত্রিতা ধীরে ॥
- (১১) কোকিল রসাল কোলে লুকায়ে পল্লবদলে
“উহ উহ” স্বরে মুহূঃ করিছে রোদন ।
প্রেমিকের হৃৎথে ভাসে প্রেমিক বেজন ॥
- (১২) জাগরণ রাগ রক্ত লোনে ব্যগ্রতা ব্যক্ত
শূন্তপদে রাজপথে দাঁড়ায়ে নৃপতি ।
বাম অংসে উত্তরীয় করিছে বসতি ॥
- (১৩) কটিতে পটুবস্ত্র, করে মালা, নাহি অস্ত্র,
শ্বেতদীর্ঘ ঋতুসাজি চুমিছে বসন ।
আবরিত উপবীত মালিকাভূষণ ॥
- (১৪) ধবল জলদ মাঝে যেমতি শশাঙ্ক রাজে
তেমতি ললাটে কোটা গোপিকা-মুগ্ধ ।
চারিধারে ধবলিত কেশঋতুচয় ॥
- (১৫) সন্ধ্যা-শুণময়ী প্রভা খুলিছে নয়ন শোভা
বিধা সৌদামিনী খেলিছে সে মেঘে ।
বিস্ফারিত কপোলযুগল অহুবাগে ॥
- (১৬) নাসায় তিলক বহে শৃঙ্গিশৃঙ্গে গঙ্গাবহে
করণে কুণ্ডল হলে চাক্রমণিময় ।
ময়ূর ময়ূরী উড়ি মেঘ পরশয় ॥
- (১৭) হরিনাম মুদ্রাঙ্কিত পদচিহ্ন বিশোভিত
স্বপ্নঃ সুবাহুগুণ দীর্ঘ অন্তরায় ।
হবির সোপান যেন উঠিতে শ্রীধাম ॥
- (১৮) মনো-ভুজ মধু আশে কৃষ্ণ পাদপদ্মপাশে
ছুটিয়া ক’রেছে গতি ভকতি-মাতাল ।
কৃষ্ণকায় শিকহীন যেমতি রসাল ॥

(১৯) ধূপ উঠিলে কাশে পুছে সম পথ ভাসে
তৈমতি মনের পাঁছে রয়েছে অক্লিত ।
নয়নের দৃষ্টিরগা অতি উজ্জলিত ॥

(২০) নিকম্প নৃপতিবৎ যেন বিজ্ঞাপরাধর
চন্দনের গন্ধে, আভা, মোদিত চোখার ।
হেন কালে উপনীত পাশে পুরোধার ॥

(২১) অঙ্গে শোভে নামাবলা চিহ্নে নামমধুকৈলি
পলস্তিত শিখা তুলে শিরে স্পোভন ।
মদ্রবস্ত্র পুষ্পশোভা ধরে সে ব্রাহ্মণ ॥

(২২) 'আশীষি' ব্রাহ্মণ 'জয়' প্রণত রাজারে কয়,—
“এ সময় সুসময় হইল উদয় ।
কিঞ্চিৎ বিলম্ব করা সমুচিত নয় ॥”

(২৩) পঙ্কু অক্ষ বত পুবে তারাও উল্লাসভরে
বধাশক্তি অনুরাগে ক'রেছে গমন ।
পুরীতে বসতি করে অধু নাগীগণ ॥

(২৪) “তারাও সৌধের শিরে সর্ষ কৌতুহল ভরে
বলনীল কোলে যেন তারাদল ।
স্থিরনেত্রে সোভাগাত্রে হেরে রণস্থল ॥”

(২৫) “নাহি করে গৃহপণা শুধু করে আনাগোনা
যেন বা বাস্তার কিছু লাভিবে সত্তর ।
পুছে বৈদবিন্দু ভালে, পুছে পরস্পর ॥”—

(২৬) চন্দ্রমুখে বঁরে হাসি স্রবা থসে রাশি রাশি
পতি পুত্র লাগি চিতে নাহি তয়লেশ ।
অরাতি পক্ষের প্রতি নাহি পুষে ঘেষ ॥”

(২৭) “সমরবাজনাধ্বনি কুক্ষি সন্তান তুনি
নাচিয়া নাচিয়া উঠে সমর-উল্লাসে ।
অহীকুল বিলে তুলে শির বাস্তরসে ॥”

(২৮) “ভেরীজুরীবাস্তরের পিয়ার তরঙ্গ'পরে
ললিত হস্ত বিহঙ্গম উড়িছে আকাশে ।
তুনিদল ছুটি ধায় বীরদলপাশে ॥”

(২৯) ‘কুমারদরশন আশে সমর উল্লাস-রসে
কেহ নাহি ধরে, আর কেহ নাহি ধারে ।
তৃতীয়তঃ রাজাদেশ কাঁপে ধরধরে ॥”

(৩০) “তর্ঘ্যাক যোনিজ বত তারা যেন রণরত
কিবা কব পুরবাদী নাগরিক কথ্য—
কিঙ্কতবু নরেশ্বর মনে বড় ব্যথা !”

(৩১) “কলিত অমৃত তবে মধিবারে রত্নাকরে
এতদূর বহু ক'রে, হায় ! ভাগ্যদোষে—
উঠিল দারুণ বিষ বৃষ্টি অবশেষে ॥”

(৩২) “অজ্ঞাত কারণ তার অনুমানে হুংখতার
পিপ্লের পত্র সম কাঁপে পক্ষ প্রাণি ।
অরি নিদারুণ নরেশ-আদেশ বাণী ॥”

(৩৩) “তুনিলাম দূতমুখে প্রমাণিত লোক মুখে
বীরশিরোমণি ভক্ত হৃদয়া কুমার ।
এখনো ধিবলিঙ্গ পুরীর মাঝার ॥”

(৩৪) আকাশ ডাকিয়া যায় সহস্র অশনি ধায়
অগণিত গিরি পড়ে নরমণি মুণ্ডে ।
নিকলিল যেই বাক্য পুরোধার তুণ্ডে ॥

(৩৫) বজ্রপাতে বজ্রানল নিদারুণ কোপানল
দক্ষক জলিলেক চতুর্দিক-অঙ্গে ।
জ্ঞানের পরম শত্রু মোহমুগ-সঙ্গে ॥

(৩৬) চন্দনাক্ত বিজয়গিরি দাবানলে বীর পুড়ি
অথবা আয়েগিরি কুটিল চকিতে ।
নেত্রনাসাপুটে অগ্নি ছুটে আগুটিতে ॥

(৩৭) নীরব নিরীরাকাশ ভরা তারাপলীভাস
অনিন্দনির্গাস নিয়ে শান্তিস্থে ভাসে।
সচল কাঁপন ডাচিতে গ্রাসে ॥

(৩৮) তেমতি সে নরপতি তুনিয়া সে ব্যাগতি
উগ্রমুষ্টি বিবাদিত মলিনবদন।
চারদৃষ্টি সৌম্যভাব বিলুপ্ত এখন ॥

(৩৯) গভীর ঘননির্বাসে প্রাক্ষণে সম্মোহিত ভাসে
হংসধ্বজ নৃপবর সাধু ধর্মধ্বজ।
ভক্তকুলচূড়া যার সুধা আস্রজ ॥—

(৪০) “কি করিলে দেব আজি নিদাকণ বাণী
তানিলে বিষম বজ্র বৃদ্ধের উপরে—
অকস্মাৎ ভঙ্গসং আশাতকুখানি
সমূল সপুষ্প হায়, গেল সে যে পু’ড়ে!”

(৪১) এ বড় বিষয় দেব! যানি সে অন্তরে!—
অসম্ভব নয় বটে, ভাগ্যদোষে বটে!—
বালব্রজ, নাগরিক উৎসাহের ভরে,
কৃষ্ণার্জুন আগমন বাস্তা বেই বটে!”

(৪২) “ভক্তিদোহিত বীরবীর উচ্ছ্বাসতরঙ্গে
ছুটিয়া ধাবিত দ্রুত শুভরণরঙ্গে,
বংশীরববিমোহিত যেমতি কুরঙ্গে
কিন্মা নদী ধায় যথা নীলধির অঙ্গে!”

(৪৩) “আর কিন্মা বৈষ্ণবের চূড়ামণি গুণী
ভারত প্রসিদ্ধ সাধু ধর্মপবায়ণ
সুধা সে মম পুত্র কল্পকুলমণী
সর্গশাস্ত্র পারদম নৃপতিনন্দন”

(৪৪) “যায়ার মধুর স্তনে অতি সুকুমার
বাঁহ-পাশ-বদ্ধ হয়ে মোহে অচেতন,
মা-আমি সে স্তনধুগ মিবের আধার
আপামির গর্বে বসে প্রসবকণ্ঠে নন্দন”

(৪৫) “কৈলাসনিবাসী হর ভবানীর পতি
শূন্য পরম প্রেমবার্তা নাহি জানে,—
ভাবিয়া অন্তর মম সবিস্ময় অতি,
বন্দরকোনাগ তারে ভাল চিনে গণে।”

(৪৬) “যে কোত্তর মণি বটে মণিশিরোমণি
যাদ: পতি নন্দিনীর পতি চাকুরপ
কষ্টহারে তারে যদি না ধরেন গণি,
ইন্দ্রচন্দ্রদেবতা কি বৃথাবে স্বরূপ?”

(৪৭) “জটিল তপস্বী আছে অগণ্য নগণ্য,
গঙ্গা করে কর কর ধূর্জটির জটে।
ইন্দ্রচাপ-হার পরি জলধর ধন্ত,
ঘনঘনকুয়াসার আশা নাহি মিটে।”

(৪৮) “না বুকে সুধা যদি কৃষ্ণার্জুনমান,
সুধার ছাদি যদি হয় ভক্তিহীন,
রাজপুত্র নাহি বুকে পিতার সম্মান,
জানিহু জগত যাকে আমি অতি দীন।”

(৪৯) “অত্যাধি ভেঙ্গে গেল মিথ্যা সে প্রতীতি,
অদ্যাবধি জানিলাম মিথ্যা তার বশঃ,
মিথ্যা তার ছদি যাকে ভাবের আরতি,
বুঝি নাই এত দিন ছিহু ভ্রান্তি বশঃ।”

(৫০) “অপাত্রে প্রশংসা আর ধন বিতরণ,
দোষের প্রশংস দান, অনিষ্টের হেতু;
রাত্রি শব্দে “মহা” যোগ যেমতি ভীষণ,
কাযুক পরাণ গোড়ে ফুলে যোনকেতু।”

(৫১) “নিগুণের গুণারোপ নৈছে মূলদান,
কুপে রজাকরজান কুপমর ভেদে;
ময়ৌচিকে বারিজান-বিনাশ কারণ,
গুণহীন গুণবদ্ধ প্রশংসাকুহকে।”

(৫২) “ধার্মিক কলায়ে নাম বর্ণধাম রোমে,
তার ফুল্য আশ্রয়ভাষী কে আছে জগতে ?

জিহ্বামূলে স্ফুট রাধি সুখাদ্য আবাদে,
সুচি-বিদারিত ক) মরে সে পশ্চাতে ।”

(৫৩) “পিতৃ-আজ্ঞা অবহেলে তারে বলে সাধু,
রাজ-আজ্ঞা উপেক্ষিয়া উপাধি সুবীর,
চিরতাপ তিক্ত বার, তার নাম যধু,
সলিল সিঞ্চনে নিভে—আখ্যাত মিথিবে ।”

(৫৪) “মৃদুল অনিলে ঢলে, তার নাম গিবি,
প্রদীপ-শিখায় শোবে, আখ্যানীরনিদি,
“রণ রণ” রণ শুনি নাহি ছাড়ে পুরী
“সুধবা” রাখিতে নাম আপনার বিধি ।”

(৫৫) “নৃপতি-আদেশ আর জনকানুযতি
যরে যরে ইতরেও দেশে দেশে পালে .
সুধবা লজিছে তাহা, লভিছে প্রতীতি—
সত্যের বিকাশ কর নাহি গকে ছলে ।”

(৫৬) “বাউক সে কথা, দেব । সুধবা কুমাবে,
পালিতাম এতদিন আশাতক জানে,—
জ্ঞান বার হুচ কাণ্ড, গুণ-ফুল ধরে,
ভক্তি-বস, ফল বার—কৃষ্ণদরশনে ।”

(৫৭) “যেই গুণে কৃষ্ণ গনে বাধিবাব আশা,
বিবম বিষম-কোট কাটিল তাতারে ।
যে নাগে মন্দর বাধি যথিবার বাসা,
মোহের প্রতীপটানে ভাঙ্গে হাড়ে হাড়ে ।”

(৫৮) “মোহমগ্ন এতক্ষণ খে লেছে নয়নে,
ভাঙ্গিল নিজার বোর স্বপন আশ্রয়,
কে চৈতন্ত মৃতপ্রায় যুয়ের চাপনে,
নবপ্রভা নিগা তার হইল উদয় ।”

(৫৯) “আশু-সুখ-ভারারাজী কচির-রাজিতা
অমাবস্তা নিশিধিনী সংসারের যাত্রা,
সত্যপ্রভাময় চাক্র সুজ্ঞান-সবিভা,
উদিল সে ভাগ্য খুঁচিল বেহের ছায়া ।”

(৬০) “স্নেহবশে ভাবিতাম তারে গুণবৃত্ত,
নিঃশেষে সে স্নেহ দধ সত্যদীপানলে,
স্নেহের মুকুর খানি হলো অপহৃত
ভ্রান্তিময় গুণবিষ নাহি এককালে ।”

(৬১) “শূদ্রোন্মান পূর্ণ-স্বর্ণ-কলস যেমন,
ফুলদলে আজাদিও রুশিক যেমন,
সুনায মুখসে ঢাকা সুধবা তেমন—
এর চেয়ে ধরাতলে কি আছে ভীষণ ?”

(৬২) “কিঞ্চুলুকক্ষীরে ছিল ধনপ্রভা এম,
গদ্যোতিকে অমুমান দ্যুতিমান যণ,
রিপুবশ্জীব সেই অধম অধম ।
চিনে না বে বস্তু তাবে কৃষি সম গণি ।”

(৬৩) “ধন্যের বিরোধী দেব যাত্রাবী রাক্ষস,
বিনাশিল পিতৃকাঙ্ক্ষি, শুধু তেঁকধারী ।
মম কন্দদোষে হলো আমাব গুরস,
যেমতি পোকার জন্ম আমেব ভিতর ।”

(৬৪) “রাজ্যশুদ্ধ বংশ মম, আব পিতৃলোক
কপূর্বধবলবশা হলো কলঙ্কিত
ভ্রূজবেক তাঁরা সবে দারুণ নরক,
ইহার জনযশাকে হইয়া পতিত ।”

(৬৫) “ভাবিতেই কলেবর পতিত নিরয়ে,
প্রতিরক্তপরমাণু অগিনি ক্ষু,লিজ,
অসম্ভব, অসম্ভব !—অস্থির চিন্তিয়ে ।
দাবানল মধ্যে যেন পতিত কুরঙ্গ ।”

(৬৬) “সে নয় শিখণ্ডী, আর কেন তাবে পুষ্টি ?
খেদাইয়া দাও সেই বিষ্ঠাভূক্ কাকে ।
অন্তচি-মগন চির তাহারে পরশি,
রাজ্য পাখালিয়া দাও দূর করি তাকে ।”

(৬৭) “যোর বিবর্তন আজি আমার জীবনে,—
শ্রামল শিখরে ছিহ্ন ময়ীধ উপর,

(চতুর্থ সর্গ)

- (১) শুক্ল ফে'টে মুক্তা বণা তিমির ফাটিয়া তথা
পূর্বভাগে নবতরু দিল দরশন ।
ভবিষ্যের ছবিখানি করিয়া বটন ॥
- (২) সুধাব আচরণে তামসী লজ্জিত মনে
বক্তৃক্তিস্থানি যেন দংশিল দশনে ।
রক্তলোভে লেহে কিংবা সময় প্রাপ্তনে
- (৩) বণরোল, বণরোল উথলিল গগুগোল
ভেরা শত্রু ঢাক, ঢোল উঠিল গরজি
ডাকিনী, সোগিনী যেন ওজারিছে সাজি ॥
- (৪) উড়িছে গগনে পাখী রক্তলুক হুটী আঁখি
পাখীশাটে প্রকম্পিত সমীর-নীরধি
গগনের গর্ভে ফোটে শক্ নিরবধি ॥
- (৫) লক্ষ লক্ষ গুনি ধ্বনি কম্পিত পবাণি গুনি
পারি দিয়া লাগে ধ্বনি বিমানের পারে ।
প্রতিধ্বনি ব্যপদেশে পার ভাঙ্গি পড়ে ॥
- (৬) এবিব হুর্ভাগ্য আজি নয়ন-কিরণবাজী
খুলিয়া হেরিতে হলো দৃশ্য সুকরাল ।
মাষিতে হইল অন্ধে কলঙ্ক ভয়াল ॥
- (৭) পতির কলঙ্ক ভয়ে জলে জডসড হয়ে
কাঁপিছে নলিনী সতী না মেলে অধর ।
“শুণ শুণ” দূরে থাকি কাঁদিছে ভ্রমর ॥
- (৮) মনোহর স্থলনল নানাবিধ ফুলদল
হিমবিন্দুহলে যেন করিছে রোদন ।
সবারি অন্তবে বহে নীরব বেদন ॥
- (৯) বিত্তীষিকা চারিদিকে পরাণে পরাণে হাকে
বিষাদের একস্তরে ডুবিল সঙ্কল ।
ভবিস্ত-লিপি পড়ি প্রকৃতি বিকল ॥

- (১০) শলব্যস্তে শশধর সপত্নীক সুধাকর
পশিয়া বিশ্রাম নিল স্থনীল মন্দিরে ।
ভাগ্যবতী কুমুদিনী স্থনিদ্রিতা ধীরে ॥
- (১১) কোকিল বসাল কোলে লুকায়ে পঙ্কজদলে
“উহ উহ” স্বরে মুহূঃ করিছে রোদন ।
প্রেমিকের হৃদয়ে ভাসে প্রেমিক বেজন ॥
- (১২) জাগরণ রাগ রক্ত লোচনে ব্যগ্রতা ব্যক্ত
শূন্যপদে রাজপথে দাঁড়ায়ে নৃপতি ।
বাম অঙ্গে উত্তবীয় করিছে বসতি ॥
- (১৩) কটিতে পটুবস্ত্র, করে মালা, নাহি অস্ত্র,
খেতদীর্ঘ শ্মশ্রুগাজি চুমিছে বসন ।
আবরিত উপবীত মালিকাভূষণ ॥
- (১৪) ধবল জলদ মাঝে যেমতি শলাক রাঙে
তেমতি ললাটে কোটা গোপিকা-মুগ্ধ ।
চারিধারে ধবলিত কেশশ্মশ্রুচয় ॥
- (১৫) সত্ত্ব-সুগময়ী প্রভা খুলিছে নয়ন শোভা
দ্বিধা সোদামিনী খেলিছে সে মেখে ।
বিস্ফারিত কপোলযুগল অঙ্গুবাগে ॥
- (১৬) নাগায় তিলক রহে শূন্যশূন্যে গঙ্গাবহে
কবণে কুণ্ডল হলে চাক্ষুশমিময় ।
মগ্ন ময়ুরী উড়ি মেঘ পরশয় ॥
- (১৭) হরিনাম মুদ্রাঙ্কিত পদচিহ্ন বিশোভিত
স্বপ্নেঃ সুবাহুগ দীর্ঘ অভিরাম ।
হবিব সোপান যেন উঠিতে ত্রীধাম ॥
- (১৮) মনো-ভুজ মধু আপে কৃষ্ণ পাদপদ্মপাশে
ছুটিয়া ক'রেছে গতি ভকতি-মাতাল ।
ওককায় শিকহীন যেমতি রসাল ॥

(১৯) ধ্বংস উঠিলে কাশে পুচ্ছ সম পথ ভাসে
ভ্রমতি মনের পাছে রয়েছে অন্ধিত ।
নয়নের দৃষ্টিবেথা অতি উজ্জলিত ॥

(২০) নিঃসঙ্গ নৃপতিবর যেন বিদ্যাদরশর
চন্দনের গন্ধে, আশা, মোদিত চৌধার ।
হেন কালে উপনীত পাশে পুরোধার ॥

(২১) অঙ্গে শোভে নামাবলী জিতে নামমধুকেশি
প্রশস্তিত শিখা হুশে শিরে স্মৃশাভন ।
মধুবন্ত পুষ্পশোভা ধরে সে বাঞ্ছন ।

(২২) আশীষি ব্রাহ্মণ "জয়" প্রণত রাজ্যবে কয়,—
"এ সময় সুসময় হয়নি উদয় ।
কিঞ্চিৎ বিলম্ব কবা সমুচিত হয় ॥"

(২৩) পশু অন্ধ যত পুরে তারাত্ত উল্লাসভরে
বপালকি অলুরাগে ক'রেছে গমন ।
পুরীতে বসতি করে শুধু নারীগণ ॥

(২৪) "তারাত্ত সৌদেব শিরে হয কোতুহল ভরে
বলনীবদ কোলে যেন তারাদল ।
ছিন্ননেত্র সোজাগাত্রে হেবে বণস্থল ॥"

(২৫) "নাহি করে হৃদপণা শুধু করে আনাগোনা
যেন বা বাঞ্ছার কিছু লাভিবে সত্তর ।
পুছে স্বৈদরিন্দু ভালে, পুছে পবম্পর ॥"—

(২৬) চক্রেযুগে বরে হাসি সুখা ধমে রাশি রাশি
পতি পুত্র লাগি চিতে নাহি ভয়লেশ ।
অরাতি পক্ষের প্রতি নাহি পুষে ঘেব ॥"

(২৭) "সমরসাজিনাধীনি কৃষ্ণস্ব সন্তান শুনি
নাচিয়া নাচিয়া উঠে সমর-উল্লাসে ।
অহাকুল বিলে তুলে শিব বাস্তবসে ॥"

(২৮) "ভেরীভুরীবাগ্ন্যস্বরে পাখার তবঙ্গ'পরে
শত শত বিহঙ্গম উড়িছে আকাশে ।
শুনিদল ছুটি ধায় বীৰদলপাশে ॥"

(২৯) 'কৃষ্ণদরশন আশে সময় উল্লাস-রসে
কেহ নাহি স্বরে, আর কেহ নাহি স্বারে ।
তৃতীয়তঃ রাজ্যদেশ কাঁপে প্রথরে ॥"

(৩০) "তির্যাক যোনিজ বত তাবা যেন স্বর্ণরত
কিবা কব পুরবাসী নাগরিক কথা!—
কিস্ব তবু নবেশব মান বড় বাধা! "

(৩১) "হল'ভ অমৃত তবে মথিবারে বহ্নাকরে
এতদূর বহ্ন ক'রে, হায়! ক্ষাণ্যাদোধে!—
উঠিল দারুণ বিষ দ্বিধা অবশেষে ॥"

(৩২) 'অজ্ঞাত কারণ তাব অনুমানে হৃৎধতাব
পিঙ্গলের পত্র সম কাঁপে পঞ্চ প্রাণি ।
অরি নিদারুণ নবেশ আদেশ বাণী ॥"

(৩৩) 'শুনিলাম দূতযুগে প্রমাণিত লোক মুখে
বীরশিরোমণি ভক্ত অধরা কুমার ।
এখনো বিষমলিপ্ত পুবার মান্নাব ॥"

(৩৪) আকাশ ভাঙিয়া যায় সহস্র অশনি ধায়
অগণিত গিরি পড়ে নরমণি মুগ্ধে ।
নিকলিল যেই বাক্য পুরোধার তুগ্ধে ॥

(৩৫) বজ্রপাতে বজ্রানল নিদারুণ কোপানল
ধক্ধক্ জ্বলিলেক চংসধ্বজ-অঙ্গে ।
জ্ঞানের পরম শত্রু মোহমুগ্ধ সঙ্গে ॥

(৩৬) চন্দনাক্ত বিজ্ঞাগিরি দাবানলে যায় পুড়ি
অধবা আগ্নেয়গিরি ছুটি চকিতে ।
নেত্রনাশাপুটে অগ্নি-ছুটে অচকিতে ॥

(৩৭) নীরব নিরীরাকাশ জরা তারানীভাস
অনিদ্রনির্বাস নিয়ে শাস্তিস্থে ভাসে ।
সচল কালঝড় আচর্ষিত গ্রাসে ॥

(৩৮) তেমতি সে নরপতি তুনিয়া সে ব্যাধতি
উগ্রমুষ্টি বিষাদিত মলিনবদন ।
চাকদৃষ্টি মৌমাভাব বিলুপ্ত এখন ॥

(৩৯) গভীর ঘননির্ঘোষে ব্রাহ্মণে সম্মোহিত ভাষে
হংসধ্বজ নৃপবন সাধু ধন্যধ্বজ ।
ভক্তবুলচূড়া বাব সুধরা আশ্রয় ॥—

(৪০) “কি কহিলে দেব আজি নিদাকণ বাণী
হানিহে বিশ্বম বজ্র বৃদ্ধেব উপরে—
অকস্মাৎ ভাস্মসাৎ আশাওকথানি
সমূল সপুষ্প ছায়, গেল সে যে পু’ড়ে।”

(৪১) এ বড় বিশ্বর দেব ! মানি যে অন্তবে !—
অসম্ভব নয় বটে, ভাগ্যদোষে বটে !—
বালরুদ্ধ নাগরিক উৎসাহের ভবে,
কৃষ্ণাঙ্গুন আগমন বার্তা সেই বটে ।”

(৪২) “ভক্তিদোহ বীবন্তেব উচ্ছ্বাসতবঙ্গে
ছুটিয়া ধাবিত দত্ত শুভ্রগবঙ্গে,
বংশীরববিমোহিত যেমতি কুরঙ্গে
কিছা নদী ধায় যথা নীরধিবু অঙ্গে ।”

(৪৩) “আর কিনা বৈষ্ণবের চড়ামণি গুণী
ভারত প্রসিদ্ধ সাধু ধর্মপরায়ণ
সুধরা সে ময় পুত্র কল্লকুলমানী
সর্বশাস্ত্র পারঙ্গম নৃপতিনন্দন”

(৪৪) “মায়াব মধুর স্তনে অতি প্রকুমার
বার-পাশ-বদ্ধ হয়ে যোহে অচেতন,
না জানি সে স্তনমুগ বিধের আধার
আশ্রয়কর হবে যবে প্রলঙ্কচেতন ।”

(৪৫) “কৈলাসনিবাসী হর ভবানীর পতি
হুল্লভ পরম প্রেমবার্ত্তা নাহি জানে,—
ভাবিয়া অন্তর যম সবিস্ময় অতি,
যক্ষরক্ষোনাগ তারে ভাল চিনে গণে ।”

(৪৬) “যে কৌন্তভ মণি বটে মণিশিরোমণি
বাদঃ পতি নন্দিনীর পতি চাকরুপ
কঠহারে তারে যদি না ধরেন গণি,
ইন্দ্রচন্দ্রদেবতা কি বুঝিবে স্বরূপ ?”

(৪৭) “জটিল তপস্বী আছে অগণ্য নগণ্য,
গঙ্গা করে ঝর ঝর বৃক্ষটিক জটে ।
ইন্দ্রচাপ-হার পরি জলধর ধন্ত,
ঘনঘনকুয়াসার আশা নাহি মিটে ।”

(৪৮) “না বুঝে সুধরা যদি কৃষ্ণার্জুনমান,
সুধবার হৃদি যদি হয় ভক্তিহীন,
বাজপুত্র নাহি বুঝে পিতার সম্মান,
জানিহু জগত মাঝে আমি প্রতি দান ।”

(৪৯) “অজ্ঞাবধি ভেঙ্গে গেল মিথ্যা সে প্রতীতি,
অদ্যাবধি জানিলাম মিথ্যা তার যশঃ,
মিথ্যা তার লুদি মাঝে ভাবেব আরতি,
বুঝি নাই এত দিন হিন্দু প্রাপ্তি বশ ।”

(৫০) “অপাত্রে প্রশংসা আর ধন বিতরণ,
দোষের প্রশ্রয় দানে, অনিষ্টের হেতু,
রাজি শব্দে “মহা” যোগ যেমতি ভীষণ,
কামুক পরাণ পোড়ে ফুলে মৌনকেতু ।”

(৫১) “নিগুণের গুণারোপ নেত্রে গুলিদান,
কুপে রজাকরজ্ঞান কুপময় ভেঙ্গে,
ময়ীচিকে বারিজ্ঞান বিনাশ কারণ,
গুণহীন গুণবদ্ধ প্রশংসাকুহকে ।”

(৫২) “ধার্মিক কল্যাণে নাম স্বর্গধাম রোধে,
তার তুল্য আশ্রয়ভাতী কে আছে জগতে ?

- জিহ্বামূলে সূচি রাখি স্মৃতি আশ্রয়ে,
সূচি-বিদারিত কণ্ঠ মরে সে পশ্চাতে ।”
- (৫৩) “পিতৃ-আজ্ঞা অবহেলে তারে বলে সাধু,
রাজ-আজ্ঞা উপেক্ষিয়া উপাধি সুবীর,
চিরতার ঐক্য বার, তার নাম মধু,
সশিল সিকনে নিভে—আখ্যাত মিহিব ।”
- (৫৪) “মুহুর্ত অনিলে ঢলে, তার নাম গিবি,
প্রদীপ-শিখায় শোষে, আখ্যানীরনিদি,
“রণ রণ” বণ শুনি নাহি ভাঙে পুরী
“সুধবা” রাখিতে নাম আপনার বিধি ।”
- (৫৫) “নৃপতি-আদেশ আর জনকামৃত
যের যের ইতরেও দেশে-দেশে পালে,
সুধবা লজ্জিত তাহা, লভিত প্রতীতি—
সত্যব বিকাশ কহু নাহি থাকে ঢলে ।”
- (৫৬) “ষাউক সে কথা, দেব । সুধবা কুমাবে,
পালিতাম এতদিন আশাতক জানে,—
জ্ঞান বার হুট কাণ্ড, গুণ-মূল ধরে,
ভক্তি-বস, ফল বার—কৃষ্ণদরশনে ।”
- (৫৭) “যেই গুণে কৃষ্ণ ধনে বাঁধিবার আশা,
বিষয় বিষয়-কোট কাটিল ভাগারে ।
যে নাগে মন্দের বাঁধি মধিবার বাসা,
মোহের প্রতীপটানে ভাঙে হাড়ে হাড়ে ।”
- (৫৮) “মোহমগ্ন এতকণ্ঠে লেছে নয়নে,
ভাঙ্গিল নিদ্রার বোর স্থপন আশ্রয়,
যে চৈতন্য মৃতপ্রায় ঘুমের চাপনে,
নবপ্রভা নিয়া তার হইল উদয় ।”
- (৫৯) “আপ্ত-সুখ-তারারাজী কচির-রাজিতা
অমাবস্তা নিশিধিনী সংসারের বায়া,
সত্যপ্রভাময় চাকর সুজ্ঞান-সবিজ্ঞা,
উদিল সে ভাঙ ঘুচিল মেহের ছায়া ।”

- (৬০) “মেহরুণে ভাবিতাম তারে গুণমুত,
নিঃশেষে সে মেহ দধ সত্যদীপানলে,
মেহের মুকুর খানি হলো অপহৃত
ভ্রান্তিময় গুণবিষ নাহি এককালে ।”
- (৬১) “শুক্লমীন পূর্ণ-স্বর্ণ-কলস যেমন,
ফুলদলে আচ্ছাদিত বৃষ্টিক যেমন,
সুনায মুখসে ঢাকা সুধবা যেমন—
এর চেয়ে ধরাতলে কি আছে ভাষণ ?”
- (৬২) “কিঞ্চুলকক্ষীরে ছিল অগপ্রভা মম,
খদ্যোতিকে অনুমান দ্যুতিমান মণি,
রিপুবলজীব সেই অধম অধম ।
চিনে না যে বস্তু তারে কল্পিম গণি ।”
- (৬৩) “ধর্মের বিরোধী দেব মায়াবী রাক্ষস,
বিনাশিল পিতৃকাঙ্ক্ষি, শুধু ভেদধারা ।
মম কন্যদোষে হলো আমাব ওরস,
যেমতি পোকার গুণ আমেব ভিতর ।”
- (৬৪) “রাজ্যশুদ্ধ বংশ মম, আব পিতৃলোক
কপূর্বধরলবশা হলো কলঙ্কিত
ভুক্তিবেক তাঁরা মবে দারুণ নরক,
ইহার জনমপাকে হইয়া পতিত ।”
- (৬৫) “ভাবিতেই কলেবর পতিত নিরয়ে,
প্রতিবক্তপরিমাণ অগিনি ক্ষুদ্রিক,
অসম্ভব, অসম্ভব !—অস্থির চিন্তিয়ে ।
দাবানল মধ্যে বেন পতিত কুরঙ্গ ।”
- (৬৬) “সে নয় শিখণ্ডী, আর কেন তবে পুষ্টি ?
খেদাইয়া দাও সেই বিষ্ঠাভুক্ কাকে ।
অশুচি-মগন চির তাহারে পরশি,
রাজ্য পাখালিয়া দাও দূর করি তাকে ।”
- (৬৭) “যোর বিবর্তন আজি আমার জীবনে,
শ্রামল শিখরে ছিন্ন সুদীর্ঘশির,

(পঞ্চম সর্গ)

- (১) বসন্তধ্বজ-বিশোভিতা হংসদ্বন্দ্ব-পুরী
 নীরব নিঃশব্দ আজ শূন্যভাবে ধরি।
 সোণার সে পুরী খানি গঠিত হাসিতে ছানি—
 বিশাল সে স্বর্ণপুষ্প বেড়া স্থপতির
 কুটিল মলিনমুখ মনোহর ক্রোড়ে।
- (২) সৌধ-সুপ্রাসাদ শোভে বেষ্টিত সে পুরী
 চতুর্দিক বেড়ে যেন কমলে সাতারি ;
 অতুতাপানলগ্নই অন্তরে দারুণ ক্রিষ্ট
 বাহিরিলা স্বপ্না সে স্বর্ণপুরস্বরে,
 বিধুস্তম্ভ-নিপীড়িত বিধুর আকারে।
- (৩) বিষাদ-বিভূতি-বাশি প্রলিপ্ত বদনে :
 ভূমিকম্পসম কম্প ছুটিছে বয়ানে।
 ধূম-বহি ছুটে আসে আগ্নেয়-শিখর-নাসে
 নয়ন যুগল দিয়া বাষ্প-বিনির্গম,—
 দরদর ধারে অশ্রু, নাহিক সংযম।
- (৪) অঙ্গপ্রাণ শোভে অঙ্গে, সুদীর্ঘ সুন্দর,
 সারসন সনে গুলে রূপাণ প্রথর।
 বামকরে শরাসন অরাসিকূল-ভীষণ
 মস্তকে উষ্ণীষ বলে অতি সমুজ্জ্বল,
 শশাঙ্কে লাগিল যেন ভাস্করমণ্ডল।
- (৫) নতমুখে নৃপস্বত্ব ধীরে আগুসার,
 হেন কালে উপনীত তথা পুরোধার।—
 কম্প বহে কলেবরে, তরঙ্গ সিংহুর নীরে।
 হেলায়ে মলিন মুখ হেরিছে নীরবে
 শোকের লক্ষণ ভায় সর্ব অবয়বে।

- (৬) পুরোহিতে হেন ভাব হেরিয়া তখন,
 জলিল সুধবাচিত্তে, দারুণ শোকের চিত্তে,
 জাগিল অন্তরে বাহ্য করিত পোষণ।
- (৭) অজানিত নয় তার, বা ছিল কপালে !
 যে যবে কুকর্ম করে, মর্ম্ম-কেদ্রে-বৃন্ত নড়ে,
 প্রকম্পনে ফাটে মর্ম্ম— না বুঝে সকলে।
- (৮) সুধবা তো অজ্ঞ নয় — জানীর অগ্রণী।
 বণিতার অনুরোধে গেল সে কর্তব্য রোধে
 অন্তরে পাপের শেল বিধিল তখন।
- (৯) জ্ঞানকৃত পাপবহি “হহ” করি জলে ;
 মর্ম্মে সে আগুন পোষে, বদনে বণিতা তোষে,
 ধন্য ধন্য সুধবা সে চরিত্রের বলে !
- (১০) রিপুবশে নয়, কিন্তু কর্তব্যের পাশে,
 ধর্ম্ম লাগি গেল ধর্ম্ম করিলা ভীষণ কণ
 কুটীলা ধর্ম্মের গতি, বুদ্ধো নাহি ভাসে।
- (১১) কি দশা তোমার আজ বৈষ্ণবের মণি !
 তুমিহে অকুতোভয়, ধর্ম্মের নিয়ন্ত জয়,
 ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম তাহা পরীক্ষায় গণি।
- (১২) বিষাদ-জলধি ছিল নীরব অন্তরে,
 ব্রাহ্মণে উদিল ইন্দু, উদিল শোক-সিদ্ধ,
 সুধবা কহিলা তায় খুলি শোকভরে !—
- (১৩) “কি আর বলিবে দেব, সকলি বিদিত ;
 সুধবা সে পিতৃদ্রোহী, ভীষণ নরকারোহী,
 লভিবে পরম তৃপ্তি হইলে দত্তিত।”
- (১৪) “এইতো প্রস্তুত, দেখুন, এ পাপ পরাণ
 ত্যাগিব পাণ্ডবরণে, বাচিলে, তৈলদহনে,
 পিতার চরণ পূজি করিব প্রস্থান।”

(১৫) 'তথাপি মিনতি, শুনি কি আজ্ঞা পিতার;—
দিছে কি বিদায় মোরে?— কি ফল বিলম্ব ক'রে?
নৃমণিজনকবাণী হবে কি অসাড়?'

(১৬) 'কমা যদি ব'টে থাকে তনয়ের স্নেহে,
অসম্ভব মনে কাঁপ,— পিতৃদেব সদাচারী,—
চরণে মাগিয়া ভিক্ষা পোড়াব এ দেহে।'

(১৭) 'তা হ'লে পিতার নামে কলঙ্ক না হবে;
পিতার ধবলবশে, তনয়-পাপের বশে,
লাগিবে কি চির কালি. স্মরণ-কি সরে?'

(১৮) 'ধার্মিকের পুত্র লাভ ধর্মশাস্ত্রে তরে!
কি হেতু তনয় বাঞ্ছে, যদি জনকের লাঞ্ছে?
অমৃত তেয়াগি কেবা করলে আদরে?'

(১৯) 'গুরুজনে উপেক্ষিয়া যে ভজে ঈশ্বর
শ্রেমভক্তি নাহি পায়, সাধনা পুড়িয়া যায়,
গুরু কোপানল দহে মরম ভিতর।'

(২০) 'ডুবেছি ডুবেছি হায়! নরক-কবলে!
দিব্যানন্দ নাহি পাই. পুড়িয়া অন্তর ছাই,
ভক্তি জ্ঞানবুদ্ধিভক্তি ডুবিব কতলে!'

(২১) 'রাড়া উপজয় হিয়ে ডাকিতে শ্রীহরি;
মরম সে মরুস্থল, নাহি বহে কলকল,
ভক্তির পবিত্র গঙ্গা, নাহি সে লহরা।'

(২২) 'মুনিরব কেন, দেব, যুলিয়া প্রকাশ;
আর তো সহেনা প্রাণে. হারাইল ধর্মধনে,
জানিনা এ শূন্য দেহে কেন বহে স্বাস।'—

(২৩) 'এতেক কুমার কহি নীরব হইলা;
নয়ন ভরিণ জলে, বহিল তা গগনস্থলে,
শোখাসে শোখাসে যেন তাড়িত ছুটিলা।'

(২৪) নিবাসিলেতে বধা মীন-আলোড়নে,
তরঙ্গ উঠিয়া ছুটে, কমল কাঁপিয়া লুটে,
মৎস্তরাশি ভাসি ভাসি ডুবয়ে সঘনে;

(২৫) ভেমতি সে ভাবোচ্ছ্বাস দোহার অন্তরে
বদনে তরঙ্গ তুলে, বিস্মৃপত পলে পলে,
নয়নকমলরাজী নীরদলে গড়ে।

(২৬) নিঃশব্দে নিরঞ্জে তারা পরস্পর আঁখি,
দীননেত্রে মিলামিলি শোকেচ্ছ্বাস ঢালাঢালি
একের পলক হেরি অন্ধ্রে বুজে আঁখি।

(২৭) হেরিতে তাদের ভাব নিগুঢ় জগৎ
পত্রদল হলো স্থির, অক্ষিপ্ত নদীনীর,
সংবত করিয়া রাখি ভাহু অচলাৎ।

(২৮) স্তবধ নেহারি দোহে না চলে সমীর;
স্তব্ধতা ভাপিবে ভয়ে, সবে থাকে স্তব্ধ হয়ে,
স্তব্ধ বত সমবেত অন্তরে অস্থির।

(২৯) ফুটিল ব্রাহ্মণমুখে হৃদয়-উচ্ছ্বাস,
ফাটিল সে নিস্তব্ধতা, ছুটিল দারুণ কথা,
অশনি ছুটিল যেন ফাটিয়া আকাশ!—

(৩০) 'কি আর বলিব, বাছা, এ পাপ বদনে!
তুমিইতো জ্ঞান সব, রাজ্যভক্ত মোরা শব,
যে দণ্ড প্রচার, জান, রাজাজ্ঞা-লভবনে।'

(৩১) 'কি হবে নৃপতি-দশা ভাবিয়া ব্যাকুল!
কি হবে প্রজার দশা, ফুরাল মোদের আশা,
অতলে ডুবিব রাজ্য, নাহি দেখি কুল।'

(৩২) 'নির্দর সে নরপতি কমা নাহি জানে,
পুত্রের পরাণ বধে, সামান্য সে অরবোধে
বৈষ্ণবের হেন বুদ্ধি, মজ্জা দিলে।'

(৩৩) “দেখি যেয়ে নরেশ্বর কি করে এখন,
না ষটিতে অতীত, বুঝিবা গলেছে চিত,”—
কহিতে কহিতে দ্রুত ছুটিল ব্রাহ্মণ।

(৩৪) পিতৃবৃদ্ধ্যাত ফল পরিমান অতি,
সুকুমার সে কুমার, রূপমধু শুক বার,
বিবাদ ভূতলে লুটে, আঁড়ে নাচি ভাতি।

(৩৫) জনকের উৎসঙ্গের স্রচার ললাম ;
দ্রুতিময় পদ্যমণি, প্রভাময় শোভা খনি,
পসিয়ে সুদূর প’ড়ে তাজি অঙ্কধাম।

(৩৬) প্রভাবতী পল্লিনার নিরমল রবি
গৌরবের মল্লিকাশে, আরোহি বিমলোন্মাদে,
নিবিড় বিবাদবনে আবরিল ছবি।

(৩৭) স্মৃতির নিরক্ষরমুখে ছুটিলেক বগা,
পিওণ পরিমলে নদী বহে কলকলে,
রসপঙ্ক বসনায় ভায়িল সুধবা,

(৩৮) ভাবের মাধুরী বহে লহরে লহরে,
প্রভাকর-খরকরে, কমলিনী মধু ধরে,
তেমতি বিবাদ-তাপে ভাবমধু করে।—

(৩৯) “হে পিতা পুরুষবর, স্মৃতি, স্মৃতি,
ক্ষত্রকুলসরসীর অমল কমল,
যশস্বী ধবলগিরি, দরিরের গতি,
ভক্তিমুখাহিমকর মিল্ল নিরমল।

(৪০) সংসার-পথিক যত ক্রান্ত কলেবর,
তাদের পাদপ তুমি স্মৃতিতল ছায়,
প্রবোধ-বচনানিলে মৃদলমধুর
শান্তির সাগরে তারা হুখরসে ভায়।

(৪১) তোমার ধর্মের জ্যোতিঃ নেহালি নয়নে,
করাল কৃতান্ত ব্রাহ্ম নেত্র বলসিয়া ;

ধর্মরবি চাকুছবি হৃদয়-গগনে
রাজে ; সুখ-কোন্‌নন্দ হাসিছে ফুটিয়া।

(৪২) হৃদয়-নন্দনে তব প্রীতি-মন্দারক
বিকসিত বৃন্দারক-হৃদয়-নন্দন,
‘আনন্দ-আসব যার সন্ধান হারক.
নিদাঘের মেঘ বখা উত্তাপ-বারণ।

(৪৩) বশঃ-ফুলমালা তলে গলে অনিবার.
সতত বিমল গন্ধ চৌদিকে ছড়ায় ;
ভক্তভূজ অগণিত গুণরত্নাধার
সাধুসঙ্কমধুলোভে দ্রুতগতি ধায়।

(৪৪) “ধন্য, পিতঃ ! বুঝিয়াছ ক্ষত্রকুলনিধি
জায় ধর্ম সার।
সংসারের বিষ ত’তে যে লয় খুজি অমতে
সেই সে দেবতা নরে—জ্ঞানের আধার।”

(৪৫) “বিমল কমলে হেন ধরিয়া জনম—
অধম তনয়
না হইলু পরিমল, হইলু কষ্টক খল,
ধিক্ সে জনম মোর বিষদস্তময়।”

(৪৬) “করেছি যে অপমান — গুরু অপরাধ
আই ত্রিচরণে,
কম পিতা সেই দোষ, যম প্রতি বীরোষ,
ষটিবে উচিত শাস্তি দ্বিগুণদহনে।”

(৪৭) “অনুতাপানলে আজ জীবনে প্রথম
মর্ম্মজ্বালা পাই ;
এতো তুচ্ছ তপ্ততৈলে চাকুস নরকানলে
পাপেরে করিব ভস্ম লইয়া বালাই।”

(৪৮) এতেক কহিতে, যেন পূরা’তে বাসনা,
জায় মৃতিমান
পাঠা’লা অন্তরবাসী হৃদয়ের অধিবাসী
তপ্ততৈল ভাঙ, সে করিলা সন্মান।

(৪৯) ছাইল সে রাজা ভরি দারুণ বারতা,
জন্ম বিদারী বাহা, গগন বিদারি,
শব্দ ভেরীতুরীগণে করিয়া তুষ্টিতা
প্রতিধ্বনি তার ছায় বিবাদ উগারি ।

(৫০) সমর-জলধিজলে সৈন্তোন্নি-মালায়,
তুমুল সে ভীমরোলু দিগন্ত পুরিয়া,
চকিতে বলীনপ্রায় সে বারতা-গায়
নর, পশু, পক্ষী কাদে নীরব হইয়া ।

(৫১) যেমতি জলধিজলে তরঙ্গের দল
উলটি পালটি ধায় বক্ষ বিদারিয়া,
বিশ্বময় কেনরাশি উগারি ধবল
শব্দ যাতি পরম্পর উন্নত হইয়া ।

(৫২) তেমতি সমরক্ষেত্রে ক্ষত্রবীরগণ
বিষাদের আলোডনে হইলা স্থগিত :
ফাটিল হৃদয়স্তর : ঘুরিল নয়ন ;
উগারিল মুখে শব্দ ফেন ধবলিত ।

(৫৩) সাহসময়ধ্বজাত মুখ-দিগ্বাকর
বিবাদ-রাজের গ্রাসে মলিন অখর ।

(৫৪) ভীষণ বাড়ব-বহ্নি জ্বলিল সাগরে,
সহস্রভাস্করকর ধরিয়া শিখায়
তুফিল সমর-সিদ্ধি বিলু বিলু ক'রে,
সম্ভাপিত সুধবার সম্ভাপ-জালায় ।

(৫৫) শেলশূলজাঠা আদি উজল রূপাণ,
শোভিত সেনানী-করে উর্দ্ধিচ্ছটা বধা,
উৎক্লিষ্ট শীকরসজ্জ অতি দ্যুতিমান,
লুপ্তিত ভূতলে, মরি সুধবার ব্যথা ।

(৫৬) নতশিরা হতভেজা নাগরিকগণ
চলিলা নগর পানে কাতারে কাতারে,

বিকল্পিত পদে ভুলিয়া সে আশ্বালন,
নয়নে নীরব অশ্রু গুরু শোকভারে ।
যাত্রেয়া রক্ষসিদ্ধ ছাড়ি ছুটে তীরে,
চরিতেছিলেক যারা পোতগ্রাম ধীরে ।

(৫৭) বারিধি তরঙ্গ বধা সরিত-সদ্রমে
নীরনিধিবক্ষ হ'তে ছুটি দ্রুতগতি
তটিনীপ্রবাহে ধায়, তথা পুরধামে
চলিলা সেনানী শত অনিকিনী-পতি,
রণবেশী রাশিরাশি সৈন্তদল ল'য়া,
হেরিতে সুধবা দেবে শূণ্যপ্রাণ হ'য়া ।

(৫৮) হেথা দাঁড়াইয়া বীর সুধবা কুমার ;
চৌদিক বেড়িল আসি শত অনুচর,
অগণ্য সৈন্তগণ, সেনানী রাজার,
জাতি, বন্ধু, আত্মজন, সচিব প্রবর ।

(৫৯) রাহগ্রস্ত রবি বধা নিরখে নয়নে,
নরগণ নতমুখ নীরের ছায়ায়,
ভাস্করে চাহিয়া পুন চাহে বারি পানে,—
নয়ন ঝলসে যবে,— তেমতি তথায়,

(৬০) মানবমণ্ডলী ত্রস্ত চাহিয়া কুমারে,
আখির পলক টানি ক্ষিতিল হেরে ।

(৬১) সে কালে চকিতে স্মৃতি জাগিল ভীষণ,
'চমুনায়েকদলের পরাণের কোলে,—
"নৃপ-আজ্ঞা নয় ছাড়া সমর-প্রাঙ্গণ"
ভয়-বিকল্পিত অঙ্গ ; ইজিতের বলে ।

(৬২) ফিরিল যতেক সৈন্ত, দৈন্ত্যভাব যনে,—
যেমতি দক্ষিণবায়ু জলদ-কিরীট
ঠেকিয়া হিমাত্রিগারে ধায়রে দক্ষিণে,—
ভাটিয়া আইলা পুর-বার হ'তে হঠি ।

(৬৩) ছাইয়া সমরক্ষেত্র বুজি ঘুরে ঘুরে,
আপন আপন অস্ত্র তুলি নিলা করে ।

সুধা সে বীরশ্রেষ্ঠ তবুও প্রধান
দাঁড়ারে কটাহ পার্শে নিখিল নয়ান ।
ছুটিলেক ভাবোচ্ছ্বাস পাখালি হৃদয়,
প্রেমের বজ্রায় বত হুঃখ যায়ায়—
দোষ, গুণ, ক্ষমা, দণ্ড, অমুক্তা-লজ্জন,
তুষ্টি, রুষ্টি, পাপ, তাপ,— মনের বেদন—
মূহুর্তে ভাসিয়া গেল বিশ্বতির কূলে,—
ভাবময় দেশে ।— কে কারে জনক বলে ?—
অকূলের কুল-কুঞ্জে বিনোদবরণ,
তৎ কোলে আরামে চায় প্রকল্পনয়ন ।
দিব্য দেবলোক মণ্ডিতাময়-প্রভায়,
নবপল্লবময় কুঞ্জ-বিতান-ছায় ।
বিবাদভিমিরে ছিলা শোকহুঃখময়,
ডুবিয়া পাইলা সেই আনন্দ-আলয় ।
নয়ন যুগল বধা হেরেনা নয়ন,
সুধার “আমি” হারাইলা “আমি”-জ্ঞান !
সরিত-সলিল পশে সুনীল-সাগরে,
তেমতি ডুবিল বীর সুখসিদ্ধ-নীরে ।
তপ্ততৈল-কটাহ-সুখসমুদ্র জলে
সুধা পড়িয়া, চন্দ্র-প্রতিবিশ্ব, খেলে ।

(৬৪) পতিত কটাহ-মাঝে যেন বাহুবলে,
সুমেরুসুবর্ণশৃঙ্গ জলধির জলে ।
উদ্বেল বিবাদ-শ্রোতঃ উছল তরঙ্গ,
বিলাপ-নির্গোধ ঘন, আর্তনাদ সঙ্গ ।
আপ্লাবিত বেলাভূমি ভদ্রাবতী পুরী ।
হিমশিলা নীরবতা গেল ভাঙ্গিচুরি ॥
সুতপ্ত তৈলের ছিটা ছুটিল চৌধার ।
পরশেতে যেন অগ্নি জলিল সবার ॥
দিগন্ত ভরিয়া বহে শোকের উচ্ছ্বাস ।
গভীর আরাবে যেন ফাটিল আকাশ ॥
মহীকুহ-বিরাজিত মহীধ্র অটল
আলোড়ি উত্তুঙ্গ শৃঙ্গে শৃঙ্গে খনদল
কাপিল ; কাপিল ত্রাসে ভীমপ্রভঞ্জন ।
দীর্ঘশ্বাস-শরবিদ্ধ সজ্ঞাত-বেদন ॥

সঙ্গাপিতা শ্রোতবতী তপ্ত-অশ্রুণীরে ।
তরঙ্গে উছলি ধায় শোকের সাগরে ॥
মেঘপতি অতিশুক্ল বিচলিত ভয়ে ।
নেহারি সে নেত্রাসার ভদ্রাবতী ছেয়ে ॥
বিবাদের তাপ লাগি তাপিল তপন ।
উগ্রমুষ্টি ভয়ঙ্কর কলাগু-নয়ন ।
ভরাডুবি হাবুডুবু রুদ্ধকণ্ঠে ধ্বনি ।
কণীর গজ্জন নাকে হারাইয়া মণি ॥

(৬৫) শোকের পাখারে সব ; পলিল তখন
করণকুহর মাঝে— যোগ্য উপাধান,—
হরিনাম, শাস্তিধাম— মধুর নিকণ !
প্রলয়জলধিজলে অনন্তশয়ন
ভাসমান থাকি যেন সেই হরিনাম
ধরিয়া বরাহরূপ তুলিলা অবনী
জাগিলা বিপুলা সৃষ্টি, মুখে শুধু ধ্বনি ।
ইন্দ্রত পাইল ইন্দ্র অমরনিপাতে,
শুকাল বিবাদসিদ্ধ ভরিল অমৃতে ।
গতুষে সে নামাগস্ত্য প্রাসিল বিবাদে
আনন্দ-কালিন্দী দিলা বহুদেবহুতে ।

(৬৬) অবতীর্ণ সনন্দন স্বর্গ ভদ্রাপুরে ।
লুকা'ল নরক-তমঃ দ্রুতপদভরে ॥
হাসিল নগরী ভদ্রা, হাসিল জগৎ ।
অচল পর্ত্ত নাচে হইয়া চলৎ ।
প্রভাবতী-ভরসার আশ্র-রত্নাকরে ।
রসনা-মন্দর-গিরি আলোড়ি সাগরে ॥
ভক্তি-নাগপাশে জড়ি লাগিলা ঘুরিতে ।
পুরিল নগরীভদ্রা মহিমা অমৃতে ॥
আনন্দ-আনন্দকর উদিল অচিরে ।
সুন্দর সিদ্ধুরাবিলু প্রভাবতী শিরে ॥

(৬৭) অজড় চিত্তে চিত্ত অগিত বাহার ।—
প্রজ্জ্বলিত হতাশন— হিমালী তুষার ॥

অলনিদি-নিমজ্জন— বিমান-গমন ।
 অশ্বনির ত্রীকুধার— ফুল-পরশন ॥
 ত্রিমির বসনা নিশা উল্ক-রোদিনী ।
 প্রভাময়ী চারু দিবা কমলহাসিনী ।
 অভাবের অঙ্গে বসি সকলি সমান ।
 কত নাহি বসে তাহে বিকার-নিদান ॥
 ভক্তি-সিক্ত-কান্তি শ্রীহরি-নির্ভর
 তপ্ততৈলে অবিকৃত স্নেহা যার ।

(৬৮) কটাহ— যণিকণিকা, তৈল— গঙ্গাবারি ।
 দুবিয়া নিরঞ্জে হরি, ডাকে “হরি হরি” ॥
 বাজিল যক্ষলধ্বনি বিবিধ বাজনা ।
 হলাতলি, কোলাকোলি,— আনন্দ রটনা ॥
 ছুটিল গভীর ধ্বনি তরঙ্গে তরঙ্গে ।
 অভভেদী প্রতিধ্বনি উঠে রণরঙ্গে ॥
 পুলাকিতবপুঃ পুরোহিত সবিম্বয় ।
 বিমানে বিহঙ্গ যথা ত্বরিতে উড়য়,
 উপনীত ভরা নরপতি-সন্নিধান ।
 উর্দ্ধপাসে হে’সে হে’সে “কর অবধান” ॥—

(৬৯) কহিলা নৃপতিবরে— সানন্দে কহিলা ।
 অশ্ব-সরিৎ দরদর আনন্দে বহিলা ।
 অশ্রুগদগদকণ্ঠে কহিতে লাগিলা—
 “সৌভাগ্যে সে কলাকাশে প্রজ্জ্বল উদিল ।”
 “গিলা নৃপণি “আমি হিরণ্যকশিপু ?”
 “দত্ত, তারে আলিঙ্গিলা বিধূত কালরিপু !”
 কহিলা আনন্দভরে ভকত বাক্য ।
 “স্নেহা-সংবাদ বল” পুছিলা রাজন্ ॥
 পুলাকপুষ্পকে চড়ি আগ্রহ-বিমানে
 ত্রুহাস-পতাকা তুলি উজ্জ্বলি দশনে
 কহিলা সে পুরোধার, “আনন্দের ধাব ।
 ভদা সুনগরী ভরি বহিছে চৌধার ॥”

(৭০) “স্নেহা অমৃত-পে’ল তপ্ততৈলে ডুবি,
 কি কব রূপের কথা, রবি জিনি ছবি ॥

অমৃত হুড়ায় কত রূপের ছটায় ।
 নামামৃত তরঙ্গিনী খেলে রসনায় ।
 স্মরণ করহ ভূপ যম পূর্বকথা ।
 “গতস্থ শোচনং নাস্তি গত সর্ববাপা ॥”

(৭১) “ক্ষেপেছ ব্রাহ্মণ না কি কহিছ প্রলাপ ?
 নৃপতি সন্নিধে কর অলৌক আলাপ !
 বুদ্ধ বলি অবজ্ঞা কি নৃপতির প্রতি ?
 বিম্বত হইলু ভাবি চলনায় মাতি !”
 কহি সত্যব্রত রাজা নীরব অমনে,
 ভূনিয়া গান্ধীর্ষ্য-চিহ্ন উদিল বদনে
 লাক্ষণের ; কহিলা বিজ্ঞাসি বিম্বমনে,
 সাউশব্দে পাগী যথা ডাকে মৃগশ্বনে,
 সংকুল-কমল-জাত অমল আসব—
 এই সে ব্রাহ্মণ, তাথে অমৃত সংশব,—
 “সন্দেহ-কটক যদি ফুটে থাকে মনে
 খুলে যাবে তাহা নিরখি নিজ নয়নে ।”

(৭২) দ্বাইয়া প্রজন উপনীত ব্যগ্রচিত্তে—
 উঠে যেথা তৈলবাম্প-রেণুতে-রেণুতে,
 হরি নাম শূন্যলোক বিমান-মণ্ডলে
 পধূপকদম্ব যথা শূন্যপথে চলে ;
 অথবা যেমতি উৎস ভূধরের ক্রোড়ে
 আগ্রাসিত করে সিক্ত সলিল নীকরে —
 উপনীত তথা ; অঙ্গে সিক্ত অমিয়া ।
 বাতায়নহীন গৃহে বসতি করিয়া
 দারুণ নিদাঘকালে সস্তাপিত কায় ;
 যদি কেহ স্নিগ্ধছায় উপবনে যায়,
 অথবা তটিনীতটে মুক্ত-সর্ব-আশ
 মলয়-অনীলস্পর্শে হয় সে উদাস ;
 অথবা যেমন পুণ্যতীর্থ-পরিধিতে
 পাদক্ষেপ শ্রাব দিবা আনন্দ-অমৃতে
 অঙ্গ উর্ধালিয়া নাচে, অভিনব ভাবে,
 বাস্তবিক সে স্থান বলি বুঝে অমুভাবে ;

তেমতি পুলকরস বহিল উচ্ছ্বাসে
হংসধ্বজ-প্রতি অঙ্গে ; আনন্দে সে ভাসে !

- (৭৩) মানব-মণ্ডলী নত মণ্ডল-আকায়ে
ঘোরিষা হেরিছে স্থপে শুধরাঙ্কমারে,
হেনকালে দেখি নরমণি-আগমন,
উদ্বোধিত হৃষভরে খুলিল তখন
নরেশের প্রবেশের পথ সমস্রমে,
খুলিল গবাঙ্ক খেন সৌধমনোরমে ।
- (৭৪) নিরখি তনয়মূখ প্রেমপ্রদোজ্জ্বল
উগারিছে চরিত্রাম রস থল থল ।
“হা কৃষ্ণ !” উচ্চাষি মুখে পসারিয়া কর—
ধরিলা তনয়-কর বিমুগ্ধ-অন্তর ।
- (৭৫) উথলে শুধরা-চিত সুখের উচ্ছ্বাসে,
তৈলেতে নাচয়ে তছু পরম-উল্লাসে !
যেমতি চন্দ্রমা হেরি চন্দ্রকাণ্ড গলে
তেমনি জনকে হেরি শুধরা উড়লে ।
জদিজাত পদ্মমণি হৃদয়ে লাগিল,
হংসধ্বজ-ভূৎ-কমল আনন্দে ভরিল ।
ভিক্রিরসে ভূপকাণ্ডি লাবণ্য-পূর্ণিমা,
বার্দ্ধক্য-বিক্রপ-অঙ্গে রূপে নাহি সীমা !
চন্দ্রের সহিত হলো মণির মিলন,
প্রেমপ্রভা সুখময়ী তড়িতগজ্ঞন ।
- (৭৬) কহিলা ভূষতি স্নেহে শুধরা চাহিয়া,—
“আশাতরু সুফলিত তোমানে লভিয়া ।
গুণমণি হৃদনয়,— অতিথির মণি—
সমর-সংকারে তোষ ব্রজনীলমণি—
নীতল করহ আনি পিপাস্ত-পরায়ণ
আনিতে অদূত-নদী হও আশ্রয়ান ।”
- (৭৭) পিতৃপদ বন্দি পুত্র হুখে বাত্রা কলা
বিশ্বয়-আনন্দে পুরী-পরায়ণ পাইলা ।
নাম ভক্তির প্রভাব জগতে রটিল,

শুধরার গুণগাথা তরঙ্গে বহিল ।
প্রহ্লাদের মত দেখ শুধরা বাঁচিল ॥

(ষষ্ঠ সর্গ)

- (১) নিদোষিত-সম ত্রুত বিষ্কারি নয়ন,
কহিলা পাণ্ডব—“সখা, চকিতে কি স্বপ্ন দেখা ?
‘ত্ৰাহি ত্ৰাহি’ শব্দ যেন পশিল শ্রবণ ।”
- (২) শুনি বাক্য অধোকজ কমলজ-আঁখি
উত্তরিল হান্তমুখে, আর্জুনাদ লাখে লাখে,
শ্রবণে পশিছে ঘন, জানিব সে একি ?”
- (৩) কহিয়া রুক্মিণী-নাথ নামিলা ভূতলে—
দ্রীপ্ত নীল নবভানু কোটি মার জিনি তনু
ভাস্করের বক্ষে ভানু কৌশভ উজলে ।
- (৪) নিমিষে শুধরা আসি সসৈন্তে উদিল,—
জলধি-তরঙ্গাকারে ডুবায়ে বেলা-প্রাকারে ;
তৃণাকারে শক্রসৈন্ত মুখেতে ভাসিলা ।
- (৫) চৈতন্য ফুটিল তবে পাণ্ডবের চোখে ;
বিপক্ষের পরকাশ আত্মপক্ষ পায় নাশে ।
সিংহসম লক্ষ দিয়া উঠে পার্থ রোখে ।
- (৬) ভূধরের প্রায় রথ, কাঁপিল স্বননে ;
কড়মড় শব্দ করি, দশ হস্ত পাছে সরি
প্রস্তরে অকিল রেখা চক্রের বর্ষণে ।
- (৭) পৃষ্ঠদেশে বানানি ধনিল তুণীরে ;
দীপ্তিময় শররাজী কেশরী-কেশর রাজী
আতঙ্ক তরঙ্গ ছায় শরীরে শরীরে ।

(৮) ধ্বনি সে দেবদত্ত মুগেন্দ্র-গর্জনে,—
তুনি ধ্বনি সুগভীর পবন, বিমান, স্থির;
তুন্তিত সপত-সিন্ধু নিনাদ প্রবণে ।

(৯) চমকি বিপক্ষ দল কণেক স্থহির;
সুখসার গতি স্থির, নিবৃত্ত সে সৈন্তাভির,
গভার যেমতি শূন্যে ঠেকিলে প্রাচীর ।

(১০) তুলিলা নয়ন ভঙ্গী-নাথের নন্দন;
হেরিলা ইন্দ্র-নন্দনে আসীন সমরাসনে
সব্য করে চাপ, ইন্দ্রচাপ-বিগঞ্জন ।

(১১) শোভিছে সুমেক্ষশূন্যে ইন্দ্রনীলমণি!—
অন্দন সুমেক্ষ-কুচি; তদুপরি সবাসাচী,
সুবর্ণ কঙ্কীর শিরে বধা শোভে মণি ।

(১২) নিরখি মাধুরী ঘন, বীর্যের তরঙ্গ,
তরুকাতি সুখসার উল্লাস সমুদ্রাকার,
কপট কোপের চর্চা, অন্তরেতে রঙ্গ ।

(১৩) ক্রকুটাহিলোল-দল বুলিলেক ভালে,
প্রভাবতী প্রাণেশ্বর পুণ্যকীর্তি বীরবর
ভগিলা সম্মোহি পার্থে বিতস্তার চলে ।

(১৪) “তুমি কি কৃষ্ণের সখা,—বতনে পরাণে রাখা?
তোমা নিরখিয়া মনে উপজে আনন্দ,
কাড়িয়া লইব ভাঙ্গি আনন্দের ভাণ্ড ।”

(১৫) “বিপদে পতিত তুমি, কোথা তব বল স্বামী,
জীবের সারথি যেই তোমার সারথি?—
ধিবে আজি রণযজ্ঞে পরাণ-আছতি ।”

(১৬) তুনিয়া পৃথ-নন্দন, “ধর দেখি প্রহরণ”
উত্তরি ধরিল-ধনু টঙ্কারি নির্ঘোষে
আকর্ষি আবার বিপক্ষ-পর্যাণ শোষে ।

(১৭) ভূধরকন্দরে ঘন “ধর দেখি প্রহরণ”
আকাশ পাতাল ভেদি হলো প্রতিধ্বনি
সিন্ধু-শঙ্খ-শঙ্খে প্রাণে প্রাণে বাজে ধ্বনি ।

(১৮) চিত্ত বার মহাশূন্য মুকুট বাহার দৈন্ত
কোথার সারথি তব, আমুক সেজন!
তবেতো করিব রণ!” ভগিলা যোধন ।

(১৯) তুনিয়া সকোপে কর অর্জুন অকুতোভয়,—
“সারথিরে ডাক বুঝি অমুরোধিবারে?
কমা যদি মাগ, পারি কমিতে তোমারে ।”

(২০) তুনিয়া, মুচকি হাসি ডুবিল অচিরে ভাসি,
গাঙ্গীর্যের রেখামাখা কুঞ্চিত বদনে,
বিদ্যুতের রেখামাখা তরঙ্গিত-মনে ।

(২১) অথবা দিদির গজে শুনেছি বয়স অল্পে
যেমতি সুবর্ণতরী ভাসিয়া অচিরে,
তরঙ্গ তুলিয়া ডুবে স্থনীল সলিলে ।

(২২) তেমতি চাপিয়া হাসি মুখে মাধি মেঘরাশি
ভগিলা ভৈরবরবে বীরধর্পভরে,—
“এখনি পরাক্ষ হবে কেবা কমে কারে ।”

(২৩) “বাধিনি ছাড়িতে ঘোড়া বেধিছি বাধিতে মোরা
বলে নিবে ব’লে বেন করেছ মনন,
পাণ্ডবে গাঙীবে বত হবে পরীক্ষণ ।”

(২৪) “মুখিক দশনে ঝটি পশে নাশি পাটিচাটি
আয়সযজ্ঞে পশে কি তার শক্তি?
চেষ্টিলে সে কীরমান দস্ত পরিপাটী ।”—

(২৫) তুনি তীত্র ব্যঙ্গবাণী জয়িল আক্রোশ বহি
কোটি আশীবিষদণ্ডে। ফুটিল পরাণে,
দ্রৌপদী পরাগমণি কান্দনি-পর্যাণে ।

(২৬) গরল ছুটিল খাসে গরুড়-গগন-নাশে
ছুটিল নয়নবুগে অগিনি তরল,
তলুতরুহ-কোলে-কোলে শ্বেদবিন্দু-দল ।

(২৭) ষাভিল সময় !—
বিপুল গাঙাব ষাতি টঙ্কারি শিজিনী,
হাণিলা বিশিষ্ট চাপে, পার্থ বীর মহাদাপে,
ছুটিল শাণিত শর উগারি অগিনি ।

(২৮) বীরদল-নেত্রভারা ঝলসিল তেজে,
নয়ন মুদ্রিয়া রহে বক্ষে ভ্রাস্রোতঃ বহে
প্রকম্পিত কল্‌বর, দস্তে দস্তে বাজে ।

(২৯) নিষেধে স্তম্ভা শূর অগ্নিয়া প্রীহারি,
ছাড়িলা প্রথর বাণ ব্যর্থ ক'লা পার্থ-বাণ,
অন্ত বাণ লক্ষ্য ক'লা সারথি উপরি ।

(৩০) সামান্য সারথি এক কৃষ্ণ প্রতিনিধি
পাড়িলা তাহার মাথা, পাণ্ডব পাইলা ব্যাধা
স্মৃতিমাত্র উপনীত কৃষ্ণ প্রীতিনিধি ।

(৩১) অবনত স্তম্ভাশূক দোহাকার করে ;
নিভিল বিবাদ-বহ্নি, কুন্তীপুত্র ছিন্নিভিন্নি
পর্যভব অহী মর্মে দংশে বারবারে ।

(৩২) হংসধ্বজ প্রভবের প্রভূত পুলক !—
উজ্জ্বল ভক্তিরস, অন্তরে আনন্দলাস,
আপনী তুলিয়া রুদ্ধ নয়ন পলক !

(৩৩) বহুবংশ অবতংস পুরুষ-ললাম
স্তম্ভা প্রধান ক'লা, পরীক্ষার দেখাইলা,
লজ্জাভরে হেটুখ পার্শ্বগুণধাম ।

(৩৪) বায়কর-মুষ্টি হ'তে খসিল কার্য্যক ;
আধিযুগ চলছিল, কৃক হেরি তলতল,
ক্রোধের ঘুচিল সীমা, বৃকে ধুকধুক ।

(৩৫) আত্মকৃত অলৌকিক ভূরি কর্ম্ম অরি,
সখারে সংশোধি কর, কথা কঠে ঠে কে রয়,—
“আত্মাশে তুলিয়া দিলে রসাতলে ডারি ।”

(৩৬) “বাড়াইলা দেশে দেশে পাণ্ডবের মান ;
জিনিলাম পশুপতি, জিনিলাম স্বর্গপতি,
কুরুক্ষেত্র-মহাযুদ্ধে মহাবীরগণ ।”

(৩৭) “অগণ্য রাজকুমারি জিনি খ্যাত চবাচর,
তিনলোকে লঙ্কাকীর্্তি, দশদিকে বশোভিত্তি,
তোমারি করুণা শুনে, সখা চক্রবর ।”

(৩৮) “হেন পাণ্ডবের মূলচ্ছেদমানভঙ্গ,
লঘু পিপীলিকা দণ্ডে, তোমারি চক্রান্তে অন্তে,
নহিলে বসিয়া কেন নিরাখছ বঙ্গ !”

(৩৯) “রোপিলে পিঙ্গলতরু জগত-আশ্রয়,
বিশদ বিকাশ যেই, স্বকরে পাড়িলে তেই,
বুদ্ধি দিতে পারে তোমা, কার বুদ্ধে লয় ?”

(৪০) নয়ন পলকু দিতে স্তম্ভা অগ্নরে,
হেরিল স্তম্ভার মেলা, বিপুল হাসির খেলা,
কোপের বিষণ্ণ আলা অলিল অন্তরে ।

(৪১) শুন্দন আলোড়ি বেগে উঠিলা অরিতে,
চক্রাকারে পাক দিয়া পুনঃ পুনঃ হস্তে ল'য়া
হংসধ্বজ-তরুজেরে লাগিলা কাঁহতে—

(৪২) অগ্নে স্থাপি দক্ষপদ বায় পদ পিচে,
হেলায়ে দক্ষিণ কায়, নয়নে অগিনি ডারি,
বক্রগ্রীব গর্ক করি আবার কহিছে—

(৪৩) দক্ষকরে ঘুরাইয়া অগ্নিময় শর,
শূণ্ডে অঙ্গি বরুণাশি, ধনু-দেহে মুষ্টি কসি,
দশনে দশন ঘসি, কহে ভীমশর,—

(৪৪) “বীরত্ব-আকাশে মম বশঃ শশধর
বিরাজিত পূর্ণফল চিরকাল নিরমল,
বায়নের ভ্রাসাহস, পসারিছ কর!”

(৪৫) “রাজর বাহুর বল হবে পবীত্ৰণ,
রাত শোভে পূর্ণতরু, তুমি কেন বহু তরু,
অন্তরু করিব তোমা, অবার্থ এ বাণ।”

(৪৬) কোদণ্ডে যুজিহু বাণ শু মুণ্ড কাটিতে,
হাসি-ভাঙে তুণ্ডখান পড়ে রবে এইস্থান,
দেখি কেবা পালে যোর প্রতিজ্ঞা ভাঙিতে!”

(৪৭) “ভক্ত হও ভাক্ত হও, অর্জুনের বাণে
না দেখি নিহার তব, নিশ্চয় হইবে শব,
অস্ত্রিমের কার্যা কিছু সাধ সাবধানে।”

(৪৮) শুনি বৃষ্ণ যোগেশ্বর চিহ্নল অস্ত্রণে—
“যোগেশ্বর নিবিড় ঘন, করিয়াছে আচ্ছাদন,
সব্যাসাচী-বৃদ্ধজ্ঞান, তাই গরু করো।”

(৪৯) ‘অচ্ছ মুকুরের পৃষ্ঠ হ’লে আচ্ছাদিত,
‘আত্মমুদ্রি বিস্ময়বে— ‘আপনি আপনা হেরে,
অগ্রবর্দি পরমুদ্রি অনবলোকিত।

(৫০) জ্ঞান দরপণে যদি হটে মলিনতা,
পরে দৃষ্টি নাহি পড়ে, নিজে শক্তিমণ্ড হেরে,
গরু, আত্মরান্না করে, লভি চপলতা।

(৫১) পরমাত্মে জাবায়ার সম্পদ স্ফূটন—
পরমাত্মা কেন্দ্র ইন্দু— জীব পরিধিত্ত বিন্দু,
কক্ষ-চক্রাকারে ঘুরে জীব অতর্নিশ;

(৫২) সমুদ্রবর্তী সদা ব্যাসাক্ষি বন্ধনে;
কেন্দ্র স্থির, অচঞ্চল জীব লভি কেন্দ্রবল
নিয়ত সে প্রামাণ্য, নিউরন মনে।

(৫৩) কেন্দ্র-নির্ভরতা যদি ছুটে ভাগ্যদোষে,
হয় সে বিপথগামী, আপনি নেহালে স্বামী,
অচিরে গৌরব, দীর্ঘ গরু কক্ষবশে।

(৫৪) “তেমতি সে পার্থ-দর্প চূর্ণ হবে এবে;
নিউরিছে আত্মবলে, গরু ভরে কণা বলে,
ভক্তবরে ভক্তে কয়, ভয় নাহি ভাবেন”।

(৫৫) কক্ষের করণাদৃষ্টি-স্নাত ভক্তবীর,
হংসকজ-সুন্দন, অস্ত্রে অভিবাদন,
গাভাবীরে মধুস্বরে ভনিলা সুধীর,—

(৫৬) “জ্ঞানি-অগ্রগণ্য ‘আজ জ্ঞানদেয়’ বলে
প্রতিজ্ঞা করিলা পার্শ্ব, হবে হবে হবে বার্থ
‘আজ ক’রে শিরশেদ—আগ্রহত্যা রৌষে”।

(৫৭) “সুপর্ণ-নিদন কতু না হবে শু বাণে;
এই যে ধ্বিগু শর, বহুময় পরতর,
পণ্ড শক্ত ক’রে তায় উড়াবে গগনে”।

(৫৮) “—
বধিবারে জয়প্রাণে, ভ্রমীভূত প্রতিজ্ঞাতে,
কক্ষের ক্রণায় পেলে এ নব জীবন”।

(৫৯) “কদলাপাদপোপম তোমার জীবন,—
ছিদ্রতরু মৃতপ্রাণ, পূর্ণতরু পুন প্রাণ,
যতদিন কৃষ্ণ মূল না হয় ছেদন”।

(৬০) “তাই তুমি ভাগ্যবান এ জগতীতল!
ক্ষণজন্মা নরসিংহ, যজ্ঞেশ্বর আজ্ঞাবহ,
‘আজ তব ভাগ্যে হেরি গতি রসাতল’।

(৬১) কাঁহিয়া সুধা ক’লা বাণের প্রতিজ্ঞা;
ভগিলা কুখিনী নাথ, দীপ্য কোপের সাধ,
“ওন সখা, রাখা ভার তোমার-প্রতিজ্ঞা”;

(৬২) মস্তকশ্রেণে ভগ্নে তবে হুভদ্রা-রমন,
“তুমি যার সখা, কৃষ্ণ, নয় সে কভু সতৃষ্ণ,
কদাপি না গ্ৰহে তার বাঁধা অপূরণ” !

(৬৩) বিগলিত-চিত গদা দিলেন আশ্বাস ;
উল্লাসে সন্ধান করি, পার্থ দিলা বাণ ছাড়ি,
ছত্বে করে খরণর উঠিল আকাশ ।

(৬৪) সহস্র বিজলী-জ্যোতি ধরে সে বিশিখ ;
পথে পথে কোটি দারে উগারি অনল ছাড়ে,
গগন অনলময় হলো সর্ষদিক ।

(৬৫) আলোর লোহিতস্তরে আবরিল রবি !
বিধু যেন দিবা ভাগে নয়ন মুদ্রিয়া জাগে,
সৈন্তরথগজবাজী হলো রক্তচ্ছবি ।

(৬৬) পাণ্ডব-গাণ্ডাব-ক্ষীপ্ত বাণ ক্ষিপ্তপ্রায়,
সুদূর গগনে উঠি ফেপণী-আকারে জুটি,
অধোমুখে সুদখান শিবঃ পানে যায় ।

(৬৭) ভূজঙ্গম ধায় বেন জিহ্বা পসারিগা,
শিরে ছালি মালগুচ্ছে, তরঙ্গ তুলিয়া পুচ্ছে,
নিবৃত্ত হইবে বেন সুধনা দংশিয়া ।

(৬৮) সুধনা-মস্তকোপরি বৃত্তাকারে হরি
কি বেন প্রতীক্ষা করে, বলকে অনল ধরে,
ধ্বংসেতু ঘুরে শূন্য সুমেকর বেড়ি

(৬৯) চিন্তিল তখন বীর হংসধ্বজ-সুস্থ —
“মাধব দিচ্ছেন সায প্রতিজ্ঞার পূর্ণতায়,
এবাণে নিশ্চয় হবে সুধনা বিতম্ব” ।

(৭০) “পুরুকৃ কক্ষের ইচ্ছা, কি ভয় মরণে ?
পর্যভরে নাহি ব্যাধা, সাধিব লৌকিক প্রথা,
যতিব মনের সুখে শর সম্বরণে” ।

(৭১) বলিয়া ছাড়িলা বাণ বীর উদ্ধ মুখে,
লোহি-তোষ লোহে যথা, বারি স্পর্শে শীতলতা
ভেমতি শীতল ক’ল পাণ্ডব-বিশিখে ।

(৭২) নিস্তেজ হইয়া বাণ পড়িল ভূতলে ;—
সামান্য শলাকা মাত্র ভূমে লোটে যত্রতত্র,
দক্ষপ নাহিক কারো, উপেক্ষে সকলে ।

(৭৩) গর্জিয়া সুধনা বীর বিপুল বিক্রমে
যুড়িল অতুল বাণ, পার্থের বধিতে প্রাণ,
ভুমূল সংগ্রাম বাজে রণাঙ্গনে ক্রমে ।

(৭৪) গর্জিয়া গাণ্ডাবী পুণ পূরিলা সন্ধান ;—
সিংহে সিংহে করে যুদ্ধ, সটায় গগন রুদ্ধ,
বাণেশ্বর্মে কাটাকাটি—ছাইল বিমান !

(৭৫) বীর করে লেজ বাঁধি বাহুকী-যুগল,
উঠিয়া গগন পানে, বিস্তারি সহস্রফণে,
মুখামুখি দংশে দোহা উগারি গরল ।

(৭৬) রথ কাটে, সেনা কাটে, রক্ত রণাঙ্গন ;
বাণ কণ্টকিত কায়, গজ অশ্ব ছুটি ধায়,
বিদলে পদের চাপে মৈত্র অগণন ।

(৭৭) তুলি হাত যতনাথ সঙ্কেত করিলা ;
সঙ্কেতে অর্জুনবীর সঙ্কেতে সুধনা বীর
সম্মুখে নোড়াই মাথা শব সংহারিলা ।

(৭৮) প্রলয়-জলধি-জল হইল স্থির ;
ধামিল ভীষণ যুদ্ধ, অস্ত্র লীলা হলো রুদ্ধ,
পর্যভব নাহি কারো,—সমান দুবীর ।

(৭৯) কহিলা সুধনা তবে অর্জুনে সম্বোধি,—
“শুন, হুভদ্রা-বল্লভ, তব প্রতিজ্ঞা-শলভ,
পুড়িয়া পুড়িয়া ছাই হয় নিয়বধি” ।

(৮০) ধিক্ সে পুরুষে যার প্রতিজ্ঞা না রহে !
কত্রিয় গোরব আদো, তোমা দ্বারা হলো কালো" ।
জনি পাণ্ডু নন্দনের পরাণে না সহে ।

(৮১) অধোগুণে অপাক্ষে সে কৃষ্ণ পানে চায় ;
ধনজয়ে হেরি দৈত্য়, সারথি সে অসামান্য
সকরুণচিত্তে ধরি তুলিলেন তায় ।

(৮২) "চিন্তামণি চিত্ত মনে পুরিবে বাসনা" :—
একথা কহিয়া শার্ঙ্গী, করিয়া নয়ন ভঙ্গী,
দেখা'লা অর্জুনে এক অপূর্ণ ঘটনা ।

(৮৩) চাহিলা সমরাজিরে বাসব-সম্ভব,
দেখিলা অকৃত দৃষ্ট, অধুরে উদিল হাত
মুচিল স্বপন, হিরে উঠিল তাণ্ডব ।

(৮৪) লাক্ষ্মনার বিদ্যাবরী পোহা'ল চকিতে ;
বিজয় গোরব সূর্য্য, কত্রকুলে অতিপূজ্য,
কাক্কনি-সৌভাগ্যাকাশে লাগিল উঠিতে ।

(৮৫) প্রতীক্ষিত যুতশর তেজস্বর পুন
উঠিল খধুগ প্রায় সবেগে গগন-গায়
শত গুল খরতর হুকারি ভীষণ ।

(৮৬) ভদ্রাবতী কুলবিধু হেরি স্নিগ্ধমাণ,
স্তব্ধ হলো আশ্বল, স্তব্ধ সে বপকদল :—
পক্ষাঘাত প্রপীড়িত ষণ্ড অভিমান !

(৮৭) রক্ত-রক্তাকর-রক্ত নিবাত নিকম্প ;
বাডবাগ্নি যেন শুষ্ক ভীষণ দহিছে ধুধু
বীর-পার্শ্ব তমিহিল দিছে লক্ষ, নম্প ।

(৮৮) ভয়শোভ যশপ্রায় সুধবা সে বীর
মাধব-বাসনা জানি, ভূষিতে অর্জুনে মানি,
কৃষ্ণপদ নিবধিয়া থাকিলা স্থির ।

(৮৯) উৎসর্গিলা অস্থশক্তি শক্তিধর-পদে ;
নিশ্চিন্ত হইল কায়, সকাভরে কৃষ্ণে চায়,
তেনকালে বজ্রবাণ বন্ধদেশে দিধে !

(৯০) ঢলকে ঢলকে রক্ত অনর্গল ছুটে ;
উজ্জ্বল গিরির গায়, গৈরিকের দ্বারা প্রায় ;
মন্দভেদী কর্ণভেদী হাহাকার উঠে !

(৯১) কনুকাঙ্কি-প্রভাবতী-করকসুভূষা,
অনন্ত অমুখিনীরে, যারার বন্ধন ছিড়ে,
পতন-উন্মুখ আই পে'তে আশ্র-বাসা ।

(৯২) ভালই পুরিল আজ পিতার কামনা !
রক্ত-জনক-কামনা— বড় সাধের বাসনা !—
ধন্য, যার কন্য মৃত্যু সমানগণনা !

(৯৩) ভকত সুধবা আই বাচে কৃতাজলি !—
গভীর ধ্যান নিমগ্ন, চিত্তে চিন্তামণি লগ্ন,
অশ্রুধারা রক্তধারা করে কোলাকোলি ।

(৯৪) স্বজাতি, অরাতি আজ ভাবে একাকার !—
গলিল অর্জুন-চিত্ত, কৃষ্ণ-প্রেম-বিগলিত,
বারি নরে দরদর নয়নে সবার ।

(৯৫) হায়রে সে ভাব-গরি পড়িল ভাজিরা !—
শোকসিদ্ধ চেউ (য়া) ইল, দিও মণ্ডল আগ্রাবিল,
প্রতিধ্বনি উঠে ভদ্রা নগরী ভরিয়া !

(৯৬) রক্তকণ্ঠে সুধবা বীর অন্তিমে কহিলা—
"হে চিরমুখ-মিদান !— ও পদে দাঁও হে স্থান !—
কৃষ্ণ-বাহ-পাপ-বন্ধ পরাণ চাড়িলা !

(৯৭) ভালই পুরিল আজ পিতার কামনা !—
রক্ত পিতার কামনা !— পুত্রদ্বারে সে বাসনা !—
শঙ্কর-বাসনা !— ধন্য প্রয়াগ যুধনা !

সম্পূর্ণ ।

বিরহিণী চারুচন্দ্রিকা



[কৈদার গিরির অধীশ্বর গন্ধর্বরাজ শৈলেশ্বরের একমাত্র রূপবতী কন্যা চারুচন্দ্রিকা, রাজমন্ত্রী প্রকসেনের সর্বশোভিত রূপবান পুত্র শশাঙ্কদেবে পরিণীতা হন। শ্রীমতী চারুচন্দ্রিকা পতিরতা সান্বিতী রমণী। উভয়েই অকৃত্রিম দাম্পত্য প্রেমের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। শশাঙ্কদেব মৃগয়াপ্রিয় ছিলেন। একদা তরুণলক্ষে তিনি প্রথম বহির্গত হইলে, বিলম্ব-বিধুবা সতী অধীরা হইলেন এবং সহচরী সঙ্গে অমুসন্ধানে বহির্গতা হইলেন। তিনি বনে বনে বহু বিলাপ করিতে করিতে অবশেষে পতির দর্শন পাইলেন। তথায় শুভ সন্মিলন ঘটিল।]

(প্রথম ভরঙ্গ)

— ১০ —

সগতোক্তি প্রিয়ে, বালা-সরঃ হ'তে তুলেছি কমল,
ধ'রেছি হৃদয়ে তারে সতত কোষল।
প্রণয়-পয়স মাঝে সুন্দর সরস রাজে,
কেমনে ত্যজিব আছি অনলের কোলে?—
শতদল-দল স্নিগ্ধ মজিবে অকালে!
কেমনে প্রণয়রজ্জ করিব শিথিল!
কেমনে কমলমুগি থাকি এক তিল
বিজ্ঞান-কাননবাসে ভল্লকশাদুল পাশে!
রাশবরমণী দাসী পতিরতা নারী
বিরহ-কর্করূরে সঁপি রাজার কুমারী।
ভবন কানন হবে তোমার তখন
যবে তব পতিধন পশিবে কানন;
তবে কেন তোমা ধনে বিসর্জিব এ কাননে?
সন্ততি রঞ্জনতরে পাঠাইলা রাম,
মৃগয়াসুভাগে মুগ্ধ হেন হুহু বাম।
তাও কি সম্ভবে কহু?—আমি কি পামণ!
পামণে কিংবা কি কহু প্রণয়ের বাণ?—

হাঁহী, তা হয়, তা হয় পামণে কদম রয়,
পামণ যান্বী হয়, ভেসে যায় জলে;
ভাবের পরশ পে'লে মুহূর্ত্তেকে গলে।
কিঞ্চুসুকে ভীত হয় যত শিশুগণ;
যুবক ধাইয়া করে নাগেরে তাড়ন।
পালে কেহ দিয়া তরী, কাঁদেরে চীৎকার করি
পদ্মার তরঙ্গ কোলে খেলে কত জন,
পিটিলে কাচের দশা, অরে সে কানন!
কণ্টকে কাতর হই, এতই কোমল,
দক্ষ জনে শেল তুচ্ছ খেন ফুলদল।
কেন মম এত ভয়?— সহিতে সহিতে সয়,
বিরহজীবনে আমি এখনো কুমার;
কমলের নীচে কাটা হেরি নাই আর।
প্রণয়-বীশরী শু'নে মে'তেছিল মন,
রঙ্গে রঙ্গে নে'চে বন্ধ কুরঙ্গ যেমন।
কি কুহুই জানে জাল ভে'বেছিহু ফুলমাল
হুথের আবেশে অঙ্গ করিত অবশ;
অঙ্গের মোটিনে, আর চৈতন্তে, বিরস।
মৃগ হ'য়ে বাব আশ্রয় মৃগয়া করিতে,—
হাসির উচ্ছ্বাস শুনি উঠিবে জগতে।
সংকল্প কোয়েছি মনে তাই হলো বে'ভে বনে;

দেখিব কণ্টকধার বিধে কতদূর ।
এ কল কেল'লে রণে গেল কত দূর !—
এইতো আইত, প্রিয়ে, আঁধার লইয়া ।
তোমার পরাণ যাবে দিব তা ছাড়িয়া ।
পূর্ণিমার মেন ফাঁদ, এতো দ্বিতীয়ার টাঁদ ;
আঁধারে আলোর শোভা, প্রণয় পাকায়,—
প্রথম বহিবে আজি বিরহের বায় !

বিদায়ার্থে নিশ্চল অন্তরে অই হাসে শশধর ।
চারুচঞ্জিকার রঞ্জে রঞ্জে ফোটে কিবা তারকা বিহর ॥
সমীপে শশকে বৃগল গ্রহের শোভা পীনপয়োধরে
আগমন । অধ্য দিয়া দ্যুতিরেখা ছায়াপথ ক'রে ।
নয়নযুগের ঢটি মৃগাক্ষেতে লুটে ।
সদা পূর্ণিমার বাতি ধরে মোর ফুটে !
চাঁদ মুখে মুখা চাহি আঁখাসের বাঁধি ।
নৃগয়ায় রতি যাপি বিদায় এখনি ॥
বেশী না প্রাণিন তরে কেওগো বিদায় ।
সানন্দ অন্তরে যাই সৈনিক সন্যাস ॥

চঞ্জিকার নাথ, কি চাও, কি দিব, খুলে বল মোরে !
কাতরোক্তি বিদায় কি ধন, জানিবা কখন,
যদি কিছু রেখে থাক, বল যম ঠাই,
চাহিলে কেমনে রাখি, হেন বাঁধা নাই ।
সঁপেছি সকল মোর তোমার শ্রীকরে ;
পেঁয়েছি তোমারে, কি ফল ইতরে ।
জানতো সে কজোলিনী লভি জলনিধি
খুজেনা কখন আর জলনিধি-নিধি ।
"দেহগো বিদায়"—সুত দেহ আছে শুধু ।
এই কি বিদায় ?— দিব তা তোমার ।
নিজ দেহ না অর্পিয়ে ললিত লতিকে,

পারে কি বিদায় দিতে তরুণ তরুকে ?
বিদায়ের কথা, আর শু'নেছি পুরাণে :—
প্রিয় পতি ধ'রে প্রতপতি-করে
অর্জিতেন পতিবতা অরতি-কুপাণে,
দক্ষিণা শোকেব অশ্রু মাখিয়া বয়ানে ।
বিতঙ্গ যেমতি, হায়, সঙ্গিনীবে নীড়ে
রাখিয়ে য'নে অশ্রু-অশ্রুধে, ...
বাঘের বিদায় ল'য়ে জনমের ভলে ।
পুলয়-বাঘড়া কে'টে, বাগ্‌ডার মরে ।
অতিমহা অভিমহা সুভদ্রার মৃত
উত্তবা-উদব লইয়া কাতর
উদরলা অভ্যত-চিত সমর ভিত
কুঙ্কর বাহে পড়ি হইলা নিহত ।
ইন্দ্রজয় ইন্দ্রজিৎ প্রমিলার করে
লইয়া বিদায়, শিকড়ের দ্বার,
রামাচুড়ভুজবলে কালের কবলে
যজিল, তাজিল প্রাণ তাজি নারী হলে ।
তোমার তেমতি মতি ছালিতে আমারে ।
এই কি বিদায় ?— দিবনা তোমার ;
বীরনারী হই বাঁধা নাতি কিছু চিতে,
বীরের রমণী হই, লগ্ন যদি লাগে ।
প্রমিলা উত্তরা অদ্য গুণবতী সতী
অরুণ নয়নে আগমন-পণে
পাঠা'ল নিজের পতি দুনিয়ায় বীরে ;
কেমনে পাঠাই তোমা-পশুর সমরে ?
পূর্ণ-পূর্ণিমা নিশি সোভাগ্যে হলভ !
নু হ'তে নিশিথ রাহ গ্রহ-ভীত ;
পরহরি শিরিষা-কাঁপিতেছে কার,
কি জানি করমে লেখা ?— দিবনা বিদায় ।
ভাগ্যত স্থানে জাগে'কত বা অন্তত !
তপত খোলায় কুটিয়া লাফায়
ধরে ধরে দানু-খই, তেমতি এমোর
"চিত যানে কুটিতেছে অমল-বোর ।
কলনার কেটে যায় অবলা-পরাণ ।

ইন্দ্র

কি দশা ষটিবে বে দিন রটিবে
সত্য সত্য অত্যন্তিত ।—শিখরি শিখর
চকিতে পতিত হবে যুগের উপর ।
বনে বনে এতবনে রমণী সতায় ।
ভেবে দেখ নাথ দাশবধি সাথ
চক্রে চাক্রিকা সম সীতা বান বনে
সহায় হ'লেন সতী শতকর রণে ।
জগত তিতের লাগি মানব জীবন ।
কেমনে বা তাক দুবাইবে পাঁকে ?
সে জীবিত্তে জীবিত্তেশ রাখ সাবধানে,
বারোচিত হিত নাহি সাধ বৃত দিনে ।
ভাষি নিরবধি বিধি দিন যদি দিন,
দিব গো বিদায় হইব সহায়
অসময়ে কেন মাগ জীবনবল্লভ ?
ভুভদিনে বিকসিবে গোবব-সৌরভ ।
প্রাণেশ্বর স্বব মনে, বৃকসেনসুত,
বীরের শোণিত শরীরে নিহিত,
পশ্চব রসনা তৃপ্তি করিতে সঞ্জন
বহিচ কি সে শোণিত, যাইবে ক'নন ?
বীরের হুতিতা আমি বীরেব দয়িতা,
রাণিব ষাধিয়া পেমসুতা দিয়া,
পাপেব শুভায় যেতে বাধিব টানিয়া,
পুণ্যাগরি আরোহিতে দিব তা ছাড়িয়া ।
কে বিলাবে বনে শান্তি অশান্তিব কালে,
তাকি অধীনীরে পশিলে কান্তারে ?
কে দেখাবে পদে পদে পদবী বিশদ ?
নাড়ী নারী বিনা নাথ দাঁড়ে কি বারিদ ?
এ অধীনী তব করে অবপিত্তে প্রাণ;
নিয়ে বাহ বনে বাহ্য যদি মনে
প্রিয়ান প্রাণান্ত করে একান্ত যাইতে;
নারী'বধেব জর কর না কি চিতে ?

শশাঙ্কের

উক্তি

কেতকী কুহুদ আই হলে অতি রঙে,
বিধাতা কেঁড়িল তারে কাঁটা দিয়া অঙ্গে ।
হুলিতে হুলিতে, হায়, কাঁটার আচড় ধায়,
তথাপি সে কুটে হে'সে ছড়ায় সুবাস;
কহু কি নিরখি তার বদনে নৈবাস ?
তবে কেন বিহুসুখি অধোমুখী হ'য়ে
খোমটা নীরদনীচে রাহিলে লুকায়ে ?
চকিতে চকোরে কেন বকিতেছ অকারণ ?
পূরাও মনের আশ, রূপসুধারাপি
ঢালিয়া নয়নপুটে কালিমা বিনাশি ।
কেন ঝাপ দিলে, প্রিয়ে, বিধাদ-সাগরে,
নয়ন সঁতার দিল কেন অশ্রুনিরে ?
শরীর অবশ হেরি, কাপে বপু ধরধবি;
সুধাংগু-বল্লন-আংগু ডুবিল অচিরে !
ধিক সে কোকুক হেরি সুখে ব'মে ভাবে ।
যাই নাই বনে তাই এতই মিথুরা ।
কেমনে রহেগো ঘরে রাজার বধুবা ?
ভাগ্যে নৃপতি ছহিতা নও নৃপ-পরিণীতা,
নৃমণি-ঘরসী রহে বিরহ উনন,
কণে অণে বনে বনে বান রাজগণ ।
তবলা-সমাজে হেবি তোমাবে অবলা,
কণেকে নিঃশ্বাস ষাও যেমতি চপলা ।
বীরাতুর পরিচয় শুধুই বচনময়,
পুরাণ-কাহিনী কত সুখেই উড়ালে ।
সিংহীসম পরাক্রম চোখে ঢেলে দিলে ।

চন্দিকার অটু হালি হাসি দিয়া করলে কমল,
আনন্দ ও মুহুর্তে লাগিলা করে লোচন যুগল ।
বিদায় । চারুশীলা মুক্তাহারা মুক্ত করি মুখে,
কমলেশ তলে তলে অলি উড়ে ছুখে ।
বেণু-বাণী বাজাইলা বদনে বাঁশবী,
বেণী-ফণী নাচিলরে শুনিয়া মাধুরী ।

বেণীর ঝাঁকলো খেয়ে নাসিল বসন,
 ষেব-অন্তে পূর্ণ শশী দিল দরশন।
 অশ্রুবাণি শুখাইয়া লাগিল কলঙ্ক,
 চক্ৰতলে দেখা দিল চাক্র এক শঙ্খ।
 লজ্জা পে'য়ে সজ্জা করি দিলেন বিদায়,
 শশাক কোয়দী লাখি আনন্দেতে ভায়।

(দ্বিতীয় ভরস)

—:~:~:~:—

চাক্রচক্ৰি সখি ! আঁখি ছুটি ঝোঁবে অবিরল ধাবে
 কার বিরহ নিব্বারে যেমতি জল বরষার করে।
 আঁখ চেয়ে দেখ সখি, গলেছে কি ছুটি আঁখি ?
 আঁখার চৌদিকে দেখি, ঘুরালে নয়ন,
 জলদল লাগে যেন আঁখাব মতন।
 নয়ন-সলিলে কেন লাগে গো কর্দম ?
 সে পঙ্ক কি হবে সপি পঙ্কজ জনম।
 পতি পদ্ম উদ্ভবে কি ?— বল বল বল সখি !
 কটক সকল যেন ফুটিছে নগ্ননে,
 আশার মৃণাল অই হুঁলিছে সঘনে।
 গভীর আঁধারে সখি আছি আবরিত,
 আঁধারে কভু কি হয় পদ্ম বিকসিত ?
 সমান দিবস রাত্রি, না হেরি নয়নে ভাতি,
 নিশ্চয় করিয়া বল, বল, সখি, মোরে,
 তিন দিন গত বলি লাগিছে অন্তরে।
 আশায় আশারে পালি নয়ন-আসারে,
 শুকিয়েছে সে মৃণাল তবুও তাড়াবে,
 রাখিতেছি সবতনে ভ্রম ভ্রমে যোর মনে !
 কি কল রোদনে সখি, শুল্ক নিকেতন,
 আশারে উপাড়ি ফেলি আঁয়লো ছুজনে।
 বহুদিন গত হ'লো কি আশা নাথের।—

পূরৎ চলিলা যায় কি আশা রেখেই।
 বসন্ত অতীত হ'ল তবু পিক না ডাকিল,
 বসে বসে যত টেলে কি ফল বিরহে ?—
 বিরলে বসিয়া শুধু কাদি আশা-মোহে।
 অলকা কাদিছে অই অলকের তলে,
 যম হুখে হুখি আঁখি ভাসে অশ্রুজলে।
 মনের কোটরে নাথ রেগেছিলে এ সম্বাদ,
 ছলে ভুলে দিয়েছিলি তোমারে বিদায়,
 খুঁশে ব'লে গেলে কিছু হতো কি অন্মায়।
 পতি-বার্তা আনিবারে প্রেরিত সখীয়ে,
 সঞ্জীবনী লতা ল'য়ে আসে যদি ফিরে,
 বাঁচিবে আমার প্রাণ, নতুবা এ দহ ধান
 শোকের সাগরে ডুবে পাইবে সমাধি।—
 হুঃখেব জলধি-জলে না দেখি অবধি।
 অশোকে শোকেতে মরা জনকীর পাশে,
 পবন-তনয় রাম-বাবতা প্রকাশে,
 অমৃতে পড়িয়া সতী দেহে প্রাণ পেশ তখি,
 জনকনন্দিনী সেই বাম-বিনোদিনী,
 সখী কি তেমতি যোর রাখিবে পরাগি।—
 কায়ের বিরহ তোর এতই প্রভাব।—
 চিনিমু লেখম তোরে।
 নবীন কোমল দেহ পুরোচন-জতু গেহ
 পুড়িয়া পুড়িয়া ছাট করিলি অচিরে।
 সলিল বিহীন, তাই, করিলি অঙ্গার,
 কুশাশু জিনিয়া তাপ।
 কুশাগুর কোর্ডিনাশ করিবারে তোর আশ,
 হবিঃ ভাবি মোরে তুই দিলিরে সঙ্গাপ।
 যতক দ্রুতি তোব শুনেছি পুরাণে।
 সুবতী-মরম-বাতি।
 কৃষ্ণ-আজ্ঞাদিনী রাধা বিনোদিনী
 শত বর্ষ তোর হস্তে দগ্ধ দিব্যরাতি।
 গ্রহান করিলি তুই দময়ন্তীদেহ,
 সোনার ঐতিষা ধানি !
 বন্ধকি জ্বালাইলি কাঞ্চনে কালিয়া দিলি;
 দোপিত দিব্য ক লি তামসবামিনী।—

কেশর, মঞ্জীর, বসনা, কঙ্কণ
 দোলক নলক, কণ্ঠের ভূষণ,
 বাণ্ড বাণ্ড সবে,— কি ফল বৈভবে ?
 কি সুখে ধরিব এ পোড়া শরীরে !
 ভাজিয়া চবিয়া ফেলিব তোদেরে,
 শরীরে বন্ধন সহেনারে ।

কমল হারায় কি ফল কঙ্কণে ?
 কি কায তারায় হারায় টাদের ?
 বিফল, বিফল, সকলি বিফল !
 ভাজিয়া মানিক হারায় উজল,
 কিবা ফল রেখে স্নানুই উপল ?
 কার লাগি পরিব তোদেরে !—

আই যে অলকা আইছে এদিকে,
 গজগতি একা বিবাদিত মুখে !
 কি জানি, কি বলে, কি আছে কপালে ।
 এখনি অনলে ভাজিব জীবন ;
 নতু অবেষণে পশিব কানন ?
 নাথেরে মিলি বহিব সুখে ?

আয়, আয়, আয়, সখি মরণ রয়েছে বাকী,
 উৎকর্ষায় কণ্ঠদেশে বসেছে পরাণ
 থাকিতে চাহে না দেহে, করিবে পরাণ ;
 অসংবাদ-অনুরোধে বাখলো কহিয়া,
 এতক্ষণ বয়েছে বসিয়া,
 কোন্ লাঞ্জে আর তারে করি অনুরোধ ?
 পার যদি দেহলো প্রবেশ ।

না, না,—কি কায রাখিয়া, বেতে চার বাচ্ সে চলিয়া ।
 শরীর পরাণ দোহে হইলে মিলিত,
 প্রবল অনল আনি করে প্রজ্জ্বলিত ;
 পরাণ চলিয়া বাচ্ ভাজিয়া শরীরে,
 সে আগুণ নিভিবে অচিরে ।
 কমল-বিহীন সরে না নামে বারণ ;
 সূর্য্যোদয় অর্ধাঙ্গি কারণ ।
 প্রাণেশ ছাড়িল যবে, প্রাণও বাইবে তবে ;
 প্রাণেশের ছায়া স্নানু এই বে পরাণ ।

অত্যাচলে গেলেরবি পূর্ণদীপ্তিমান,
 প্রভার-অস্তিম ছটুয়ায় বায় ক'রে,
 তিষ্ঠে ক্ষণ কালিয়ার শিরে !
 কতক্ষণ সেই ভাতি থাকেলো গগনে ?—
 বাবে প্রাণ তেমতি এখনে ।

বল সখি, কি সংবাদ, ঘটেছে কি পরমাদ ?
 ভাষায় মাখিলি সখি, রক্ততনয়ন ?
 খুশা-ঘেরা উষাসম এ তোমার বদন ?
 বিড়ম্বনা কেন কর বিলম্ব করিয়া ?
 কহ সখি, কহলো বুলিয়া ;
 অংগুয়ালী পাংগু দিলে সন্ধ্যাকালে, হায়,
 কমলিনী নয়ন বুজার ।

সখি, সহেনা পবাণে, ব'লে দে, বা থাকে মনে,
 কপাল ঢাকিয়ে তুমি কেমনে রাখিবে ?
 যা লেখা বিধির ডালে নিচয় ঘটবে ;
 “আগে, পাছে,” বিচার লো সাজেনা আঁখার,
 তাগেই পরাণ গিছে বার ;
 মরার মরণ কবে হয়লো শ্রুতিনি ?—
 নাহি ভয়, ব'লে দে এখনি !

[অলকার কেন লো কুমারি কুসুমেরি প্রায়,
 বার্তা প্রকাশ] লুনবৃদ্ধ কার ভূমিতে লোটায় !
 সহজে উত্তল তুমি গো অবলা
 জানকী কমলা সহিল অপার শোকে ;
 ছাদন না হয় দশদিন পরে,
 প্রাণেশ তোমার আসিবেন ঘরে
 ধৈর্য্যে স্নানু হয় জগতে লোক ।
 মলয় পরশে রসবতী লতা,
 শ্রাবকুঞ্জে কুঞ্জে শোভে কুসুমিতা,
 ভ্রমর ভ্রমরী গুঞ্জ গুঞ্জ ঘুরি
 সেবে পদ তারি কোকিল গানে ।
 বনে সে সমীর ফিরিয়া যায়
 সে মজুকুঞ্জে ব্রততী গুকার !

ভ্যজে কি জীবন সহ্য সে বেদন ;
পতি আগমন ভগিয়া যেন ।
ভেষতি সুখি থাক বাঞ্ছি হিয়া,
কলম বাসরে আইরে ফিরিয়া ।

[তিলকার সোণাব লতিকা সিন্মুরে মাতিয়া
প্রবোধোক্তি] বিধাতা গড়িল কার ।
বদনের ছটা চাঁদের জোসনা
বিবাহে ডুবিয়া যায় ।
নয়ন চকোর চারাইয়া পাথ
ভূতলে গলিত প্রায় ।
কনক লতিকা তরুণ বিহনে
ভুষে ছিঁড়িয়া লোটায় ।
চারু কটি খানি সরু সিঁচ জিনি
বিরহ ভাঙ্গিল যায় ।
পতিভ ভূতলে যায় গড়াগড়ি
উঠিতে বিকল হয় ।
প্রেমের মুরলী বাজিছে কাননে
আকুল পরাণে ধায় ।
অবল শব্দে খসিছে বসন
কেমন করিয়া যায় ।
সোণাব শবীর লভিয়ে কি ফল
সোণা সে অনলে গলে ।
পাখায়ে শরীর নিরমিত বার
কি ভয় বিরহানলে ।
তরুণ বয়সে হরদশা হেরি
ফাটিছে মোদের হিয়া ।
লবণ সলিল প্রবাহিত কেন
নদীর ভিতব দিয়া ?
কুলের সুখ্যা নাশিবে অচিরে
ধৈর্য বাধলো সহ ।
কম্বুকণ্ঠ খানি কম্বুনাদ বোবে
কেন গো বিকার আই ।

ধূলি ধুসারিত — করিলে শরীর
ধাকগো এখন থির ।
তোমার নাথের আনিব বারতা
কেন এমতি অধীর ।
করে ধরি টানি ধাম বিরহিণী
নিবার মন বারি ।
এসগো অলকে পাখালো নয়ন
অই বে রয়েছে ঝাড়ি ।
আচলে মুচাও বদন মণ্ডল ।
বচন অমিয়া ঢালি
প্রবোধ পরাণে নজুকা এখনি
বিরহে হইবে ছালি ।

[চারুচন্দ্রিকার, যানেনা প্রবোধ সহেনা পরাণে
উক্তি ।] কি জানি ঘটেছে ভালে ।
বাবতা আনিতে বেগুনা কাননে
একেলা আমারে ফেলে ।
চল সধিগণ আমার সংহতি
নাথের উদ্দেশে এবে ।
এই উপকার করলো আমার
এখনি বাইতে হবে ।
আধারে ঘেরিল কি ভয় মোদের
আধার ভবনে বাস ।
বিরহ কষ্টক দুটিছে দারুণ
যরে থাকি বনবাস ।
চল চল সধি বিলম্ব কি ফল ?
গোপনে বাইব মোরা ।
ডরিওনা কহু ভগিনী আমার
বিরহে বদা'ব ঘোড়া ।
তোরা হই বাহ চাবুক দস্তালী
ভুরিতে চালাবি ধরি ।
আধার হইবে পথের সহায়
আদেবা দিগগো পারি ।

[সখীস্বরূপ সহ সইলা অঝলা বালা পূর্ণলশধরকলা
 গোপনে চাকু- কাল জলধরে ঘীরে পশে ।
 চন্দ্রকান্ত বন কামল বামিনীযোগে বদন ঢাকিল রাগে
 প্রস্থান ।] দলসুগ সখীসুগ পাশে ।
 বিরহের সর্বোবনে প্রবলভরঙ্গ-ভরে
 হেলিয়া তুলিয়া চলে বালা ।
 তলধে চপলা-ঝলা ছুটিতেছে রূপ আলা
 শ্রাব গলে দোলে মণিমালা ।
 গৃহশোভা-চড়ামণি উজল হ্রিপত্র থানি
 খসিয়া পড়িল ভূমিতলে ।
 উষা কবি বুসা-ময় রক্ত রবি প্রভাময়
 চুটা লয়ে পশে কুঠা-জালে ।
 নাহি জানে পিতামাতা শব্দ শান্তডী তথা
 দাস দাসী বত অগণন ।
 সুখে সবে নিদ্রাবায় আঁখি গুলি ছুটে ধায়
 তব ঘুমে সবে অচেতন ।
 কানন উজল করি আলো রেখা তিন নারী
 ঘীর ঘীর সারি সারি চলে ।
 কামল কামলপদে কাঁটা-অলি মধু-স্বাদে
 পিয়ে রক্ত দংশি দলে দলে ।
 কাল তরু গজগণ করাঘাত মারে ঘন
 দ্বিবিষ তথাপি অকাতর ।
 শার্দূল কেশরী বত হিংস্রজীব আর কত
 পাবক ভাবিয়া দেয় রড ।
 শোভে ত্রিপুরক সম তিন নারী নিকমস
 কৃষ্ণকায় ললাট প্রদেশে ।
 এইযেতে সারারাতি বন দেশে কার গতি
 তুলি রেশ হিয়ার উচ্ছ্বাসে ।
 ধন্য ধন্য সখী তোরা কাঁটা ছুটে হলি সারা
 সুখে নাহি ব্যথার আভাস ।
 বিরহিনী-সুসহায় পরহিতে প্রাণ দায়
 রমণীর চরার বিকাশ ।
 ভাপুদেব সাহুদেশে স্বন্দর লোহিত বেশে
 দেখা দিল হাসিয়া হাসিয়া ।

হাসিয়া চাহিলে সুখে বিরহিনী মরে দুখে
 নিরমর এত কি সাগিনী ।
 সরসী-কমল নর রাজার নন্দিনী হয়
 ছুটিবে না তোমার কিরণে ।
 সরোজিনী ভাগ্যবতী পাইল তোমাতে সত্য
 যানে বসি সরসী সগনে ।
 পাগলিনী এই নারী বনে বনে ঘুরি ঘুরি
 পুন নাহি হেরে পতি রবি ।
 অবশ বিকল কার কাঁপিতে কাঁপিতে হার,
 ব'সে আই কিবা ভাবে হেরি তব ভবি ।
 প্রভাতী আলোক পশে গহণ কানন হাসে
 পাখিকুল উল্লাসেতে গায় ।
 তিন জনা তরুতলে জ্বলিয়া, শিশির জলে
 অশ্রুজলে, শোণিত ধারায় ।
 বহুদিন বনে বনে চাকুচক্সা সখীসনে
 পতির উদ্দেশে সদা ঘুরে ।
 বিবিধ বিলাপ করে বন ভিজে অশ্রুস্রীয়ে,
 প্রণয়-মাহুবে বধিবারে !

(তৃতীয় তরঙ্গ)

— :::: —

[যক্ষমূলে উপবিষ্টা ভরল কাঞ্চন ভরা তিনটি সরসী,
 নারীতর দর্শনে যৌবন তরঙ্গ তার খেলে হাসি হাসি !
 জনৈক গন্ধকের আঁখি নোলোৎপল আই আধমুকুলিত,
 উক্তি ।] করপদ-পদ্ম দাম-অঙ্গুলি শোভিত !
 অগ্নয় ফুটন্ত রসে কত পদ্ম কলি !
 পদ্মভরা সরসীতে নাহি হেরি অলি !
 তবু নয় এ কমল কণ্টকবিহীন !
 যরমে বিধিছে কিবা !—বদন রুলিন !
 কি দোবে নীরদে তাজি উজালিয়া বনরাজ
 ত্রিধা হয়ে যানে যানে বসিলে চপলে,

তোমার সাজে কি বাস কোয়ার কোলে
তোমার তালসে বন ঘুরিতেছে উচাটন,

তাজ নিজ মান রাখ দয়িতপরাণ,
মানিনি ! ত্বরিতে কর স্বস্থানে প্রস্থান !

কে বলে গো রতি তুমি কানন ভিতরে ?—
হু-রতি হুপাশে বসি সেবিছে তোমায়ে !

শিবের স্বরনী কিবা তাজিয়া কৈলাস,
দাসী-সহ বসি হেথা রয়েছ উদাস !

কমলা কমল-হস্তা পয়োনিধি ছাড়ি,
অই বুঝি আইল উঠিয়া !

বদনেতে সুধাকর তাঁহার সংহতি,
অই বুঝি কলক মাখিয়া !

নয়ন-রতন চাকু, দস্ত মুক্তাপাতি,
অই বুঝি উঠিছে লাগিয়া !

অধর প্রবালযুগ লোহিতবরণ,
অই বুঝি রয়েছে শোভিয়া !

সুন্দর সুগোল কর্তৃ কসু যেন রাজে,
‘অই বুঝি চাঁদেরে ধরিয়া !’

সোণার কলসী দুটি ল’য়ে ধবস্তরি
উঠিলে অঙ্গে প্রবেশিয়া !

সুধি সুধাকর-সুখা বিবাদ স্বাদিছে সুখী
কি লাগি মুখের সুধাধারা ।

কি লাগি সঙ্গিনী সনে বিপন্ন বিষয় মনে
কাননে রোদনে হলে সারা ।

কোথা বাড়ী, কোথা ঘর, কেবা আশ্র কেবাপর
কি দোষে বা বস বনদেশে ।

আধারি অমরাপুরী বুঝিবা অমর-নারী
আছ হেথা উদাসিনী বেশে ।

ঘোড়শে পুরুষে ছাড়ি তরুণ-তরি-কাণ্ডারী
কিবা লাগি সাগর-তরঙ্গে ।

পরিচারু রূপ-বাস পঙ্ক লেপি কর নাশ ;
কিরে বাণ সঙ্গিনীর সঙ্গে ।

বাণিলে গো গত নিশি কোন্ ভরুভলে বসি
একরাল কালের নিবাসে ।

গন্ধর্ব হৃহিতা যদি, কাহারে পরাণে বধি
কিবা জন্ত অরণ্য-উরসে !

অথ নৃধু রূপভরা বিবাদ-কালিমা-কারা
বহিছে দহিছে যেন বিষ—

পতি ছাড়ি হেন সতী ললনা লাবণ্যবতী !—
নীল বিনা বাচে কিরে বিস ?

এ নয় তেমন নারী !— অসামান্য কল্যাণ কারি
ফিরে বনে পতি অবেষণে ।

কে তব বলভ কোথা ?— ঘুরিছ শলত বধা,
পুড়িবারে হেন দেহ খানে ।

কাকুতি মিনতি করি, পর যোরা স’তে নারি
কর নারী দাও পরিচয় ।

যদি কোথা দেখে থাকি, কহিয়ে পরাণ রাখি
কোমল পরাণে কত সখ ।

[গন্ধর্বের স্তন স্তন মহাশয় নারী মনে কত সখ,
প্রতি চাকু-সহজেই ছিড়ে যায় লতা ।

চঞ্জিকার সুখের হইল পাখা উড়িয়া ধরিল শাখা
উক্তি ।] মুজিয়া না পাই গেল কোথা ।

তারি লাগি বনে বনে কাঁটা সয়ে পলে পলে
বনে বনে নাসার শোয়াস ।

ঘুরিতেছে বধা তথা মুখে না কই বুকে ব্যথা
বুকে জানে শোকের উচ্ছ্বাস ।

আইয়া সে মৃগয়ায় কিরে নাহি বরে যায়
কত কিবা জে’গে উঠে মনে ।

তেই লাগি সখীসনে আকুল বিকল প্রাণে
খর ছাড়ি গ্রহন কাননে ।

উদয় অচল দেহ রূপের মাধুরীগেহ
বালক বদনে করে শোভা ।

সোণার কিরণভাত নবনীরদের বস্ত
যত্নে কোল মাখিয়া প্রভা ।

চাক মুখবর	শোভার আঁকর
কোমল অধর	বিহ্বলুগল।
আকর্ণ নয়ন	মুকুতা দশন
অধর যৌবন	প্রশস্ত ভাল।
গোবা অতি মূল	রক্তিম কপোল
চিবুক পেশল	মাধুরী ভরা
নবশুভ লেখা	সুধু দিছে দেখা
গণ্ডমুগ জোখা	কালিমা ধারা।
প্রাসিতে চাঁদে	রাহ ধীরে ধীরে
বদন ভিতরে	দিতেছে টান।
ললাটের তল	নাসিকা সরল
মুতুরার ফুল	হেমবরণ।
চাঁসি মধুশ্রোত	নরে আবরত
ললাক নিয়ত	ধরে কমল।
চিকুর অঙ্গুরা	চেউ সারি সারি
কিবা শোভা মরি	ধরে কুঙ্কল।

হৃত কবে পড়ি	অনল ভিতরি
মৃণালেয়ে ছাড়ি	কমল, রয়।
আর কি ঠাঙ্গিবে	পরশ বেরবে
অঙ্গার বা কবে	রসালু হয়।
হসিত নয়ন	কৃত্তি বদন
কেন গো এখন	বিবাহে ডুবে।
বলগো স্বজনি	হৃদিমণী-সঙ্গী
কত বা পুড়নী	পরশে সবে।
পুরুষ অটল	নেহারি চঞ্চল
আবার নিশ্চল	রহিল কেন ?
সুধাও গো সখি	অশ্রু বে নিরখি
যম প্রবেশ ঘনী	ভইল যেন।
সকলই বিদিত	তাতেই চিন্তিত
কহিতে কুণ্ঠিত	ভাবিছে যেন।
অই বে সরসী	সলিলেতে পলি
নাশি শোকরাশি	জুড়াই এখনে।

উরস বিশাল অতি	কাঞ্চন কুট্টিম পাতি
উজ্জল মালিক ছুটি	তার মাঝে রোপিল।
বাহুবুগ পুগতরু	রক্তাতরু জিনি উক
অঙ্গুলী কদলী চাক	ভয়ে যেন পশিল।
সে দেহ কৈলাস গিরি	বল বীর্ষ রক্ত ধারী
কুবের অলকাপুরী	শুল যেন ভরিল।
নিরখি রূপের ছন্দ	কামের লাগিল বন্দ
রক্তিরে করিল বন্ধ	বড় ভয় লাগিল।
জীবনবল্লভ যোর	ডুবিল আধারে যোর
হরিল কেমন চোর	প্রেমভোগী কাটিয়া।
বর্ণিলায় যদি চাঁদে	হেন চাঁদে কোন্ ফাঁদে
বেধে রাখে বনে ব্যাধে	দাও যোরে বলিয়া।
অধর পল্লব	কি লাগি নীরব
কুশল-সুরব	চালিয়া দাও।
গন্ধর্ব্ববরনী	এই বিবাহিণী
রমণী পরাগি	জীবাঁয়ে বাও।

[গন্ধর্ব্বের উক্তি]	তুন গো ললনে নারী-ললায়, কোন্ তরুণে তোমার শ্রাম বাঁজা'য় সুবশী মুরলীধব সখনে ডাকিয়া তব অন্তর ? না জানি না শুনি হেথা কখন ভ্রমিছে হেন পুরুষরতন। অমুযতি হ'লে দেখিব খুঁজে, যদি হেন জন কাননে রাজে। সদয় হ'য়ে চল যোর ঘরে, কেমনে তোমার এ দশা হে'রে। বল বল, বালো, ভবনে বাই ? বালনা যনে পরিচয় পাই। ভুটিনী প্রবাহে তরুণী ডোবে, তীরে বসি হাসা কতু কি শোভে। বুঝিব কি সে তোমার বেদন ? যলিন হেরি রুচির বদন,
------------------------	---

বাঁধার উচ্ছ্বাসে কাঁপিল হিয়া
নারি গো যে তে গহনে স পিয়া ।
নাহিঁ সাহস অধিক বলিতে,
নৃপকন্ডা কি বহু লয় চিতে ।

— :: —

[গন্ধর্বের স্তন মহাশয় যম নিবেদন
প্রতি চাকচাক্য গোপনে তেয়াগি অর,
উক্তি : ১ প্রিয়সখা সহ উন্মাদিনী বেশে
পশি কান্তার ভিতর ।
কেয়দ করিয়া নিজ স্তন লাগি
যাব তোমার সহতি ।
সংকল্পে ডুবায় অগাধ সলিলে
কেমনে গলাব সত্তী ?
এ কোমল কাষ্ঠি বিরহবসতি
সঁপিব শব্দ ল মুখে
তবে তো দাকণ বিরহ যবাবে
তাজিব পরাণ মগে ।
জগতেব নারী এভাবে সে তারে
তুলিব কীদিব ধ্বজ ।
মানস সাধিতে করিব বতন
পরশে করিব অজ ।
চান্দিনী খাইতে খাওয়াব কায়
স্বথের না করি আশ ।
তোমার সৌজ্ঞেয় হুঁ প্রীত অতি
কাননে করিব বাস ।
এ মিনতি যম, তোমার সকাশে
খুলিয়া ব'ল না কারে ।
নাথের উদ্দেশ পাও যদি কোথা
তবে বলিও নাথেরে ।

(গন্ধর্বের প্রস্থান)

(চতুর্থ ভাষ্য)

— :: —

[সহচরীগণ সহ বিরহিনীর অপব দিকে গমন, পদে কণ্টক-
ভেদ এবং তখন কণ্টকের প্রতি শ্রীমতী চাকচাক্য উক্তি]

সখি, এ নয় কণ্টক শুধু বিবহের নথ !

চিবিয়া করিল কড় ।—

নাথের তালাসে আয়ি

কাননে কাননে ভ্রমি,

রে কণ্টক । কি লাগিয়া কর গতি প্রতিহত ।

জব জর ক'লিহিয়া, তার । শরীরেও এত ?

জদয়-পাঁজব ভাজি লোহিত শোণিত রাশি

শোষিলি বাকস সম ।

কি দাকণ, হায় তার !

ছিল যেটুকু শিরায়,

সেটুকু চিরিয়া নিলি তুই কণ্টক বিষম,

তায়বে বিরহ থল, জিনেচিস ভৌম বম ।—

বলহে কণ্টক কি দোষ কোরেছি তব স্থানে,

কেন জালাও আবান ।

অনাধিনা ভিখারিনী—

কোবল শবীর খানি

দেখেও নিদ্র তুমি, দয়া, নাহি কি তোমার ?

হুতিনীরে তুমি দিতে ল'ভেছ তৌখন বীর ।

শোণিত লালসা যদি তব এতই প্রবল, •

না থাকে বিচার জ্ঞান,

বগবদ্ধুমি কর

অজ্ঞে কাটি জর জর,

নাহি তায় কেশলেব, এ মিনতি তব স্থান,

পদতলে বিধি আর মোরে না কর গঞ্জন ।

বিকল্পিত সুক্লমে নিবসে বিষম কীট ;—

চন্দনে ভুজ্জবান ।—

বিষামৃত দুটি ভাই,

সদা থাকে এক ঠাই,

সখি, কণ্টকে কল্যাণ কেন না করে গো বঁস ?
ওর যুখে কেন সদা শুধু বিষের উজ্জ্বল ।—

বিধিরে, কুসংসর্গ কেন দিলি ফুলের কপালে ?

কণ্টকেতে এত বিষ,

ফুলসকল হতবিন্দু !

সামু স্রবাসগুণে ভাই কোন্ কল ফলে !

অসহ্য বাতনা আজ পড়ি কণ্টকের জালে !

খুলে কণ্টক সেই আর সহিতে না পারি,

কণ্টকে কণ্টক মার !

প'লেতে যাংসের তলে

বস্তু দর দর গলে

মাটিতে পাতিতে পা বড় হাল্দিছে প্রহার,

জাতিশত্রু হুসহায়, দ্বারা কর প্রতীকার ।

অরে রে হুস্রাতি পাপ যোরে দিলি এত তাপ,

ভাঙ্গিয়া আপন কায় ।

পরজিৎসার এই ফল,

খা'য়ালি আপন বল,

বাঁচিলি কাটা অই, সখি, পাচালে আমায়,

ধামাও রক্তের ধার ধুলায় মাখিয়া থায় ।

[স্বভাবে লক্ষ্য সখি । ববিবর হইল প্রথর,
করিয়া] পিপাসায় আত্মা করে খণ্ড খণ্ড ।

অবশ এ ক্ষয় রৌদ্রসঙ্গে গলে ।

জানু খ'সে পড়ে, চলে কি না চলে ?

মল্লর অনিল লাগে না নীতুল ।

পাখিকুল দেখ ডাকে কলকল +

উছলে অন্তরে জ্বালা শুনি ধ্বনি ,

কেমনো এ গীতি বিবল এমন ?

গীতির বাধুরী, নহে লো মাধুরী,

সে কেবল সেই বিষের চাতুরী ।

শ্রবণে পশিল জ্বালায় অন্তর,

এ যে মরি বজ্রধর পরোধর ।

বাসক্ক প্রায়, প্রাণ যায় যায়,

ব'স গো, স্বর্গনি, না দেখি উপায় ।

সুখা বে পোয়েছে, জলিছে কঠর,

সংকল্প নাশিবে এ পোড়ো উদর ।

ভানুব কি'বশে উড়ে প্রজ্ঞাপতি

প্রমোদে কইর অনন্দ-আরতি ।

রবিকর মোর লাগে বিষ সম,

অমিয়া-সরিত তুল্য ছায়া যব ।

রমণীর দয়া রমণীর প্রতি,

নিঃসব নিরদয় পুণ্য ভাতি ।

[ভানুর কমলিনী নাথ । উষার মেলিয়া

প্রতি] ও রক্ত নয়ন পূর্ব গগণে

মুদিছ আবাব পশ্চিম শয়নে ,

বল, বল, ভ্রমিতেছ কাহার লাগিয়া !—

হেরিতে কি শুধু নলিনীর রূপ,

বল বল বলহে স্বরূপ ।

যদি না হয় এমন, হেরিছ ভুবন ,

তবে বল কোথা যোর এমন রতন ।

তব কমলিনী নিভ কোথায় রমণী

এই যে গলিতা কণ্টকিত পথে ,

ফিরাও নয়ন, মিনাতি ও পদে ।

যশ বিম্বু সনে গ'লে গেল বে পরাণি ।

স'তে কি পারিবে কমলিনী হ'লে !

কেন রলে পত্নীরূপে তুলে ?

দেব, ফিরাও নয়ন, রাখত জীবন,

বল বল, কোথা যোর জীবন-মোহন ।

সরোজিনী সরোবরে ফুটিছে নিয়ত,

নিরখিছ সদা প্রকল্পব্যান,

রাখ আজ পররমণী-পরাণ

দিনেকের ভার হও স্বস্থিথে বিরত ।

কে জানি কলিজা ধরি টানে;

পরীতপক বৃত্ত পাকরে হানে ।

ব্রজাণ্ডের ক্লষ্ণি তুমি, করিছ ভ্রমণ ,
 বল বল কোথা যোর হৃদয় বজ্রন ।
 পরাণ বিহীন যোর উড়ে যেতে চায়,
 স্রমধুর সেই ফলের ভালাসে,
 ডগাবিছে আলা পিণ্ডরসে ,
 নাথের মনে কি যোর এই ছিল, হায় ।
 আশু লগায়ে গেল বরে ,
 সে অনলে দাসী পুড়ে পুড়ে মরে ,—
 অন্ধকার নাশ তুমি, অন্ধ কি নয়ন ?
 বল, বল, কোথা যোর হৃদয় ভ্রমণ ?
 তোমার সকল-সরে নলিনী সে সোভা,
 হলো কলঙ্কিণী তুমি সাক্ষী বার ,
 তোমারে জিজ্ঞাসা শুধুই অসার ।
 তোমারি নিখিল কূলে কলঙ্ক সরিতা ।
 রূপা নাম জগতের আধি ।
 নিরাশ আমি হইহু ডাকি ।
 বংশ তেরাগ এবে নামেতে কলঙ্ক !
 বল বল, কোথা যোর হৃদয়-শাঙ্ক ?
 ধরা অঙ্গে শোভে অই বলিত বসন,—
 অসীম সুনীল কোণল সাগর,
 শব্দে ত্রাসি অম্বু-নিধি কনুদর,
 সরিতের পতি চাক রতন-সদন
 নয়নের রশ্মি মাখিয়া তোমার
 তরঙ্গে তরঙ্গে খুলিছে সন্তার ,
 দেখেছ কি তথা, দেব, সে চন্দ্রবদন ?—
 বল বল, কোথা যোর জীবন-মদন ।
 অভংলিহ তুঙ্গদেহ শৃঙ্গধারী । গরি
 সারি সারি ভ্রমণীক শোভে হিমাধার
 ধরা গলে ঝলে যেন । শলাময় হার
 রজত মুকুরে বহু প্রাতিবিশ্ব ধারি ,
 ধাবায় ধারায় বিশ্ব পুঙ্করে পুঙ্করে
 শীকরে শীকরে কান্তি মাখি স্তরে স্তরে
 চুশি চুশি গরি গাত্র করিছ ভ্রমণ,—
 বল বল কোথা যোর হৃদয়বজ্রন ।

বিহীন-কুজন-ভরা বিজন কানন
 ডয়াল শার্দুল-সিংহ-শৃগাল-নিবাস,
 নিরত কুমুদ গন্ধ কবিছে বিকাশ,
 সৌরভ গোরভ লুটি ছুটিছে পবন ,
 পত্রকুল ছত্র সম বিতান বিশাল,
 বাতায়ন যুত ভিত্তি গুল্মলতাভাল,—
 পত্র ভেদি নেত্রে হেন হেরিছ গহন ,
 বল বল কোথা যোর জীবন-জীবন ।
 দাবানলে লতা সম আলিতেছে তপ্ত
 বিরহ-কুশল-শিখা মাখি নিরন্তর ,
 নিঃস্বপ্ন অশ্রুণে তুমি আলি কর কর,
 পরহিত দিব্যরাত সাধিতেছ ভাগু ।
 তবে কেন এত হতভাগিনীরে বাম ?
 পুরাত পতিত জানি মম মনস্বায় ।
 আর যে সহেনা প্রাণে বিবশ বাতন,—
 বল বল কোথা যোর হৃদয়-রমণ ।

[সখীর
 প্রতি ।
 হায়, শত সাপে যেন প্রাতি লোমকূশে
 দংশিয়া ঢালিছে বিষ ।
 দগ্ধীভূত দেহতরু তরু তরু কাপে ,
 তালুতে উঠিছে শিথ ।
 তখন ছুরিকাঘাতে কাটিছে শরীর
 সখি ! ঋণ ঋণ করি ।
 নিম্নরূপ বৃক্ষ তার লবণাক্ত নীর
 কে জানি ঢালিছে ধরি !
 অনলে আবার সখি, বাড়িল অনল,
 জঠরে কঠোর আলা ।
 ফলজল জল ঢালি করগো শীতল ,
 কালা অঙ্গ বতু-শালা ।
 কৃতান্তে নিকটে হেরি প্রাণান্ত এখন,
 কাতারে আহেম কান্ত ;
 তাই বাচিতে প্রাণস, রাখিতে জীবন ।—
 পরাণে করলো শান্ত ।

এ পোড়া পদ্মানে সখি, রাখলো জীবাঁয়ে
ভোগ-জল পাত্রে ভরি
মীন সম, প্রাণপ্রিয়-আগম-আশরে ;
বিলম্ব সহিতে নারি ।

প্রবেশ ফলের আশে নিবিড় কাননে,
অলকে, ওরিতে ষাও ;
তিলকা পশ্চাতে বসি ধর অঙ্গনানে,
অবশ হইল পাও ।

অই যে অলকা সখী ডুবিল কাননে,
কি জানি কি আছে ভালে !—
কোন ফল ফলে আজি তাই ভাবি মনে ;
ঘেরিহু আনিতে ফলে !

কাজ নাই, সখি, ডাক প্রিয়সখী-ধনে,
উতলা হইল প্রাণ !—
বড়লী ফেলিব জলে গাথিয়া রতনে
ধরিতে সামান্য মীন ?

বাচা গেল সখি অই আইছে অলকা
চারু ফল করি করে ।
এখনো পরাণ মোর কাঁপিছে তিলকা
তোল সখি মোরে ধ'রে

এস, এস, প্রিয়সখি, করি আলিঙ্গণ
বাচালে মৃতের প্রাণ
দেখা দিবে পুন, পুন আনি ফল-ধন ।
ছুটি অমৃত সমান ।

এস তিন জনে খাই স্নফল শ্রীফল,
জুড়াই তাপিত কার ।
নানা তরুসম্বিত সমুখে অচল,
চল বাইগো তথায় ।

[পথে ভুজঙ্গ দেখিবার]

সহস্র ভুজঙ্গে অঙ্গে করিছে দংশন,
তা হেরি তুমিও বুঝি জুটিলে এখন ?
যাও, কেন বাকী থাকে, আন জ্ঞাতিগণে ;
ঢাল বিষ অহনিশ পোড়া দেহখানে ।

আনীবিষদল আশী হোক বীতবিষ.
অঙ্গার হইয়া যাক এ অঙ্গ শিরীয় ।
নাগভয়ে ভীত আর ভবেনা মানব ;
কিকুলুক প্রায় গণি ধরিবে গোরব ।

ডাক আজ অহীরাঙ্গে সহস্র মুখেতে,
সহস্র ধারায় বিষ চামুক শোলিতে ।
হোক মম কলেবর কালিদ-সাগর,
প্রতিফল দিবে আসি রসিক নাগর ।

বৈদেহীর দশা হের, দেহ হলো ছায়,
স্মৃতি-হুমুস্তে কান্ত পাঠাও বরায়'—
অঙ্গে বিষ দেখি সখি ভুজঙ্গ ডরায়,
দ্রুতগতি ছুটমতি বিবরে লুকায় ।

কিংবা নাগলোকে বুঝি যায়লো নাগিনী,
নাগসহ নাগেশ্বরে আনিতে এখনি !
কিংবা পাগলিনী হেরি চিকিলি অন্তরে,
সাঁপুড়ের বধু বনে সাপ ধরিবারে ।
খচিত আঁচলে কিংবা ভাবিল ময়ূরী,
পরাণ লইয়া গেল বিবর ভিতরি ।
সুধিলো তোদেরে সখি কহ কহ মোরে,
সাপেও কি দংশে থাকে কভু সাপিনীয়ে !

তবে কেন মম নাথ অমিয়ারদন
অহীর অধম হ'য়ে করিল দংশন ?
না—না, কিসে কিবা বলি ভ্রান্তিমদে মাতি
এ পাপ রসনা কাট, সখি, এমিনতি ।
অকলঙ্ক চাঁদে কেন কলঙ্ক রটাই ?
পাপিনী বলিয়া ভালে পড়িলেক ছাই ।

(অচলকে লক্ষ্য করিয়া)

কি আশা দেপ দেপি অভাগিনী যোরা সখি
ভাগ্যদোষে অচল সচল ।
কোমল চরণে দলি কটক কঙ্কর,
লোহের প্রবাহে ভাসি যত অগ্রসর ।
লুপ্তাভ্যুত্থতা সম বাড়িতেছে পথ যম
পাছে যেন চলিছে অচল !
শুন শুন নগরর বারেক দাঁড়াও
ক্লম-কবলিতা আমি পরাণ নীচাও ।
চাতক পাড়িতে পারে শীতল জলদধারে
নীরদ না দিলে বারি নিজে ?
তুমি না করিলে কৃপা কি সাধ্য আমার !
ক্ষণ তরে থাম, মুখ চেয়ে অবলার ।
কান্তার সাগর মাঝে সমুজ্জল তারা সাজে
মুষ্টি তব অই যে বিরাগে ।
বাহু পসারিয়া অঙ্গে লও পথিকেরে,
দরী দিয়া অন্ন যথা লয় পত্র পরে ।
যদ্য প্রদীপের দশা তেমতি আমার দশা,
পুড়ি পুড়ি ধীরে অগ্রসর ;
বক্ত-তৈল নিঃশেষিত বিরহ-অনলে
নিভিবে নিভিবে বুঝি লভিতে অচলে ।
নারী যদি গ্রহ হ'ত পতি-রবি স্থির হ'ত
পথ ভ্রমি না হ'ত কাতর ।
সূর্য্যমুখী সম আমি ঘুরাই নয়ন,
তবু না দেখিতে পাই বঙ্গব-বদন !

(পর্ব্বতের নিকটে আসিয়া)

অচল-চরণ-তল সচল-সরিত-জল
পাখালিছে কুলু কুলু রবে ।
প্রেমসী-প্রণয়ে ভুলে নিরু-রিণী নীরজলে
ঢালিতেছে প্রেমাক্ষ নীরবে ।
গিরিবর স্থির-আখি দয়িতার মুখ দেখি
হাসে বিকসিত ফুলজলে ।

কিবা নিরুপম শোভা কতই বিলার প্রভা
পত্নী লাগি অচল হইলে !
অভাগিনী নারীজনে প্রবাহিতা বনে বনে
অশ্রুজলে কটক পাখালে ।
কোথা যম গিরিরাজ, পরাণে লাগিছে বাজ
এ অনাথী পথী বনস্থলে ।
সত্যই অচল তুমি ভ্রমে বলেছিস্ আমি
সচল তোমায় গিরিবর ।
সচল আমার পতি তেই এ-দুঃখিনী সতী
বিষদাচে মরমে কাতর ।
সখি ! যতই উজ্জল চারু আলো নিরমল
ততই গভীর তার ছায়া ।
জদয়ে আনন্দ বলে বিরহ-কালিমা ফোলে
হেরি গিরি-সুখমার মায়া ।
এদৃশ্য দেখিতে নারি চল চল ত্রা ফিরি
নয়ন মুদিয়া থাকি সই ।
স্মৃতি যে আঁকিয়ে দেয়, একেবারে নিরুপায়
বল, বল, কোথায় লুকাই ।
এই ভূধর সরিষি যদি রহে গুণনিধি
তাও সখি দেখিতে যে হয় ।
খুজিয়া দেখলো তোরা আমি থাকি যণিহারী
জোতে মরা সাপিনীর প্রায় ।
পতি ধনে না পাইলে ভাগ্যবতী নদীজলে
গুণিব মিশায়ে ছার প্রাণ ।
সখী হ'য়ে ওর সনে কাটাইব এ জীবনে
গৃহে নাহি করিব পয়াণ ।

সপ্তম তরঙ্গ

অলকার প্রতি তিলকার উক্তি ।

ভর্তৃদায়িকার দুঃখ সহন না যায়
কহন না যায় ॥
নয়নকমলদল নির্জল শুকাই ॥

শীতের সরিত সম শীর্ণকলেবর,
 মলিন অধর,
 বধা স্থলগত মৌন, শুক জর জর ॥

অতসী-বরণী বালা শিবসোহাগিনী
 এবে বিরহিনী,
 ধরিল কালিকামূর্তি করালবদনী ॥

সে স্নেহে শী এলোকে শী, খড়ি উড়ে কেশে,
 বিরহের বিষে,
 স্থলোল রসনা, এবে পাগলিনী-বেশে ॥

জরায় জড়িত অঙ্গ এনব যৌবনে,
 কানন ভ্রমণে,
 অনশনে, অযতনে, বিরহ-দহনে ॥

শিরিষ কোমলপদ কঠিন বিকৃত,
 কত চিহ্নযুত ;
 হেরিলে পরাণ তাই করে আকুলিত ॥

এখ বিবর্তিত মধি, চম্পকে কণ্টক ;
 কত যে পাতক
 ক'রেছিহু, তাই নিরাখি বিদরে বুক !

মাসেক অতীত আভি তটিনীর তীরে,
 ধূসরিত হীরে,
 গড়াগড়ি যায় সদা ধূলিপরে প'ড়ে

সম্মতনে রাখি মোরা বিচ্যুত লতিকে,
 প্রবাসী-দাবিকে,
 সতী সাধ্বী পতিরতা মোদের পালিকে !

বসন ভূষণ হীন, মলিনিত কায়,
 প্রার্থা যায় যায়,
 উঠিছে বসিছে পুন শুইছে ধুলায় !

মানেনা প্রবোধ গুণে সদা হাছাকাই
 বাতনা অপার,
 ফল দিলে কষ্টে খায় কিয়দংশ তার !

সরিত সলিল ঢালি গড়, যে বদনে,
 অনিচ্ছুক পানে ;
 অহুরোধে এখন (ঐ) সে বাঁচিছে পরাণে !

দুই জনে স্থানে স্থানে বুজিতেছি যোরা,
 নাহি লঙ্গ সাড়া,
 রোগিনী-ঔষধ নাহি মিলে বনজোড়া !

ভর্তৃদারিকার পাশে আসি সন্ধ্যাকালে,
 এত হুঃখ ভালে
 লক্ষ্য দিয়া ধরে "হা নাথ, হা নাথ" বলে !

তুমি আমি যে সংবাদ দেই প্রতিদিন,
 পাষণ-কঠিন
 হৃদয় মোদের তাই, চলিগো অদীন !

কাঞ্চন পল্যাকোপরে কুসুমশয়ন
 করিত শয়ন
 তহপরি যে রমণী, পাশে পতিধন ;

এক রতি শচীশ্রেয় শচীরে সেবিছে,
 দুই রতি কাছে
 সেবিতাম তারে, হায়, সেদিন গিয়াছে !

তখন কটক রাশি, কঙ্কর, ধুলায়
 অচেতন প্রায়,
 ধূমকে জাগ্রতে তুল্য স্বপনে জালায় !

তিলকার প্রতি অলকার উক্তি ।

শুনগো ভগিনী	মোরা অভাগিনী
হুঃখিনী সঙ্গিনী	কাননে কাঁদি ।
ভর্তৃদারিকার	নয়ন আসার
মিশায় সরিতে	বিবাকী বিধি ॥
শরদিলু মুখ	কি বলিব হুঃখ
নিবিড় নীরদে	চির ডুবিব !

সে কাল জনক বর্ষে অশ্রুপদ
 তবু না সে শলী পুন উদ্ভিল ॥
 শোণিত বিহীন কালিমা বিলীন
 অবশ শরীর সদা কাঁপিতে ।
 পিক-কলধর ঝঞ্ঝে অবসর
 কেরি অসম্বদ্ধ ভ্রাত লইছে ॥
 পানপয়োদ্ধর গিরি যুগবর
 কুলিশ প্রহারে যেন পতিত ।
 চারু রত্না উক এবে বংশতরু
 নিতম্ব সে গুরু অতি ত্রাপিত ॥
 চিকুর অটবী সীমন্তপদবী
 সংরুদ্ধ এখন না আসে শোভা ।
 সিন্দূরের বিন্দু ভালাকাশে ইন্দ্ৰ
 উদ্ভিল না আর সে মলৌলোভা ॥
 নাথের উদ্দেশে গুরি দেশে দেশে
 সে নাথ আবাসে হয়তো গেল ।
 পতি লাগি কাদে বনে নানা ছাঁদে
 পতিরে কাঁদায়ে বৃষ্টি চলিল ॥
 বুঝালে বুঝেনা যেরে খেতে মানা
 দারুন ছলনা দিবেলো বিধি ।
 প্রাণ দিয়া সতী আশ্রদোষে পতি ॥
 হারায়ে নিরে স্বপ্নে বাদী ॥
 আশ্রুত্যাগ ঘায় অভীষ্ট হারায়
 না ভাবি উপায় পাগল লোকে ।
 চল যোরা তারে ল'য়ে বাই ঘরে
 নতুবা পরাণে মরিব শোকে ॥
 হারা'লে রতন কি মুখে তখন
 রিক্ত করে যোরা বাইব ঘরে ।
 নিমিত্ত ভাগিনী যোরা অভাগিনী
 কেন গো হইব ? চল সব্বরে ॥
 শ্রবুন্ধি রমণী হলো পাগলিনী
 মানেনা প্রবোধ অবোধ প্রায় ।
 কাঁট বৃষ্ট হলো সে চাকু কবল
 মকরন্দ গন্ধ বিলুপ্ত হায় ॥

হৃথ স্বর্ণধাম অতি মনোরম
 তেয়াগি পতিত শোক নরকে ।
 স্বেচ্ছায় পতন সে পতি-রতন
 আসিয়া নগরে পতিত পাকে ॥
 দোহার মরণ দেখি যে এখন
 যোরা তো সঙ্গিনী, কিবলি মুখে !
 শোক যদি বাড়ে এই ভরে, তারে
 না দেখায়ে কাঁদি বদন ঢেকে ॥
 বিরলে বসিয়া মরমে পশিয়া
 অধোমুখী হয়ে বিলাপ করি ।
 রাজা শৈলেশ্বর কত্না জামাতার
 শোকে বৃষ্টি গেল এ ধরা ছাড়ি ॥
 গুরুর্ষ জৈয়রো হায়, মরি মরি ।
 কাঁদিতে কাঁদিতে— আছে কি নাই ।
 শুকসেন বীর শ্রবুন্ধি শ্রুঁধীর
 শোকেতে অধীর কুলে বে ছাই ॥
 কি কর্ম করিল সকল মজিল,
 রসাতলে হায় রাজ্য ডুবিল ।
 কেবা কি করিছে কেবা কি বলিছে
 দাবানল বেন বনে লাগিল ।
 কত শত জন লাভের মতন
 ভসিছে ছুটিয়া যোদের তরে ।
 বত গুরুজনে বধিতে পরাণে
 যুরি যে এখানে মাসেক ধরে ॥
 হলো ছারখার শ্রুথের সংসার
 সদা ক্রাহাকার উঠে গগণে ।
 নববিরাহিনী বাল্য অধোধিনী
 বধিতে আইল সকল জনে ॥
 বীরের বমণী সে আশ্রুবাতিনী
 অপবন গাবে জগত ভরে ।
 কেন চল, চল, বিলম্ব কি ফল,
 সকলি বিফল যদি সে মরে ॥
 বিরহ সহেনা হেন কোন জনা
 আছে বীরকুলে বল ভগিনী ।

দৈত্য যুদ্ধে তারি সে অমরা ছাড়ি
অমর অমরা পাশে মেদিনী ॥
লটীর গুপ্তি ষটিল যেমতি
সহিস্কৃতা সয়ে বধিল সব ।
সীতা লঙ্কাপুরে পতিসদতরে
রাম নাম ধানে ভিলা নীরব ॥
স্বামী অবেষণে কে ববে কাননে
পাশি হুতুপণে করেছে স্থির ?
চল বাই যবে গারে সঙ্গে করে
নতু অমঙ্গল নিশেটে স্থির ॥

[অশকার বরধণে প্রহ অতি পাত্ৰবধ পড়ে এখি,
প্রতি চিলকার চশ যেয়ে পাবোধিয়া দেখি ।

ভাঙা । গহবলে কিনা কাট, মনে অমঙ্গল রটে,
আছে কি না আছে প্রপাখা ।

[যেহুতম বিদ্যুত উজ্জ্বল পি রূপায় কন লো বসি ?
পতি উপ- কি ভয়ে লুকায়ে রলে, স্বরূপ প্রকাশ লো ।
ন তা সখি- কন যের অস্তরণে কি ভাষে বিবল রণে ।
যের উত্তেজ্ঞ অশা যলা খানি, যুগ্মা দেবী ২২ ।

অনিষ্ট-অনৌত ধূল ঢাকিল বিকল ধূল
অপসারি ধূলরাশি সনয়ন মেল লো ।
কুয়সা কহকে হু লে অকল মলিন রূপে,
হুথের জলধি জলে নিল জন দুখে লো ।

যমলে ঢাকিলে কার দেহ কড় কি যায় ।
কালিমার পাশে ছোয়াত অসিক উজল লো ।
দীপ্তবুদ্ধি তেমময় পঙ্কোত পতিত রং,
তুলিয়া এখনি যোগা আনন্দে মাজিবে লো ।

অন্ধর রূপ-মাধুরী বহিষ অস্থানে পড়ি
আকাশের চাঁদ তুলি আকাশে বসাব লো ।

গন্ধমালা সুবাসিত অতি আদরে প্রাধিত
এখনি সাদরে তুলি দেবগলে দিব লো ।

পদ্মালয়া পদ্মমুখী কার শাপে অতি কথ্য
ধরাতলে নিপতিতা গড়াগড়ি যাও লো ।
সুরেশ্বরী সুখপুরী ছাড়ি সে অমরাপুরী
ঘুরিতেছ অবিরত ইন্দ্র পাশে চল লো ।

চাকরমতি তব পতি করি যুগ্মা-বিরতি
এক দিনে উপনীত নিজের আলয়ে লো ।
তোমার লাগিয়া সেহ ছাড়িল বৃদ্ধি বা গেহ
নিরুদ্দেশে বনবাসে উচিত সে নয় লো ।

এদিকে মরিবে হুমি ওদিকে তোমার স্বামী
মা নাশিতা যন্তর শান্তুড়ী বহুতনা লো ।
কেন আশ্রয়তা কর স্ববংশে বিনাশ কল
আপনা পাচারে রাখ গুরুজন-প্রা লো ।

বেন বুদ্ধিভারা ক'লে, কি ফল বলণো ম'লে ?
পান্দবনা মণিমে, পাবে বাফলে সে পতি লো ।
অন্ত হও চল খাপ্ত আগে নিজেরে বাচাও
তার পরে চল যবে বলভেরে দিবলে ।

ভীষ্মভেল সংশয়ন শুধু তোমার মনন,
মরিলে মিলন বুঝি হবে প্রেভলোকে লো ।
সুশীতল নদীজলে অযগাহ ঘু হুহলে
মস্তকটি সম্পাদি সে পতি নাগে চললো ।

কি দুজি ধরেছ সখি লোচনাঙ্গ করে দেখি
কন্য মাগুণে গুড়ি ফুটে বংশপায় লো ।
ধৈর্য্য সুবাস চড়ি আশারে পতাকা করি
উল্লাসে অধেষ নাগে নতু যবে পশলো ।

যবে যাওয়া সমুচিত যদি চাপ সর্কহিত,
মোদের বচন-বট করে ঘরি উঠলো ।
বিশেষে সে বিডম্বনা, কেন বা ডাঙ যাতনা ?
তোমার বিচ্ছেদানলে মলে তব পতি লো ।

মৃগমার্গে যেন গেল দৈববশে বিলম্বিল
কি দোষে অশনি মার তাহার মাথায় লো।
মিলনে বিচ্ছেদ ঘটে, বিচ্ছেদে মিলন বটে ;
এ কীতি জগতিতলে স্বভারের বশে লো।

বিচ্ছেদ সহিতে নাহে, সে কেন প্রাণে জড় ?
কাণের বিচ্ছেদ শুধু মনে কি তা হয় লো।
মনের বিচ্ছেদ হলে, তাহে সে বিচ্ছেদ বলে ;
জাননা লজ্জা ওব কি পক্ষে ডুবছে লো।

প্রাণিম্য যদি তুমি উদ্যত পলিত স্বামী
তুমি তারে বাস ভাল, সে কি গোয়া নখলো।
হেন পতি গুরুত্বনে কষ্ট লাগে কোন প্রাণে,
একি সমি সত্যদম্ম পাতি মোহানী গো।

[সংক্ষেপে একি, সাধি!—কি কাহিলে?—বল বল জানি,
চাকচাক্য কোথা পে'লে এ সংবাদ ?
উক্তি] প্রাকধানী হ'তে বল কে আসিগা, সাধি!—
এতদিনে দেবতার হইল প্রসাদ !

দারুণ ভাষমা নিশি আজি কি গোহা'ল ?
ফুটিল কি আশা কলি ?
ললাটে সিন্দূর বিন্দু উদিল কি পুন ?
শরীরে তুই আশঙ্কায় কত দুঃখ পালি।

না না, তাও কি সম্ভবে এপোড়া কপালে ?
কোথা সেই তব্ববহ ?
আলম্ববিহীন প্রাণে বিলম্ব কি সহে ?—
কোথায় রাখিয়ে এ'লি ত্বরিতে তা কহ।

কুরুপতি সম যেন মরিতে না হয়
হৃদয় যারতা মাগে
সে শুধু পরমাদ আনুক সে জন,
সেবিব এখনি তাহা এ-দারুণ রোগে।

নতমুখী কেন সখী হইলে ভোমরা ?—
বুঝে'ছি সে অনুমান !

দয়া ক'রে সঙ্গে যদি, চলনা করনা ;
সখীর কি ধর্ম হয় প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গান ?

কিন্তু উপদেশ শিরোধার্য্য সত্য মানি।
যতনে বাঁচাব প্রাণ
নাথেরে ভেটিতে, যদি দরশন পাই ;
গুরুজনা প্রাণে না হানিব বাণ।

এক সখী কিবা হুই যাও চলি যেরে :
ল'য়ে পাতর বারতা
আইয়া গনিবে আই আর কাননে ;
প্রিয় দীর বিশ্রামের প্রতিক্ষায় চোখা।

কদম্বার পদে আন লিখে দিব লেখ
এ তুণ-শেষনি দিয়ে
পদ হবে মসি চিত্তি চারিখা দেখাষ ;
পত্র হ'লে পাভমানী চলি যাও ঘেয়ে।

[ভৈরব] মানস সবসে তব গেলিত কমল
নবাবকাসিত চারু হালি দুর্বিল,
সমঃ-নীরৱাহিত হিমমূল নিবিলিত
বিশোধিত এবে সেই নীরস সমল।

আকাশে তুলিয়া পুন ডুবালে অতলে,
এই কি দারুণ বিধ লিখেছিলে ভাল !
আকাশের ঘসি তারা ভ্রমিতেছে দিশাহরা
অলো ছাড়ি পড় মাথে হেন দশা কালে।

অচল কোলের জল ফটিক বরণ
অধতে পতিত হলো গুরিতগমন ;
পঙ্কিল দুহিত কার নানা দিকে হ'রে ধার ;
হাসর কুস্তায় সনে সতত মিলন।

প্রশান্ত নীরধিনীরে সুপোত সুন্দর
সুন্দর ভাসিতেছিল নানা কেলি পর ;
হায়রে কপালে ছিল, সে থেলা ভাসিয়া গেল !
চকিতে তরঙ্গ উঠি মারিল আছাড় ।

জ্বলকালে ভাসি ভাসি প্রফুল্ল চাতক
সঙ্গীত-গহরা তুলি মধুর গায়ক
উগারিয়া সুধায়ে মিশা' চ গগনময় ।
পলকে বাটিকা আসি চাছিল নাটক !

উষার কুসুমদলে শিশিরের নিধু,
উষার আকাশ কোলে কিবা পূর্ণইন্দু,
অদূর কাছাব মধ্যে চানক মাপকা দিয়ে !
জ্বিল ত্রা উদ্ভবনি বাচ ময় সিজ ।

ফেরে ফেরে নিশ মেই বাসনার দন,
কমলা রতন খানি গাথার ভাবন ?
কি শাপে বিজুপ্ত ভায় রক্তার শান্তিলাষ !
বসে কান প্রাণের কুসুমের সুনাম ।

পতি ময় সমীর, সমীর বারি,
শোয়াসবদন্ত গেলে নাতি বাঁচে নারী ;
পতি ময়, পতি ময়, প্রথম-কমে শাসন ;
সে শেষ নিহনে শান্তি-নিহা তরলারী ।

অধিনী সে নারী তুমি কণ্ঠে বিসর্জন
শিখরী-নিখরে তুলি দরিতে ভাবন !
কোন প্রাণে রেখে মোরে নির্জন আঁবর যবে
মুগয়া পাশে বনে, বিচিত্র মদন ?

তোমা'র প্রেমসী মশা কি আর বলিব !—
না—না—“প্রেমসী” না—অভাগিনী তব
যে দিন ছলিয়া গেলে ডুবায় বিষধর ভলে,
দারুণ বিষের তাপে হয়ে গেছে শব ।

সর্বনাশা নিরাশার কণ্টকিত কোলে
বিধি হই জর জর ধৈর্য ঘূমালে ।
আজু হঃখ বর্ণিব না ভব মর্মে দিবে চানা ;
জিজ্ঞাসি কি দোষে দাসী ত্যজিলে অকালে ?

সে কথা পুছিলে কিহে পুছিলে বেদন ?—
অমুযোগ শরে তব বাড়িলে বাতন ?
না, না !—বিপদ কবলে পতিত মৃগয়া ছলে ;
কোন সর্বনাশ জানি ষটেছে কানন ?

আহা ! শুকা'য়ে রেখেছি জীবন-প্রসূনে,
মনের বাসনা বড় দেব শু চরণে ;
জীবিত কি জীবিতেশ, না, ষটেছে সর্বনাশ ?
পূরিবে না সে বাসনা আর এ জীবনে ?

কেশরী কি পাশী-পাশে হইলে নিহত ?
না, না—এ সব ভালনা, বাদ বা ভাবিত !
দাসীর মিনতি পদে আসি হোতা কতপদে,
পদব্রত দিয়ে অঙ্গে তরাণ্ড পরিচয় ।

মোতিমতী প্রতিহত শোকের পাদপে,
অবলা দুর্ভাগা আত পদেক গমনে ;
অতি-বল গুণনিধি, দম্য হৃদে থাকে যদি,
তরঙ্গে ভাঙ্গিয়া বেলা মিশাও এখানে ।

বিরহ-নিদাঘ-তাপে জ্বলি জীবন ;
কোথা বলী বলাহক চাতক-চোষণ !
নয়ন গগন-চারী বরষা লাগনা বারি
পূর্ণ কর কান্তি-সরঃ ত্বার তপণ ।

তিমিত নয়ন ছুটি বরফ-নীতল ;
খুলিয়া কিরণবাণী কিরণ উজল,
আইস নয়ন পাশ মিটাও মনের আশ—
কর করে বিফারিত নয়ন-কমল ।

উষায় কুসুমহাসি ফুটাও অঙ্করে,
গাহক আনন্দে পাখী মধুর লহরে,
তরুণ অরুণ-আভা সর্বজন-মনোলোভা
চরা লাহনে মাখি আইস অদূরে ।

আইস বপস্ব মম ব্রততী-জীবন,
সাজাও মঞ্জরীদলে নিকুঞ্জ-কানন,
পোড়া দাসীর চন্দ্র,— থেলুক স্বপ্নের জয়'
মাধবালতায় দিয়ে মাধুর্য্য ভূষণ ।

যক্ষপাত, ধনপতি, আহস ভারতে,
রূপরত্নবাণে ভরা অলকাপুরীতে,
বিরহ বিপক্ষ আসি, নিঃশেষ কাঁদে পশি,
এক্ষ রক্ষ হেন দশা কুণের থাকিতে !

কায়ত লেখনা অবশ অবশ-কর,
বরফে ঢাকল আসি নয়নের কর,
কি ফল লিখিয়া আর, কি বাণীব শোক ভার !—
অগন বিকৃতমাধে চরসংসার ।

পবন স্বনন তানি গহ্বরে গভীর,
অথবা তরঙ্গাঘাতে পড়ে যবে তীর,
“এই যে প্রাণেশ এল হৃৎ নিশি পোহাইল,”
তব কণ্ঠস্বরে ভাবি আঁখে শুখে নার ।

শশাক আকাশ-অঙ্কে মাখিয়া কিরণ
পাতার বিতান ভেদি চাহিলে কখন,
নিরাধি আশ্রয় হই, বনদেশে “অই, অই”
জীবিতেশ দাসী ব'লে করিল অরণ ।

ফুল তরু-শিরে ফুল হেরি খিকসিত,
উল্লাসে অন্তর নাচে অতি উৎফুল্লিত,
মনে ভাবি, নাথ আসি ফুটায় মধুর হাসি
দেখা দিলা সবুজ-বসন পরিহিত ।

পাপিয়া পাণিটি আসি “পিয়া পিয়া,” রবে
হুমধুর কর্ণকুহরে কুহরে যবে,
অলস অঙ্করে লয়, জীবিতেশ সদাশয়
“পিয়া, পিয়া,” বলি বুঝি ডাকিছেন তবে ।

হৈমলতিকায় হেরি তরুকায়া ধরা
জড়িত দোলিত রঙ্গে প্রীতিরসভরা,
দাকণ তীর্থার জালা অঙ্গ করে কালাপালা,
কবে ধরি নখে ছিঁড়ি হয়ে সংজ্ঞাহারা ।

পঞ্চভূত নিঃশিত এ বপু নখর !—
মাটিতে মিশাল মাটি লুটি ভূমিপথর,
নয়ন আসারে বারি দাব্যমাশে বায়ু ছাড়ি,
গেল তেজঃ ! শূন্য মাত্র এ দেহপঞ্জর ।

লেখনী সে মুগ্ধীন অতি বর খড়
পদে পদে বিদারিত করে পত্র মোর ;
“ফুটেনা নুতের কথা,” অন্তরে দাকণ ব্যাথা !
কিলা ফল আছে নাথ, লিখিয়া বিত্তর ।

প্রাচরণে পুষ্পাঞ্জল দেব সে কাহিনী,
যদি এ তটিনী পুনঃ সাগরবাহিনী ;
বলিব বলিব পরে যদি সে আশাটি পূরে !
আহস বসন্ত, বনে ভোমার স্বরণা ।

* * *
ত্রিমতি

ধরলো তিলকে,
করেতে কপোল তব, আবদ্ধ কীলকে,
উঠ, উঠ, যাও, যাও, পত্র নিয়ে নাথে দাও
ক্রান্তগতি চালি যাও বেঘতি ললকে ।

নিশায় প্রবাস ক'র পথে লোকসংলয়ে ;
শুভ কি অন্তর হোক আইস কিরিয়ে ;
ভোমার আসার আশে অই সে কানন পাশে
ফুটায় নিঃশি মোরা থাকিব বসিয়ে ।

সুন্দর উপস্থান ধরে অধর মধুর তরে
 [বিরহীণীর টানিল যেমতি রমণীরে ।
 চিকারোগ] বিখ্যামিব সহ বনে পাঠাইতে রামধনে
 দশরথ যেমতি অস্তুরে ।
 মস্তন রজ্জ্বর মাঝে যেমতি সে দণ্ড সাজে
 তাড়নায় ঘুরে নিবস্তুর ।
 চাতক নীরদ গেরি উঠিয়া আকাশ চিরি
 জানা লাগি চিত্তিত অস্তুর ।
 তেমতি অলকা সগী শোক মঞ্জিনিক মৃগী
 নিরখিছে নিনিমেষ আঁখি ।
 কণ্টকিত তরু তরু সজ্জিত যুগলমু
 বরিয়া-সলিল-দগ্ধ পাণী ।
 "না" ভাষ আভাস আসি রহিল অধরে বসি
 ফুটে ফুটে, ফুটেনা সভয়ে ।
 গিরিবারি চুমি চুমি স্তবিশূল শিলাভূমি
 লোটার যেমতি বন্ধ হয়ে ।
 নাসিকার পঙ্কেদগম উড্ডীন সে পাণীসম
 পক্ষাধাতে উটিল শোয়াস ।
 চরণ গচল হ'ল বুদ্ধি বল জেবাগিল
 বহে শুধু শোকের উচ্ছ্বাস ।
 লক্ষ মুখে ছুটিল সে, আঁখি দ্বার গেল ক'সে
 নীলোৎপল যথা ভলহীন ।
 শোকের প্রবাহ পথে চিত্তার তরঙ্গ ঢুটে
 ঘটানার আতঙ্কে বিলীন ।
 চমকি চমকি উঠে ঘরম ললাটে লোটে
 গলিত হিমালী যেন করে ।
 ডানি কর প্রসারিত লইবারে সে লিখিত
 নাগ যেন রহে ফণা ধরে ।
 ওদিকে শশাঙ্ক দশা জানিতে প্রবলবাসা
 রাজা, রাণী, মন্ত্রী চরম ।
 এদিকে চক্রিকা সখী মৃতপ্রায় বনে রাখি
 করে গতি-বাজিল মরম ।
 অগত্যা সে মুহুগতি অলকা শোকিল যতি
 শুনমনে চলে গৃহপানে ।

তিলকা সে ভগ্নবাহ, হিয়ে দহে বহি "হু হু"
 রাহে চাকু চক্রিকার সনে ।
 অদূরে কুটীর করে পেয়ে চাকু সরোবরে,
 বনফুল তীরে ধরে ধরে ।
 সলিলে নলিন রাজে শু'নে ভুলি অলি মতে,
 কমলাঙ্গে লুটি লুটি পড়ে ।
 অনিল ভুলিয়া বাসে সত্য সে বনে বাসে,
 মুহু মন্দ ঘুরি ঘুরি খেলে ।
 দূরে চৌলিয়া দিয়া সৌরভ তুলিয়া নিয়া
 বিলাইয়া দেয় কুতূহলে ।
 অনিল সৌরভ স্বধু মধুপ মধুর মধু
 লইছে বাঁটিয়া নিজভাগ ।
 তবু বাদ নিদারুণ স্বন স্বন শুন শুন
 ফুটিছে এতই অমুরাগ !—
 এছেন সরসী কূলে গঞ্জিয়া বিপিন-কূলে
 আর ফুল সরসী-সরোজ ।
 মলিন-নলিন-সমা রামায়ণ মনোরমা
 দ্বিধা রতি হারায় মনোজ ।
 বনফল উপভাবী জীর্ণ জীর্ণ স্বর্ণ ছবি
 কপোল কলিত বাম করে ।
 বিরহ অনলে প'ড়ে নিদ্রা ছাই পু'ড়ে পু'ড়ে ;
 নেত্রযুগ ঝর ঝর ঝোরে ।
 প্রতিদিন একি ভাবে কাঁদি নিশিদিন যাপে,
 সাশ্বনিছে সখি সমাগীনা ।
 অকলে মুছায় আঁখি শিরে বাম কর রাখি
 ডানি করে সখী সে মলিনা ।
 কর পাত্রে পিয়ে বারি ফল র'ছে সারি সারি
 বিফলে আঁচলে সখী আনে ।
 বাইবারে অমুরোধ তাতেই ষটে বিরোধ
 হুংখে কোপ বাড়ে দিনে দিনে ।
 নয়ন নিমেষ হারা তরু যেন মন ছাড়া
 নেত্রযুগ সরসীর পানে ।
 চকিতে চমকি উঠে অর্দ্ধ অর্দ্ধ ভূমে লুটে
 অনিল বহিছে যেন কাণে,—

অলকার আগমন আশালতা ফুলধন,
ফল যাব পতিব বাবতা ।
হেন মতে বহুদিন বহিয়া জীবন ক্ষীণ
বিলাপেতে চিহ্নাব ডঙতা ।

মহা তরঙ্গ

[শ্রীমতী গরল লইয়া বিধি নিবমিল কায়,
চারুচন্দ্রিকার কণ্টকে ছানিধা তায় অগ্নিকণা পার ।
বিলাপ ও বিধি দ্বাদশ ভাঙ্গুর তাপ ছানিয়া মন্তক,
নিদা] কুলিশ গালায়ে কেশ তাহাব উপরে ।

আগিনেয় গিবি চুরি বনাইল পোড়া
অভাগিনী-হিয়া পাষাণে পাষাণে ধবে ।
তাপিয়া বারিধি-বাঁবি নিরমিল হায়
দগধ নয়নধুগ,—খুঁবিছে অঝোরে ।

[পূর্বাপর নিকুঞ্জ কাননে প্রফুল্লিত মনে
তুলনা] লতিকা মণ্ডপ হুচাকসুন্দর
সাজাইত সখী সরস-অঙ্গুর
বিলাসবাসনা পুবা'তে মোর ।

তুলি বনফুল পদ্মদলকুল
সুগন্ধি কোমল চাক্র মনোহর
ঢালি রাশি রাশি পল্যঙ্ক উপর
রচিত শয্যা উল্লাস বিভোব ।

প্রদোষের অস্ত্রে লয়ে প্রাণকাত্তে
বিরলে আসীন সে ফুলশয়নে
মধুর আলাপে প্রমোদ-ভবনে
মজিতাম প্রিয়-প্রণয়-রসে ।

মণ্ডপের অঙ্গে ফুলমালা সজে
তরঙ্গে ঢালিত মঞ্জুল মঞ্জরী
কুসুমস্তবক কত সারি সারি
চেলিয়া মলয় অনিল বশে ।

তক শির পরে শর শব অরে
ঢালিত মধুর গীতির লহরী
নাচিয়া নাচিয়া পত্র কুল ধারি
দম্পতী-শ্রবণ অবশ করি ।

পল্লব মাণ্ডিত কোকিল-সঙ্গীত
দর দর ঝরি চাক্র কণ্ঠ হ'তে
গলিয়া গলিয়া অনিল অস্ত্রেতে
পরানে দিতেক উদাস ছাড়ি ।

গগনে চাঁদিয়া কুচির প্রতিমা
নয়ন-মোহন রজত ধবল
সুধা ধারা রাশি ঢালিত তরল
পাখালি কোমল যুগল কায় ।

শমর-গুঞ্জব অতি মনোহর
একতানে বনে দলে ধুলে মিলে
ছুটিয়া খেলিত মণ্ডপের কোলে
বরষি পুলক প্রণয়ী-গায় ।

কুসুম পরশে হৃদয়-সরসে
আনন্দ-কমল সরসে কুটিত
রসের মাধুরী তরঙ্গে ছুটিত
তহুতে মাখিত তরল তহু ।

শবনে শরীর ডুবিত কচির
কুসুমের মালা কোমল-যুগল
প্রণয়-স্নাপিত অতীব পেশন
আলোক মণ্ডিত রথ চিত্রভাঙ্গা

হায়রে তখন মলয় পবন
মুহুমুদগতি বহি ধীরে ধীরে

কুসুম-সৌরভ অঙ্গেতে জেতে,
সেবিত শীতলি দম্পতী পাণ

দয়িত শ্রী অঙ্গ মুগমদসঙ্গ
চন্দনে চর্কিত মোদিত স্ববাসে
মোহিত দাস'রে মন'ব উল্লাসে
পশ'রষা যবে আনিত ভাণ ।

কুসুম রঞ্জিত অনুরোক্ত পাত,
চরণ যুগল শবশি পবশি
হিল্লোলে হিল্লোলে সমবুব হাসি
কল্লোল হুলিত আনন্দ প্রোতে ।

চৌখে চেয়ে চেয়ে অঞ্চলে শুভায়ে
বিগলিত হয়ে তলত শরারে
ফুলদলদল সঞ্চালিত বীরে
অঙ্গাপ বেন দিত অমৃতে ।

কৌমুদী ধবল আঁবাব তপন
জ্বলিত অঙ্গেতে শাক্য কাষ
অনিলদোহল্যসমালা দোলাষ
বিহ্বলিত হেবি সুধমা সেই ।

চকুবের ওজ্জ্বল চামরের পুচ্ছ
প্রসব মৃকত মণ্ডক-উপরে
পূর্ণিমাশশীবে জলধব বেরে
বাঙিত সুমন্দ শযন ছায়ি ।

পারিজাত বনে শচীপতি সনে
শচীজ-বিলাস বামা সুরেশ্বরী
মজিত বিলাসে অমৃত উগারি
ভের্মিত সুখেতে পতির পাশে ।

একত্রে সেবিত দোহারে মাখিত,
গালাগে অতুল সোহাগে সোহাগে,
গুণাইয়া রাগে চারু অমুদ্রাগে,
ডুবাইয়া দিত আনন্দ রসে ।

গত সেই দিন দাসী সে মলিন
একাকী বিজনে গড়ায়ে ভূতলে
সেই সে অনিল আইছে হিল্লোলে,
পরান নাহিক শীতল হয় ।

অতীত স্বরণে বিরহিণী মনে
অনিল সংহতি ঝরিছে গরল,
কণ্টক দারুণ নয় রে তরল ।—
ফুটায় ফুটায় জারিছে কায় ।

কি ঐশ্বর্য হে'রে পুন গন্ধ ধ'রে,
কি সুখে গৌরবে, অধর যুগলে
ভাব ভাব ভঙ্গ সে কৌতুক খুলে
এখনো চুমিছ এ পোড়া অঙ্গ ?

কুম্ কুম্ ফেলি মাখিয়াছি ধূলি.
স্বরণ কাঙ্ক্ষি অধুই অঙ্গার,
বহুমুলা শাড়ী করি পবিহাব,
ধ রেছি কটিতে নে'র সঙ্গ ।

সুকাঞ্চী, কেয়ুর, বেশর, নুপুৰ,
চাক মণি, মুক্তা, বজ্রত, কাঞ্চন,
চিকুৰ কবরী, বেনী সুশোভন
খেদায়ে দিয়েছি গুমা'নে ধরে ।

বিবহের শিখা অগ্নয় শেখা
ধরি সে শরীরে অসিত ভূষণ,
আঁঠা আঁঠা জটা মস্তক শোভন,
উদাসিনী বেশ রয়েছি ধরে ।

নয়ন কোটরে, ভাসে অশ্রুণীরে
হাসিরে ডাবিয়ে দিয়েছি সাগবে,
হিমাচল তলে খুঁয়েছি সুখে'রে,
লাবণ্য পুড়িয়া পুড়িয়া ছাই ।

কনক অচলে বালাকের ছলে
শোভিত ললাটে সিন্দূরের বিন্দু,
বিজুগ্ধ এখন সে স্তবমা সিন্ধু।—
চিত্তার কালিমা কপালে চাই।

এসব অনিত্য বটে সৃষ্টি এ চিত্রপটে
[প্রার্থনা] সার সুখ প্রিয় যার বাহা।
হুখে কিনে সুখ দিয়ে যদি পাই সেই প্রিয়ে
লোকসানে গনি কি হে ত্রাতা।
প্রণয়িনী-প্রাণ তুমি স্তব্রত্নসাবভূমি
তোমার মিলনে কিনা মিলে।
সে সব গিরেছে থাকে তাতেও না হুখে ভাক,
তোমা বিধি ফিরাইয়া দিলে।
তুমি বীর স্নগভাব আহবে সুদর্শন বীর
সর্ব শাস্ত্র অধীত তোমার।
গণরাশি অলঙ্কৃত সং অন্তঃস্থানে রত
সত্যব্রত সাধু সদাচার।
সম্মল অঞ্চল ছাদি প্রিয়সদ নিরবধি
চন্দ্রিকার চিত্র বিমোহন।
চন্দ্রিকার সুধাকর কমলানী-দিবাকর
শুণাকর হৃদয়রঞ্জন।
হেন গুণ বিভূষিত এবে কেন বিপরীত
আচরণ হেরিছে তোমার ?
বিফল করিলে হায় সদৃশ-সমবায়
হুখে দিয়ে দাসারে অপার।
কি দোষ তোমার দিব নিদারুণ এ অশিব
ভাগ্যদোষে ঘটিল কপালে।
প্রাণেশ, লাগিয়া যোর বিপিনে বিপিনে ঘোর
এমিছ জড়িত শোক-জ্বালে।
তটিনী, পুলিন, গিরি, পদব্রজে ঘুরি ঘুরি
খুঁজিতেছ উদ্ভাসের প্রায়।
কিবা কল অম্বুযোগে নাথ যম অম্বুযোগে
সঁতার দিয়েছে নিরুপায়।

আমার কষ্টের চেয়ে সমধিক কষ্ট হয়ে
আজ কোন বিপদেতে পড়ে।
না জানি কেমন হবে, বিধনে জীবন ধরে,
অথবা হারা'লু চিরতরে।
চন্দ্রিকা যানস পদ চন্দ্রিকা বিলাস-সদয়
দয়াভণে কর পদার্পণ।
চন্দ্রিকাব চন্দ্রধন চন্দ্রিকামনোমোহন
এ সময় দেক দরশন।
চন্দ্রিকালতিবা-তরু চন্দ্রিকার ধোয় গুরু
নিরাশ্রিতে বিতর আশ্রয়।
চন্দ্রিকাকমল রাব চন্দ্রিকারমণ ছাব
অবলম্বে তও হে উদয়।
চন্দ্রিকা নিকুঞ্জ-কালী রূপেতে জগত-আলা
বংশধরান শুনাও শবণে।
চন্দ্রিকাজীরন শান্তি মনোভ-সুন্দর-কান্তি
দয় কি রে শাপ হত্যাশনে।
চন্দ্রিকা প্রণয় বন্ধু চন্দ্রিকাপূর্ণাবধু
রূপ খুলি ছড়াও কিরণ।
চন্দ্রিকাসিন্দুব বিন্দু চন্দ্রিকা প্রমোদ-সিন্ধু
দাসী তব ছাড়িছে জীবন।
চন্দ্রিকাচিকুর-শোভা শিরোমণি মনোলোভা
চন্দ্রিকাব হুখে নিবারণ।
চন্দ্রিকার প্রাণমন চন্দ্রিকাব আশাবন
তুলা কর আশাটি পূরণ।
চন্দ্রিকার হৃদয়শা দুর্বারবিরহবশা
নিরখিয়া পুরাও বাসন।
এস এস তরা করি বিলম্বে, দিবে সে পারি,
গুণসীন নীরব পরাণ।
মৃত্যুকালে দেহপদ রমণী সুখ-সম্পদ
সামাকুল-ধর্মের তোরণ।
তোমার সংবাদ তরে অলকা ফিরিল যত্ন
আর নাহি ফিরিল সে হেথা।
কি জানি আছেক ভালে! কত ঘণ্টে কত
কত আর না জানি সে কত।

লগায়ে আছে কি লেখা নাথ সনে হবে দেখা ?—

হেন দিন ভাগ্যে কি উদবে ?

নয় লীলা সাজ করি ও পর অন্তরে স্থরি
চিরদাসী অনন্তে ঝাঁপবে !

ঐপদে বিদায় লয়, চক্রিকার প্রাণময়,
মরম বিদায় দিনে দিনে ।

লতিকা সহিতে নারে পরুষ অশনি ধারে
শোকহতাশন হানে প্রাণে ।

দেহ পু'ড়ে মরুস্থল রতে না জীবনজল
দারুণ সন্তাপ-তাপে শোষে ।

তাপে তাপে ধরতর দেহলতা শুষ্ক খড়,
কি বহি' বিরহ বৃকে পোষে !

যায় যায়, ধর ধর, আশ্রিতেরে রক্ষা কর,
সম্মিলন-রস-বিতরণে ।

চক্রিকা-মরণ শু'নে কেমনে ধরবে প্রাণে
প্রাণসমা চক্রিকা-বিহনে ?

সপ্তম তন্ত্র

এই শোভে বিক্যাগিরি কুচযুগ প্রায়

ভারত স্বন্দরী বক্ষে চাক নোলিয়ায় ,

বেগবতী নরমদা— ক্ষীরধারা—সরবদা

[দেবতার নাচিয়া নাচিয়া সুন্দর চলে ,

অঙ্গসমতা তরঙ্গ-মুক্তা-মালিকা দোলে ।

বা শুভ-স্থচনা]

চাকু চন্দ্রনেব গন্ধ অঙ্গগন্ধ ধরে ,

মেঘুর মলয়ানিল নিখাস বিহরে ,

ধরি শ্রাম-অজ-জ্যোতি বসন্ত নিবসে তথি

প্রস্থন-পল্লব-ভূষিত-কায়

পিক-অলি-কণ্ঠে মধুব গায় ।

শিরশ্চন্দন-কেশে গিরি ধরে ফণী

ব্যোমকেশ-কেশপাশ শোভিত বেমনি ।

সুখ গুণে জ্যোত্বয় সহিত একত্রে রয়

গোলাপের গলে কণ্টক সাজে ;

নগ-সুচন্দনে পরগ রাজে ।

মৃদু-বাসন্ত-বায়ুর লভি আলিঙ্গন

পুষ্পবতী লতা চাকু ভসিত-বদন ,

প্রসবি সৌরভ-সুত দেবতারও বাঞ্ছিত

সানন্দে সাদরে গিতার কোলে

প্রণয় ভঙ্গীতে দিতেছে ঢেলে ।

মলয়জ-রসে মিশি কোকিলের “কুং”

নির্করে নির্ঘাস ধাবা বোগায় সুবত

পাখিদল মিলি গায় রক্তারে সেতাব তায়

বাঁজায় মধুর মধুপ কুল ,

মধু ঢালে প্রেমে আকুল ফুল ।

সচল শুন্দের প্রায় যুগ শত শত

প্রফুল অন্তরে নাচে নানা কেলি-রত

জ্বলে জ্বাল করি আঁকিয়াছে সারি সারি

সুচারু সুরেলা বাঁজমতায়,

সুন্দর সবুজ ভূধর-গায় ।

তরু ডালে পার্কি মিষ্ট বিবধ সুধল,

তরলিত বৃন্ত বার অতি সুকোমল,

বিহঙ্গম চকুভয়ে মানে মানে মান লয়ে

ত্যাগিছে পরাণ পাখাণ গায়

গলিয়া রঞ্জিয়া বরণে তায় ।

নিঃসব-ঐক্য লগ্ন পাতায় পাতায়,

মাণিক-নয়নে তারা হাসি হাস চায় ,

নিত্য নব আঁধি খুলে, আনন্দেতে হে'লে হ'লে,

সলিল-ধারার সুসমা হেরে,

অনিলের কোণে গলিয়া পড়ে ।—

এ হেন গিরির পাশে অবশেষে দীনবেশে
উপনীত চন্দ্রিকাব পতি ।
পশিখা গরুণ বনে হারাইয়া সঙ্গীগণে
পথহারা ঘূবে নানা পথি ।
বিষোর বিপদে পডি অশেষ বিদেশ ঘুরি
দৈবযোগে হেথা আগমন ।
স্বর্ণ গিরি চাক্র মৃদি, সুকোমল-ননী মৃষ্টি,
বার-করে বিকৃত বরণ ।
অন্তরে চিত্তার জালা, বাহিরে রেণুদ্রব জালা
উদরে ক্ষুধার জালা জার ।
তিন জালা তিন মুখে শুধিল পরমশ্রুতে
পেয়ে চাক নবনী আহার ।
নাহি রূপ নাহি জালা বদন স্রুত্বায়ে কালা
আলাজিত শুক বাক-রোধ ।
ভট্টরূপ ফাটা শান অবনত নাসা খান
খাসে খাসে ঘটায় বিরোধ ।
কেশেতে ডাউছে খাড়ি কেশগুলি দড়ি দড়ি
কি বলিব নয়নের কথা ।—
চন্দ্রিকার কপরদে না পাইয়া উপবাসে
শুকায়ে সহিছে বোব বাধা ।
আধাব-অঙ্গন-হারি স্বপ্নন-বিহগ-তারি
মরাপ্রায় শরিত পিঞ্জরে ।
বীণাবিনিম্মত বাণী কর্ণধুগ নাহি শুনি
ভ্রমে পশে কেশের ভিতরে ।
কোমল পরশ বিনা অঙ্গুণী হ'য়েছে খীণা
রাগে ছুরি খুলিছে ধারাল ।
কোমল শয্যা না পেয়ে মেরুদণ্ড বঞ্চে হ'য়ে
ঘসিয়া তুলিল পৃষ্ঠ ছাল ।
বসিল তরুর শূলে সুন্দর ভূধর কোলে
দুর্জল তত্ত্ব বিষয় বন ।
দক্ষিণে কিকিৎ হেলি কম্পিত মস্তক তুলি
পশ্চিমাশী করে দরশন ।
হেরি অন্তগত ভান্স বোড়া দিয়া ভান্সা জাহ্ন
উঠিলা সাহসে ভর করি ।

হেরিলা সরসী দুবে জলে টলমল করে
ছুটিলেক তারে লক্ষ্য করি ।
অন্তরে নাহিক ভাল কিছুই লাগেনা ভাল,
পরশ পুড়িলে অঙ্গ ছাব
দূষিত সরসীবারি ফুলতক ভীয়ে সাবি,
সে সরের কিবা সে আদর ?
মধুচক্রে মধুকীর্ণ মক্ষিকাদংশন বিন
কিবা গুণ তুলিবারে ধরে ?
কালের গতিতে কার হলো মহাকাল প্রায়
সারসীন অভ্যাসে বিচরে ।
শাঙ্কিহীন ঘেইজন করে সদা বিচরণ
যথা তথা এক সেই হিয়া ।
আত্মাণে ক্ষুধা পায় ক্ষুধিত যদি না খায়
স্বকরে হুখান্ত অর ল'য়া ।
ভেষ্যতি ব্যাহক শোভা অন্তরে না দেয় প্রভা
যরমের জালা যত কাল ।
সরসীর নারবাণি ফুটাবে শাঙ্কির হাসি
যনে বাসি ছুটিল সকাল ।
আইয়া সুন্দর খাটে স্থলীতল শিলাপাটে
চুড়িত চখিত নীরাধরে ।
নির্গর্গ উৎসর্গাসন ভাবুক বাঞ্ছিত ধন
অধিকার করিল আঁচরে ।
শিলা শৈত্য পবননে আগিয়া উঠিল বনে
চন্দ্রিকার অঙ্গের পরশ ।
অমনি শাঙ্কির আশ ফুটায় বিকট হাস
বুকে মারে ধরস্ ধরস্ ।
আধারে সকল ঘেরা ইঞ্জিয় সকল মরা
পরশ গঞ্জিছে শুধু তার ।
হেন কালে আঁধি বলে "এই আমি জাগি ভাল,
কিবা শোভা হিন্নোল-আগায় !"
গাথক-ভরজ-ঠোটে অগণ্য শীকর লোটে
হু'টে হু'টে উঠিছে নাচিয়া ।
শিখান ভূষণ রাশি— চন্দ্রিকার মুখ-হাসি
স্বতিনীয়ে উঠিল জাসিয়া ।

হেনকালে পিকবধু ঢালি দিল "কুহ" যধু
 শ্রুতি যুগ জাগিল শুনিয়া ।
 প্রিয়াকর্ণধ্বনি শ্রোত মবম্ব পশিল দ্রুত
 শোক বাড়ে থাকিয়া থাকিয়া ।
 পুরিল নাসার আশ পাইয়া ফুলের বাস,
 সতেতন দ'তবারে গায় ।
 রসনা জপিল নাম সুখসার যধুবান
 বিধ ভ'রে বিচ্ছেদে জালায় ।

অষ্টম তরঙ্গ

মিলন

এবা কি স্বপন দেখিছু আজি ।—
 লইয়া বাগানে ফুলের সাজী
 কুড়াইয়া ফুল সুগন্ধ বকুল
 আনন্দে অতুল গাঁথিছি মাল
 অজ্ঞাতে সজ্জাত অতি সুশ্লীলিত
 অধরে গলিত চাপায়ে গাল ।

[তিলকার আনন্দে লঘুতা লভিল অঙ্গ,
 স্বপ্নবৃত্তান্ত] মনে উত্থলিল কতই বঙ্গ ।

রক্তশ্রোতে মিশে গগনের দিশে
 সঙ্গে সঙ্গে চেসে উঠিল কায়
 শব্দধর পাশে এসে অবশেষে
 মালিনীর বেশে আগত প্রায় ।

সুচিকণ গাঁথা নিরখি হার
 সুধাংশু প্রিয়াবে করিতে ঠার,
 চন্দ্রিকা শুধন ডগমগ মন
 কর প্রসারণ করিয়া চার
 রক্তশ্রোতায় পুরুষের সার
 শাপিছে আবার দিলায় তার ।

চকোরমিথুন স্মৃতিত শব্দী
 পসারি স্বকর চাহিল হাসি,
 চন্দ্রিকা শ্রীকরে সুহাসি অধরে
 চাকু উপহারে বিধুরে দিল
 পরিয়া গলায় নবমালিকাধ
 অতুল শোভায় সঁাতায় দিল ।

সুহাসি-প্রস্থন দুটিল অধরে
 সুধামধুধারা বর বর করে
 বকুলে লাগিয়া সুগন্ধ মাঝিয়া
 গগন আপিয়া ধারায় পড়ে
 চকর চকোরা ভক্তত তাহারি
 রসে পেট ভরি তাগুব করে ।

"আনন্দ নির্ধাঙ্গ প্রেমরসামৃত
 তুলত লভিয়া কেন বা বিরত ?"—
 চিন্তিয়া মানসে উজ্জাস হরষে
 পিছু সেই রঙে মনের সাধে
 ভাগ্যধর পাশে চকোর নিবসে
 বুকিছু তা'শেবে কি সুখ সাধে !

আমিও চকোরা ছিলাম স্বপদে ।
 ডুবোছি ডুবোছি আধার প্রমাদে ।
 কিছ এ স্বপন বটে স্বপন
 করিছে জ্ঞাপন— "সেদিন আসে !—"
 শব্দক উদিকে চন্দ্রিকা গলিবে
 চকোরা ভবিষ্যে সুধার রসে !

আকাশেও চাঁদ দেখা দিল অই,
 সরসীর তীরে চল চল সই,
 যদি টলমল আনন্দ কজ্জোল
 আঁখি ছলছল প্রেমাক্ষ বরৈ
 সুখের সময় আইল নিশ্চয়
 তব প্রাপ্তময় নিকটে চরে !

বাক্য পরিপাটি দিয়াশলি-কাটি
 আধার কুটীরে আলিলেক বাতি—
 আশার প্রদীপ— তবু ক্ষীণালোক
 মুহূর্তেব তবে ধামিলেক শোক ।
 “আইবে, আইবে”—আশার বাণী
 ভবিষ্যৎ কথা কে জানে গণি ?
 তবু তার সেই আলোয়ালোক
 স্মৃধু সাঙ্গে উল্লস লোক ।—
 অমৃত যেমন পশিল শ্রবণে,
 মৃত অঙ্গে প্রাণ লভিয়া তখনে,
 উঠিয়া সখীর ধারল গলা,
 অন্তরে আলোক শরীরে কালা ।
 আনন্দের রশ্মি বহুদিন পরে
 বল, বল সখি আজি কেন পড়ে ।
 আয় সখি, চল, গগন শরীরে
 গোটা এই কথা জিজ্ঞাসি কাতরে ।
 অই সে কলঙ্ক মুগেরি তরে
 আমার ও শশাঙ্ক কলঙ্ক ধরে
 মুগেরিলাগি বধিয়া রমণী,—
 শশঙ্ক, শশাঙ্কসমান গুণী ।
 ধ’বে নে সখি, ধ’বে নে আখারে ।
 ভগ্নভাঙ্গ আমি শোকের মুদ্রারে ।
 চাঁদ্রকাবৈভব হোবনে নয়নে,
 ধবায় পড়িব অস্থি-বাণে ।
 বাহুলতা যোগে কসিয়া বাদ,
 ক্ষুদ্রিতে হেলিয়া হোবন চাঁদ ।
 স’রে গেল নাকি সরোবর ঘাট ?
 অবশ চরণ, কোথা শিলাপাট ?
 এই যে সরসী, অতি নিকটে,
 তবুও পড়েনা নয়ন-পটে
 আখির আলোক নিভিয়া গিছে,
 বিগত সকল কাড়িয়া নিছে ।
 ভস্মভলে ক্ষীণ অগিনি যেমন ।
 নিভু নিভু হিবে চৈতন্য তেমন ।—
 তবু, তবু দেব, বামিনী রমন ।

বল কোথা যোর প্রাণলভি ঘন ।
 তুমি ছিজরাঙ্গ ওদধি-অধিপ
 তত্ত্ব-অহে রাখ জীবন-প্রদীপ ।
 তোমাব সদৃশ চন্দ্রশর্মে পতি
 তোমায় নির্যাত্ত স্বটেয়ে স্থতি,
 তাই দরশন বিষাদময় ।
 নতুংকি নারীর সত্যত্ব রয় ?

ভঙ্কের মাধুর্য্য যথা তাপের সংযোগে
 ক্রমে ঘন ঘন ঘন সজী-নীর-ত্যাগে,
 পার্শ্বিবে সে কলেবর বিগত তোমার ।
 [দৈববাণী] শুধু আছে স্বনীভূত সত্যত্বের সার ।
 আঁচরে ধরিবে চন্দ্রে চন্দ্র-রতন ।
 এ আশা নিচয় ক্রবতারাব কিরণ ।
 তোমার শশাঙ্ক অকলঙ্ক শশধর
 নিজনারী-অনুরক্ত প্রেমিক-প্রবল ।

[দৈববাণী] বিগত চেতন চন্দ্রিকার ঘন
 ফল] স্রুতির মূলে
 বাণী মূললিত দৈব বিগলিত
 স্মৃহ বোলে ।
 মাঘের মুদিরে বারিবিদ্যু ধীরে
 [শশাঙ্ক দেবের ভূমিতে পশে ।
 বগতোক্তি] সম্বিত ঘরিত অধে জাগরিত ;
 হরিবে হাসে ।
 দৈবভাষা শুনে মনে মনে গগে ;
 প্রেমসী হেথ ;
 পাগলি চিহ্নিল,— কেমনে আইল,
 আসি বা কোথা ?

পাতিব্রত্যা ধর্ম বৃথিলাভ মর্শ
 পরমানিত ;
 পাতি বিরহিণী সতী পাগলিনী
 বনে আগত ।
 পাতি অশেষণে ফিবে বনে বনে
 ভাগ্য উদিল ;
 বাচিল, বাচিল মোভাগ্য হাশিল,
 প্রিয়া মিলিল ।
 বৃষ্টি নৈত্রিগুণ করি সুভোগ
 খুলনা আঁগি
 খুলিলে প্রিয়ার ভাধিনী আমার,
 কি রূপ দেখি ।
 বুঝেনা নয়নে বড় বাসা মনে
 তেরি বদন ।
 বাসনা ধামেনা, আনন্দ আঁটে না,
 ফাটে নয়ন ।
 কোকিল তরঙ্গে প্রেমসীর সলে
 ঢালিব অঙ্গ,
 আমি চিনি তাবে সে চিনে না মোরে
 এ বড় বঙ্গ ।
 বিশ্বাস-প্রভব যত মনোভাব
 করনা ফল ।
 জানি বা কেমনে প্রেমদী এখানে,
 বিশ্বাস-কল ।
 তথাপি আনন্দ চাক মকরন্দ
 চদয়ে গলে
 আশঙ্কা বিকল তেরিলে সে রূপ
 আনন্দ ঢলে ।

একি, একি, একি, সখি !

গটের শাবাণে একি ! একটা মাছ দেখি !

মিথি মধুর ছরু ছরু কাঁপছে পরাণ,

কর, সখি, কুটীরে পবাণ ।—

কিগরি রূপগোত্র মানবে কি ভয় ?

কোঁকরি মতন বেন হেরি নিরাশ্রয় !

শোয়াসি বহিছে নাকে, কায়সন্দ থেকে থেকে,
 নিমিষে নয় তাঁর আঁখি,
 বহুক্ষণ মরণের বাকী,
 আনন্দেব প্রভা খেলে সুখমণ্ডলে,
 বাহিরে মলিন হেরি, অন্তরে উজলে ।

ভাল চেয়ে দেখ সখি, কি সুখমা মুখে দেখি,
 এ যে নয় পুরুষ সামান্য ;
 লুকি দিয়া হাসিছে লাংবাণ্য,
 পর পুরুষ পরশে নাহি কোন দোষ,
 পবন পবিত্র কর্মে, পরম সন্তোষ ।

ভাবে শুদ্ধ আত্মমতি ভাবে মলিনিত অতি
 বিমলজনে রাখ অসময়,
 সাধু কর্মে কেন সপি, ভয় ?—
 করপদ্ম ঠাপি অই কমলনয়নে,
 উষ্ণিরা বসিলা হে'লে আনত-আননে ।

মোভাগ্য শশাঙ্কালোকে তেরি মহাশ্যালোকে
 উপনীত ক্রান্ত কলেবরে,—
 চলুন অই দবিত্র কুটীবে ।
 পর্ণবিরচিত তলে করুন আরাম,
 বনগভা বনগলে ক্ষুধার বিরাম ।

(স্বগত)

প্রিয়ার কমল-করে নবনী কোমল
 [স্পর্শস্থখে পরশিয়া দিলা অমৃত-তডিভ
 শশাঙ্ক দেবের অঙ্গার প্রতিম অঙ্গে, সহস্রের পরে,
 উক্তি] সঞ্চারিল আজি আনন্দ-সরিত ।

নীরস অঙ্গার আজি পারিজাত তরু,
 নিমিষে একট আনন্দ-গ্রন্থন ;
 দেহ-অর্গ পুরীষের আয়োদিত মন
 প্রেমমন্দাকিনী প্রবাহিতা পুনঃ ।
 অমৃত প্রলুক যত অমর্য-নিবাসী
 বন্দর ধরিয়া মখিল সাগর ;

অমৃত কলস শিবে উঠে ধ্বংসি ;—
এই সে কলসী লইছে অস্তর !

শুনিহু শ্রবণে তুলি আনিল কুটীরে,
শ্রবণের নাস্তি ঘটেছিল যোর,
এ নয় কুটীর, ধবি আনিল স্বরণে !—
নাচে রে সে মন আনন্দে বিভোর ।

উন্মিলিব না, এই যে পার্থিব নয়ন
স্বপ্ন স্রুথে তাব নাই অধিকার,
খুলিলে, অমনি নিজ স্বভাবের দোসে,
আঁচাডি ফেলিবে ভূতলে আবাব ।

আঁখি, তোর সাধা নাই চিনিতে প্রিয়ারে,
প্রতীক্ষা করিয়া থাক কিছু কাল,
পরীক্ষিত সে কাঞ্চন প্রবণ নিকমে,
স্বকর্গ ধ্বনিৎ বেথা-সম্পাতনে ।

প্রিয়া সম্মিলন স্রুথে চুপে চুপে চুরি ।
বিশভরা কুপে কমল মগন ।
তাতেও ডুবিয়া অলি পান কাব মধু.
পরশে না তারে বিষআশাতন ।

না না ! চাহিনা এ তেন স্রুথ আদ্যাদিতে
স্বার্থেব পরশে ষটে অমুতাপ,—
দুঃখিনী সে চিনে না, ভাবিতে অন্তরে,
অন্তরেতে লাগে বন্ধনাব পাপ ।

হবিতে তরুণ তারে দিয়ে পরিচয়,
মিলন আনন্দ উভয়ে বাঢ়িব
যাও আঁখি বরা ওব কবিরু ! শখিল,
যা থাকে কপালে, এবার হেরিব ।

আঁখি, কি হেরিহু !—
“গতস্ত শোচনং নাস্তি”— এ রোগে ঔষধ,
সম্মিলন স্রুথ স্বাধিয়া ভাগ্যেত,
খেদসি খেদের কথা, লাগে যা অন্তরে,
অধিগা লভি ক্ষুধাব পীড়িত ?

কি লাগি বিভন বনে বসতি, কানিহু

[প্রকাশ্যে] কুতূহল বড়, বলুন সত্তরে ;
ধন্ত আপনারা, রমণীয়তম-ধূল,
আশ্রয় দিলেন এ দীনজন্যে !

তিলকা । পুরুষ আপনি তাই পাইহু আশ্রয়,
আপনি সামান্য ন'ন বৃথা স্বাশ্রয় ।
পতি-অবেদনত আশ্রয় স্বকীর,
দেশে দেশে ঘুরি শেষে নির্মিত কুটীর ।
শলাকসন্নিভ পতি, শলাক সে নাম,
বসতি কেদারবাগার, সম্প্রতি আশ্রয় ।
আশাব কুহকযন্ত্রে রয়েছে পরাণ,
নিরাশাব ছায়াপাতে ষটিবে নিদান ।

শলাক । “শলাক-সন্নিভ পতি শলাক সে নাম,”
অমানিশা গতে পূর্ণ হবে মনস্কাম । *

তিলকা । অমানিশা কানমান সকলেই জানে,
সকীর হুঃখেব শেষ অদৃষ্টেব স্থানে ।

শলাক । অদৃষ্ট ও দৃষ্ট হয় সময় আসিলে,
লভিয়া সময় কেউ ভায় অবহেলে । *

তিলকা । বাঞ্ছিত সুনিদ্রিলাভি কেবা অবহেলে ?
শলাক । নৃদারুত মণি যদি স্বজ্যোতি না খোলে ।

তিলকা । ভাগ্য তো প্রসন্ন নয়, সেও অসম্ময় !
শলাক । চিন্তামাণ মিলে লদে চিন্তা যদি হয় ।

তিলকা । পতি-গোতে হৃথভরি জীবন-মাগরে,
নারীজন্ম মহাজন চিন্তায় অন্তরে,—
ঝটিকাব পদভরে পশিল কি জলে
অথবা তরলকোলে এখনি কোথায় ?

শলাক । বানিয়াবধুর পোত যদি বরি থাকে

[পরিত্যক্ত]

শশাঙ্কের বাগী মধুর চতুর
 তুমিয়া তিলকা সখী
 চকিতে পরাণে নিরখিয়া চায়
 কুঙ্কিয়া সজল আঁখি ।
 তাহাঙ্গি বদনে অতীব মলিন
 হেরিমা শশাঙ্ক ছায় ।
 অবাক চইয়া আনন্দ উচ্ছ্বাসে
 চাক্ষুকা নয়নে চায় ।
 সে ভাব নেহারি বানায় শশাঙ্ক
 চিনিলা, চিনিলা যোনে,
 প্রেমের তরঙ্গে সঙ্কল্প পুলক
 দর দর অঞ্চধারে
 সঙ্কল্প ধ্বনি ফুটায় অধরে
 “প্রিয়ে, প্রিয়ে,” উচ্চরবে
 লক্ষ্য দিয়া ধবে প্রিয়ার গলায় ;
 কাঁদিত লাগিলা সবে ।
 জয়, জয়, জয়, দম্পতি মিলন
 নিভিল শোকেব জালা ।
 প্রেমের উচ্ছ্বাস নবক বিনাশ
 গুলিল স্বপন আলা ।
 ছয় আঁখি করে দর দর দরে
 কুটীর ভাঙ্গিয়া যায় ।
 বুলু বুলু ধ্বনি আনন্দের নদী
 তরঙ্গে ছুটিয়া যায় ।
 বাহুলতা পাশে বাক্সি পরস্পর
 ক্ষুধু জাবু ডুব যায় ।
 গদ গদ ভাব সবে না স্বকণ্ঠে,
 অতীত হিয়ায় ছায় ।

নবম তরঙ্গ

জীবন সর্ব্বার্থ ।

মিলনাবে হরিদ্রার মাথা সোনার বদন
 [মিলনাবে] কনক-চন্দ্রমা ধানি
 স্বপ্নাধারিয়া পুরিত মণ্ডল
 ১ দয়িতা, হৃৎস্বপন ধনি ।

[ত্রিমতী রাজমুকুন্দনয় স্বতিতে অঙ্কিত
 চাক চক্রিকার লাবণ্য ছায়ায় মাথা ।
 উক্তি] সীমা সৃষ্টি হেরি জাগে পূর্ব্বকপ
 পূর্ণ বা চন্দ্রে আঁকা ।
 তম্র তম্র হ'তে এই যে আবার
 পরাণ ক্ষুধিত জাগে ।
 এটুকু রেখেছি কেবল যোগায়ে
 সুপলব অমুরাগে ।
 অঙ্গে উপজিছে করিণীর বল
 কে বলে অবলা যোগে ।
 আঁখি মৌন যুগ ভাসিয়া উপরে
 আবার উন্নয় ছাড়ে ।
 তব কমলিনী উটলি হাসিয়া
 উন্নয় নিবন্ধি নর ।
 দারুণ শীতান্তে বসন্তের বায়
 যসে ফুটে পিকরব ।
 পুলক মূক্যে অঙ্গ বিভূষিত
 সঞ্চরে আনন্দ রস ।
 প্রেমের প্রবাহে নাচিয়া হুলিয়া
 হই অস্তরে অলস ।

প্রিয়, জীবন বলভ ।

কি বলিব সেই ত্বৎকথ্য কথা ।—
 থেকে থেকে জেগে উঠে সে ব্যথা ।—
 নবক আঁধারে স্বপন-অভিভূত
 তপত স্বপ্নের স্রোতে ।
 দহিহু মরমে দিবস যামিনী
 চাহিয়া তোমার ভিতে ।
 বিকট দশনে বিরহ দাক্ষণ্য
 চিবায়ে পীড়িল যোগে ।
 নবীন বয়সে এ যৌবন যাতনা
 প্রণয়ে এ কল ধরে ।
 হৃদয়-নিকৃজে প্রীতির আসনে
 বসিয়ে ছিলাম তোমা ।

ত্যজি সে নিকুঞ্জ করিলে পয়াণ
 পাভালে ডাবিয়ে আয়া ।
 সে মধু বিপিন বরষ দাবায়ি
 পুড়িয়া করিল চাই ।
 কুম্ম, পরব, লতিকা মুকুল —
 সে শোভা কিছুই নাই ।
 মাধুর্য্য অপান্ত বৈদ্য নিবন্ত
 কি দিয়া তুষিব নাথে ।
 বিচ্ছেদ বিচ্ছেদ ঘটায় দারুণ
 হরিয়া সকলি সাথে ।
 সংসার পরল চুইল প্রণয়ে
 সারল্য, চাপলা, গেল ।
 বিধাদের ভায়া পড়িল অস্তরে
 অন্তর হইল কাল ।
 কারুণ্য পরশে কাটিল মরম
 তারুণ্য প্রস্থান ক'ল ।
 তবু কেন নাথ আনন্দ অপার
 উজায়ে আবার এলো ।
 আগের জীবন ছিল উষ্ময়
 রঞ্জিত বালার্ক-শোনে ।
 নবীন-নীরদ সুলীতল-ভাষ
 ঘাবয়াছে সে জীবনে ।
 আগেকার শোভা লোচন-আনন্দী
 লাগিতে না জুড়ে তত ।
 দ্বিতীয় ধন্য চন্দ্র পবনী
 নয়নে তোষে না বত ।
 শোক ভাগু তাপে প্রণয়-সুফল
 স্তম্ভর সুপক হয় ।
 পাবক উত্তাপে পায়স মাধুর্য্য
 মধুর ঘণ্ড লয় ।
 আপাত কঠোর বিচ্ছেদ তোমার
 তথ্যপি বাহিত নয় ।
 গৃহে থাক স্নেহে গৃহ লক্ষী লয়ে
 সেবার খেলুক জয় ।
 রাত্রাপদ রজঃ স্থাপিতা মন্তকে
 প্রভাতে ভেরাগি শেজ ।

সুবাসিত অন্ন অগ্নি ব্যঞ্জন
 জালি আসনি সতেজ ।
 বাধিব স্নগন্ধ পায়স পিষ্টক
 চারু স্বস্বাদ মধুর ।
 ঘন আটা হুধ, ফার, নবনীত
 লুচি বানাব প্রচুর ।
 কর্পূর বাসিত যমুনায় জলে
 পূর্ণ স্বর্ণ কুন্ত ল'য়া ।
 করাব সিনান মাজিয়া শ্রীঅন্ন
 মুক্তাব গামোছা দিয়া ।
 নব পট বাস পরাব স্বকরে
 চরণ সম্পূট মাজি ।
 কর্পূর চন্দন মৃগমদরসে
 দিব অন্ন বাগ রাজী ।
 অন্ন দিয়া থালে নানা উপচারে
 কোটরা ভরিয়া দিব ।
 মুখকচি তরে আচার কাসন্দ
 থালার কিনাবে ধূ'র ।
 বারি পূর্ণ কাড ডাঁগর ডাবর
 আচমন তরে দিব ।
 রতন মাণ্ডল কনকের খাটে
 শয্যা কোমল বচিব ।
 হেলিয়া বসিবে কোমল বালিশে,
 সোনার রিকাবে ক'রে ।
 মশলু পুরিত তাম্বুলের পুয়া
 দিব নাথের শ্রীকরে ।
 পদ তলে বসি পাদ সংবাহন
 করিব একান্ত মনে ।
 অধর ক্ষুরিত স্নমধুর বাণী
 অমিয়া কুঁচিবে কানে ।
 কমল নয়ন নিরখি অলস,
 পাইয়া আদেশ বাণী ।
 উঠি ধীরপদে ধেয়ে যনোন্মাধে
 প্রসাদে পূরিব প্রাণি ।
 এ হেন সেবার সফলিব জীব
 মনের বাসনা বলি ।
 পতি সেবা বটে নান্দর্শ সাধ
 বাই চল গৃহে চলি ।

অরণ্য গৃহ, প্রিয়ে তোমার মিলনে,

কিছু পিতৃমাতৃসেবা হয় না এখানে।

কেননে চলিবে, প্রিয়ে, তুংগ উঠে গ্রীণ ছেঁয়ে,

চিবিয়া হুথের কোমল বুক,

হুথের হেরি হুথে ও তুংগ।

* রসানমুকুলভুক পিককলহর,

কমলের মধুপাণী মধুপ-গুঞ্জব,

মধুর মৃদঙ্গধ্বনি, বাদেবী বীণা চ'নি

বিধুসুধা মাখি গ'ড়েছিল বিধি

স্বমধুব স্বব—অমৃত-উদধি।

নীলকান্তমণি আর নীল উংপল

দৌপ্রিমান্ সিদ্ধজ্যোতি বিশদ বিমল,

চিমাংস্তর অন্তরনে চানিয়া অকণহিও

গড়েছিল বিধি দুইটি নয়ন।

কাঞ্চন পলাশে করি আচ্ছাদন।

বসন্ত রসিক সেই অতমুর ধন,

চানিয়া সে জীমূতের নবধনতনু,

কজ্জলে মাজিয়া চাক গড়ে তিল যুগল,

শ্রীম আতপত্র নেত্রের উপরে,

স্বদপকধারা গলিরা না পড়ে।

দীপশিখা, শুকচক্ষু, আব তিলকল,

এতিন মিশায়ে কৈল নাসিকা অতুল।

কমলে চম্পক থু'রা তুঙ্গপবে চাঁদ দিয়া

শিরীষে মাথনে বনা'ল ক্রীকব,

অর্ধধ্বজদণ্ড-মৃগাল উপর।

কলকমলের গারে ক্ষীরপুলী দিরা

গঠিল চরুগ মুকুর ঠাপিয়া,

কনোহির বজ্রভাবে মাথিয়া, অপরূপবিনে

পাখালি রাঙুল বালভাঙ্করে

নিবমিল তব মোহন অধরে।

হৈমগিরিযুগ মাত্রে নবধনশিখরে

বাসব-কার্য্য ক বধা বিদ্রম প্রচারে,

জ্যোতি মণিমালা করিরা চৌদিক আলা

খেলিত তলিত কতই মধুর।—

কোথা সে সাধব্য-লাঞ্জন চিন্তুর?

কোথা সে সীমন্ত শোভা চিকুর পদবী?

কোথা সে মণি কাঞ্চন মধুর-আরাবী?

কোথা শিঞ্জান রসনা সর্ব্বরসমী-বাসনা?

“কণ্ঠকণ্ঠ” কনৌ রতন নুপুর

চালিত শ্রবণে সুখসুধাপূর।

কোথা নীলাধরী সাদা কুহ্মে খচিত,

নৈশ নীলাধর শোভা তনুতে অর্পিত?

শতগ্রন্থা চিত্রবাস করিছে অঙ্গিতে বাস,

পরিবর্ত্ত হেরি, হার, হুখে হুখে,

তব সেই যুগ নর সেই যুগ?

আজ্ঞাদে করিয়া বিয়ে

লাঞ্জন পঙ্কনা দিবে

তাব সম নরাধম

নারকি কপালপোড়া

পরকরগত প্রাণ—

অবলাবোধিত কুলে

অভিশাপ-জজ্বলিত,

ভীষণ নরক ঘোরে

কোমলপঙ্কজকরে

কাতরে ধরিয়া করে

বুদ্ধি গোয়ে দৈববশে

অশেষ বাতনা দিলু

গৃহলক্ষী গৃহে নিরে

জালায় বেবা তারে,

নিরুর কঠোরতম

কে ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে?

শাস্তি সুখ ধনমান—

পীড়ে বে মন্দমতি,

জীবন থাকিতে মৃত

দেহ নিপাতে গতি।

দয়মানান্তরে।

করি গো এ মিনতি,—

বর্ষ এক পরবাসে,

হও প্রসন্ন মতি।

যুগশমিলন আজি সুরম্য কাননে।

রোহিনীর পাশে শশী বিরাজে গগনে।

রতি বধা পতি বামে, রাধা কুঞ্জে পেয়ে স্ত্রীমে,

[আনন্দ প্রেমরসে চকতহু দিবেছে সাতাব।

প্রবাহ] মিলন তেরিয়া সখী সুখিনা অপার?

প্রেমের কালিন্দী শ্রোত উছলিয়া ধায়।

মুটিল কুহ্ম বততীর গায় গায়।

নবীন মুকুল রাজি হুচাক সবুজ সাজি

দেখা দিল তরুবাজী শাখায় শাখায়।

সুগন্ধ মাখিরা অঙ্গে মন্দানিল ধায়।

সমাপ্ত।

স্বাক্ষরিত শ্রীবৈষ্ণবপত্রিকার লক্ষপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ লেখক বহুদায় শ্রীকালীহরদাস
ভক্তিসাগর বিজ্ঞাবিনোদ প্রণীত ও প্রকাশিত গ্রন্থ সমূহের—

নিম্নোক্তাপন।

১। অবশুতনিষ্ঠানন্দ—	১/০
২। চৈতন্যচরিত—	১/০
৩। মতামত—	১/০
৪। প্রেমভঙ্গমময়—	১/০
৫। অষ্টকাল-লীলামঙ্গল—	১/০
৬। ভক্তিসূত্রদীপিকা (নারদসূত্র)	১/০
৭। ভজনতত্ত্বদীপিকা—	১/০
৮। গান্ধীমাতৃক্যা (প্রেমধর্মের চিত্র)	১/০
৯। মা-চণ্ডী (নাটক)	১/০
১০। রত্নাকর (পদাবলী)	২/০
(১ম অঙ্ক ও ৩য় অঙ্ক)		

অগ্রিম মূল্য ১০ আট আনা পাইলে সুযোগান্তে "রত্নাকর" ৪র্থ অঙ্ক বখানাম প্রেরিত হইবে।

গ্রন্থপ্রাপ্তিস্থান—

গ্রন্থকার—শ্রী: ও পোঃ—ইলাহা

ঢাকা।

